2 YEARS B.Ed New Syllabus

Uniform Curriculum Structure for 2 Year B.Ed. Programme in West Bengal

SEMESTER-II

COURSE-VII-(A)

ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (সংস্কৃত)

গীতা দাস
নিবেদিতা চৌধুরী

ebook.dascoaching.in

আহেলি পাবলিশার্স

Scanned with CamScanner

'The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration' অধীনস্ত পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, West Bengal State University, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়) সুনির্দিষ্ট, অভিন্ন (Uniform) পাঠ্যক্রম অনুসারে রচিত একটি আদর্শ মানের বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ।

ভাষা শিক্ষণের
পদ্ধতি ও প্রয়োগ (সংস্কৃত)
Pedagogy of Language Teaching

Course–VII-(A) (1.2.7A)

গীতা দাস

অতিথি অধ্যাপিকা, স্কটিশ্ চার্চ কলেজ, শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ

নিবেদিতা চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপিকা, গভ: কলেজ অব্ এডুকেশন, বালীপুর

প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপিকা, ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন, হার্ডিংস হাউস

Library Dinabandhu Dinajpur B Ed College • Dinajpur • ESTD.—2009

আহেলি পাবলিশার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০০৯

Ph : (033) 2241 0308 Mb : 9007428045/9874378128

E-mail : aahelipublisherscal@gmail.com

Website : www.aahelipublishers.com

Scanned with CamScanner

Dakshin Dinajpur B. Ed. College
Call No
Acc No. 3040

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৬
প্রকাশক : অসীমকুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকার
আহেলি পাবলিশার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯
অক্ষরবিন্যাস : আহেলি পাবলিশার্স

মুদ্রণ : অনিতা এন্টারপ্রাইজ
ISBN : 81-89169-87-4

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক ও প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। অন্য কোনোরকম বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এই বইটি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিতে পারবেন না এবং বইটির কোনো গ্রহীতার ক্ষেত্রেও তাকে এই একই শর্ত আরোপ করতে হবে। এই শর্ত অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা (INR 150/-)

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

স্বগর্তঃ পিতা ড. অশোককুমার রায় চৌধুরীর উদ্দেশ্যে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

"বভার শাস্ত্রাণি দৃশং দ্বয়াধিকাম্"— শাস্ত্রস্বরূপ ঈশ্বরের তৃতীয় নেত্রকে প্রণাম জানিয়ে সবিনয়ে শিক্ষাজগতে গ্রন্থটি নিবেদন করলাম।

সম্প্রতি 'NCTE 2014-এর নতুন Regulation অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর শিক্ষামন্ত্রক কর্তৃক সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের B.Ed., M.Ed., B.P.Ed, M.P.Ed., DElEd ইত্যাদি পাঠক্রমগুলি সম্পাদনের জন্য 'The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং তার অধীনে দ্বিবার্ষিক পাঠক্রম চালু হয়েছে। এই পাঠক্রমে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভাষাশিক্ষণ বিষয়ে সংযোজিত হয়েছে নিত্য নতুন উপাদান।

১৯৫৬ সালে শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে যে "The Sanskrit Commission" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সদস্যরা ব্রিটিশ শাসনোত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষের যাবতীয় আঞ্চলিক ভাষার উৎসস্বরূপা সংস্কৃত ভাষার আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্যে Pedagogy of Sanskrit Teaching-এর ব্যপারে বহুবার সরব হয়েছিলেন। সেই ঘটনা অনুসরণ করে বর্তমান B.Ed.-এর পাঠক্রমে দ্বিতীয় সেমিস্টারে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে course VII (A) -এর অন্যতম বিষয় হল Pedagogy of Language Teaching.

নতুন পাঠক্রম অনুসারে Course VII (A) -এর বিষয়বস্তু অনুসারে বর্তমান গ্রন্থে সংস্কৃত শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার নতুন কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত আধুনিক তথ্য সহকারে এবং যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ থাকা বিচিত্র নয় বিশেষ করে সংস্কৃত পদসমূহ এবং দেবনাগরী অক্ষরগুলির ক্ষেত্রে। এ ছাড়া সময়াভাবে ব্যবহারিক অংশের সব কটি বিষয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে আলোচনা এবং বিশেষত ওই নির্দিষ্ট অংশের Content Analysis ও Learning Outcome অংশ দুটিতে Revised Bloom's Taxonomy অনুযায়ী 'শিক্ষার্থীদের কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্যে'র পর্যায়টি তুলে ধরা সম্ভব হল না; ওই দুটি ক্ষেত্রে সংশোধনের আগের পর্যায়ে Bloom Taxonomy-এর পুরোনো রূপরেখা অনুসারে 'আচরণগত উদ্দেশ্য পরিবর্তন' তথা 'কাম্য আচরণগত শিখন সামর্থ্য'-এর নিদর্শন প্রদত্ত হল। আশা করছি, পরবর্তী সংস্করণে আমার ত্রুটি অবশ্যই শুধরে নিতে সক্ষম হব।

আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ভাষাশিক্ষা সরস ও সজীব হয় তা সে প্রাচীন ভাষাই হোক কী আধুনিক ভাষা। "সংস্কৃত শেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার" কিম্বা "সংস্কৃত শেখার কোনো প্রয়োজন নেই"— এই অহেতুক ভীতি অপনোদন করে কীভাবে সংস্কৃত শিক্ষাকে সুন্দর, সার্থক ও চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায় তা নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

Scanned with CamScanner

আলোচনায় সার্থকতা লাভ করেছি কিনা তা ভাষাবিদ্ সুধীজন এবং অবশ্যই বর্তমান শিক্ষার্থীসমাজ যাঁদের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সেটা করবেন বিচার্য।

অজ্ঞানতিমির-এর অন্ধত্ব থেকে শুশ্রূষা করে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা আমার মধ্যে শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন আমার যে গুরুকূল আজ তাদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য এখানে আমি পেশ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্য জগতে সংস্কৃত ভাষার আধিপত্য চেনানোর জন্য প্রয়াত অধ্যাপক ড. সুভদ্রকুমার সেন সংবাদ পদ্ধতি, Direct Method-এ পাঠন পদ্ধতিতে উৎসাহদানের জন্য অবসরপ্রাপ্ত অশীতিপর অধ্যাপক ড. সীতনাথ আচার্য, অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে ভাষাকে প্রকাশ করার পরামর্শদানের জন্য অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চয়ন কর, আধুনিক যুগোপযোগী উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রবীণতমা অধ্যাপিকা ড. রত্না বসু, সংস্কৃত ভাষার সাথে পরিগণক যন্ত্রের সংযোগসাধনের ব্যাপারে সাহচর্য্য প্রদানের জন্য ড. মৌ দাশগুপ্ত, শ্লোক রচনার ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্য ড. দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল এবং সময়ে অসময়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দানের জন্য প্রফেসর সুধাকর সরদার— এঁদের সকলের চরণে রইল আমার আন্তরিক বিনম্র শ্রদ্ধা।

গ্রন্থটি প্রকাশে আহেলি পাবলিশার্স-এর দুই কর্ণধার শ্রী অসীম কুমার মহান্তি ও দেবব্রত সরকার যে আন্তরিক সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল আমার হার্দিক শুভেচ্ছা।

এত কিছুর পর কম্পিতহৃদয়ে একটি কথাই বলতে চাই, "আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"— অর্থাৎ আমার এই তুচ্ছ উপস্থাপনা যতক্ষণ, না পর্যন্ত গুণীজন সমাজে স্বীকৃত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরর্থক এই নিবেদন।

৯ জুন, ২০১৬

গীতা দাস
নিবেদিতা চৌধুরী

The West Bengal University of Teachers Training, Education Planning and Administration

SEMESTER-II

Course-VII-(A) (1.2.7A)	Pedagogy of a School Subject Part-I	Theory	Engagement With the Field	Credit	2+2
		50	50	Class Hours	32+64
Pedagogy of Language Teaching	Bengali, English, Sanskrit, Hindi, Urdu & Arabic				
Objectives	**The student teachers will be able to :-** 1. Merit effective and constructive acquaintance with the basic foundations of Language teaching in India and West Bengal 2. Acquire practical expertise in pedagogical analysis and develop behavioural competencies in teaching skills 3. Apply principles abstracted from the study of various methods and approaches as regards purpose and procedure of planning lesson 4. Work out and practice strategies for teaching language skills and communication skills 5. Credit working acquaintance with concepts of language learning assessment 6. Turn in to resourceful user of different kinds of Language Test 7. Become efficient in construction of Test and Test Items 8. Explore and experience various resources for target language learning 9. Try out various means of organizing various resources for target Language Learning.				
COURSE CONTENT/SYLLABUS					
Unit-I	**Foundations of Language Teaching:** ● Historical background and present status of language teaching in India.				6 hrs.

Scanned with CamScanner

	● Origin of different languages (At least two including 1st Language) ● Significance of Mother tongue/Target Language ● Concept of 1st Language, 2nd Language and 3rd Language in West Bengal ● Relation between language and dialect. ● Language position and importance in Secondary School Curriculum in West Bengal. ● Analysis of the objectives of teaching language at secondary level in West Bengal. ● Aims and objectives of Language Teaching.	
Unit-II	**Strategies of Language Teaching: (As per language concerned) :** ● Theories of Language Teaching ● Concept and importance of pedagogical analysis of language. ● Language Teaching Skills ● Learning Design: definition, characteristics, importance ● Behavioural/Instructional objectives of Language Teaching ● Teaching strategies for Language ● Relevance of Teaching Model for Language Teaching	7 hrs.
Unit-III	**Brief overview of Methods & Approaches of Language Teaching (As per language concerned):** ● Methods and Approaches of Language Teaching: ◆ Concept, Characteristics, Procedure, Importance and Limitations. ● Approaches to Language Teaching: Teaching different content areas– objectives, importance and procedure : ◆ Prose, ◆ Poetry, ◆ Drama ◆ Grammar, ◆ Composition ● Spelling mistake–causes and method of correction	6 hrs.
Unit-IV	**Assessment of Languag Teaching:** ● Assessment (elementary concepts of Evaluation and Measurement).	6 hrs.

	● Achievement Test ● Properties (elements) and Areas (aspects) of a language Test. ● Principles for constructing a Language Test. ● Characteristics of a good Test– usability, reliability, validity. ● Construction of a language question paper including general instruction with nature of options, overall coverage and marking scheme.	
Unit-V	**Learning Resources in Language Teaching:** ● Meaning, type, functions, preparation and utilization of learning resources in language: Text Books, Models, Charts, Pictures, Reference Books, Computer Assisted Learning. ● Language Laboratory– Component, planning, developing required activities and organizing for use. ● Designing Learning activities: School Magazine, School Debating Society, Dramatization ● Designing Language Games in grammatical context of language. ● Creative writing: composition, short story, poem (on given clues or independently).	6 hrs.
Engagement with the Field/ Practicum	**Any two of the following :-** ● Speech and Speech Mechanism ● Word Formation ● Syntax ● Phonetic Transcription ● Identifying General and Specific Objectives with Learning Outcome ● Task analysis and Content Analysis ● Developing Instructional (Teaching Learning) Material ● Planning Instructions	64 hrs.
Mode of Transaction	Lecture, discussion, project work, field trip, assignment, seminar etc.	

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় — ভাষা শিখনের ভিত্তিসমূহ (Foundations of Language Teaching) ১৭-৫৮

১.১ ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমাম অবস্থা **(Historical Background and Present Status of Sanskrit Language Teaching in India)**

১.১.১ ভারতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Bachground of Teaching Sanskrit) ১.১.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (Present Status of Teaching Sanskrit Language)

১.২. সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব [Origin of Sanskrit Language (At least two including 1st language)]

১.৩ মাতৃভাষার তা ৎপর্য (Significance of Mother Tounge/Target Language)

১.৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ও তৃতীয় ভাষার ধারণা (Concept of 1st language, 2nd language and 3rd language in West Bengal)

১.৫ সংস্কৃত ভাষা ও উপ-ভাষার সম্পর্ক (Relation between Sanskrit Language and Dialect)

১.৬ পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার স্থান ও গুরুত্ব (Position and Importance of Sanskrit Language in Secodary School Curriculum in West Bengal)

১.৭ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (Analysis of the Objectives of Teaching Sanskrit Language at Secondary Level in West Bengal)

১.৮ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teaching Sanskrit Language)

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা শিক্ষণের বিবিধ কৌশল ৫৯-১৩৪

Strategies of Language Teaching : (As per language concerned)

২.১ সংস্কৃতভাষা শিখনের তত্ত্বসমূহ (Theories of Language Teaching – Theories of Teaching Sanskrit Language)

২.২ শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept and Importance of Pedagogical Analysis of Language)

২.২.১ আচরণগত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির নির্ধারণ (Determination of behavioural objectives) ২.২.২ শিক্ষণকৌশলসমূহের নির্বাচন (Selection of Teaching Strategies) ২.২.৩ পারদর্শিতার অভীক্ষা-রচনা (Achievement Text Construction)

২.৩ ভাষা, শিখনের দক্ষতাসমূহ বিশেষত : সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Language Teaching Skills – Language Teaching skills with special reference)

২.৩.১ বাচনিক দক্ষতা/মৌখিক কার্যাবলি (Speaking skill/oral work)

২.৩.২ লিখন দক্ষতা দেবনাগরী অক্ষরের বৈশিষ্ট্য, হস্তলিখন সহায়ক উপায় সমূহ (factors influencing handwriting), বানান ভুলের কারণ, প্রতিকারের উপায়। (Writing Skill-Characteristics of Devnagari Script, factors influencing handwriting, causes of spelling mistake, strategies for remedy.)

২.৪ শিখন নকশা, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা (বিশেষতঃ সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে) (Learning Design : Definition, characteristics, importance)

২.৪.১ শিখন নকশার সংজ্ঞা (Definition of Learning Design)

২.৪.২ শিখন নকশার বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Characteristics of Learning Design With special reference to Sanskrit) ২.৪.৩ শিখন নকশার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Learning Design)

২.৫ ভাষা শিক্ষণের আচরণগত ও নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য (Behavioural and Instructional Objectives of Language Teachings)

২.৬ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ কৌশলসমূহ (Teaching strategies for Language–Teaching Stragegies for Sanskrit Language)

২.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের শিক্ষণের ক্ষেত্রে ICON Design Model-এর প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Teaching Model for Language Teaching; Relevance of ICON Design Model for Teaching Sanskrit Language)

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৫-১৬৮

[Brief overview of Methods & Approaches of Language Teaching (As per language concerned)]

৩.১ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কৌশল (Methods and Approaches of Sanskrit Language Teaching)

৩.১.১ সংস্কৃতভাষা শিক্ষণ কৌশলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা (Concept, Characteristics, method, significance and limitations of teaching strategies of Sanskrit Language)

৩.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় প্রবেশের ধারাগুলি (Approaches to Language Teaching ; Approaches of Teaching Sanskrit Language)

৩.৩. সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়গত ক্ষেত্রের শিক্ষাদান, উদ্দেশ্যাবলি, প্রয়োজনীয়তা-এবং পদ্ধতি (Teaching, Different Content Areas objectives, Importance and Procedure)

৩.৩.১ গদ্য শিক্ষাদান (Prose)

৩.৩.২ কবিতা শিক্ষাদান (Poetry)

৩.৩.৩ নাটক (Drama)

৩.৩.৪ ব্যাকরণ শিক্ষাদান (Grammar)

৩.৩.৫ রচনা শিক্ষাদান (Composition)

৩.৪ সংস্কৃত বানান সমস্যা ও প্রতিকার (Sanskrit Spelling mistake–causes and method of correction)

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা শিক্ষণের মূল্যায়ন (Assessment of language Teaching)

১৬৯-২১৬

৪.১ নির্ধারণ; (মূল্যায়ন ও পরিমাপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা); বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে [**Assessment; (Elementary Concept of Evaluation & Measurement) ;with special Reference to Sanskrit]**

৪.১.১ ভূমিকা (Introduction) ৪.১.২ শিক্ষায় মূল্যায়ন (Evaluation in Education) ৪.১.৩ মূল্যায়নের ভিত্তি (Basis of Evaluation) ৪.১.৪ মূল্যায়ন কর্মসূচির পরিচালনা (Organisation of Evaluation Programme) ৪.১.৫ সংস্কৃত শিক্ষাদানে মূল্যায়ন (Evaluation in Teaching Sanskrit) ৪.১.৬ পরিমাপ (Measurement)

৪.২ আদর্শায়িত অভীক্ষা (**Achievement Test**)

৪.২.১ আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি [Method of Standardized Test construction] ৪.২.২ আদর্শায়িত অভীক্ষার গুণাবলি (Merits of Standardized Test) ৪.২.৩ সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার অভীক্ষা রচনা (Achievement Test construction in Sanskrit Language) ৪.২.৪ অভীক্ষাপত্র (Achievement Test)

৪.৩ ভাষা পরীক্ষার বিভিন্ন উপাদান ও দিক্ সমূহ [**Properties (Elements) and areas (Aspects) of a Language Test]**

৪.৩.১ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষার বিভিন্ন উপাদানসমূহ (Properties (Elements) or a sanskrit language test) ৪.৩.২ সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষার বিভিন্ন দিক্সমূহ (Aspects of a Sanskrit Language Test)

৪.৪ ভাষা অভীক্ষা গঠনের নীতিসমূহ (**Principles of Constructions a Language Test)**

৪.৫ আদর্শ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যবহারযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও যাথার্থ **(Characteristics of a good Test– usability, reliability, validity)**

৪.৫.১ ব্যবহারযোগ্যতা (Usability) ৪.৫.২ নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

৪.৫.৩ যাথার্থ (Validity)

৪.৬ একটি সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষা গঠন; সাধারণ নির্দেশিকা, মূল্যায়নের সূচক ও পরিমাপক মান নির্ণয়ের রূপরেখা (**Construction of a Sanskrit Language Question Paper; Including General Instruction with Nature of options, Overall coverage and marking scheme)**

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষা শিক্ষণের শিখন উৎস (Learning Resources in Language Teaching)

২১৭-২৮৪

৫.১ ভাষা শিক্ষণে শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ, কার্যাবলি, প্রস্তুতিকরণ, ব্যবহার : পাঠ্যপুস্তক, প্রতিরূপ, প্রদীপনপত্র, চিত্রাবলি, সহায়ক গ্রন্থ, পরিগণক সহায়ক শিখন (বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে) (**Meaning, type, functions, preparation and utilization of learning resources in language: Text Books, Models, Charts, Pictures, Reference Books, Computer Assisted Learning; with special refference to Sanskrit)**

৫.১.১ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources in Sanskrit Language) ৫.১.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Type of Learning Resources in Sanskrit Language) ৫.১.৩ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের কার্যাবলি (Functions of Learning Resources in Sanskrit Language) ৫.১.৪ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের প্রস্তুতিসমূহ (Preparation of Learning Resources in Sanskrit Language) ৫.১.৫ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের ব্যবহার (Utilization of Learning Resources in Sanskrit Language) ৫.১.৬ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক (Text Book in Teaching Sanskrit Laguage) ৫.১.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিরূপ (Models in Teaching Sanskrit Lagnuage) ৫.১.৮ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রদীপনপত্র (Charts in Teaching Sanskrit Language) ৫.১.৯ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত চিত্র (Sanskrit Pictures in Teaching Sanskrit) ৫.১.১০ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সহায়ক গ্রন্থ (Sanskrit Reference Books in Teaching Sanskrit Language) ৫.১.১১ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিগণক সহায়ক শিখন (Computer Assisted Learning in Teaching Sanskrit Language)

Scanned with CamScanner

৫.২ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) উপাদান, পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় কার্যাবলির উন্নতিসাধন, ব্যবহারের জন্য সংগঠন **(Laguage Laboratory (Sanskrit) – Component, Planning, Developing Required Activities and organizing for use)**

৫.২.১ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) ধারণা [Laguage Laboratory (Sanskrit)– Concept] ৫.২.২ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) উপাদান [Laguage Laboratory (Sanskrit)– Component] ৫.২.৩ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগার-এর পরিকল্পনা (Planning of Sanskrit Language) ৫.২.৪ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগারের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Developing Required Activities for Sanskrit Language Laboratory) ৫.২.৫ ব্যবহার-এর জন্য সংগঠন (Organizing For Use)

৫.৩ **সংস্কৃত ভাষা শিখনের জন্য শিখন কার্যাবলির নক্শা নির্ণয়; বিদ্যালয় পত্রিকা, বিদ্যালয় বিতর্ক সভা, নাট্যীকরণ (Designing Learning Activities for teaching Sanskrit Language; School Magazine, School Debating Society, Dramatization.)**

৫.৩.১ সংস্কৃত বিদ্যালয় পত্রিকা (Magazine) ৫.৩.২ সংস্কৃত ভাষা শিখনের জন্য বিদ্যালয় বিতর্ক সভা (School Debating Society for Teaching Sanskrit Language) ৫.৩.৩ সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে নাট্যায়ন (Dramatisation for Teaching Sanskrit Language)

৫.৪ **সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের প্রসঙ্গে ভাষাক্রীড়ার নক্শা (Designing Language Games in Grammatical Context of Sanskrit Language)**

৫.৫ **সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের জন্য সৃজনশীল লেখা; রচনা, ছোটোগল্প, কবিতা (প্রদত্তসূত্রের ভিত্তিতে অথবা স্বাধীনভাবে) (Creative writing for teaching Sanskrit Language; Composition, Short story, Poem (On given clues or independently)**

৫.৫.১ সংস্কৃত ভাষায় রচনা (Composition in Sanskrit Language) ৫.৫.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের জন্য ছোটোগল্প লিখন (প্রদত্ত সূত্রের ভিত্তিতে অথবা স্বাধীনভাবে) [Short story for teaching Sanskrit Language; (On given clues or independently] ৫.৫.৩ সংস্কৃত শিক্ষণের জন্য কবিতা তথা শ্লোক রচনা [Poetry (Sloka) Writing for teaching Sanskrit]

শিক্ষণ প্রায়োগিক নিযুক্তি ২৮৫-৩০৪
(Engagement with the Field / Practicum)

একক ১

ভাষা শিখনের ভিত্তিসমূহ
(Foundations of Language Teaching)

◈ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

১.১ **ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান অবস্থা (Historical Background and Present Status of Sanskrit Language Teaching in India)**

১.১.১ ভারতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Bachground of Teaching Sanskrit)

১.১.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (Present Status of Teaching Sanskrit Language)

১.২. **সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব [Origin of Sanskrit Language (At least two including 1st language)]**

১.৩ **মাতৃভাষার তাৎপর্য (Significance of Mother Tounge/Target Language)**

১.৪ **পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ও তৃতীয় ভাষার ধারণা (Concept of 1st language, 2nd language and 3rd language in West Bengal)**

১.৫ **সংস্কৃত ভাষা ও উপ-ভাষার সম্পর্ক (Relation between Sanskrit Language and Dialect)**

১.৬ **পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার স্থান ও গুরুত্ব (Position and Importance of Sanskrit Language in Secodary School Curriculum in West Bengal)**

১.৭ **পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (Analysis of the Objectives of Teaching Sanskrit Language at Secondary Level in West Bengal)**

১.৮ **সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teaching Sanskrit Language)**

Scanned with CamScanner

১.১ ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান অবস্থা (Historical Background and Present Status of Sanskrit Language Teaching in India) :

১.১.১ ভারতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Bachground of Teaching Sanskrit Language) :

সংস্কৃত ভাষা জগতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় ভাষাসমূহের জননী স্বরূপ এই ভাষার শিক্ষা শুরু হয়েছিল আজ থেকে সুদীর্ঘকাল আগে প্রাচীনকালে বৈদিক যুগে ও ব্রাহ্মণ্যযুগে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র-অধ্যয়ন ছিল শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্রন্থাদি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় সংস্কৃতে জ্ঞান ছিল অপরিহার্য। কিন্তু, বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম যুগে সংস্কৃত শিক্ষা শ্রমণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে নালন্দা ও বিক্রমশীলার পাঠ্যসূচি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত শিক্ষা তৎকালে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল ; যদিও বুদ্ধদেব স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় তাঁর ধর্মের বাণী প্রচার করেন নি।

বৌদ্ধযুগে প্রথম অবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন বৌদ্ধ শিক্ষায় সংস্কৃত গৃহীত হয়, তখন মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম তক্ষশীলা। সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনি, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য এবং বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন। তা থেকেই সেই যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার স্থানের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

তক্ষশীলার পর বারাণসী সর্বভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে। এখানে তক্ষশীলার মতো বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত।

মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে প্রাচীন ভারতের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বেদ, বেদাঙ্গ, সাংখ্য দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

নালন্দার পরেই অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে যখন নালন্দার খ্যাতি ম্লান হয়ে আসছিল সেই সময়ে বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। এখানে সংস্কৃত শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মধ্যযুগে হিন্দুশিক্ষার কেন্দ্ররূপে মিথিলার খ্যাতি ও প্রাচীন মিথিলার রাজা জনকের খ্যাতি উপনিষদ ও পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। সে যুগের গৌড়ের শাসক লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী হলায়ুধ ন্যায়, মীমাংসা ও স্মৃতির ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া কবি জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। বাসুদেব সার্বভৌম

ও তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি স্মার্ত রঘুনন্দন গদাধর ভট্টাচার্য প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ গৌড়ের রাজধানী নবদ্বীপে টোল স্থাপন করেন। নবদ্বীপের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে বলা হত টোল বা চতুষ্পাঠী। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি ও দর্শন—সংস্কৃতের এই চারটি বিষয় পড়ানো হয় বলেই এগুলিকে চতুষ্পাঠী বলা হয়।

সুলতানী আমলে শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে, সে যুগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আরবি ও ফার্সিতে অনূদিত হয়। মুসলিম সুলতানদের সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা অবহেলিত হলেও ভারতের বহু প্রাচীন নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা রাজানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েও সগৌরবে বেঁচে ছিল। মোগলযুগে সম্রাট আকবরের সময়েও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সিতে অনূদিত হয়; তবে এ সময়ে উর্দু ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠায় সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে।

পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ মিশনারিদের সময়ে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির তথা সংস্কৃত শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় থেকে অর্থাৎ প্রায় ১৮৩৫ খ্রি. থেকে শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হল এবং ইংরেজি ভাষার আধিপত্য পূর্ণভাবে স্বীকৃত হল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে ভারতীয় শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষা তথা সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

১.১.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের বর্তমান অবস্থা (Present Status of Teaching Sanskrit Language) :

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত ২৪৩ নং সরকারি প্রস্তাবানুসারে তের জন বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ভাষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সংস্কৃত অথবা যে-কোনো অন্য প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবশ্য পাঠ্যরূপে এবং তারপরে শুধু মানবিক বিদ্যাশাখায় নবম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত Elective বিষয়রূপে পাঠ্য হবে।

সপ্তম শ্রেণি

গদ্যাংশ

১। প্রভাতবর্ণনম্
২। বর্ষাবর্ণনম্
৩। বিদ্যাসাগরঃ
৪। অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ
৫। নদী
৬। অতিলোভস্য পরিণামঃ

পুস্তক : দেববাণী

পদ্যাংশ

১। সরস্বতী স্তোত্রম।
২। মাতৃপিতৃস্তোত্রম্।
৩। সুক্তিরত্নাবলী

Scanned with CamScanner

৭। সিংহশশক কথা
৮। নেতাজী সুভাষচন্দ্রঃ
৯। অসৎসঙ্গদোষঃ
১০। ব্রাহ্মণসর্পনকুলকথা
১১। জীর্ণধনকথা

◆ **ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশ :**

১। দেবনাগরী বর্ণপরিচয়ঃ (স্বর ও ব্যঞ্জন)
২। স্বরমাত্রাসমূহ।
৩। যুক্তবর্ণসমূহ
৪। সংখ্যা
৫। সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণমালার পার্থক্য (উচ্চারণগত ও লিখনগত)।
৬। পদ প্রকরণ (বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম, অব্যয়)।
৭। লিঙ্গপ্রকরণ।
৮। সন্ধিপ্রকরণ (স্বর ও ব্যঞ্জন)।
৯। বাক্যপ্রকরণ - উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রয়োগ।
১০। শব্দরূপ - নর, ফল, লতা, মুনি, নদী, সাধু, গো।
১১। সর্বনাম শব্দরূপ - অস্মদ ও যুষ্মদ
১২। ধাতুরূপ- √ভূ, √গম্, √বদ্, √পঠ্, √দিস্, √সুদ্, √ইষ্, √দৃশ্, √দা, √পা, √ক্রীড়্

— এই সকল ধাতুর 'লট্ লকার' তথা বর্তমান কাল : লৃট্ লকার তথা ভবিষ্যৎ কাল এবং 'স্ম' যোগে অতীত কাল।

অষ্টম শ্রেণি — **পুস্তক : দেবনাগরী**

গদ্যাংশ :

১। একম্ চিত্রম্
২। অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ
৩। পৃথিব্যাং গঙ্গায়াঃ আগমনম্
৪। বিদ্যাসাগরঃ
৫। ক্রিয়াপদ প্রয়োগঃ
৬। মাতাপিতরৌ
৭। স্বাস্থ্যচর্চা
৮। সুভাষচন্দ্রঃ
৯। সংস্কৃতভাষায়াঃ গুরুত্বম্
১০। জ্ঞানম্ ঋতে
১১। একলব্যস্য গুরুদক্ষিণা
১২। পরিবেশদূষণম্
১৩। করুণাময়ী জননী
১৪। অস্মাকং দেশঃ ভারতবর্ষঃ
১৫। অমরঃ মহাকাব্যদ্বয়ম্

পদ্যাংশ :

১। প্রার্থনম্
২। কর্ত্তব্যম্
৩। গীতাবচনম্।

◆ **ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশ :**

১। **শব্দরূপ - (স্বরান্ত)** → পতি, সখি, সুধী, সেনানী, ভ্রাতৃ, মতি, প্রকৃতি, স্ত্রী, শ্রী, ধেনু, ভূ, বধূ, দুহিতৃ, স্বসৃ, গ্লৌ, হৃদয়, বারি, দধি, অক্ষি, মধু ইত্যাদি।

২। **শব্দরূপ - (ব্যঞ্জনান্ত)** → জলমুচ্, বণিজ্, সম্রাজ্, ভূভৃৎ, মহৎ, শ্রীমৎ, সুহৃদ্, ধাবৎ, লঘিমন্, রাজন, আত্মন্, যুবন্ গুণিন্, পথিন্, বিদ্বস্, সুহৃদ্, লঘীয়স্, বাচ্, সরিৎ, অপ্, দিব্, দিক্, আশিস্, কর্মণ, অহন্, নার্মন্, মহৎ পয়স্ ইত্যাদি।

৩। **শব্দরূপ (সর্বনাম)** → সর্ব, যদ্, ইদম্, এতদ্, অদস্, কিম্, (তিন লিঙ্গ)।

৪। **শব্দরূপ - সংখ্যাবাচক** → তিন লিঙ্গ।

৫। **ধাতুরূপ** →√নৃৎ,√নশ্,√দিব্,√পূজ্,√ভক্ষ্,√শ্রু,√কৃ প্রভৃতি পরস্মৈপদী ধাতু এবং √সেব্, √লিভ্, √মৃ, √জিন্ ইত্যাদি আত্মনেপদী ধাতু-এর লট্, লোট্, লঙ্ বিধিলিঙ, ও লৃট-এর একবচনান্ত, দ্বিবচনান্ত ও বহুবচনান্ত রূপ।

৬। অব্যয় পদ দ্বারা বাক্য রচনা।

৭। বিসর্গসন্ধি

৮। কৃৎ প্রত্যয় - ক্ত্বাচ্, ল্যপ্, তুমুন্, শতৃ, শানচ্।

৯। কারক ও বিভক্তি।

◆ **সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ :**

● **নবম শ্রেণি - মোট ৫০ নম্বর**

গদ্যাংশ :

১। কলহপ্রিয়া-খ্যানম্
২। সিংহশৃগালশিশুকথা
৩। কূর্মহংসদ্বয়কথা

পদ্যাংশ :

১। শিবিকথা
২। সূক্তিরত্নাবলী (১-২০ শ্লোক)

Library Dinajpur B. Ed College ESTD—2009 D/Dinajpur
ebook.dascoaching.in
Scanned with CamScanner

● **দশম শ্রেণি - মোট ৫০ নম্বর**

গদ্যাংশ :

১। পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্

২। দ্বিজভোজরাজসংবাদঃ

৩। উপমন্যুকথা

পদ্যাংশ :

১। বিদুরস্য সুভাষিতানি (১-১৫ শ্লোক)

২। পাদুকাগ্রহণম্

৩। অর্জুনবিষাদঃ।

◆ **ব্যাকরণ :** শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক ও বিভক্তি, বিসর্গসন্ধি, কৃদন্ত প্রকরণ, অব্য পদ দ্বারা বাক্যরচনা, শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য; এক কথায় প্রকাশন।

নির্মিতি : অনুচ্ছেদ রচনা; বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ।

(মাধ্যমিক পরীক্ষাক্ষেত্রে নবম ও দশম শ্রেণি, মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা)

● **পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার স্থান :**

পশ্চিমবঙ্গ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ তাদের পাঠ্যক্রমের উন্নয়নের স্বার্থে নতুন ক পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করেছে। বিষয়বস্তুগুলিকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদে উপযোগী করে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সংকলনে যেমন প্রাচী কালের সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য আছে, তেমনি বর্তমান সময়ের লেখাও স্থান পেয়েছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষার প্রবহমানতাকে তুলে ধরা যাতে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃ সাহিত্যগাথা মান নিজস্ব ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারবোধ জাগ্রহ হয়।

পদ্যাংশ - ১২ নম্বর

১। দশাবতারস্তোত্রম্ - জয়দেব

২। মেঘদূতম্ (শ্লোক ১-১০) - কালিদাস।

● **দ্বাদশ শ্রেণি - সংস্কৃতসাহিত্যগাথা**
(সাহিত্য - ৫০ নম্বর)

১। **গদ্যাংশ :** আর্যাবর্তবর্ণনম্ - ত্রিবিক্রম ভট্ট।
বনগতা গুহা - গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক্ } ১০ নম্বর

২। পদ্যাংশ : গঙ্গাস্তোত্রম্ (শ্লোক ১-১০) - শঙ্করাচার্য
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - কর্মযোগঃ (তৃতীয় - অধ্যায়ঃ) } ১২ নম্বর

৩। নাটক : বাসন্তিক স্বপ্নম্ - এথমো অঙ্কঃ (নির্বাচিত অংশ)
- কৃষ্ণমাচার্য্য। } ১২ নম্বর

৪। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস - ১০ নম্বর

(১) গ্রন্থ এবং কবি পরিচিত।

(২) গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী সম্পর্কে ধারণা।

(ভাস - স্বপ্নবাসবদত্তম্, শূদ্রক - মৃচ্ছকটিকম্;
কালিদাস - অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এবং মেঘদূতম্;
জয়দেব - গীতগোবিন্দম্; আর্যভট্ট - গণিতশাস্ত্র;
বরাহমিহির - জ্যোতির্বিজ্ঞান; চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা।)

৫। পদ্য অথবা পদ্য থেকে ভাবসম্প্রসারণ - ৪ নম্বর

◆ **ব্যাকরণ - ২০ নম্বর**

(১) কারক প্রকরণ (কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ)।

(২) সমাজ প্রকরণ (অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বন্দ্ব)।

(৩) তদ্ধিত প্রত্যয় (অন্, চক্, ইমনিচ্, তরপ্, ঈয়সুন্, তমপ্, ইষ্ঠন্, মতুপ্)

(৪) পরস্মৈপদবিধান;

(৫) আত্মনেপদবিধান;

(৬) শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য;

(৭) এককথায় প্রকাশ;

(৮) নামধাতু, সন্নন্ত, যঙন্ত, নিজন্ত ও স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণ।

◆ **সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব :**

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর দুটি প্রধান শ্রেণিবিভাগ এবং তার ১০টি উপশ্রেণির নাম।

(খ) ভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত ধারণা।

◆ **সংস্কৃতানুবাদ :** শুধুমাত্র 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' থেকে তিনটি বা চারটি চরণের বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ।

◆ **সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ :** পাঠ্যবহির্ভূত যে-কোনো বিষয়ের ৫টি চরণের সংস্কৃত-ভাষায় অনুচ্ছেদ রচনা।

◆ **সাহিত্যের ইতিহাস (১২ নম্বর)**

(১) বৌদিক সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ : ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ; মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ ভেদে ৪টি বেদের ৪টি স্তর ও বেদাঙ্গের ধারণাসহ।

Scanned with CamScanner

(২) মহাকাব্যে ভারতীয় জীবনভাবনার প্রতিচ্ছবি - রামায়ণ ও মহাভারত (সংক্ষিপ্ত ধারণাসহ)।

(৩) গল্পসাহিত্যের সাধারণ পরিচিতি : পঞ্চতন্ত্রম্, হিতোপদেশঃ, কথাসরিৎসাগরঃ, পুরুষপরীক্ষা, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, শুকসপ্ততিকথা।

ভাষা - ৪০ নম্বর

(১) সন্ধি (স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ)।

(২) শব্দরূপ

(ক) স্বরান্ত : সাধু, নর, ফল, লতা, মুনি, গতি, মতি, বারি, সখি, নদী, সুধী, সাধু, মধু, গো, পিতৃ, মাতৃ।

(খ) ব্যঞ্জনান্ত : শ্রীমৎ, ধাবৎ, সম্রাজ, বণিজ্, গুণিন্, পথিন্, রাজন্, কর্মন্, পয়স্, দিশ্।

(গ) সর্বনাম : অস্মদ্, যুষ্মদ্, তদ্, এতদ্, যদ্ কিম্, সর্ব।

(ঘ) সংখ্যাবাচক : এক, দ্বি, ত্রি, চতুর্, পঞ্চ, ষষ্, অষ্টন্।

(ঙ) ধাতুরূপ :ভ্বাদি, অদাদি, চুরাদি, জুহোত্যাদি ও তুদাদিগণীয় ধাতুগুলির লট্‌লকার তথা বর্তমান কাল;

লৃট্	লকার	তথা	ভবিষ্যৎ কাল;
লঙ্	,,	,,	অতীত কাল;
বিধিলিঙ্	,,	,,	ঔচিত্যার্থে;
লিট্	,,	,,	পরোক্ষার্থে এবং
লোট্	,,	,,	আদেশ বা অনুরোধ অর্থে,

এদের প্রত্যেকের আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী রূপ।

(চ) কারক (কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ)।

(ছ) অব্যয় পদ দ্বারা বাক্য রচনা।

(জ) কৃৎপ্রত্যয় - ক্ত, ক্তবতু, শতৃ, শানচ্, ক্ত্বাচ্, ল্যাপ্, তুমুন্, শতৃ, শানচ্, তব্য, অনীয়, ন্যৎ, যৎ, ক্যপ্, ক্তিন্।

◆ সংস্কৃত প্রকল্প : ১০ নম্বর

প্রজেক্ট তথা প্রকল্প বা কার্যসমস্যা পদ্ধতি বর্তমান শিক্ষাজগতে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাদান পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূল কথাই হল শিশুরা নিজেরা হাতে কলমে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে কর্মসংশোধন করবে।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে নির্ধারিত কাজটির সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করবে;

তারপর অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে;

তারপর পর্যবেক্ষণপূর্বক তথ্যাদি সংগ্রহ করবে;

তারপরে সুচারুরূপে কাজটিকে বাস্তবায়িত করবে;

পরিশেষে আলোচনা সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের অনুষ্ঠিত কর্মের নিজেরাই বিচার বা মূল্যায়ন করবে।

এখানে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সংস্কৃত বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে যে কোনো তথ্য এবং পাঠ্যবিষয় থেকে যে-কোনো ভাবনা।

(১) প্রাচীন ভারতের নগর, জনপদ প্রভৃতির বর্তমান ভারতের মানচিত্রে অবস্থানসহ পরিচয়; যেমন— কাঞ্চী, মিথিলা, কাশী, উজ্জয়িনী, রাজগৃহ, মালব, মিথিলা, কান্যকুব্জ ইত্যাদি।

(২) প্রাচীন ভারতের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী এদের মানচিত্রে অবস্থানসহ পরিচয়; যেমন— লুম্বিনী, নর্মদা, গঙ্গা, শতদ্রু, ইরাবতী, প্রভৃতি নদীসমূহ, বিন্ধ্যাচল, সিন্ধু, সহ্য, হিমালয় প্রভৃতি, দণ্ডকারণ্য ইত্যাদি বনভূমি।

(৩) প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য মন্দির, চিত্রকলা প্রভৃতির বর্তমান মানচিত্রে অবস্থানসহ পরিচয়; যেমন— সাঁচিস্তূপ, অজন্তাগুহা, লিঙ্গরাজ মন্দির, মুক্তেশ্বর মন্দির ইত্যাদি।

১.২ সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব [Origin of Sanskrit Language (At least two including 1st language)] :

প্রাচীন ভারত ও আর্য-সভ্যতা : বহির্ভারত থেকে আর্য জাতির ভারতে আগমন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস একটি ক্রান্তিকাল। আর্যদের আগমনের পূর্বে এ-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রাবিড় জাতি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী বাস করত। খ্রিস্টের জন্মের আনুমানিক দুই সহস্রাব্দ পূর্বেই বহির্ভারতীয় আর্য (আর্য ভারত-ইউরোপীয় বা Indo-European) জাতি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে এবং আর্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে। তারপর দীর্ঘকালের ব্যবধানে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী আর্য সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হয়।

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

(ক) **নিগ্রো-আকার বা নিগ্রোবটু** (Negroid বা Negrito)— এই জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগে এদেশে আসে; কিন্তু বর্তমানে এই জাতির মানুষ বা তাদের ভাষা প্রায় দুর্লভ।

(খ) **আদিম দক্ষিণদেশীয়** (Proto-Australoid বা আদি অস্ত্রাল)— প্রাগৈতিহাসিক যুগে (কিন্তু নিগ্রোবটুদের আগমনের পরে) এদের আগমন; Austric বা Austro-Asiatic অর্থাৎ দক্ষিণদেশীয় ভাষাগোষ্ঠী আদিম দক্ষিণ দেশীয় জাতির ভাষা থেকেই উদ্ভূত। ঋগ্বেদের ভাষায় এরা 'নিষাদ' নামে অভিহিত। আধুনিক কোল বা মুণ্ডা, খাসিয়া, নিকোবরী প্রভৃতি ভাষা প্রাচীন অষ্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত।

(গ) **ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়ড** (Mediterranean ও Armenoid)— এই দুই জাতি মিলে দ্রাবিড় জাতির উদ্ভব। দ্রাবিড়রা আর্যদের আগমনের পূর্বেই (আনুমানিক খ্রি: পূ: ৪র্থ

Scanned with CamScanner

সহস্রাব্দে) এদেশে আসে। আর্যদের ভাষায় এরা 'দাস' বা 'দস্যু' নামে উক্ত। বর্তমানে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালম প্রাচীন দ্রাবিড় (< দ্রবিড় < দ্রমিঝ) ভাষার অন্তর্গত।

(ঘ) **মোঙ্গোল** (Mongoloid)— এরা আর্যদের পরে (আনুমানিক ১০০০ খ্রি. পূ.) ভারতে আসে। যজুর্বেদের ভাষায় এদের নাম 'কিরাত'। এই জাতির ভাষা ভোট-চীনীয় (Sino-Tibetan বা Tibeto-Chinese)। বর্তমানে মণিপুরী, গারো, লুশেই প্রভৃতি কতিপয় প্রান্তিক ভাষার অস্তিত্ব থাকলেও ভোটচীনীয় ভাষায় অন্তর্গত ভাষাগুলি প্রায় বিলুপ্ত।

(ঙ) **আদি উত্তরদেশীয় এবং আল্প-পর্বতীয়** (Proto-Nordic ও Alpine)— এই দুই জাতির মানবগোষ্ঠী 'আর্য' নামে অভিহিত। আর্যরা প্রাচীন ভারত-য়ুরোপীয় (Indo-European) মহাজাতির শাখা। দক্ষিণী ভাষাগোষ্ঠী ব্যতীত আধুনিক ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষাই উক্ত প্রাচীন আর্য ভাষার অন্তর্গত। দ্রাবিড়দের আগমনের বেশ কিছুকাল পরে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে। নৃতত্ত্বের বিচারে আদি উত্তরদেশীয় বা আদি নর্ডিক জাতি ভারতীয় আর্য অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা ও ধারক। আল্পপর্বতীয় জাতি প্রকৃতই আর্য জাতির শাখা ছিল কি না তদ্বিষয়ে বিমত আছে।

প্রাচীন আর্য জাতির কয়েকটি শাখা মূল ভারত-য়ুরোপীয় (Indo-European) ভাষাবংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল বাসবাসের পর আনুমানিক হাজার বছর পরে ইরাণে উপস্থিত হয় এবং তারপর ভারত-ইরাণী (Indo-Iranian) আর্য জাতির কয়েকটি শাখা বা উপজাতি ভিন্ন ভিন্ন দলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। উক্ত আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠী প্রথমে পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে; কালক্রমে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চনদ অঞ্চল থেকে মধ্যদেশ (কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি) এবং পূর্বে গঙ্গার অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী (কাশী, কোশল, মগধ, বিদেহ, কামরূপ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশে) আর্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও কিছুকাল পরে (দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় পত্যন্ত প্রদেশ এবং পশ্চিমের সিন্ধু, সৌবীর ইত্যাদি কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া) সমগ্র ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

প্রাচীন ভারত ও সংস্কৃত ভাষা : ভাষাতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী পৃথিবীর ২৬টি ভাষাবংশের মধ্যে প্রাচীনতম ভাষাসমূহের অধিকাংশ উন্নত ভাষাগুলিকে ৪টি প্রধান ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়— ভারত-য়ুরোপীয় (Indo-European), সেমীয়-হামীয় (Semitic-Hamitic), দ্রাবিড় (Dravidian) ও অষ্ট্রিক (Austric)। উক্ত ভাষাবংশের মধ্যে ভারত-য়ুরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত ভাষাগুলি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষা উক্ত মূল ভাষাজননীর সন্তান। প্রাচীন আর্য (সঙ্কীর্ণ অর্থে সংস্কৃত) ভারত-য়ুরোপীয় ভাষাবংশের অন্যতম প্রাচীন ভাষা। আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভারতে প্রবেশের পূর্বে অনার্যভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কতিপয় ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্যনিবাস প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে আর্য ভাষা ও

সংস্কৃতির বিকাশে সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আর্যেতর ভাষার ওপর আর্য ভাষার প্রভাব বাড়তে লাগল, তেমনি অন্যদিকে দ্রাবিড় এবং কিরাত ও নিষাদ (অর্থাৎ অষ্ট্রিক ও ভোট-চীনীয়) ভাষাগুলির প্রভাবে আর্যভাষাতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রাচীন ভারতবাসীর মধ্যে ৯০% উক্ত ভাষাভাষীর অন্তর্গত এবং আধুনিক ভারতের প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষা পূর্বোক্ত ভাষাসমূহ থেকে উদ্ভূত। দ্রাবিড় ভাষাবংশের অন্তর্গত তামিলের মধ্যে দ্রাবিড় ভাষার প্রাচীন রূপ বহুলাংশে অক্ষত আছে এবং তার ওপর সংস্কৃতের প্রভাবও বেশি নয়। কিন্তু তেলেগু, মালয়ালম ও কন্নড় ভাষার সংস্কৃতের গভীর প্রভাব বিদ্যমান।

ভারতে প্রবেশের পূর্বে আর্যরা পশুপালক যাযাবর জাতি ছিল এবং ভারতে আমনের পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তারা প্রাচীন বৃত্তি বজায় রেখেছিল। তারপর কৃষিকর্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবী আর্যগোষ্ঠী উত্তর-পশ্চিম ভারতের পঞ্চনদ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। উক্ত আর্য জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ভাষার যে কথ্য রূপ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে একটি সাহিত্যিক সাধুরূপও বিদ্যমান ছিল এবং এই সর্বজনবোধ্য শিষ্ট আর্য ভাষাতেই বেদের মন্ত্রগুলি রচিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন আর্য (অর্থাৎ বৈদিক ভাষা) বিশিষ্ট ঐতিহ্যের অধিকারী এবং গ্রিক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন ভাষায় আর্য ভাষার সমকালীন কতিপয় রচনা আমাদের হস্তগত হলেও তুলনামূলক বিচারে বলা যায় মানবসভ্যতার প্রাচীনতম, মহৎ ও বিশাল সাহিত্য অর্থাৎ ঋক্ সংহিতার মন্ত্রসমূহ এই ভাষাতেই রচিত।

ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত অতি প্রাচীন কালেই সর্বভারতীয় ভাষারূপে স্থান অধিকার করেছিল এবং ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক, বাহক ও পোষকরূপে দেশে ও বিদেশে বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর আনুকূল্য লাভ করেছিল। প্রাচীন ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ববিধ চিন্তা-ভাবনা প্রধানত এই ভাষাতেই নিবদ্ধ। চার হাজার বছরের অধিক কাল যাবৎ ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও সুসংহত বিকাশ সাধিত হয়েছে এবং শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি) ও বহির্ভারতীয় (চিন, জাপান প্রভৃতি) দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে এই ভাষার অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি।

সংস্কৃত ভাষা যে শুধুমাত্র ধর্মীয় চিন্তার বাহন, তা নয় এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগে একমাত্র হিন্দুরাই যে এই ভাষার চর্চা করেছিলেন, এমনও নয়। প্রাচীন ভারতের তিনটি প্রধান ধর্ম— হিন্দু, বৌদ্ধ, ও জৈন। প্রাচীন ভারতীয়গণ প্রধানত উক্ত তিন ধর্মের যে-কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা পালি ও প্রাকৃত ছাড়া ধর্মপ্রচারের জন্য সংস্কৃতকেও গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ মহাযান দর্শনের চর্চা মূলত সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ। প্রথম পর্বে বৈদিক ধর্মকর্মের ধারক-বাহক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষক উচ্চবর্ণ বিদগ্ধ গোষ্ঠী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করেছিলেন এবং পরবর্তী যুগে তাঁদের উত্তরাধিকারী গণ রাজতন্ত্রের

Scanned with CamScanner

পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন সংস্কৃত-চর্চাকে অক্ষুণ্ণ দারায় প্রবাহিত রেখেছিলেন। পালি ও প্রাকৃতের প্রভাবে সংস্কৃতের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হলেও তার প্রাণপ্রবাহ কোনও কালেই অবরুদ্ধ হয় নি।

আলোচনার সুবিধার্থে আর্য ভাষার দুটি স্তরভেদ পরিকল্পনা করা যায়—
(১) প্রাচীন আর্য বা বৈদিক ভাষা, (২) অর্বাচীন আর্য বা সংস্কৃত ভাষা।

প্রাচীণ বৈয়াকরণ পাণিনি (আনুমানিক ৭ম-৪র্থ খ্রি: পূ. শ:) পূর্বোক্ত দুই ভেদকে ছন্দঃ ও ভাষা নামে অভিহিত করেছেন; পতঞ্জলি বলেছেন বৈদিক ও লৌকিক। খ্রি. পূ. ৭ম শতকেই বৈদিক ভাষার তিনটি পৃথক উপভাষা বা স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়-- উদীচ্য (North Western), প্রাচ্য (Eastern) ও মধ্যদেশীয় (Midland)। কোনও প্রাচীন ব্যাকরণে সংস্কৃত (সংস্কৃতা) নামটি পাই না। শুদ্ধ ভাষার বিশেষ রূপে 'সংস্কৃতা' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাই রামায়ণে। পাণিনির আমলে অঞ্চল ভেদে কথ্য সংস্কৃতের রূপভেদ থাকলেও উদীচ্য বা উত্তর-পশ্চিমী ছাঁদটিই ছিল শিষ্ট ভাষা। বিদ্বৎসমাজে ব্যবহার্য উক্ত শিষ্ট ভাষাকে ভিত্তি করে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে প্রায় ৪০০০ সূত্রের মাধ্যমে আর্য ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য (অর্থাৎ প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়) লেখ্য সাধুরূপ নির্ধারণ করলেন। তিনি আর্য ভাষার যে সংস্কার সাধন করলেন, কালক্রমে তাই শিষ্ট (standard) ভাষারূপে সমাদৃত হল এবং এই পরিমার্জিত ও পরিশোধিত শিষ্ট আর্য ভাষাই সংস্কৃত নামে প্রচলিত।

অর্বাচীন বৈদিক মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভাষাতে সংস্কৃতের জন্মলগ্ন পরিস্ফুট। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি) অর্বাচীন বৈদিক ভাষার লক্ষণ স্পষ্ট এবং সূত্রসাহিত্যে ভাষায় সংস্কৃতের শৈশবাবস্থা লক্ষণীয়। প্রাচীন বিদ্বজ্জন সংস্কৃতকে 'দেবভাষা', 'সুরভারতী', 'গীর্বাণবাণী' নামে প্রশংসা করেছেন। দার্শনিক আচার্যগণ শব্দার্থের দুর্জ্ঞেয় গূঢ় রহস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণয় করেছেন এবং বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকগণ শব্দার্থতত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের মূল্য ও অবদান অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন।

যাগযজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মীয় সংস্কৃতিনির্ভর বৈদিক সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক শুদ্ধাচারী পণ্ডিত ও বৈয়াকরণগণ সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষায় অতিশয় সচেষ্ট ছিলেন এবং বহিরাগত কোনোরূপ প্রভাব সম্পর্কেও অতিমাত্রায় রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভাষা যেহেতু নদীর স্রোতের মতো সদাবহনশীল, তাই পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা অসম্ভব। এই কারণে উত্তরোত্তর কালে আর্য-অনার্য জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক সান্নিধ্যের ফলে সংস্কৃতের ওপর অন্যান্য ভাষাসমূহের কিঞ্চিৎ প্রভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অবশ্য সংস্কৃতের ধ্বনিতত্ত্বে ও রূপতত্ত্বে অপরাপর ভাষার প্রভাব নগণ্য, একমাত্র শব্দভাণ্ডারে আর্যেতর ভাষাগুলির ঈষৎ প্রবেশাধিকার ঘটেছিল। আর্য ভাষার ওপর পূর্ব ও উত্তর ভারতের কতিপয় স্থানীয় ভাষা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রত্যন্ত ভাষাগুলির প্রভাব স্বল্প হলেও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। অনুমান করা যায় বৈদিক ভাষার প্রাথমিক পর্বে সাহিত্যিক ভাষা অপেক্ষা কথ্য ভাষার প্রাধান্য বেশি ছিল, তারপর লিখনপদ্ধতির বহুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে রক্ষণশীল শিষ্ট লেখ্য ভাষার মধ্যেও ধীরে ধীরে ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দভাণ্ডার, ছন্দ, বাক্‌রীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তর পরিবর্তন ঘটতে থাকে; যেমন বৈদিক স্বরপদ্ধতি পাণ্ডুলিপিতে ও প্রথাগত উচ্চারণ পদ্ধতিতে রক্ষিত হলেও পরবর্তী কালের ভাষায় তার অস্তিত্ব রইল না। সাহিত্যচর্চার পরিধি যতই প্রসারিত হতে থাকল, ততই বাগ্‌ব্যবহার ও ব্যাকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা স্পষ্ট হল; শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রাচীন আর্য ভাষার বিশুদ্ধ ছাঁদটি অপরিবর্তিত ছিল। যাস্ক, পাণিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতির গ্রন্থে অঞ্চলভেদে আর্য ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি, বাগ্‌ব্যবহার প্রভৃতির কতিপয় বৈচিত্র্য উল্লিখিত।

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ : প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈদিক ও সংস্কৃত মূলত একই ভাষা; উভয়ের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য, তা প্রধানত স্থান-কালগত (dialectal ও chronological)। আনুমানিক প্রায় ১৫০০ বছরের ব্যবধানে বৈদিক ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে রূপ গ্রহণ করেছিল, তারই বিশুদ্ধ রূপ সংস্কৃত ভাষা। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই দুই স্তরকে প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদিক ভাষা বলা চলে। বৈদিক সাহিত্য মূলত ধর্মীয় সাহিত্য; শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম-সূত্রে আর্য অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের যা কিছু অনুশীলন, সবই চারটি বৈদিক সংহিতার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে ঘটেছিল। কিন্তু সংস্কৃতে বেদানুসারী ও ধর্মীয় সাহিত্য ব্যতীত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজপ্রাধান্যপুষ্ট অভিজাত লোকায়ত সাহিত্যের অনুশীলন ঘটেছে। বৈদিক ভাষা চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল প্রধানত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম (উদীচ্য ও প্রতীচ্য) অঞ্চল, কিন্তু বৈদিকের তুলনায় অর্বাচীন সংস্কৃত ভাষা চর্চার কেন্দ্র ছিল সমগ্র আর্যাবর্ত। আর্য বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী ধর্মীয় ভাবনাচিন্তা ও সাহিত্যানুশীলনের বাহক বৈদিক ভাষাকে লৌকিক ভাষার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার জন্য রক্ষণশীল মনোভঙ্গী গ্রহণ করলেও তাঁদের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নি।

ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যেমন--

স্বরমধ্যগত মহাপ্রাণ ঘোষ বর্ণ ঊষ্মবর্ণে পরিণত— ধা > হিত, গ্রভ্ > গ্রহ্ (গৃভ্নাতি, গৃহ্লাতি);

এ এবং ও প্রাচীন বৈদিকে দ্ব্যক্ষর যৌগিক স্বর (diphthong) এবং একাক্ষর মৌলিক স্বর (monophthong) উভয়রূপেই উচ্চারিত হত, কিন্তু অর্বাচীন বৈদিকে সর্বদা একাক্ষর স্বর, যেমন— ত্রেধা ত্রইধা (অ+ই) দু'রকম উচ্চারণ ছিল। অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিকে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি (hiatus) উচ্চারিত হত, অর্বাচীন বৈদিকে তা বিলুপ্ত। সংস্কৃতে দু-একটি ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়, যেমন— প্রউগ (বৈদিক মন্ত্র), তিতউ (চালুনী);

Scanned with CamScanner

বৈদিক সন্ধিতেও পার্শ্ববর্তী দুই স্বরধ্বনি কখনও কখনও পৃথক উচ্চারণ করা হত; কিন্তু সেক্ষেত্রে সংস্কৃতে সন্ধি নিত্য, যেমন বৈ. সপ্তঋষয়ঃ, সং. সপ্তর্ষয়ঃ, বৈ.হি+ইন্দ্র (উচ্চারণে হি ইন্দ) = সং হীন্দ্র।

রূপতত্ত্বে বৈদিক ও সংস্কৃতের পার্থক্য সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রধানত শব্দরূপ ও ধাতুরূপের প্রয়োগে এবং অব্যয়, উপসর্গ, ক্রিয়াবিশেষণ, সমাস প্রভৃতিতে উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ক্ষেত্রে প্রধান ও অপ্রধান অসংখ্য পার্থক্য লক্ষগোচর হয়।

শব্দরূপের পার্থক্য : বৈদিক ভাষায় শব্দরূপের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ছিল; সংস্কৃতে তা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত; বেদের ভাষায় স্বরান্ত শব্দের বিভিন্ন বিভক্তিতে অনেক বিকল্প প্রয়োগ ছিল; কালক্রমে সেগুলির প্রয়োগ কমতে কমতে সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত বা লুপ্ত হয়ে যায়, যেমন অকরান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের—

১মা বহুবচনে দুটি রূপ— নরাঃ / নরাসঃ;
১মা ও ২য়া দ্বিবচনে দুটি রূপ— (অশ্বিনৌ), অশ্বিনা; মিত্রাবরুণা;
৩য়া বহুবচনে দুটি রূপ— নরৈঃ / নরেভিঃ; পূর্বেভিঃ;
৩য়া একবচনে দুটি রূপ— দেবেন / দেবা;
৬ষ্ঠীর বহুবচনে দুটি রূপ— দেবানাম্ / দেবাম্; চরথাম্।
অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দে ১মা ও ২য়া বহুবচনে দুই রূপ— ভুবনানি/ভুবনা;

বেদে সমাসঘটিত (পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ) শব্দের দ্বিবিধ রূপ— সোমপঃ, সোমপা, বিশ্বপা, গোপা, নামধা; কিন্তু সংস্কৃতে এরূপ শব্দগুলি (দু-চারটি ছাড়া, যেমন বিশ্বপা) হ্রস্বস্বরান্ত— মধুপ, ভূপ, নৃপ প্রভৃতি।

বেদে মৌলিক আকারান্ত একাক্ষর কতিপয় শব্দ (পুংলিঙ্গ দা, স্থা, জা ও ত্রা এবং স্ত্রীলিঙ্গ জা, খা, মা, জ্যা, ব্রা, ক্ষা ও গ্রা) ব্যবহৃত, যদিও সমস্ত বিভক্তির পদ পাওয়া যায় না; কিন্তু সংস্কৃতে এই শব্দগুলির প্রয়োগ বিরল।

আকারান্ত বহুস্বর স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের (লতা, মায়া, প্রভৃতি) ১মা ও ২য়া বহুবচনে দুই রূপ— (বশাঃ) বশাসঃ; ৩য়া ১ বচনে দুটি রূপ— (মনীষয়া) মনীষা।

বৈদিক ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের দুটি পৃথক রূপ ছিল (অবি অর্থাৎ মেঘ এবং অরি শব্দের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য); সংস্কৃতে বৈদিকের তুল্য দুটি রূপ ছাড়া উভয়ের মিশ্রণে একটি তৃতীয় রূপের গঠন হয়, যেমন সখি শব্দ।

বেদে ২য়া একবচনে দুটি রূপ— মুনিম্, অরিম্/অর্যম; এরূপ ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী ও ৭মীর একবচনে এক এক জোড়া রূপ প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতে উক্ত বৈচিত্র্য লুপ্ত হল, তবে বৈদিক ই-কারান্ত শব্দের পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যতিক্রমরূপে টিকে রইল যেমন— ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপে পুংলিঙ্গের প্রভাব, ন্-ভাগান্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রভাব ইত্যাদি, যেমন— ৪র্থীতে অরি অর্যে, মুনি মুনয়ে, মতি মতৈ, মতয়ে; ৭মীতে মুনি মুনৌ, অগ্নি অগ্না, মতি মত্যাম্, মতৌ।

ebook.dascoaching.in

সাধিত শব্দাবলি, যেমন বভ্রু (তামাটে), বধূ প্রভৃতি। বেদে বধূজাতীয় শব্দগুলি দেবীজাতীয় শব্দরূপের সাদৃশ্যে গঠিত হয়েছিল। মৌলিক ও সাধিক শব্দরূপে বেশ পার্থক্য ছিল, পরে দেবীজাতীয় শব্দের প্রভাবে সাধিত ঊ-কারান্ত শব্দের যে রূপাদর্শ তৈরি হল, সংস্কৃতে তাই হল প্রধান। বৈদিক বিকল্প রূপগুলিও সংস্কৃতে লুপ্ত হল, যেমন— তনু ২য়া একবচন— তনুম, তন্বম্, ৭মী একবচন— তন্বাম্, অনূনাম্;

বৈদিক ঋ-কারান্ত শব্দগুলিকেও (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) দু'ভাগে নির্দেশ করা যায়— অর্ ও তর্-ভাগান্ত। অর-ভাগান্ত শব্দ দ্বিবিধ—

(ক) মৌলিক শব্দ, যেমন— পুর্, স্বর্,
(খ) সাধিত শব্দ, যেমন— দেবৃ, স্বসৃ, উধৃ (স্তন), অহর্ প্রভৃতি।
(গ) তর্ ভাগান্ত শব্দ, যেমন— পিতৃ, মাতৃ, দাতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি।

এদের বৈদিক বিকল্প রূপগুলি সংস্কৃতে লুপ্ত, যেমন পিতৃ ২য়া দ্বিবচন— পিতরৌ/পিতরা; নৃ ৬ষ্ঠী বহুবচন— নৃণাম্/নরাম্; পিতৃ ৬ষ্ঠী দ্বিবচন— পিত্রোঃ/পিত্রয়োঃ;

নপ্তৃ শব্দের সাধারণ রূপ ছাড়া কয়েকটি বিশেষ রূপ— নপাৎ, নপাতম্, নপাতা ইত্যাদি;

বৈদিক ব্যঞ্জনান্ত শব্দ সংস্কৃতে অনেক সময় স্বরান্তশব্দে পরিবর্তিত, যেমন মাস্/মাস, নিশ্/নিশা, অস্থন্/অস্থি প্রভৃতি।

বেদে অপ্ শব্দ একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত, কিন্তু সংস্কৃতে বহুবচনান্ত, যেমন ৩য়া— অপা/অদ্ভিঃ।

তাৎ ও বৎ-প্রত্যয়ান্ত বৈদিক-শব্দগুলি সংস্কৃতে লুপ্ত, যেমন— দেবতাৎ, নিবৎ, সংবৎ।

বৈদিক অস্/ইস্/উস্-ভাগান্ত শব্দ সংস্কৃতে স্বরান্তরূপেও পরিকল্পিত, যেমন— জরস্/জরা, মেধস্/মেধা।

মন্-ভাগান্ত শব্দের তৃতীয়াতে ম-কার লুপ্ত, যেমন— মহিমন্/ভূমন্ ৩য়া একবচন বৈ. মহিনা/সং.মহিম্না; ভূমনা/ভূম্না। বেদে অন্-ভাগান্ত শব্দের কতিপয় বৈকল্পিক রূপ পাওয়া যায়; সংস্কৃতে সেগুলি লুপ্ত। যেমন অহন্/নামন্ ২রা বহুবচন— অহ বা অহা/অহানি; নাম/নামানি।

সর্বনামের ক্ষেত্রেও বেদে ও সংস্কৃতে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ইদম্ প্রভৃতি শব্দের বিভক্তিতে অনেক বিকল্প রূপ পাওয়া যায়, যেমন— পুংলিঙ্গে ১মা ও ২য়া দ্বিবচন (অ-কারান্ত বিশেষ্য শব্দের ন্যায়)— ইমা/ইমৌ, এতা/এতৌ;

ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়া দ্বিবচনে দুটি রূপ— তা/তানি, যা/যানি;

৩য়া বহুবচনে দুটি রূপ— ঐঃ/এভিঃ, যৈঃ/যেভিঃ; পদান্তস্থিত হ্রস্ব সুরারোপে দীর্ঘ— তেনা/তেন। বেদে অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের সঙ্গে বন্ত্/কীন/ত্রা প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে নানান শব্দ গঠিত হত, যেমন— মাবন্ত, যুষ্মাবন্ত্, ত্বাবন্ত্, মাকীন, অস্মত্রা, যুষ্মত্রা। সংস্কৃতে এগুলি লুপ্ত।

Scanned with CamScanner

অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের বৈকল্পিক বৈদিক রূপগুলি সংস্কৃতে লুপ্ত, যেমন— ১মা দ্বিবচন— আবাম্ / বাম্, যুষ্মদ্ স্ত্রীলিঙ্গ ২য়া বহুবচন—যুষ্মাঃ (আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রভাবে), ৩য়া একবচন— ত্বয়া / ত্বা, ৪র্থী একবচন— মহ্যম্, তুভ্যম্ / মহ্য, তুভ্য, ৬ষ্ঠীর বহুবচন— যুষ্মাকম্ / যুষ্মাক, অস্মাকম্ / অস্মাক, ৭মীর বহুবচন— অস্মাসু / অস্মে, যষ্মাসু / যুষ্মে।

সর্বনাম স্য ও ত্য (ত্ + য্) শব্দের প্রয়োগ বেদে সুলভ্, কিন্তু সংস্কৃতে ১টি মাত্র প্রয়োগ আছে— সূতো বা সূতপত্রো বা যো বা স্যো বা ভবাম্যহম্/দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।। তদ্ শব্দের কতিপয় বিকল্প বেদে ছিল— তস্মাৎ/সস্মাৎ, তস্মিন্/সস্মিন্।

বেদে কতিপয় অতিরিক্ত সর্বনামের প্রয়োগ ছিল, সেগুলি সংস্কৃতে সম্পূর্ণ লুপ্ত, যেমন— তক (এইটুকু), সম/সিম (যে কেউ), কি (প্রশ্নবোধক), সক/অসক/তকয়ক প্রভৃতি সাধিত সর্বনাম।

বেদে ধাতুরূপের ব্যবহারে সংস্কৃতের তুলনায় সর্বাধিক বিকল্প ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক ক্রিয়াপদে ভারত-য়ুরোপীয় ক্রিয়ামূল্যের অনেক বৈশিষ্ট্য রক্ষা পেয়েছে।

বেদের ভাষায় একই ধাতু একাধিক গণে ব্যবহৃত হতে পারত এবং তার ফলে তিঙ্-বিভক্তির যোগে একাধিক পদ গঠিত হত। কিন্তু সংস্কৃতে প্রত্যেক ধাতু নির্দিষ্ট গণের অন্তর্ভুক্ত (তন্মধ্যে বিদ্ ধাতু একমাত্র ব্যতিক্রম), যেমন হূ— হূয়তি, হূতে, জুহোতি। অনেক বৈদিক ধাতু সংস্কৃতে লুপ্ত, অনেক ধাতুর ব্যবহার সীমিত, কিন্তু সেই তুলনায় নতুন ধাতুর সংখ্যা খুবই কম।

বৈদিক ধাতুরূপে অনেক বিকল্প বিভক্তির প্রয়োগ ছিল; যেমন— লেট্ মধ্যম পুরুষ একবচনে হি/ ধি/ তাৎ— শৃণুহি/শৃণুধি/শৃণুতাৎ; মধ্যম পুরুষ বহুবচনে ত/তন/থন— বদত/ বদথা/বদথন; কোনো কোনো ধাতুর ১ম পুরুষ বহুবচনে র্-বিভক্তির প্রয়োগ, যেমন— শী—বৈ. শেরে / সং শেরতে।

বেদে একই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন কালে আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী প্রয়োগ ছিল; কিন্তু সংস্কৃতে ধাতুগুলি ত্রিবিধ— আত্মনেপদী, পরস্মৈপদী ও উভয়পদী। তবে মৃ-ধাতুর ক্ষেত্রে বেদের তুল্য প্রয়োগ উপলব্ধ— ম্রিয়তে/মরিষ্যতি/মমার।

সংস্কৃতে ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ধাতুর আত্মনেপদী অথবা পরস্মৈপদী ব্যবহার নির্দিষ্ট, যেমন— কর্ম, ভাব ও কর্মকর্তৃবাচ্যে আত্মনেপদী প্রয়োগ বিহিত; কিন্তু বেদে সর্বদা এরূপ নির্দিষ্ট ব্যবহার বিহিত ছিল না। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার খুব কম।

প্র, পরা প্রভৃতি ২০টি উপসর্গ বৈদিক ভাষায় ক্রিয়ার পূর্বে বা পরে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পদরূপে ব্যবহৃত হত; কিন্তু সংস্কৃতে ক্রিয়ার পূর্বে অবিচ্ছিন্নভাবে উপসর্গের ব্যবহার নির্দিষ্ট হল। বেদে (নি, প্র, পরা প্রভৃতি কয়েকটি ছাড়া) উপসর্গগুলি সম্প্রদান ভিন্ন অন্যান্য কারক বিভক্তিতে নিয়ন্ত্রণ করত, তদনুসারে সংস্কৃতে আ, প্রতি, অনু ও অতি পৃথক্ পদরূপে (কর্মপ্রবচনীয় নামে) ব্যবহৃত এবং কারকবিভক্তির নিয়ামক।

সন্ধি ও সমাসের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বৈদিক সন্ধি ও সমাসের অনেক নিয়ম সংস্কৃতে অপ্রচলিত। সংস্কৃতে ধাতু-উপসর্গ, একপদ ও সমাসে সন্ধি অবশ্যকরণীয়, কিন্তু বৈদিকে এই নিয়মের কঠোরতা ছিল না। বেদে সাধারণভাবে দুই পদের সমাস প্রচলিত ছিল, সংস্কৃতে বহুপদের সমাস, সন্ধির অনড় বিধান এবং সমাসবদ্ধ পদের অত্যধিক বাহুল্য পরবর্তীকালে এই ভাষার কৃত্রিমতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াল।

বৈদিক ভাষায় স্বর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় স্বর সম্পূর্ণ মূল্যহীন। বেদে স্বরসঞ্চার (pitch accent বা musical accent) ঘটে, কিন্তু সংস্কৃতে শ্বাসাঘাত (Stress accent)। বৈদিকে স্বরের পরিবর্তনে যেমন ব্যাকরণগত পরিবর্তন ও উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটত, তেমনি অনেক সময় অর্থেরও পরিবর্তন ঘটত, যেমন—

বরেণ্যম্ > বরেণিয়ম্; বার্যাণাম্ > বারি-আ-ণাম্; ভর্গো > ভার্গো; তেন > তোন; ব্যশেম— (ঋগ্বেদে) বি অশেম, (সামবেদে) ব্যশেমহি। 'ওজস্— তেজ, ও'জস্— তেজস্বী; 'মধু— পুংলিঙ্গ, ম'ধু— স্ত্রীলিঙ্গ; নহ্যতে— বাঁধে (কর্তৃবাচ্যে), ন'হ্যতে— বন্ধ হয় (কর্মবাচ্যে; 'দাতৃ— দান, দা'তৃ— দাতা।

বেদে ৭টি মূল ছন্দ ব্যবহৃত— গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী, উষ্ণিক্ ও পংক্তি। উক্ত ছন্দগুলির নানান ভেদ ও বৈচিত্র্য থাকলেও নিয়মকানুনের কঠোরতা ছিল না। বৈদিক ছন্দ অক্ষরবৃত্ত, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দ নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের দ্বারা নির্ধারিত হলেও লঘু-গুরু ভেদ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। সংস্কৃতে ছন্দের সংখ্যা বৈদিকের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু তদনুযায়ী বৈচিত্র্য কম। অনেক সংস্কৃত ছন্দ মূল বৈদিক ছন্দকে ভিত্তি করে পরিকল্পিত। প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে সংস্কৃতে কতিপয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ গঠিত হয়েছে, যেমন আর্যা, গীতি প্রভৃতি। বৈদিক ছন্দের তুলনায় সংস্কৃত ছন্দের বিধিবিধান অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত।

শব্দভাণ্ডারেও উভয়ের পার্থক্য লক্ষণীয়। বৈদিক ভাষার অনেক শব্দ কালক্রমে লুপ্ত, আবার অনেক শব্দের অর্থ পরিবর্তিত। অনেক বৈদিক শব্দে মূল ভারত-য়ুরোপীয় কিংবা ভারত-ইরাণীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু অর্বাচীনকালে তার অধিকাংশই বিলুপ্ত, কোনো কোনোটি অর্থবিকৃতির মধ্য দিয়ে রক্ষিত। যেমন— মর্য (তরুণ), জনি (নারী), অম (শক্তি), বাজ (অন্ন, সম্পদ্) তোক (অল্প), অৎক (পোষাক), গ্না (দেব-পত্নী), দম (গৃহ), গাতু (পথ), বস্ন (পুরস্কার), রোদসী (স্বর্গ-মর্ত অথবা চিৎকারকারী দুজন সৈনিক) প্রভৃতি বহু বৈদিক শব্দ সংস্কৃতে অপ্রচলিত। বিপরীতভাবে পারিপার্শ্বিক উৎস (যেমন— দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, গ্রিক ও অন্যান্য ভাষা) থেকে সংস্কৃত ভাষায় কালক্রমে নবীন শব্দাবলির অনুপ্রবেশ ঘটল।

অর্বাচীন বৈদিক ও সংস্কৃতে অনেক প্রাচীন শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটল, যেমন— বহ্নি শব্দের মূল অর্থ ছিল বহনকারী, অর্বাচীনকালে পরিবর্তিত অর্থ হল অগ্নি (যেহেতু অগ্নি দেবতাদের হব্য বহন করে); ক্রতু অর্থাৎ জ্ঞান, পরিবর্তিত অর্থ যজ্ঞ (যেহেতু যজ্ঞের দ্বারা

Scanned with CamScanner

মানুষ জ্ঞান লাভ করে); দাস অর্থাৎ অনার্য উপজাতি গোষ্ঠী, পরিবর্তিত অর্থ ভৃত্য (যে
দাসেরা আর্যদের দ্বারা পরাভূত হয়ে কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত হয়); অসুর শব্দের অর্থ দে
(ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি), পরিবর্তিত অর্থ রাক্ষস বা অনিষ্টকারক (ন-সুর এরূপ ভ্রান্ত নিরু
ফলে)। কখনও কখনও অনেকার্থক শব্দের অর্থসংকোচ ঘটল।

বৈদিক ভাষায় প্রধানত শব্দযুগ্মের ক্ষেত্রেই দ্বিবচনের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। (যেমন
মিত্রাবরুণৌ, অগ্নীষোমৌ, দ্যাবা-পৃথিবৌ); সংস্কৃতে দ্বিবচনান্ত ঐরূপ পদ যেমন প্রায় বি
তেমনি দ্বিবচনান্ত একক পদের স্বাধীন ব্যবহারও বেশি।

কথ্য ভাষারূপে সংস্কৃতের দাবী : প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত সর্বজনীন কথ্য ভাষা ছিল
না তদ্বিষয়ে ইতি ও নেতিবাচক দুরকম মতামতই পাওয়া যায়। একদল পণ্ডিতের অনু
বৈদিক ও সংস্কৃত (অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য) কোনো কালেই সমাজের সর্বস্ত
শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বসাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা ছিল না। তাঁদের মতে বৈদিক
ধ্রুপদী সাহিত্যের বাহনরূপে যে ভাষার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তা পুরোপুরি শিষ্ট সাহিত্
ভাষা, কথ্য ভাষা নয়। অন্যদের মতে বৈদিক যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অঞ্চলভেদে
কথ্য বৈদিক বা আর্য ভাষা প্রচলিত ছিল, তার পাশাপাশি একটি সাধু সাহিত্যিক ছাঁদও ছি
এবং ঐ শিষ্ট সাধু বৈদিকেই বেদের মন্ত্রগুলি রচিত। উক্ত কথ্য বৈদিক ছিল প্রাচীন
(Proto-Indo-Aryan) ভাষার একটি বিশিষ্ট ছাঁদ। অর্থাৎ কথ্য বৈদিক ও বেদের ভা
মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। বলা বাহুল্য কথ্য বৈদিক ভাষার কোনো নমুনা আমাদের হস্ত
হয় নি। ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকের মতে আলোচ্য কথ্য বৈদিকভাষার সঙ্গে পরবর্তী কা
সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ও পালি ভাষার গঠনপ্রকৃতিগত সাদৃশ্য বেশি। তাঁদের মতে উক্ত ক
বৈদিক ভাষাকে শিষ্ট বৈদিকের আঞ্চলিক উপভাষা বা বিকার বলা যায় না। পূর্বোক্ত পণ্ডিত
অনুমান কথ্য বৈদিক ভাষাই দীর্ঘকালের ব্যবধানে যে রূপান্তর লাভ করেছিল, পরব
বৈয়াকরণগণ তারই নাম দিয়েছেন প্রাকৃত। বৈদিক ভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতিতে অথবা শ
বহিরঙ্গ রূপে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে তুল
যার ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। বিপরীতভাবে প্রাকৃতের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সংস্কৃত অপে
বৈদিক ভাষায় যার সহজ ব্যাখ্যা মিলবে। প্রকৃতি থেকে জাত অর্থে প্রাকৃত শব্দের ব্যাখ্
কোনো কোনো বৈয়াকরণ নির্দেশ করেছেন যে প্রকৃতি শব্দের অর্থ সংস্কৃত; সংস্কৃত
প্রাকৃতের জননীরূপে স্বীকার করলেও বলা যায় এই সংস্কৃত কখনোই সাহিত্যিক শিষ্ট সংস্
ছিল না, ছিল কথ্য সংস্কৃত (Spoken Sanskrit)। এই কথ্য সংস্কৃত সম্ভবত কথ্য বৈদিকে
পরিবর্তিত রূপ। কথ্য বৈদিকের ন্যায় কথ্য সংস্কৃতের কোনো নমুনা না থাকলেও অনুমা
করা যায় এই কথ্য সংস্কৃত থেকে কালক্রমে অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষার নানা আঞ্চলিক রূ
সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কালক্রমে প্রাকৃতের প্রভাবে শিষ্ট সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার কতকগু
পরিবর্তন সাধিত হয়। বিপরীতভাবে প্রাকৃতের উপর শিষ্ট সংস্কৃত ভাষার কিছু প্রভা
অপ্রতিরোধ্যভাবে পড়ে।

পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণের অনুমান বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল যাবৎ আর্য ভাষা (অর্থাৎ বৈদিক ও পরবর্তী সংস্কৃত) শিষ্ট দ্বিজবর্ণ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত জনগণের ব্যবহারের ভাষা ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বৈদিক যুগ থেকেই সমাজের উচ্চকোটির ব্রাহ্মণদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা ছিল সংস্কৃত। শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি ব্রাহ্মণদের অধীন ছিল। ক্ষুদ্র বা বৃহদাকার রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও সমাজে ধর্মের স্থান ছিল সর্বোচ্চ এই ধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণসমাজ। জাতিগতভাবে ক্ষত্রিয়দের কোনো নির্দিষ্ট গোত্র ছিল না; পুরোহিতদের গোত্রানুসারে রাজাও গোত্রের অধিকারী হতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় রাজকুমার এবং উচ্চবিত্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বিদ্বান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করতেন। বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য বিদ্যার গ্রন্থ সবই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল। তৎকালীন ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় অনুশাসন, বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা নারাশংসী এবং সূত্র, ভাষ্য, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শিক্ষাপ্রদান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সুতরাং অনুমান করা যায় তৎকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পাঠ ও মন্ত্রাদি উচ্চারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের মাধ্যমে সর্ববিধ যোগাযোগ রক্ষা করা হত।

নিরুক্তকার যাস্ক বেদমন্ত্রের প্রসঙ্গে কথ্য ভাষা অর্থে বৈদিক ভিন্ন 'ভাষা' শব্দের উল্লেখ করেছেন এবং অঞ্চল ভেদে শব্দপ্রয়োগের ভেদও উল্লেখ করেছেন, যেমন—

কম্বোজে 'শবতি' (যাওয়া অর্থে) ক্রিয়াপদ প্রচলিত। কিন্তু আর্যগণ শব্-ধাতু থেকে জাত 'শব' কথাটি মৃতদেহ অর্থে প্রয়োগ করেন। প্রাচ্যদেশে (অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলে) 'দাতি' (কাটা অর্থে) ক্রিয়াপদ প্রচলিত; কিন্তু উদীচ্যে (অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলে) দা-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'দাত্র' শব্দ প্রচলিত। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ীতে আর্য ভাষার যেসব নিয়মকানুন বেঁধে দিলেন, তার অধিকাংশই সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে কথ্য সংস্কৃতের সাধু ছাঁদটিও নির্দেশ করলেন। পাণিনির উপদিষ্ট সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত লোকভাষা এবং শিষ্ট জানপদ ভাষা। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রযুক্ত ভাষা শব্দের (৩/২/১০৮) মধ্যেও সম্ভবত এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অঞ্চলভেদে কথ্য সংস্কৃতের মধ্যে যেসব অশিষ্ট বা বিকল্প প্রয়োগ ছিল, পাণিনি তার মধ্য থেকে ব্যাকরণসম্মত সর্বজনগ্রাহ্য শিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রাচ্য ও উদীচ্য অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাগত প্রয়োগেরও উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শিষ্ট লেখ্য ও কথ্য ভাষাকে আদর্শ ধরে তিনি আর্য ভাষার শিষ্ট রূপের বিধান নির্দেশ করেছেন।

অষ্টাধ্যায়ীতে এমন কতিপয় সূত্র পাওয়া যায়, কথ্য সংস্কৃতের ক্ষেত্রেই যেগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন—

দূরাদ্ ধূতে চ (৮/২/৮৪), প্রত্যভিবাদেশূদ্রে (৮/২/৮৩)— দূরাহ্বান, অভিবাদন ও আশীর্বাদ অর্থে প্লুত স্বরের ব্যবহার হয়, যেমন— আগচ্ছ রাম ৩ (রাম-অ-অ); আয়ুষ্মান্ এধি দেবত্ত ৩ (দেবদত্ত-অ-অ)

Scanned with CamScanner

আক্রোশ বোঝালে (উত্তেজনার ঝোঁকে) ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব ঘটে না, তেমন নিষ্ঠু
মাতার প্রতি নিন্দার্থে— পুত্রাদিনী ত্বমসি পাপে (পুৎ-খাউকী)।

যাস্ক ও পাণিনির পরবর্তী বৈয়াকরণ পতঞ্জলি এবং কাত্যায়নও অঞ্চলভেদে কথ্য ভাষা
প্রয়োগভেদের উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কম্বোজ, সৌরাষ্ট্র, প্রাচ্যমধ্য প্রভৃতি
স্থানের কতিপয় বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ পাওয়া যায়। পতঞ্জলি আরও বলেছেন যে
সাধারণ লোকে প্রয়োজন অনুসারে শব্দ প্রয়োগ করে; শিষ্ট অর্থাৎ বিদ্বান-পণ্ডিতদের ব্যবহার
দেখে সমাজের সাধারণ মানুষ শব্দ অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করে; শব্দ তৈরি করার জন্য কেউ
বৈয়াকরণের কাছে যায় না। তিনি আরও বলেছেন, যে শিষ্টগণের আদর্শ লোকে গ্রহণ করে
শিষ্টগণ হলেন আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ, এঁরা নির্লোভ, সমদর্শী, উদারহৃদয়, ভোজনব্যাপারে সংযমী
এবং নাতিসঞ্চয়ী।

পতঞ্জলি প্রদত্ত কয়েকটি উদাহরণ : গমনার্থে সুরাষ্ট্রে 'হম্মতি', পূর্বাঞ্চলে রংহতি, আর্যাবর্তে
'গচ্ছতি' প্রচলিত। ২/৪/৫৬ পাণিনীয় সূত্রের পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যে বৈয়াকরণ ও রথচালকের
কথোপকথনের উল্লেখ আছে—

বৈয়াকরণ— এ'রথের 'প্রবেতা' (চালক) কে?

সূত— আয়ুষ্মান, আমি এ'রথের 'প্রাজিতা' (চালক)।

বৈয়াকরণ— 'প্রাজিতা' শব্দটি ভুল।

সূত— মশায়, (আমাদের মত) মূর্খেরা তো 'প্রাপ্তিজ্ঞ', 'ইষ্টিজ্ঞ' নয়।

বৈয়াকরণ— ওহে 'দুরুত' (অপদার্থ গাড়োয়ান), তোমার গাড়িতে যেতে খুব কষ্ট
হচ্ছে। সূত— আপনার 'দুরুত' শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হয় নি, কারণ সূত শব্দটি সূ-ধাতু (প্রসব
করা, উৎপাদন করা) থেকে নিষ্পন্ন, বেঞ্ ধাতু (বয়ন করা) থেকে নয়। সুতরাং আপনি যদি
নিন্দার্থে প্রয়োগ করতে চান তাহলে 'দুঃসূত' বলা উচিত।

আলোচ্য কথোপকথনের দৃষ্টান্ত থেকে পতঞ্জলি বক্তব্য অনুমান করা যায়। তিনি সম্ভবত
বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বৈয়াকরণ ব্যাকরণনিয়ন্ত্রিত ভাষায় দক্ষ, কিন্তু লেকব্যবহার বা
কথ্য ভাষা (Spoken Idiom) সম্পর্কে সর্বদা সচেতন নন।

পতঞ্জলি আরও বলেছেন— যাজ্ঞিক প্রয়োগে 'যদ্ বা নস্ তদ্ বা নঃ', লৌকিক প্রয়োগে
ভুল উচ্চারণের ফলে 'যর্বাণস্তর্বাণঃ' হয়। শিক্ষিত লোকের উচ্চারিত অশুদ্ধ শব্দের আরও
কতিপয় দৃষ্টান্ত— শশ > ষষ, কৃষি > কশি, আজ্ঞাপয়তি > আণাপয়তি, বর্ততে > বট্টতে
প্রভৃতি।

পাণিনীয় ধাতুপাঠে কৃ-ধাতুর অর্থ 'করা'। পতঞ্জলি কৃ-ধাতুর দুটি বিশেষ প্রয়োগ উল্লেখ
করেছেন— পাদৌ কুরু (পা সাফ কর), পৃষ্ঠং কুরু (পিঠ মোছ)।

পাণিনি ও পরবর্তী বৈয়াকরণগণ এমন কতিপয় বিশেষ পদপ্রয়োগের উল্লেখ করেছেন,
কথ্য ভাষায় ব্যবহার ব্যতীত সেগুলির অর্থ পরিস্ফুট হয় না, যেমন—

খাদখাদ ইতি খাদতি— (গব্‌গব্ করে খাচ্ছে);

উদরপূরং ভুঙ্‌ক্তে— (পেটপুরে খাচ্ছে);

খাদতমোদতা— (খাওয়াও, ফূর্তি কর);

পচতভৃজ্যতা— (রান্নাবান্না কর);

মন্যে (অনন্বিত প্রয়োগ)— (আমি মনে করি);

বলা বাহুল্য বৈদিক ও সংস্কৃতের ন্যায় লেখ্য ও কথ্য সংস্কৃতের ধ্বনিতত্ত্ব মূলত একই ছিল; তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কথ্য সংস্কৃতের কতিপয় আনুমানিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়—

অকার অঞ্চলভেদে সংবৃত অ-কাররূপে উচ্চারিত।

দীর্ঘ ঋকারের (ঋ) ব্যবহার কালক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত এবং সংস্কৃতে প্রায় লুপ্ত।

ই/উ-কারের পরবর্তী দন্ত্য বর্ণের অঞ্চলভেদে ক্বচিৎ মূর্ধন্যীভবনের প্রবণতা, যেমন— বিষ্টর/বিস্তর; কপিষ্ট (ল) কপিত্থ।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সমীভবনের প্রবণতা, যেমন কাশ্যপ > কচ্ছপ, কক্ষ > কচ্ছ।

কথ্য সংস্কৃতে শব্দরূপের প্রয়োগেও কতিপয় আনুমানিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়—

(ক) ব্যঞ্জনান্ত শব্দের স্বরান্তভবনের প্রবণতা, যেমন— বাক্ > বাচ; পুর্ > পুর; যুধ্ > যুদ্ধ; দ্বার্ > দ্বার; দিশ্ > দিশা; বৃষন্ > বৃষ ইত্যাদি।

আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ অ-কারান্ত শব্দে পরিণত, যেমন— গোপা > গোপ।

দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনের ব্যবহার।

বাক্য গঠনের রীতিতে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় :

(ক) অর্থবিশেষে কতিপয় বিভক্তির পরিবর্তনসাপেক্ষ প্রয়োগ যেমন ২য়া/ ৩য়া জলং বিনা, জলেন বিনা; ৩য়া / ৫মী দুঃখেন / দুঃখাৎ;

(খ) সহর্থে ৩য়া বিভক্তির সঙ্গে সহ, সাক, সচা, সার্দ্ধ শব্দের প্রয়োগ।

(গ) কথ্য সংস্কৃতের কতিপয় বাগ্‌ধারা সাহিত্যেও গৃহীত, যেমন কূলেন কূলম্ (মহাভারত ও বৌদ্ধ সংস্কৃত)— এক তীর থেকে অন্য তীরে; কঃ কালঃ (ভাসের নাটক)— কতকাল যাবৎ; দাস্যাঃ পুত্র (সংস্কৃত নাটকে গালাগাল বোঝাতে)— বাঁদীর বাচ্চা। দণ্ডদণ্ডি (লাঠালাঠি), কেশাকেশি (চুলোচুলি), অপচসি (পরিহাসে) তুমি তো রাঁধুনি নও ইত্যাদি।

(ঘ) যৌগিক ক্রিয়া (periphrastic tenses) কথ্য সংস্কৃতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না এবং সম্ভবত এই কারণেই প্রাকৃত ও পালিতে এর প্রয়োগ চোখে পড়ে না। কথ্য সংস্কৃতের প্রভাবে নতুন ধরনের যৌগিক ক্রিয়ার (Periphrastic verb) উদ্ভব ঘটে, যেমন— যুধ্যতে/যুদ্ধং করোতি; প্রহরতি/প্রহারং করোতি;

পণ্ডিতদের অনুমান ছন্দের ক্ষেত্রে কথ্য সংস্কৃতের একটি বিশেষ অবদান আছে। ধ্রুপদী সংস্কৃতে লঘু-গুরু অক্ষরভেদে ছন্দোনির্ণয় শিষ্ট সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে নির্দেশ করা

Scanned with CamScanner

যায়। কথ্য সংস্কৃত কবিতায় ছন্দের নিয়মকানুন স্বভাবতই কিঞ্চিৎ শিথিল ছিল এবং বৈ
ছন্দের সঙ্গে তার ঐতিহ্যগত মিল ছিল। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দগুলি (আর্যা প্রভৃতি)
সংস্কৃতের অবদান এবং সেই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি প্রাকৃত, পালি ও
সংস্কৃতের মাধ্যমে ধ্রুপদী সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করেছে।

পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের আলোচনা থেকে তৎকা
কথ্য সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে যৎসামান্য ইঙ্গিত পাচ্ছি একথা সত্য; বৈয়াকরণদের নি
থেকে এবং সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনিগত কিছু কিছু পরিবর্তন থেকে আরও বোঝা যায় যে সং
কথ্য ভাষা ছিল বলেই তার সাহিত্যিক রূপ কথ্য সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষার প্র
সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। প্রাচীন আর্য ও পাণিনীয় ভাষায় কথ্য সংস্কৃ
প্রাকৃতের প্রভাব।

র > ল, যেমন— শ্রীর > শ্লীল, রোচন > লোচন ।

রামায়ণ-মহাভারত সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত। সম্ভবত সূতগণ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘট
যে বিবরণ দিতেন, তারই শিষ্ট রূপ এই দুই মহাকাব্যের ভাষায় রক্ষিত। এই জানপদ ভ
সম্ভবত কথ্য সংস্কৃতের সাধু ছাঁদটিকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য কালক্রমে ব্রাহ্মণ্যপ্রভ
কথ্য ভাষার সঙ্গে উক্ত সাহিত্যিক ভাষার ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে।

মহাযানী বৌদ্ধগণ পালিকে বাদ দিয়ে ধর্মচর্চা ও সাহিত্যানুশীলনের জন্য যে ভাষা
গ্রহণ করলেন, তাকে বলা হয় বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃত। এই ভাষা পালিপ্রাকৃত ও সংস্কৃ
মধ্যস্থ; এর গঠনতন্ত্রে কথ্য সংস্কৃতেরও বিশেষ প্রভাব আছে বলে অনুমান করা যায়

নাট্যসাহিত্যে দেখি ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণির চরিত্রের মুখে সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোক ও অন্য
সাধারণ চরিত্রের মুখে প্রাকৃত ভাষা প্রযুক্ত। কিন্তু প্রাকৃত ভাষাভাষী চরিত্রগুলি সংস্কৃতের
অবধারণে পটু। বিদগ্ধ বৌদ্ধচার্য অশ্বঘোষ (আনুমানিক খ্রি: ১ম শ:) বুদ্ধের জীবনচরিত
তাঁর ধর্মের মাহাত্ম প্রচারের জন্য সংস্কৃতকে বরণ করেছিলেন, অথচ অতি প্রাচীনক
থেকেই (বুদ্ধ ও মহাবীরের কয়েক শতক পূর্ব থেকেই) সংস্কৃতের পাশাপাশি কথ্য
সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রাকৃতের চলন ছিল। অশোকের অনুশাসনেই প্রথম শিষ্ট প্রাকৃতে
লেখ্য রূপ পাওয়া গেল। স্বয়ং অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাট্য
উচ্চশ্রেণির চরিত্রের মুখে সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৪/২০) বর্ণিত আছে যে নাগরকগণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত উ
ভাষাতেই কথোপকথনে দক্ষ। হিউয়েন সাঙের (খ্রি: ৭ম শঃ) বিবরণ থেকে জানা যায়
তৎকালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনাসভাগুলিও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে নির্বাহিত হ
মহাভারতের কচ-দেবযানী-সংবাদে দেবযানীর উক্তি অনুযায়ী কচ ব্রাহ্মী (অর্থাৎ সংস্কৃ
ভাষাভাষী। রামায়ণ ও মহাভারতে সংস্কৃত ভাষার রচিত বিষয় পাঠের উল্লেখ আছে; সংস্কৃ
বৃহত্তর সমাজের বোধ্য ছিল বলেই এরূপ আলোচনার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। রামায়

হনুমান কর্তৃক অপহৃতা সীতার সন্ধান লাভের পর তাঁর কাছে আত্ম পরিচয় দিয়ে গিয়ে তাকে ব্রাহ্মণদের ন্যায় সংস্কৃতা (অর্থাৎ বিশুদ্ধ) বাগ্ ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করতে দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রের গল্প অনসারে সে যুগে রাজপুত্রদের শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত। বাণভট্টের কাদম্বরীতে (খ্রি: ৭ম: শ:) রাণী বিলাসবতীর মহাভারতপাঠের আসরে উপস্থিতির কথা লিখিত। চরক বলেছেন যে তাঁর সময়ে আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনা সংস্কৃতেই চলত।

উপরোক্ত তথ্য-প্রমাণের দ্বারা পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে সংস্কৃত শুধুমাত্র সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা এবং ধর্মানুষ্ঠানের ভাষা ছিল না, শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষাও ছিল সংস্কৃত। তবে কোন্ যুগ পর্যন্ত সংস্কৃত কথ্য ছিল, এবং কোন্ সময় থেকে কথ্য ভাষারূপে প্রাকৃতের সর্বজনীন ব্যবহার ঘটে, তা সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা যায় না।

সংস্কৃত লিপি : ভারতীয় লিপি বা বর্ণমালার প্রাচীনতম রূপ ও উদ্ভবকাল সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। প্রাচীন ভারতে প্রধানত দ্বিবিধ লিপি প্রচলিত ছিল— খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী দক্ষিণ থেকে বামে এবং ব্রাহ্মী বাম থেকে দক্ষিণে লেখা হত। খরেষ্ঠী (খর-ওষ্ঠ) নাম থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন কোনো অনার্য (গ্রিক, শক, পহ্লব বা অন্য কোনো) লিপি থেকে এর উদ্ভব। কিংবদন্তী অনুসারে লিপির আবিষ্কর্তা ব্রহ্মা, তাই এর নাম ব্রাহ্মী। উভয় লিপির মধ্যে ব্রাহ্মী প্রধান এবং পণ্ডিতদের অনুমান এই লিপি থেকেই কালক্রমে নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেবনাগর তথা বাংলা, উড়িয়া, অসমিয়া, গুরুমুখী, দক্ষিণের তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও মালয়ালম প্রভৃতি লিপিমালার উদ্ভব। প্রাচীন ভারতীয় লেখমালায় ব্যবহৃত দ্বিবিধ লিপির মধ্যে ব্রাহ্মীই অধিক প্রচলিত। লেখমালার মধ্যে অশোকের শিলালেখসমূহ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; প্রাকৃতভাষায় উক্ত লেখগুলির কতিপয় ছাড়া বাকী সবই ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। অশোকের শিলালেখে ব্রাহ্মীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য খ্রি: পূ. ৪র্থ শতকের পূর্ববর্তী কোনো প্রাকৃত লেখ আবিষ্কৃত হয় নি, এবং ১৫০ খ্রি: পূ: অব্দের পূর্ববর্তী কোনো শিলালেখে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। অনুমান করা যায় অশোকের কয়েক শতক পূর্বেই (সম্ভবত বুদ্ধের জন্মের আগেই) ব্রাহ্মীর প্রচলন ঘটেছিল। পরবর্তী কালে কয়েক শ' বছরের ব্যবধানে (মৌর্য যুগ থেকে খ্রি: ৩য় শতক পর্যন্ত) ব্রাহ্মী বর্ণমালার অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং তার মধ্য দিয়েই পরবর্তী ভারতীয় লিপিমালার বিকাশ ঘটে। তবে ব্রাহ্মীর প্রকৃত উৎস সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে মতান্তর আছে।

R.Shamasastry প্রাচীন ভারতীয় তান্ত্রিক চিত্রলিপিকেই (Pictograph) ভারতীয় লিপিমালার (অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্মীর) মূল উৎস বলে দাবী করেছেন। প্রাচীন বর্ণমালাকে ব্রাহ্মী, দেবনাগরী বা মাতৃকা বলা হত, বর্ণকে বলা হত অক্ষর বা ব্রহ্ম; তান্ত্রিক উপসনায় মৃত্তিকাদি নির্মিত পাত্রে কিংবা গাছের পাতায় দেবদেবীর রেখাচিত্র (hieroglyphics) অঙ্কিত করার

Scanned with CamScanner

নিয়ম ছিল; কখন কখনও চিত্রলিপি রং করা হত; সেই পদ্ধতিকে বলা হত লেপ এবং থেকেই লিপি শব্দের উৎপত্তি। তন্ত্রোক্তা দেবীর প্রধানা শক্তির নাম মাতৃকা বা মাতা, কারণে চিত্রলিপি মাতৃকা নামেও পরিচিত। অন্য একদল ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত পণ্ডিত ও মহেন্-জো-দারোর সীলমোহরের উৎকীর্ণ সিন্ধু লিপিমালাকেই ব্রাহ্মীর প্রকৃত উৎস সিদ্ধান্ত করছেন। উক্ত দুই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খনন করে তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর ব্যব বহুবিধ বস্তুর মধ্যে পাঁচ শতাধিক সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে; তন্মধ্যে একটি তাম পাতের ওপর এবং বাকিগুলি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ। সীলমোহরগুলি আবিষ্কারের থেকেই পাঠোদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। কিন্তু অদ্যাবধি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নি। স্ব বিষ্ণু (১৯২৩), এল.এ.ওয়াডেল (১৯২৫), প্রাণনাথ (১৯৩১), সি.জি.গাড় (১৯৩ কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত (১৯৩৫), হাণ্টার (১৯৩৬), মহেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ (১৯৩ অ্যালান এস.সি.রস (১৯৩৭), বঙ্গবিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারপূর্বক লিপিমালা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রদান করেছেন। তাঁদের মতামতের সারাংশ নি উল্লিখিত—

এই লিপির উদ্ভবকাল আনুমানিক ৩০০০ খ্রি. পূ.; সুমেরীয় লিপির সঙ্গে গভীর সাদৃ বর্তমান; সুমেরীয় ও প্রাক্‌বৈদিক আর্য মূলত একই জাতিগোষ্ঠীর লোক; ডান থেকে ব দিকে লিখিত; ব্যবসায়িক লেনদেনের কারেন্সিরূপে প্রচলিত; ভাষা ভারতীয় আর্য; লি ধ্বনিমূলক; লিপি অক্ষরমূলক; অনার্যদের (দ্রাবিড়দের) ভাষা; লিপিগুলি ধর্মসম্পর্কি অক্ষর ও চিত্রলিপির সমাহার; এই লিপি থেকেই ব্রাহ্মীর উদ্ভব।

সিন্ধুসভ্যতার (আনুমানিক ৩০০০ খ্রি:পূ:) লিপিমালা থেকে ব্রাহ্মী লিপির (আনুমানি ১০০০ খ্রি: পূ:) বিবর্তনের মধ্যবর্তী পথে কয়েকটি স্তর পরিকল্পিত। পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ অনেকেই অনুমান করেছেন সিন্ধু লিপিমালা নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অশোকীয় ব্রা লিপিতে (৩য় খ্রি:পূ:শ:) রূপান্তর লাভ করেছে। বিবর্তনের একটি আনুমানিক ধারাও তাঁ নির্দেশ করেছেন—

১. লোথাল এ লিপি	২০শ-১৯শ	খ্রি:পূ:শ:
২. মহেন-জো-দারো	১৯শ	,,
৩. রোজডি লিপি	১৯শ	,,
৪. লোথাল বি লিপি	১৯শ-১৬শ	,,
৫. রাখি শাহপুর লিপি	১৯শ-১৮শ	,,
৬. চণ্ডীগড় লিপি	১৯শ-১৭শ	,,
৭. রংপুর লিপি	১৬শ-১৩শ	,,
৮. দৈমাবাদ লিপি	১৩শ-১০ম	,,

৯. সমাধিশিলা লিপি	৭ম-৫ম	,,
১০. পিপরহা লিপি	৪র্থ	,,
১১. অশোকী ব্রাহ্মী লিপি	৩য়	,,

সংস্কৃত লিপি দেবনাগরী নামে পরিচিত। দেবকার্যে অর্থাৎ ধর্মীয় প্রয়োগে নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা উক্ত লিপি ব্যবহার করতেন, সম্ভবত তাই দেবনাগরী আখ্যা প্রদত্ত। উত্তর ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মী বিবর্তনের মাধ্যমে নাগরীতে রূপান্তর লাভ করে। ব্রাহ্মী ৩য় খ্রিস্টপূর্ব শতকের আগেই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। ১১শ শতকে উত্তর ভারতে নাগরী প্রধান লিপির মর্যাদা লাভ করে। সমসাময়িক কালেই শারদা ও কুটিল লিপিরও উদ্ভব। ৭ম শতকে পূর্বী গুপ্ত লিপিমালার মধ্যে বাংলা লিপির প্রাচীনতম রূপটি পরিস্ফুট। দেবনাগরী লিপিতে ১৪টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বীকৃত।

৪.৩ মাতৃভাষার তাৎপর্য (Significance of Mother Tounge) :

ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব আলোচনার প্রারম্ভে মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি নিরূপণ করা প্রয়োজন। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ —

(১) **ভাষার ওপর দখল :** শিক্ষার্থীদের বক্তব্য সরল ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করার জন্য, লেখার মধ্যে মনোভাবের সঠিক প্রকাশের জন্য—অর্থাৎ নিজের মনোভাবকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য ভাষার ওপর দখল থাকা প্রয়োজন।

(২) **জ্ঞান অর্জন :** মাতৃভাষা সঠিকভাবে শিখলে বিবিধ ক্ষেত্রে পাঠাভ্যাসের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে শিক্ষার্থীরা সক্ষম হয়।

(৩) **মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ :** শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে তার অনুভূতি, ভাবনা, অভিজ্ঞতা, কথন ও লিখনের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারলে তার সুষ্ঠু মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটে।

(৪) **সৃজনক্ষমতার বিকাশ :** নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশের জন্য মাতৃভাষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(৫) **যৌক্তিক চিন্তনের প্রশিক্ষণ :** শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার সঠিক বিকাশের জন্য যৌক্তিক চিন্তনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। মাতৃভাষায় এই চিন্তন পূর্ণতা লাভ করে।

আবার অন্যভাবে বলতে গেলে মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—গ্রহণমূলক, অভিব্যক্তিমূলক, রসসঞ্চারমূলক, সৃজনাত্মক।

মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখে ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষার নিম্নলিখিত গুরুত্বগুলি নির্ধারণ করা যায়—

(১) মাতৃভাষায় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

Scanned with CamScanner

(২) ভাষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, মাতৃভাষা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম।
(৩) ভাষা দ্বারা মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সঞ্চালিত হয় মাতৃভাষার ধারক ও বাহক।
(৪) ভাষা যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের নিজস্ব সমাজভাষা তৈরি হয় মাতৃভাষার ভিত্তিতে, যা তার যোগাযোগের সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
(৫) ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, মাতৃভাষা সৃজনশীলতা প্রকাশের স্বাভাবিক মাধ্যম।
(৬) নিজের ভাষা সংস্কৃতির গৌরব সুরক্ষিত রাখে মাতৃভাষা।
(৭) শিক্ষার্থীর ভাষা গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে মাতৃভাষা।
(৮) মাতৃভাষা শিক্ষার্থীর ভাষা-প্রকাশ দক্ষতার বিকাশ সাধন করে।
(৯) ভাষা শিক্ষায় সময়ের অপচয় রোধ করে মাতৃভাষা।
(১০) সর্বোপরি ভাষার গঠনশৈলী দ্রুত আয়ত্ত করতে সহায়তা করে মাতৃভাষা।

১.৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ও তৃতীয় ভাষার ধারণা (Concept of 1st language, 2nd language and 3rd language in West Bengal) :

ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষে ভাষা সমস্যা এক বড়ো সমস্যা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এই সমস্যা আরও তীব্র হয়। ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে এমন কোনো একটি সমৃদ্ধ ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় নি। যা সমগ্র ভারতবাসী অবিসংবাদিতভাবে সাধারণ ভাষা হিসেবে মেনে নিতে সহমত পোষণ করে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রেও এই প্রভাব এসে পড়ে। বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ভাষা শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে The central Advisory Board of Education ভাষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্র (Three Language Formula) উত্থাপন করেন। এই সূত্রটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীর সম্মেলনে সমর্থিত হয়। এই সূত্রে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিখবে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দি শিখবে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শিখবে।

কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬) এই ত্রিভাষা সূত্রকে গ্রহণ করে বলেছেন— We recommend modified or grandnated three language formulac to include :

(1) The mother tongue or the regional language;

(2) The office language of the union or the associate language of this union so long as it exists; and

(3) An order Indian or foreign language not covered under (1) and (2) and other than that used as medium of instruction.

কমিশন নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মাতৃস্তনে যেমন শিশুর স্বাভাবিক অধিকার, মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা তদ্রূপ। শুধু মাতৃভাষা শিক্ষায় নয়, মাতৃভাষায় যাবতীয় বিষয় শিখতে পারলে বা শেখাতে পারলে, অর্থাৎ মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ যতটা সহজ, সুন্দর, সরস ও স্বাভাবিক হয়, অন্য কোনা ভাষায় সেরূপ হয় না। কাজেই মাতৃভাষা শিক্ষার ভিত্তি যাতে সুদৃঢ়রূপে রচিত হয় তার জন্য বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নের সাথে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে, অবশ্য সেরূপ ব্যবস্থাই আছে।

দ্বিতীয়ত : ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষার দুর্লভ ও গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই, বিশ্বের বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার লাভ করতে গেলে ইংরেজির পঠন-পাঠনকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না।

স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি ভারতে রাষ্ট্রভাষার বা সরকারি ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির সহযোগী রূপে ইংরেজির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সুতরাং ইংরেজির চর্চাকে অবহেলা করা উচিত নয়। তাই, নানাদিক বিচার-বিবেচনা করে শিক্ষাবিদেরা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহে প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজিকে অবশ্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করার বিধান দিয়েছেন। ইংরেজি সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা আমরা সমীচীন বলে মনে করে।

তৃতীয়ত : হিন্দি অথবা সংস্কৃত ভাষা— এই নিয়ে বিতর্ক আজও নিরন্তর প্রবহমান। কারণ, হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা। তাই, সর্বভারতীয় চাকুরির ব্যাপারেই হোক আর কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বা রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের বা অন্য নানাবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্যই হোক, হিন্দি শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু, প্রথমত পশ্চিবঙ্গের জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশই কেন্দ্রীয় সরকারে বা সর্বভারতীয় চাকুরিতে দেবে বা কোনো সময়ে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে হিন্দিভাষী রাজ্যের সংস্পর্শে আসবে। তাই হিন্দি শিখতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা, সহযোগী রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি এবং ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতের পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার পর— তার আগে নয়।

দশম শ্রেণি পর্যন্ত যে নতুন পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হয়েছে, তাতে তিনটি ভাষা আবশ্যিকভাবে শেখানোর কথা বলা হয়েছে;

প্রথম ভাষা :
মাতৃভাষা সমস্ত তথা সারা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের ও প্রদেশের নিজস্ব ভাষাসমূহ।

দ্বিতীয় ভাষা :
ইংরেজি অথবা বাংলা

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

তৃতীয় ভাষা : (নিম্নলিখিত থেকে যে-কোনো একটি)

(ক) ধ্রুপদী ভাষাসমূহ, যথা— সংস্কৃত, পালি, পারসি, উর্দু, আর্‌বি ও গ্রিক ভাষা।

(খ) ইংরেজি ব্যতীত একটি আধুনিক বিদেশি ভাষা, যেমন— ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পোর্তুগীজ স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, রাশিয়ান।

(গ) প্রথম ভাষা ছাড়া পর্ষৎ অনুমোদিত একটি অন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

(ঘ) যারা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষারূপে বাংলা পড়ে না, তাদের জন্য বাংলা।

উপরের তালিকা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তৃতীয় ভাষারূপে বহুবিধ ভাষার অন্যতম হল সংস্কৃত। এছাড়া একটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবেও সংস্কৃতকে গণ্য করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা প্রাথমিক স্তরেই ছাত্ররা শেখা শুরু করেছে। তৃতীয় ভাষা শুরু হবে সপ্তম শ্রেণি থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নতুন মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্ররা শিখছে দুটি ভাষা, সপ্তম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিখছে ৩টি ভাষা।

তৃতীয় ভাষাকে আবশ্যিক করা নিয়ে বিতণ্ডার ঝড় উঠেছে। আপত্তিগুলি মোটামুটি নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যায়—

(১) সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে তিনটি ভাষার বোঝা অত্যন্ত গুরুভার।

(২) পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ ছাত্রই তৃতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতকেই নিতে বাধ্য হবে, তার কারণ এ রাজ্যে এই ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা অন্য ভারতীয় ভাষা বা বিদেশি ভাষা পঠনপাঠনের ব্যবস্থার তুলনায় সহজসাধ্য। এতে সংস্কৃতকেই প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের উপর চাপানো হয়েছে।

ভারতের সংস্কৃতিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এমন একটি অনন্য স্থান আছে যে, সংস্কৃত ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। বরঞ্চ এই তৃতীয় ভাষার ক্ষেত্রে অনেকগুলি নানাজাতীয় (ধ্রুপদী ও আধুনিক, দেশি ও বিদেশি) ভাষার অন্যতম রূপে সংস্কৃতকে গণ্য করা হয়েছে, এর চেয়েও কম স্থান দেওয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক করে দেবার মধ্যে যুক্তি খুবই কম।

> পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতে, **"If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unheasitatingly– it is the Sanskrit language and literature, and all that it contains. This is a magnificent inheritance, and so long as this endures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue."**

এছাড়া ভারতীয় স্থানীয় ভাষাগুলি বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে নিজেদের সুসমৃদ্ধ করে তোলে। যেমন— সংস্কৃত 'আত্ম' শব্দ থেকে তামিল 'আত্তুমা' শব্দ, সংস্কৃত অশ্রু' শব্দ থেকে পাঞ্জাবী 'অথ্রু' শব্দ, সংস্কৃত 'বৃষভ' শব্দ থেকে কন্নড় 'বসভ', সংস্কৃত 'তমস্' শব্দ থেকে কাশ্মীরী 'তমুন' শব্দ, সংস্কৃত 'সংসার' শব্দ থেকে তেলেগু 'আজবংজব' শব্দ, সংস্কৃত 'শিক্ষক' শব্দ থেকে অসমীয়া 'শিক্ষকে' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি প্রথম ভাষা তথা ভারতের রাজ্য ও প্রদেশের স্থানীয় ভাষা যা সেই অঞ্চলের মাতৃভাষা হিসেবে পরিগণিত তাদের ব্যাকরণগত সুদৃকরণের জন্য তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের দান অনস্বীকার্য।

সাধারণত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কিছুটা মাতৃভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা শিখতে পারলেই সন্তুষ্ট হয়, কারণ তাতে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হবে, এবং বিশেষত অবসর সময়ে কাব্যকাহিনি পড়ে মনের ক্ষুধা নিবারণে সমর্থ হবে। কিন্তু অধিকাংশ কাব্যকাহিনির মূল উৎস যে সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সেই ভারততাত্ত্বিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে উদাসীন থেকে যাবে; সেই ভাষার লিখনশৈলী, বাগ্‌ভঙ্গিমা, কবির জীবনদর্শন এ ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকবে। যা জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। নিজের কৃষ্টিরূপ শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজভূমে পরবাসী হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রথম ভাষা তথা মাতৃভাষা বাংলার ব্যাকরণের জননীস্বরূপা হল সংস্কৃত ব্যাকরণ। বাংলা ব্যাকরণের বর্ণমালা, সন্ধি, সমাস, কারক, বিভক্তি, শব্দবলি সবই তৃতীয় ভাষা সংস্কৃতের প্রসবজাত সন্তান।

তৃতীয় ভাষার শেখার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হিসেবে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা হয়েছে।

(১) ছাত্রদের এই ভাষায় মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম করা।

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার মৌলিক নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তৃতীয় ভাষার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে ছাত্রকে আগ্রহী করে তোলা।

(৩) ছাত্রদের মনে এই ধারণা জন্মানো যে, বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একটি মূলগতভাবের ঐক্য আছে। সমস্ত ভাষাই হল আসলে কতকগুলি শব্দসমষ্টি, যা উচ্চারিত এবং লিখিতরূপে নির্দিষ্ট নিয়মাবলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং যেগুলি উচ্চারণ ভঙ্গি এবং লিপিগত বৈশিষ্ট্যে পৃথক পৃথক রূপে বিদ্যমান।

(৪) বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের প্রতি ছাত্রদের উদার সহানুভূতি এবং আগ্রহ উদ্রেক করে তাদের মনের প্রসার ঘটানো।

(৫) সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করানো।

(৬) যেহেতু সংস্কৃত ভাষা অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননীস্বরূপা, সংস্কৃত পড়ানোর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হবে ছাত্রের ভাষাগত ও সাহিত্যগত প্রয়োজনে এবং তার বিশিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারে পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনে নতুন শব্দচয়নের জন্য তাকে মূল ভাষায় পৌঁছে দেওয়া।

Scanned with CamScanner

(৭) তৃতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতের প্রাথমিক জ্ঞানের সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতি উত্তরাধিকারে ছাত্রকে চিরজীবনের মতো আগ্রহী করে তোলার কাজে ভিত্তি স্থাপ করা।

(৮) সংস্কৃত ভাষার কাব্যগুণ, পদলালিত্য, শ্রুতিমাধুর্য, সুষম ছন্দ এর বিদগ্ধ কি সংহত প্রকাশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

সংস্কৃত ভাষা বিভিন্ন তৃতীয় ভাষার মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় ভাষারূ সংস্কৃতের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করতে হলে যেটি প্রয়োজনে তা হল আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাদান করা, যাতে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যের ভী মন থেকে দূরে সরিয়ে, অপ্রয়োজনীয়তার গুজব-এ কর্ণপাত না করে সংস্কৃত ভাষার স্বাত ও তাৎপর্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সচেতন হয়।

১.৫ সংস্কৃত ভাষা ও উপ-ভাষার সম্পর্ক (Relation between Sanskrit Langua and Dialect) :

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের সামান্য বিবরণ নেওয়া হ'য়েছে। মনে রাখ হবে ভাষা সাধারণ গণসমাজের সদা ব্যবহারের উপযোগী একটি সক্রিয় মাধ্যম। সুতরাং তা মধ্যে আন্তর পরিবর্তন যেমন ক্রমেই ঘটে, তেমনই বহিরাগত প্রভাবও তার মধ্যে অনুপ্রবে করে। ভারতীয় আর্যভাষাতেও তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ এবং সম্প্রদায়ের ম প্রচলিত শব্দাবলি, নানা ব্যাকরণগত প্রয়োগ, বাক্যরীতির কয়েকটি বিশিষ্ট ভঙ্গি বাগ্‌ব্যবহারের প্রণালী ক্রমশ অনুপ্রবেশ করে এবং ক্রমশ ভারতীয় আর্যেরই ভাষাগ বৈশিষ্ট্যাবলির সঙ্গে অভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। একেই বলা হয়েছে ভারতীয় আর্যভাষা উপর অনার্য (অন-আর্য) বা আর্যেতর ভাষার প্রভাব।

আর্যেতর প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে ব'লতে হয় সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্ট নূত মূর্দ্ধণ্য বর্ণগুলি অনার্য-ধ্বনি অনুপ্রবেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর্যেতর সম্প্রদায় এবং গণসমাজগু আর্যভাষাগুলিকেই তাদের ভাব প্রকাশের প্রদান মাধ্যমরূপে স্বীকার ক'রে নেয় এবং কালক্র তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতেই সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও তাদের ভাষাগত ব্যাকরণ, কৃৎ-প্রত্যয়সমূ নানা ধাতু-রূপাদর্শ এবং শব্দরাজিকে সংমিশ্রিত ক'রে ফেলে। ভারতবর্ষের দ্রাবিড়গোষ্ঠী ভাষার এই বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব র'য়েছে। সংস্কৃত ভাষার শব্দাবলি প্রধানত ই-ইউ. গোষ্ঠীজা তার বাইরে যে সমস্ত শব্দ এই ভাষাতে দেখা যায় সেগুলির উৎস কোনো না কোনো আর্যেতর ভারতীয় ভাষা। প্রায়শই দেখা যায়, একটি পদার্থের বাচক একাধিক শব্দের মধ্যে একটি হয়ত' আর্য, অন্যটির উৎপত্তি আর্যেতর কোনো ভাষা হ'তে। উদাহরণস্বরূপ— 'অশ্ব' (আর্য)- 'ঘোটক' (অনার্য); 'শ্বা' (আর্য)- 'কুক্কুর' (অনার্য); 'মার্জার' (আর্য)- 'বিড়াল'

(অনার্য) ; 'ব্যাঘ্র' (আর্য)- 'শার্দুল' (অনার্য), 'ঋক্ষ' (আর্য)- 'ভাল্লুক' (অনার্য)। অন্য উদাহরণ সমার্থক মহিষবাচক 'কাসর', লুলায়, সৈরিভ, হেরম্ভ ইত্যাদি।

এই সকল শব্দসমূহ ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বকালীন কোনো ভাষা বা ভাষাগুচ্ছ হ'তে সংস্কৃতে সংগৃহীত হ'য়েছে। তবে ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্ব প্রত্যন্তের তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Burman) বা ভোট চীনীয় (Sino-Tibetan) ভাষা সংস্কৃতকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। উত্তর-পশ্চিম দেশীয় বুরুশাস্‌কী ভাষাবলির প্রভাবও আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতীয় আর্যের অতি প্রাচীন স্তরে এরা তার শব্দভাণ্ডারকে সামান্য প্রভাবিত ক'রলেও তার পূর্ণ সমৃদ্ধ অবস্থায় তাদের বিলক্ষণতা মোটেই স্পষ্ট নয়।

কিন্তু ভারতের প্রাচ্য ভূখন্ডের মুণ্ডা বা কোলভাষা অবশ্যই সংস্কৃতকে বেশ প্রভাবিত ক'রেছে। এদের সঙ্গে যুক্ত র'য়েছে মোন্ খ্‌মের (Mon-khmer) উপভাষাসমূহ। ভারতে এখনও ছোটোনাগপুর অঞ্চলে সাঁওতালী এবং মুণ্ডা ভাষার মানুষে কথা বলে। দক্ষিণ দিকের কথ্য ভাষা 'য়ুনাঙ্' (Yunang), 'শবর' এবং গডব। মধ্যপ্রদেশের নাহালী ভাষাসমূহ অপর একটি সদৃশ গুচ্ছ। এই ভাষাগুলি সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং সংস্কৃতের উপর তাদের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

যাই হোক উপরিউক্ত ভাষাগুলিকে অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রো-এশীয় (Austro-Asiatic) নামে একটি ভাষার প্রশাখা ব'লে অনুমান করা হ'য়েছে। এই অষ্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু সংস্কৃত শব্দের মূল উৎস সন্ধান করা যায়। যেমন মালয়ী ভাষায় ম্যেন্-তঙ্গ্ (main-tong) = হাতী, সংস্কৃতে মাতঙ্গ। শুধু ধ্বনিগত নয়, উল্লিখিত উদাহরণ রূপতত্ত্বগত প্রভাবও যথেষ্ট লক্ষ্যণীয়। অষ্ট্রিক ভাষাবলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য উপসর্গযোগে পদগঠন। মালয়ী ভাষাতে tong = হাত, সুতরাং maintong = হস্তী, তুলনীয় সংস্কৃত হস্তী; উভয়ত্রই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হস্তবিশিষ্ট। অন্য উদাহরণ অষ্ট্রিক 'সের-ঙ্‌কলা' (ser-ṅkala), সং. শৃঙ্খলা; অথবা সং. 'অঙ্গনা', অষ্ট্রিক এঙ্-কান (en-kāna) ইত্যাদি। জাভাদেশী লরন্ (lawna) শব্দ হ'তেই নিশ্চয়ই ভারতীয় আর্যে 'লবঙ্গ' শব্দের উদ্ভব। কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণের তালিকা নীচে বিশ্লেষিত হ'ল—

সং.	'অলাবু',	মালয়ী.	'লাবু',	মোন্-খ্‌মের.	'ল্‌বো';
সং.	'কদলী',	নিকোবরী.	'তলুই',	মোন্-খ্‌মের.	'তরল';
সং.	'কার্পাস',	মালয়ী.	'কাপাস্';		
সং.	'তাম্বুল',	মুণ্ডা.	'জাব্‌লু',	কোটাঙ্.	'তাম্বু';
সং.	'লাঙ্গল',	মালয়ী.	'তাঙ্গল',	মোন্-খ্‌মের.	'অঙ্কল';
সং.	'সর্ষপ',	মালয়ী.	'সৈসরী' (sesawi)।		

Scanned with CamScanner

অষ্ট্রিকগোষ্ঠীজাত ব'লে অনুমতি অন্যান্য কয়েকটি শব্দ হ'ল— কুব্জ, লিঙ্গ, পুণ্ডরীক, লোল, গ্রাস, চিপিট, নারিকেল, উদুম্বর, শাল্‌মলী, তীর, কবরী ইত্যাদি।

সংস্কৃত-শব্দভাণ্ডারকে সর্বাধিক প্রভাবিত ক'রেছে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী। চারটি প্রধান ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত— তামিল, তেলেগু, মালয়লম্ এবং কানাড়ী (কর্ণাটক)। এই চারটি ভাষার প্রায় ২০০০ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যসম্পদ তাদের সাহিত্যিক মানকে উন্নত রেখেছে। সাহিত্যিক মূল্যের নিরিখে অনধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবিড়গোষ্ঠীভুক্ত ভাষার সংখ্যাও অনেক— দক্ষিণ প্রদেশের টুলু, টোডা এবং কুর্গ্ ভাষা, মধ্যভাগের কোণ্ডা, পেঙ্গো, কুই ইত্যাদি এবং উত্তর ভাগের মাল্‌টো, ব্রাহুই ইত্যাদি। সংস্কৃতের মূর্দ্ধণ্যবর্গ (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ষ্) দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রভাবের ফল। এছাড়া রূপতত্ত্বের বিচারে বলা যায় ঘটমান অসমাপিকার (Gerund) ব্যবহার সম্ভবত ই-ইউ. হ'তে সংস্কৃতে অনুসৃত নয়; দ্রাবিড় ভাষা-সমূহের এই বিশেষ লক্ষণটিকে সংস্কৃত ক্রমশঃ আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছে। সংস্কৃত শব্দরাজির উপর দ্রাবিড়-ভাষা-গোষ্ঠীর অপরিসীম প্রভাবে নীচের তালিকার নিরিখে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'তে পারে—

১।	সং.	অগুরু	৫।	সং.	অলস
	তামিল.	অকিল্		কা.	অলসু
	টুলু.	অগিলু			
২।	সং.	অনল	৬।	সং.	কঠিন
	তা.	অনল্		তা.	কঠ্
	মালয়ালী	অনল্		টু.	গট্টি
	কানাড়ী	অনলম্			
৩।	সং.	কাক	৭।	সং.	কুন্তল
	তা.	কাক্কই		তা./মা.	কুন্তল
	মা.	কাক্ক		কা.	কুণ্ডল্
	ব্রাহুই	খাখ			
৪।	সং.	কুটিল	৮।	সং.	চন্দন
	তা.	কোটু		মা.	চণ্টু
	মা.	কোটু		টু.	চান্টু
	কা.	কুডু		তেলেগু	চডু

সংস্কৃতের মধ্যে দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীজাত অন্যান্য শব্দের মধ্যে আছে— কজ্জল, মীন, পল্লী, নক্র, বক, পণ্ডিত, মুকুট, আরভট, নিবিড়, শঠ, পণ্ড, চিক্কণ, কোটর, পিণ্ড, পুট, মুরজ, মুরলী ইত্যাদি।

তবে দ্রাবিড়ীয় হোক বা অষ্ট্রো-এশীয় হোক, তাদের প্রভাবের পরিধি এবং পরিমাপ সম্পর্কে সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া আজও সম্ভব নয়। কারণ এই সম্পর্কে অধিকাংশ বিষয় এখনও গবেষণা সাপেক্ষ। উল্লিখিত ভাষাসমূহের ভাষাদর্শ এবং ব্যাকরণের সঠিক ছাঁদটি (pattern) সম্পর্কে নির্ভুল পর্যালোচনা ব্যতিরেকে এই তুলনামূলক এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

যাইহোক্, সুধীসমাজের সিদ্ধান্ত অনুসারে অধিকাংশ দ্রাবিড় শব্দ বেদোত্তর যুগেই আর্যভাষার মধ্যে সংমিশ্রিত হ'য়েছিল। যার ফলে বৈদিক সাহিত্যের চেয়ে ধ্রুপদী সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার ধ্বনি ও শব্দগঠনে তার প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদী সংস্কৃতে যে আর্যেতর ভাষার অনুপ্রবেশ এবং সংমিশ্রণ ঘটেছিল তার বিবরণ আমরা শ্রৌতসূত্রে, পাণিনি-পতঞ্জলির ব্যাকরণে এবং অন্যান্য গ্রন্থে পাই। সুতরাং ঐ সময়ে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান ছিল। সুতরাং বলা যেতে পারে খ্রিস্টযুগের বহু পূর্ব হ'তেই দ্রাবিড় বা অন্য আর্যেতর ভাষার নানা লক্ষণ এবং শব্দ ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। পালি-প্রাকৃতে তারা ক্রমবিবর্তিত হয়, নতুন শব্দরাশিও অনুকৃত হয়। তবে বৈদিক সাহিত্যে উলূখল,দণ্ড, ময়ূর, খল প্রভৃতি সংহিতায় প্রাপ্ত শব্দরাজি, অথর্ববেদের তূল, বিল্ব, শূর্প প্রভৃতি শব্দ এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যের মজ্জ, শব প্রভৃতি শব্দ আর্যেতর প্রভাবজাত ব'লেই অনুমিত হ'য়েছে।

উপসংহারে অনুমান করা যায় বৈদিক যুগের অন্ত্যপর্ব এবং ধ্রুপদী সংস্কৃতের আত্মপ্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে সংস্কৃত ভাষার উপরে দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাধিক সংক্রামত হ'য়েছে। এ বিষয়ে অপেক্ষিত আরও ব্যাপক এবং বিশদ গবেষণা হয়ত' ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ইতিহাসের আর এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

৬ পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার স্থান ও গুরুত্ব (Position and Importance of Sanskrit Language in Secodary School Curriculum in West Bengal) :

অতীত থেকে জন্ম নেয় বর্তমান আর বর্তমান ছুটে চলে ভবিষ্যতের দিকে। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রথম দিকে এফ.এ. পর্যন্ত এবং তারপরে প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হত। তাছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও একে নেওয়া হত। এরপর ভারতবর্ষে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হলে, সংস্কৃত ভাষার বিকাশের জন্য ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়া হয়েছিল। সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন রাজ্য সরকার একটি 'অ্যাড-হক' কমিটি তৈরি করে দেয়। ঠিক হয়ে ছিল, এক বছরের মধ্যে স্থায়ী কমিটি গড়া হবে। কিন্তু তা আর হয় নি।

Scanned with CamScanner

এরপর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত ২৪৩ নং সরকারি প্রস্তাবানুসারে তেরো জন বিদগ্ধ শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ভাষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সংস্কৃত অথবা যে-কোনো অন্য প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য রূপে এবং তারপরে শুধু মানবিক বিদ্যাশাখায় নবম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত Elective বিষয়রূপে পাঠ্য হবে।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করে Kothari Commission এর রিপোর্টে বলা হয়, "...we would, instead, commend an emphasis on the study of Sanskrit and other classical Language in all linguistics and the establishment of advanced centres of study in these languages in some of our important universities."

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মধ্যশিক্ষাপর্ষদের পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষাকে তৃতীয় ভাষা করবার জন্য যে উদ্দেশ্যগুলি নির্ণয় করেছেন, তা হল—"The objectives of the study of a third Language : (1) To enable pupils to accquire basic preliminary known of the language.

(2) To awaken interest in pupils to compare and contrast fundamentals and technicalities of the third language with those of the first and second

(3) To develop pupils conception of the fact that languages are but sounds produced and guided by definite rules in their articulate and written forms differing in intotation and script formation.

(4) To develop wider sympathy for and interest in people of different language groups and thus to generate liberality of mind.

আজ একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে এই প্রাচীন ভাষাটি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে এবং তারপরে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বা Elective বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমান পরিস্থিতি সমীক্ষা করে জানা গেছে, রাজ্যের প্রায় ৮০০টি টোল বা চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ এবং একজন সহায়কের বেতন বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি মাসে টাকা পাঠায়। তা সত্ত্বেও এককালের সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান ওইসব টোলের দুরবস্থা দেখা যায়।

প্রবীণ আইনজীবী কাশীনাথ মৈত্রের মতে, "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এ রাজ্যে একদা যতখানি মূল্য পেত, এখন তা পায় না। এক সময় পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তার বিকাশ হয়েছিল, এখন তেমন চর্চাও হয় না বলা চলে, এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। সংস্কৃতের বিকাশের লক্ষ্যে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কেন্দ্র সেটি

অনুমোদনও করে। কিন্তু তারপর থেকে অন্যান্য রাজ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে যে কাজ করেছে, পশ্চিমবঙ্গে তার কিছুই হয়নি।"

২.২.৭ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ (Analysis of the Objectives of Teaching Sanskrit Language at Secondary Level in West Bengal) :

উপরোক্ত তিনটি স্তরে সংস্কৃত-শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি ক্রমানুসারে আলোচনা করা যেতে পারে। (Revised Bloom's Taxonomy অনুসারে);

(১) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়গুলিতে এই স্তরেই শিক্ষার্থীর সংস্কৃত-ভাষাশিক্ষা শুরু হয়। তাই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ—

- সংস্কৃত বর্ণগুলির মৌলিক ধ্বনি-বৈচিত্র্য অনুসরণ করে নির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যসমূহকে সুষ্ঠু উচ্চারণ সহকারে পড়তে ও লিখতে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপগুলি যথাযথভাবে বলতে ও লিখতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- শিক্ষা করা শব্দরূপ ও ধাতুরূপগুলি দিয়ে ছোটো ছোটো বাক্যরচনা করা। (পদ্ধতিগত/সৃজন)
- সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় সন্ধি ও কারক-বিভক্তির সহজ নিয়মগুলি বলতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যগুলির সংক্ষিপ্তসার মাতৃভাষায় লিখতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)
- ঐ সকল গদ্য-পদ্যসমূহের তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা করতে পারা (ধারণাগত /বোধ)
- পাঠ্যান্তর্গত বিভিন্ন সংস্কৃত পদের সংস্কৃত সমার্থক শব্দ ও বিপরীতার্থক শব্দ বলতে পারা। (অধিগত/বোধ)
- সহজ ইংরেজি বা বাংলা অংশসমূহের সরলতম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে পারা। (অধিগত/বোধ)
- ভুল সংশোধন করতে পারা (তথ্যগত/মূল্যায়ন)
- শূণ্যস্থান পূরণ করতে পারবে (ধারণাগত/স্মরণ)।
- ক্রমানুযায়ী বাক্য সাজাতে পারবে (তথ্যগত/বিশ্লেষণ)

(২) মাধ্যমিক স্তর—যেহেতু সংস্কৃত শিক্ষার এই স্তরে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর অপেক্ষা বিষয়ের গভীরতা কিছুটা বেশি, অতএব পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও এই স্তরে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হবে—

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

- যথার্থ উচ্চারণবিধি অনুসারে অপেক্ষাকৃত কঠিন গদ্য ও পদ্যসমূহ পড়তে পারা (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির সূত্রগুলি এবং সমাস ও প্রত্যয়ের নিয়মগুলি বলতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- কারণসহ কারক-বিভক্তি নির্ণয় করতে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- ব্যাকরণের নির্বাচিত সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)
- বিভিন্ন কারকের সংজ্ঞা বলতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- ব্যাকরণের উপরোক্ত সূত্র/নিয়মগুলির উপযুক্ত দৃষ্টান্তপ্রদান করতে পারা। (ধারণাগত বোধ)
- সংস্কৃত বাক্যের বাচ্য পরিবর্তন করে বাক্যগুলিকে অন্যভাবে লিখতে পারা (পদ্ধতিগত/বোধ)
- সরল সংস্কৃতে অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারা। (অধিগত/সৃজন)
- সন্ধি-বিচ্ছেদ ও সমাস-নির্ণয় করতে পারা। (পদ্ধতিগত/বিশ্লেষণ)
- বঙ্গানুবাদ করতে পারা (ধারণাগত/স্মরণ)।
- সমধর্মী রচনার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে বার করতে পারা (ধারণাগত/প্রয়োগ)।
- বাক্য রচনা করতে পারা (পদ্ধতিগত/সৃজন)।
- মূল বক্তব্য অনুসরণে সংকেতধর্মী রচনা তৈরি করতে পারা (অধিগত/সৃজন)।

(৩) **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর—** এই স্তরে প্রথম দুটি স্তরের তুলনায় সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়ের গভীরতা অনেকটাই বেশি। এছাড়া, এই স্তরের শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিচার-বিবেচনা-শক্তি এবং বিশ্লেষণধর্মী-ক্ষমতাও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তাই এই স্তরে সংস্কৃত-শিক্ষার অতিরিক্ত উদ্দেশ্যগুলি হবে—

- কঠিন ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করতে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- সেই সকল সাহিত্য পাঠ করে মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)
- পাঠ্যান্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা।
- প্রাচীন নগর-নদী-পর্বতাদির বর্তমানে মানচিত্রে অবস্থান বিষয়ে প্রকল্প রচনা করতে পারা। (ধারণাগত/বিশ্লেষণ)
- প্রকল্প রচনা করতে পারা। (অধিগত/সৃজন)
- বিভিন্ন সংস্কৃত-কবিগণের রচনাশৈলী সম্পর্কে সমালোচনামূলক মতামত জ্ঞাপন করতে পারা। (অধিগত/মূল্যায়ন)
- বেদ→মহাকাব্য→কাব্য→নাটকাদিসমৃদ্ধ বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ তথ্য-প্রদান করতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)

- বিবিধ বিষয়ে সংস্কৃতে সংলাপ রচনা করতে পারা। (অধিগত/সৃজন)
- নির্বাচিত উপএককের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বাংলা বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ করতে পারবে। (অধিগত/সৃজন)।

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম-এর শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ্যের ওপর Taxonomy of Educational Objectives নামক গ্রন্থটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে Bloom এবং তাঁর সহযোগীগণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির একটি Taxonomy (শ্রেণিকরণ) প্রস্তুত করেন। সেই Taxonomy অনুসারে শিক্ষামূলক আচরণগুলি তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকে, শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে মাত্রা (Domain) বলা হয়। সেগুলি হল—

১। প্রজ্ঞামূলক মাত্রা (Cognitive Domain)
২। অনুভূতিমূলক মাত্রা (Affective Domain)
৩। মনঃসঞ্চালক মাত্রা (Psychomotor Domain)

১। প্রজ্ঞামূলক মাত্রার অন্তর্গত উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) জ্ঞানমূলক (Knowledge based)
(খ) বোধমূলক (Understanding or comprehension based);
(গ) প্রয়োগমূলক (Application based);
(ঘ) দক্ষতামূলক (Skill based);

এই উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কিছু কার্যসম্পাদনমূলক ক্রিয়া (Action verb) ব্যবহার করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

একটি পদ্যের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে পারবে—

(ক) **জ্ঞানমূলক :**

- গদ্যটিতে প্রাপ্ত বাক্য ও বাক্যাংশ অন্য কোনো সংস্কৃত গদ্য/ পদ্যে সনাক্ত করে বলতে পারবে।
- গদ্যটিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন চরিত্রের নাম স্মরণ করে বলতে পারবে।
- গদ্যটিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদের অর্থ স্মরণ করে বলতে পারবে।
- গদ্যটিতে প্রাপ্ত নীতিবাক্যটি স্মরণ করে বলতে পারবে।
- 'সুভাষিতানি' ইত্যাদি পদ্যের বিভিন্ন শ্লোক স্মরণ করে বলতে ও লিখতে পারবে।

(খ) **বোধমূলক :**

- নবপঠিত গদ্য/ পদ্যের বিভিন্ন অংশের/শ্লোকের বাংলা/ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে।
- গদ্যপদ্যের নামকরণের সার্থকতা বিচার করতে পারবে।
- গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

- গদ্য/পদ্যের তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নবপঠিত গদ্যের/পদ্যান্তর্গত শ্লোকের সমধর্মী গদ্য/শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিতে পারবে ইত্যা

(গ) **প্রয়োগমূলক :**

- নবপঠিত গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদকে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।
- সংস্কৃত ব্যাকরণে পঠিত নিয়মাবলি প্রয়োগ করে নবপঠিত গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন প সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারবে, কারক-বিভক্তি নির্ণয় করতে পারবে এবং বুৎপত্তি নি করতে পারবে ইত্যাদি।

(ঘ) **দক্ষতামূলক :**

- সংস্কৃত গদ্য/পদ্যের বিভিন্ন অংশকে/শ্লোককে দেবনাগরী লিপিতে লিখতে পার
- দেবনাগরী লিপিতে গদ্য/পদ্যকে সুষ্ঠু উচ্চারণে পড়তে পারবে। ইত্যাদি।

২। **অনুভূতিমূলক :** শিক্ষার্থীরা নবপঠিত গদ্য বা পদ্যে প্রাপ্ত নীতি মেনে চলার ই প্রকাশ করবে। ইত্যাদি।

৩। **মনঃসঞ্চালনমূলক :** শিক্ষাবিদ ব্লুম এই মাত্রার শ্রেণিকরণ সম্পর্কে বিশেষ বলেন নি। তবে NCERT -এর **R.H. Dave** (1968) এবং **Harrow** (19 মনঃসঞ্চালক মাত্রার যে শ্রেণিকরণ করেছেন সেটি অনুসারে বিদ্যালয় স্তরে শ্রেণিশি বিশেষভাবে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা খুব সহজসাধ্য নয়। তথাপি একটি উদ্দেশ্যের উ করা হল, যেমন— নবপঠিত বিষয়কে শিক্ষার্থী কোনো ছকের বা চিত্রপটের মাধ্যমে প্র করতে পারবে।

২০০১ সালে **লোরিন অ্যান্ডরসন** (Lorin Anderson) এবং **ডেভিড ক্র্যাথওল** (Da Krathwhole) Bloom-এর Taxonomy-এর সংশোধন করে 'A Taxonomy Learning, Teaching and Assessment' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তাঁরা যে পরিব সংস্করণটি প্রকাশ করেন, সেটি Revised Bloom's Taxonomy (সংশোধিত ব্লু ট্যাক্সোনমি) নামেই সমধিক পরিচিত। এই Taxonomy বা শ্রেণিকরণ শুধুমাত্র নির্ধারণ নিরূপণেই (Assessment) থেমে থাকে নি, এটি শিক্ষণ-শিখনে যথেষ্ট আলোকপাত করে এই Revised Bloom's Taxonomy অনুসারে শিক্ষাগত আচরণমূলক উদ্দেশ্যগু সঙ্গে সঙ্গে মূল্যয়নের উপযুক্ত অভীক্ষা পত্র রচনারও প্রয়োগ করা যায়। এই Taxonomy- মূল হল Taxonomic Table (শ্রেণিকরণ সারণি/তালিকা।)।

Revised Taxonomy অনুসারে Taxonomy Table (শ্রেণিকরণ সারণি) মূলত মাত্রাবিশিষ্ট পদ্ধতি ব্যবস্থা (two dimensional system)। মাত্রা (demension) হল : (১) বৌদ্ধিক মাত্রা (Knowledge dimention) এবং
(২) প্রজ্ঞামূলক মাত্রা (Cognitive dimention)।

(১) **বৌদ্ধিক মাত্রা** (Knowledge dimension)-এর চারটি বিভাগ আছে—
(ক) তথ্যগত জ্ঞান (Factual knowledge)
(খ) ভাবগত বা ধারণাগত জ্ঞান (Conceptual knowledge)
(গ) পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural knowledge),
(ঘ) অধিগত জ্ঞান (Meta cognitive knowledge)।

(২) **প্রজ্ঞামূলক মাত্রা** (Cognitive dimension)-এর আবার ছটি বিভাগ আছে—
(ক) স্মরণ (remembering),
(খ) বোধভবন (understanding),
(গ) প্রয়োগকরণ (applying),
(ঘ) বিশ্লেষকরণ (analysing),
(ঙ) মূল্যায়নকরণ (evaluating) এবং
(চ) সৃষ্টিকরণ/সৃজন (creating)।

এক্ষেত্রেও মাত্রা বা উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট কিছু কার্যসম্পাদনমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমেই উল্লেখ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শ্রেণি অনুসারে তিনটি স্তরবিভাগ করা যেতে পারে—

(১) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম—নিম্ন মাধ্যমিক স্তর
(২) নবম ও দশম—মাধ্যমিক স্তর এবং
(৩) একাদশ ও দ্বাদশ—উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।

যদিও বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত-শিক্ষার পঠন-পাঠন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে, তথাপি Revised Bloom's Taxonomy অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি উপরোক্ত স্তরবিভাগের অনুসরণেই ক্রমপর্যায়ে আলোচনা করা হল।

১৬। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Teaching Sanskrit Language) :

যে পর্যন্ত না শিক্ষার্থী তার মাতৃভাষার বেশ কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে সে পর্যন্ত বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠক্রমে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না। মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটি ভাষা আয়ত্ত করবার উপযুক্ত বয়সের কথা চিন্তা করে আমরা বলতে পারি বিদালয়ের ষষ্ঠমান ও সপ্তমমান হতে সংস্কৃত শিক্ষা শুরু হবে। অন্যান্য সকল ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষা শিক্ষারও কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

Scanned with CamScanner

মম্মটভট্ট বলেছেন—

'কাব্যং যশসে, অর্থকৃতে, ব্যবহারবিদে, শিবেহরক্ষতয়ে
সদ্যঃ পর নিবৃত্তয়ে, কান্তা সম্মিত তয়া উপদেশযুজে।"

এখানে কাব্য পাঠের উদ্দেশ্য যদিও শ্লোকটিতে বলা হয়েছে তবুও আমরা সংস্কৃ শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মম্মটভট্টের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ, অমঙ্গল দূরীকরণ, সাহিত্য নন্দনতত্ত্বের উপভোগ এবং মধুর উপায়ে নীতিশিক্ষা। সংস্কৃতশিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে এটি হল প্রাচীন মত।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। মুদালিয় কমিশন বলেছেন,— "We are convinced that is a language is to be learned it should be study so as to use it effectively and with correctness i written or spoken fom." অর্থাৎ মুদালিয়র কমিশনের মতে যে-কোনো ভাষাশিক্ষা উদ্দেশ্য হল লিখিত, কথ্যভাবে এবং শুদ্ধভাবে ভাষার ব্যবহারে পারদর্শিতা লাভ। এখা দু-দল শিক্ষাবিদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল নবীনপন্থী বলেন— সংস্কৃত, ল্যাটি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি কেবলমাত্র লিখবার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভই মূল উদ্দেশ্য কথ্যভাবে ব্যবহারে পারদর্শিতা লাভের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু আমরা সংস্কৃ শিক্ষকেরা মনে করি সংস্কৃত ভাষার উদ্দেশ্য হবে সংস্কৃত ভাষা লিখতে সাহায্য করা ন তারা যাতে সংস্কৃত ভাষা কথাও বলতে পারে তাতে সাহায্য করা। মুদালিয়র কমিশনেও এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে— "In the case of the other language whether Englis or classical or modern Indian languages– the approach must be difinitel practical. The student should be able to read them with comprehensio and ease, speak them correctly."

সংস্কৃতভাষা শিক্ষাদানের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হল— শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত সাহিত উপলব্ধি করতে সাহায্য করা। এটি আশা করা যায় না শিক্ষার্থী সংস্কৃতভাষা শিক্ষার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের মর্ম বুঝতে সমর্থ হবে।

দ্বিতীয়ত : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উদ্দেশ্য হল যথাযথ উচ্চারণ, ছেদ ও যতি রক্ষা করিয়া সংস্কৃত গদ্যপাঠে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। বিশেষ করে উচ্চশ্রেণির সংস্কৃত শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের ভুল সংস্কৃত উচ্চারণের সংশোধন করতে সচেষ্ট হবেন। দেখা গিয়েছে যে শিক্ষার্থীরা অনেক সংস্কৃতের ঠিক উচ্চারণই করতে পারে না। যথাযথ উচ্চারণ সহকারে সংস্কৃত গদ্যপাঠে পারদর্শিতা লাভকে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোক আছে।

যদ্যপি বহুলাধীষে পাঠপুত্র তথাপি ব্যাকরণম্।
স্বজন শ্বজনো মাহভূৎ।।
সকলং শকলং সকৃচ্ছকৃৎ।।

তৃতীয়ত : উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বসংযোগে সংস্কৃত কবিতাপাঠে পারদর্শিতালাভ সংস্কৃতশিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য। বারবার আবৃত্তি ও চর্চা ব্যতীত সংস্কৃত স্তোত্র ও কবিতা পাঠ যথাযথ হয় না এবং যথাযথ পাঠ না হলে সংস্কৃত কবিতার সৌন্দর্য হানি ঘটে। সংস্কৃত-এর শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংস্কৃত কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

চতুর্থত : ব্যাকরণের শুদ্ধি রক্ষা করে সংস্কৃত ভাষার কথা বলতে পারদর্শিতালাভ করা সংস্কৃত শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিক্ষাদানের সময় ছোটো ছোটো সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার করতে শিখিয়ে শিক্ষার্থীগণকে সংস্কৃত ভাষার কথোপকথনে সক্ষম করে তোলার কথা সংস্কৃত শিক্ষিকাকে মনে রাখতে হবে।

পঞ্চমত : সংস্কৃত ভাষার লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতালাভ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যাকরণের শুদ্ধি রক্ষা করিয়া সরল সংস্কৃত বাক্য রচনায় শিক্ষার্থীকে পারদর্শী করা সংস্কৃত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখতে হবে।

ষষ্ঠত : ইংরেজি, অথবা মাতৃভাষা হতে শ্রুতিমধুর ভাষায় সংস্কৃত অনুবাদ করতে পারদর্শিতা লাভ করা সংস্কৃত শিক্ষাদানের আর একটা উদ্দেশ্য।

অনেকে মনে করেন সংস্কৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা। কিন্তু আমরা এইমত স্বীকার করি না। কাব্যে সাহিত্যে সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার আস্বাদনলাভ সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা সংস্কৃত ভাষা ভাণ্ডারে সুরক্ষিত। সংস্কৃত-এর শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই সুসমৃদ্ধ ভাণ্ডারের চাবিকাঠির সন্ধান শিক্ষার্থীকে দিয়ে দেবেন যাতে শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা, রুচি ও চিন্তাধারার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হয়ে নূতন উন্নততর সংস্কৃতির পত্তনে আগ্রহী হতে পারে। কেবল শুষ্কভাষা, মৃতভাষা এই সকল অপবাদে ভূষিত করে সংস্কৃতভাষায় শিক্ষার্থীকে নিরুৎসাহিত করা অজ্ঞ অর্বাচীনদেরই সাজে কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সকল সময়ে চেষ্টা করতে হবে যেন সংস্কৃতের অমৃতধারা আস্বাদন করতে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে যোগসাধন করাই হল সংস্কৃতভাষা শিক্ষাদানের চিরন্তন উদ্দেশ্য।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত Curriculum and Syllabuses পুস্তিকাতে বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শেখানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

(১) শিক্ষার্থীদের এই ভাষায় মৌলিক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম করা।

Scanned with CamScanner

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষার মৌলিক নিয়ম ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তৃতীয় ভাষার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী ক'রে তোলা।

(৩) শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিতে সাহায্য করা যে, বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একটা মূলগত ভাবের ঐক্য আছে। সমস্ত ভাষাই হ'ল কতকগুলি শব্দ-সমষ্টি, যা উচ্চারিত ও লিখিতরূপে নির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেগুলো আসলে উচ্চারণভঙ্গি ও লিপিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যে পৃথক পৃথকরূপে বিদ্যামান।

(৪) বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের প্রতি শিক্ষার্থীদের উদার সহানুভূতি ও আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য ক'রে তাদের মনের প্রসার ঘটানো।

এইগুলি ছাড়াও প্রাচীনভাষা সংস্কৃতের মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করানো, সংস্কৃতভাষার শব্দসম্ভার হতে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার শব্দ সম্ভার বৃদ্ধিতে সাহায্যে করা, সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া এবং সংস্কৃত সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে সাহিত্যরসানুভূতি জাগিয়ে তোলা। মূলকথা সংস্কৃত শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্যই হবে সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার শব্দসম্ভার ও কাব্যিক সৌন্দর্য্যচেতনাকে পরিপুষ্ট করা।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

একক ২

ভাষা শিক্ষণের বিবিধ কৌশল

Strategies of Language Teaching : (As per language concerned)

◈ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

২.১ সংস্কৃতভাষা শিখনের তত্ত্বসমূহ (Theories of Language Teaching – Theories of Teaching Sanskrit Language)

২.২ শিক্ষাবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept and Importance of Pedagogical Analysis of Language)

- ২.২.১ আচরণগত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির নির্ধারণ (Determination of behavioural objectives)
- ২.২.২ শিক্ষণকৌশলসমূহের নির্বাচন (Selection of Teaching Strategies)
- ২.২.৩ পারদর্শিতার অভীক্ষা-রচনা (Achievement Text Construction)

২.৩ ভাষা, শিখনের দক্ষতাসমূহ বিশেষত : সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Language Teaching Skills – Language Teaching skills with special reference)

- ২.৩.১ বাচনিক দক্ষতা/মৌখিক কার্যাবলি (Speaking skill/oral work)
- ২.৩.২ লিখন দক্ষতা দেবনাগরী অক্ষরের বৈশিষ্ট্য, হস্তলিখন সহায়ক উপায় সমূহ factors influencing handwriting, বানান ভুলের কারণ, প্রতিকারের উপায়। (Writing Skill-Characteristics of Devnagari Script, factors influencing handwriting, causes of spelling mistake, strategies for remedy.)

২.৪ শিখন নকশা, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা (বিশেষতঃ সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে) (Learning Design : Definition, characteristics, importance)

- ২.৪.১ শিখন নকশার সংজ্ঞা (Definition of Learning Design)
- ২.৪.২ শিখন নকশার বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Characteristics of Learning Design (With special reference to Sanskrit)

Scanned with CamScanner

২.৪.৩ শিখন নকশার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Learning Design)

২.৫ ভাষা শিক্ষণের আচরণগত ও নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য (Behavioural and Instructional Objectives of Language Teachings)

২.৬ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ কৌশলসমূহ (Teaching strategies for Language Teaching Stragegies for Sanskrit Language)

২.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের শিক্ষণের ক্ষেত্রে ICON Design Model-এর প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Teaching Model for Language Teaching; Relevance of ICON Design Model for Teaching Sanskrit Language)

❂ ২.১ সংস্কৃতভাষা শিখনের তত্ত্বসমূহ (Theories of Language Teaching - Theories of Teaching Sanskrit Language) :

শিক্ষা ব্যবস্থার যে-কোনো ধারার ক্ষেত্রেই ধ্রুপদি ভাষা ও সাহিত্যের স্থান তর্কাতীত, কারণ বর্তমান সভ্যতার ইমারৎ যে অতীত সভ্যতার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে একঝলক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওই ধ্রুপদি ভাষা ও সাহিত্য। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগেও বর্তমান প্রজন্মের ওপর ধ্রুপদি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যায় না। আজকের যান্ত্রিকতার যুগেও ধ্রুপদি সাহিত্যের অবনমনের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। সময়ের সর্বগ্রাসী বাধা অতিক্রম করে ধ্রুপদি সাহিত্যসমূহ তার মৌলিক রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। মানব সভ্যতার শৈশববস্থায় ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্য তুলে ধরে মানবকৃতিত্বের চরম নিদর্শনগুলিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমী দেশগুলিতে বিশুদ্ধবাদীগণ তথা Classicists এবং আধুনিকতাবাদীগণ তথা Modernists এদের মধ্যে ধ্রুপদি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক দিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হয়।

বিশুদ্ধবাদীগণের মতে,

(১) ধ্রুপদি ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীন কৃষ্টির ভিত্তিসমূহ রক্ষিত আছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই হল সম্পূর্ণ শিক্ষা তথা complete Education. বিদেশীয় পরিভাষায় একে বলা হয় Sine qua non.

(২) অনুবাদ সাহিত্য শুধুমাত্র একটি দ্বিতীয় শ্রেণির জ্ঞান এবং এটি কখনোই মূল সৃষ্টির বিকল্প হতে পারে না। কেবল মূল রচনা থেকেই নির্দিষ্ট কাব্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারা যায়।

(৩) সমসাময়িক আধুনিক যুগের রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে গেলে প্রাচীন সাহিত্যের অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য।

(৪) ধ্রুপদি সাহিত্যসমূহ হল জ্ঞানের আধার যেটি বর্তমান তর্কশাস্ত্র (Logic), রাজনীতিশাস্ত্র (Political Science), আইনশাস্ত্র (Law), চিকিৎসাশাস্ত্র (Medical Science), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), শব্দবিজ্ঞান (Etymology), দর্শনশাস্ত্র (Philosophy), ভাষাতত্ত্ব (Philology), ইতিহাস (History), ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

(৫) ধ্রুপদী ভাষা আধুনিক ভাষাসমূহের উৎপত্তিস্থল। সুতরাং আধুনিক ভাষাসমূহে জ্ঞান অর্জন করতে হলে ধ্রুপদি ভাষা সম্পর্কে ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আধুনিক আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মাধ্যমে নতুন শব্দ এবং নতুন শব্দসমষ্টি তৈরি করতে ধ্রুপদী ভাষার নিয়মকানুন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

(৬) ধ্রুপদি ভাষা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মনে হলেও এটি শিক্ষার্থীদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। কারণ, এই ভাষায় শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার দ্বারা চালিত হয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে থাকে। প্রত্যেকটি ভাষার বিশেষত ধ্রুপদি ভাষার ব্যাকরণ হল একটি যথার্থ বিজ্ঞান এটি শিক্ষার্থীদের মানসিক শৃঙ্খলা তৈরি করতে সাহায্য করে যেটি যে-কোনো শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি অমূল্য উপাদান।

(৭) যদি নতুন, সমসাময়িক, বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির মাধ্যমে ধ্রুপদি ভাষার শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহলে শিক্ষার্থী শিখনকার্য সম্পাদনে উৎসাহিত হয়, নির্দিষ্ট বিষয়টির ইতিবাচক দিকগুলি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় এবং একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টিগত দিকটি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

(৮) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান নতুন প্রজন্মকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর তাঁদের ভবিষ্যৎ আদর্শ নির্মাণে সহায়তা করে। নতুন প্রজন্ম প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি সম্পর্কিত মূল ধারণাগুলিকে আত্মস্থ করে জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।

(৯) শিক্ষালয়ে পাঠক্রম তৈরির ক্ষেত্রে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠক্রম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যগত প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(১০) প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য তুলে ধরে সেই যুগের মানুষের মানসিকতা, রুচিবোধ, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি ইত্যাদি। ধর্মীয় সাহিত্যগুলি ধর্মের মূল রূপ ও তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণাগুলি প্রকাশ করে যা শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

Scanned with CamScanner

(১) প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য শুধুমাত্র অনুবাদের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের ভিড়ে এর মূল রূপটি অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

(২) আধুনিক বিজ্ঞান এবং নাগরিকতার প্রশিক্ষণ এই দুটি-ই কেবলমাত্র সক্ষম বর্তমান-এর অব্যবহিত চাহিদা পূরণ করতে। সুতরাং ধ্রুপদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য পঠনের চেয়ে এটি অনেক বেশি জরুরি।

(৩) মানবজীবন অত্যন্ত স্বল্প। তারপক্ষে নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে বেশি নেই। স্বল্প নির্দিষ্ট এত কাজের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপান হয়েছে তাতে সামনের দিকে এগিয়ে না গেলে সেইসব কাজ সে সম্পূর্ণ করতে পারবে না। সুতরাং অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার মতো সময় তার হাতে বেশি নেই। সুতরাং যতটা সম্ভব তাকে দ্রুততার সঙ্গে এবং প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

(৪) প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যকীর্তি মধ্যে সংকীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পশ্চাদবর্তী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এদিকে, সেগুলি পঠন-পাঠনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া সফল হয় না।

(৫) প্রাচীন ভারতীয় ধ্রুপদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যসমূহ এখন মৃতা ভাষার নিদর্শন, অর্থাৎ অব্যবহৃত ও অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং ব্যবহারের অভাবে এখন তার শিখন প্রক্রিয়াও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যগুলির ক্ষেত্রে তাদের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত সন্দেহজনক এবং এইগুলি অধ্যয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের অনেক পরিমাণে সময় ও শক্তির অপচয় হয়।

(৬) আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকেরা 'মানসিক শৃঙ্খলা'-এর তত্ত্বটিকে পরিত্যাগ করেছেন। শিক্ষার্থীদের ওপর আজকের গতিময়তার যুগে প্রাচীনপন্থী, অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া 'গন্ডস্য উপরি পিন্ডকঃ সংবৃত্তঃ (গোদের ওপর বিষফোঁড়া) ছাড়া কিছুই নয়।

(৭) নতুন মনোবৈজ্ঞানিক, বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু হলে ধ্রুপদি ভাষায় রচিত সাহিত্যের অধ্যয়ন শিক্ষার্থীদের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে তা স্বীকার করে নিয়েও বিরুদ্ধবাদীরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যসম্ভারকে "জঞ্জালের স্তূপ" (Full of trash) ছাড়া আর কিছু বলতে নারাজ।

(৮) যে সকল শিক্ষার্থীরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, কৃষ্টি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত হবে তারা সর্বদা অতীত-এর আদর্শ, জীবনদর্শন, জীবনধারা, মানসিকতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং সমসাময়িক জীবনে পদক্ষেপ করতে অসমর্থ হবে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন হয়ে উঠবে একটা নেশার মতো যাকে দূরীভূত করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

(৯) প্রাচীন ভারতীয় কাব্য পঠনের থেকে যদি আধুনিক ভারতীয় কলাবিদ্যা তথা সঙ্গীত (singing), অঙ্কন (painting), নৃত্য (dancing) ইত্যাদি শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যায় তাহলে একদিকে যেমন সেগুলি শিক্ষার্থীদের পক্ষে শেখা সহজ হবে, তেমনি আরেকদিকে আধুনিক ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি শিক্ষার্থীরা যারা একদিন ভবিষ্যৎ-এর নাগরিক হয়ে উঠবে তারা সচেতন হবে।

২.২ শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ধারণা ও গুরুত্ব (Concept and Importance of Pedagogical Analysis of Language) :

সাধারণ ধারণা : 'Pedagogical analysis of content' কথাটির বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়, শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারে (একটি নির্দিষ্ট) বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। সংস্কৃত ভাষায় এর রূপান্তর ঘটিয়ে আমরা এটিকে 'শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারেণ বৈজ্ঞানিকং বিশ্লেষণম্' এরূপ পরিভাষায় প্রকাশ করতে পারি।

এই বিশ্লেষণ করার সময় যেদিকটির ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, সেটি হল শিক্ষাবিজ্ঞান। মূলত শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শিক্ষার্থীর পাঠ্যসূচির অন্তর্গত কোনো একটি বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণকেই 'Pedagogical analysis'-এই পারিভাষিক শব্দদ্বয়ের দ্বারা অভিহিত করা হয়।

বিষয় বিশ্লেষণ : শিক্ষক/শিক্ষিকার শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারে কোনো একটি বিষয়ের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই তিনি প্রথমেই বিষয়টি বিদ্যালয়ের কোন্ শ্রেণির শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট, তা বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ শ্রেণি শিক্ষার্থীর বয়স-রুচি-আগ্রহ-সামর্থ্য অনুসারেই পাঠ্য-বিষয়ের নির্ধারণ করা শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত।

বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ বিষয়টিকে (গদ্য, পদ্য, নাটক, ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়) এককরূপে চিহ্নিত করে পর্যায় (period) অনুসারে দুই বা ততোধিক উপ-এককে বিভক্ত করে মোট পর্যায় সংখ্যারও উল্লেখ করতে হবে। এরপর মূল এককটিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা কীসের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপ-এককে বিভক্ত করেছেন, তা প্রকাশের জন্য প্রতিটি উপ-একক সম্পর্কে **সংক্ষিপ্ত ধারণার** (basic concept) উল্লেখ করবেন।

শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিষয় বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়টির শিক্ষণজাত **আচরণমূলক উদ্দেশ্যগুলির** (behavioural objectives) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে। পাঠ্য-বিষয় শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের আচরণের পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন, সেগুলি ব্যক্ত করাই হল আচরণমূলক উদ্দেশ্য।

Scanned with CamScanner

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ **বেঞ্জামিন ব্লুম** (Benjamin Bloom) এবং তাঁর সহযোগিগণ 19 সালে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির একটি 'Taxonomy' (শ্রেণিকরণ) প্রস্তুত করেন। 'Bloom Taxonomy'-র বিষয়ে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

2001 সালে **লোরিন অ্যান্ডারসন** (Lorin Anderson) এবং **ডেভিড ক্র্যাথও** (Krathwohl) ব্লুমের ট্যাক্সনমির যে পরিবর্তিত সংস্করণটি প্রকাশ করেন, সেটি 'Revis Bloom's Taxonomy' (সংশোধিত ব্লুমের ট্যাক্সোনমি) নামেই সমধিক পরিচিত। ট্যাক্সোনমি অনুসারেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ (বি.এড)-এর নব প্রবর্তি পাঠক্রমে শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখের নির্দেশ দান করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলির এক তালিকা তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে।

বিষয় বিশ্লেষণের পরবর্তী পর্যায়ে সুষ্ঠু পাঠ-একক পরিকল্পনার জন্য একটি Taxonom Table প্রস্তুত করা হবে, যেখানে উপ-এককগুলির অনুসরণে উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত ক হবে। এই Table-টিতেই 'পারদর্শিতার অভীক্ষাপত্রে' (Achievement Test) প্রদত্ত প্রশ্নগুলি সংখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তারপর বিষয়টি পাঠদানের জন্য যে শিক্ষণ-কৌশল (teaching strategy) অবলম্ব করা হবে এবং যে সকল শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে, সেগুলি সবিস্তারে উল্লেখ ক হবে। এ বিষয়ে এই অধ্যায়েরই পরবর্তী পর্বে (৫.৩) আলোচনা করা হবে।

সর্বশেষে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়নের জন্য Taxonomic Table-এ অনুসরণে Achievement Test (পারদর্শিতার অভীক্ষাপত্র) প্রস্তুত করা হবে।

[এ বিষয়েও পরের (৫.৪) আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

❑ ২.২.১ আচরণগত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির নির্ধারণ (Determination of behavioural objectives) :

যে-কোনো শ্রেণিতে পাঠ্যান্তর্গত যে পাঠ-এককেরই পঠন পাঠন করা হোক না কেন, সে পাঠ্য বিষয়ের পাঠদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে যে আচরণে পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন, তা ব্যক্ত করাই হল আচরণগত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য—একথ আগেই বলা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই এই উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত বিষয়-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্দিষ্ট বিষয়টি পঠন পাঠনে সেই উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে নির্ধারণ করে সেগুলির উল্লেখ করবেন।

শিক্ষাবিদ **বেঞ্জামিন ব্লুমের** Taxonomy অনুসারে শিক্ষামূলক আচরণ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকে, শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় থাকে 'মাত্রা' (Domain) বলা হয়। সেগুলি হল–

(i) জ্ঞানমূলক মাত্রা (Cognitive Domain)

(ii) অনুভূতিমূলক মাত্রা (Affective Domain)

(iii) মনঃসঞ্চালক মাত্রা (Psychomotor Domain)

উপরোক্ত বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া Revised Bloom's Taxonomy-এর বিষয়গুলিও উক্ত তৃতীয় অধ্যায়েই আলোচিত হওয়ায় পুনরালোচনা অবান্তর।

❑ ২.২.২ শিক্ষণকৌশলসমূহের নির্বাচন (Selection of Teaching Strategies) :

শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠদানের সময়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা গ্রহণ করা স্বাভাবিক হয়, শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সেই সকল কৌশলগুলি যথাযথভাবে অবলম্বন করতে হবে। যেমন—

- আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষিকা পাঠদানকার্য সম্পন্ন করবেন। (Discussion and Question Answer Method)।
- বিষয় বোঝানোর ক্ষেত্রে আলোচনা ও বক্তৃতা পদ্ধতি (Aiscussion & Lecture Method) ব্যবহৃত হবে।
- পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method) ব্যবহৃত হবে ।
- পদাদির বোধনের জন্য প্রকাশন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।
- তাৎপর্যপূর্ণ অংশের আলোচনার জন্য শিক্ষক মহাশয় তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত অথবা অন্য ভাষার রচনা থেকে সমার্থক উদ্ধৃতির উত্থাপন করবেন।
- শিক্ষক মহাশয় অনুবাদ পদ্ধতির (Translation Method) সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের গদ্য/পদ্যান্তর্গত কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করতে বলবেন।
- অনুবন্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যাকরণের নিয়মাবলি আলোচনা করবেন।
- পদ্যান্তর্গত শ্লোক শিক্ষণের ক্ষেত্রে শ্লোকের অন্বয়গুলিকে খণ্ড খণ্ড রূপে সজ্জিত করে বিষয়বস্তুর বোধনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন এবং এভাবে খণ্ডদ্বয় পদ্ধতিটিও অনুসৃত হবে।
- ব্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচ্য পদ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করবেন।
- শ্রেণিশিক্ষার মান অনুসারে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপদ্ধতিও (Direct Method) অনুসরণ করা হবে।

শিক্ষাসহায়ক উপকরণ (Teaching Aids) পাঠদানকালে বিষয়-সম্পর্কে যে সকল প্রদীপনপত্র (Chart), অনুকৃতি (Model) ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে সেগুলির উল্লেখ করতে হবে।

✦ কৃষ্ণফলকের ব্যবহার (Use of Blackboard) :

সংস্কৃত গদ্য, পদ্য এবং ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি নির্ভুল বানান এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে কৃষ্ণফলকে লেখা হবে। গদ্যের

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে কৃষ্ণফলকে দুটি স্তম্ভ নির্মাণ করে বামদিকে স্তম্ভে শব্দার্থসমূহ এবং ডানদিকের স্ত
মূল বক্তব্যগুলি লেখা হবে। পদ্যের ক্ষেত্রে একইভাবে বামদিকের স্তম্ভে শব্দার্থসমূহ এ
ডানদিকের স্তম্ভে শ্লোকানুবাদ লেখা হবে। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে ছক কেটে ছকগুলি পাঠ
চলাকালীন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তর দ্বারা পূরণ করা হবে। কৃষ্ণফলকে
কার্য-সম্পাদনের সময় সর্বদা উপযুক্ত সরলরেখা ব্যবহার এবং বিভিন্ন শব্দ ও বিভিন্ন ক্রে
মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবধান রক্ষা করা হবে।

❑ ২.২.৩ পারদর্শিতার অভীক্ষা-রচনা (Achievement Text Construction) :

শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক মানসিক বিকাশ পরিমাপ করার জন্য শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন ধরনে
অভীক্ষা ব্যবহারের কথা বলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে
পরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিংবা কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ইত্যাদি নির্ধা
করা হয় এইসব অভীক্ষার মাধ্যমে। এইসব অভীক্ষাকে এক কথায় **শিক্ষামূলক অভী**
(Educational test) বলা হয়। **পারদর্শিতার অভীক্ষা** (Achievement test) এই শিক্ষামূ
অভীক্ষার অন্তর্গত। কোনো একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে
পরিমাণ পারদর্শিতা অর্জন করেছে, অর্থাৎ তার কী পরিমাণ শিক্ষাগত বিকাশ হয়েছে,
প্রকাশ করা হয় এই পারদর্শিতার অভীক্ষার মাধ্যমে। এই ধরনের অভীক্ষা যেমন ইতিহা
বিজ্ঞান, সংস্কৃত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক হয়, তেমনই সপ্তম শ্রেণির সংস্কৃত
পারদর্শিতার অভীক্ষা, অষ্টম শ্রেণির সংস্কৃতের পারদর্শিতার অভীক্ষা এভাবে শ্রেণি অনুযায়ী
পৃথক পৃথক পারদর্শিতার অভীক্ষা হতে পারে।

অভীক্ষাপত্র প্রস্তুত করার সময় কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হতে হবে—

১। অভীক্ষাপত্র যেন অনাবশ্যক জটিল বা বিভ্রান্তিকর না হয়;

২। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরই অভীক্ষাপত্র রচনা করতে হবে, নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে ন

৩। অভীক্ষাপত্রের ভাষা হবে সহজবোধ্য;

৪। অভীক্ষাপত্রে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক এই উভয় ধরনের প্রশ্নের সামঞ্জস্য থাকতে হ

৫। বিভিন্ন প্রশ্নের মান নির্ধারণ যুক্তিপূর্ণ ও সুবিবেচনা প্রসূত হতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাঠ্যক্রমে এবং অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই বর্তমা
পাঠ্যক্রম অনুসারে অভীক্ষাপত্র রচনার সোপানগুলি হল—

- বিষয়বস্তু বিশ্লেষণম্ (Content Analysis)
- কাম্যম্ আচরণগতং শিখনসামর্থ্যম্ (Behavioural Objectives)
- সুনির্দিষ্টকরণস্য সারণি (Table of Specification)
- পারদর্শিতায়াঃ অভীক্ষাপত্রম্ (Achievement Testpaper)
- প্রশ্নানাম্ উত্তরসংকেতঃ (Seoring Key)
- প্রশ্নানাং মানবণ্টনম্ (Distribution of Marks)

এই পদ্ধতির একটি পারদর্শিতার অভীক্ষার নমুনা দেওয়া হল Practicum অংশে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে যে পারদর্শিতার অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে সংস্কৃত বিষয়ের পারদর্শিতার অভীক্ষাও স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। সংস্কৃতের পারদর্শিতা অভীক্ষা রচনার জন্য সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ—যে-কোনো শ্রেণির পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত গদ্য-পদ্যাদি বিষয়ে সংশোধিত ব্লুমের ট্যাক্সোনমি (Revised Bloom's Taxonomy) অনুসারে উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয় এবং প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তরসহ উত্তরমালাও সংযোজিত হয়। এ ছাড়া, এই অভীক্ষায় আচরণমূলক উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যানুসারে প্রশ্নের সংখ্যার উল্লেখ করে একটি Taxonomic Table (শ্রেণিকরণ সরণি) প্রস্তুত করে সংযোজন করা হয়। (Semester II-এর Practicum অংশের Pedagogical Analysis দ্রষ্টব্য)।

নমুনা ● ১

PEDAGOGICAL ANALYSIS

शिक्षाविज्ञानानुसोरण वैज्ञानिकं विश्लेशणम्

दिवसाङ्क :

नाम :

क्रमिक- संख्या

विषय-संस्कृत-गद्यम्

विषयवस्तु-विश्लेषणम्

एककम्-भस्मासुर-चरितम्

श्रेणि: अष्टमी

	पर्यायसंख्या
उपैककम्	
(१) पुरा कश्चिद्यानव :	১
निकषा गता :।	
(२) भस्मासुरोऽपि रणार्थाय	১
प्रकल्पते :।	
(३) व्याकरणं निर्मितिश्च	১
(४) मुल्यायनं पुनर्शिक्षणंच	৪টি
समग्र-पर्याय-संख्या।	

Scanned with CamScanner

भस्मासुर-चरितम्

पुरा कश्चिद्दानवः सुदीर्घकालं यावत् कृच्छ्रसाधनेन देवदेवं महादेवं समाराधितवान् तस्यातिकदीरेण तपसा परितुष्टो भगवान् चन्द्रचूडस्तत्राविर्भूय तमवदत् ''वतस''! मा शुचः कुरु। तवतपसा नितरां प्रीतोऽस्मि। अभिमतं वरं प्रार्थयस्व। ततः स दैत्यः प्रणाम्यवदत् भगवन्! यदा कस्य शिरसि इस्तर्स्पशं करिष्यामि स तदैव मरिष्यति इति मे वरं देहि।

'तथास्तु' इत्युक्त्वा महादेवस्तत् क्षणादेवावृथाहभवत्। अथासै भस्मासुरः धरप्रमाष परीक्षा सुरलोकं प्राविशत् देवानां शिरःसु करं स्थापयितुमचेष्टत्। तेन भीतिकम्पिताः देवाः शङ्करं गताः। भस्मासुरोऽपि तदनुसारक्रमेण कैलासपतिमुपगम्य अवदत्-देव! वरपरीक्षार्थं यत्र गच्छामि तत्रस्था जनाः पलायन्ते अतोऽधुना भवत्येव परीक्षां करिष्यामि।

इत्युकत्वा यावदसौ शङ्करमौलौ हस्तस्पर्शामैच्छत् तावत् शम्भुरपि समयं विष्णुशरणं गतः तस्मैच भस्मासुरवृतान्तमकथयत् दानवोऽपि महेशमनुधावन् विष्णुलोकं गतः।

अथ नारायणः सहास्यदनस्तमब्रवीत् भो भस्मासुर! त्वं शङ्करेण प्रतारितोऽसि। वुद्धिमतापित्वः किं न झायते यत् कदापि तन्मस्तकस्थापितेन हस्तेन कस्यापि मरणं भवेत्? वृथैव देवानुतपीडयसि अधुना मम वचनेन स्वशिरसि हस्तं दत्वा परीक्ष्यताम् वृथौव ते तपक्लेशः

ततो नारायणवाक्येन हतःवुद्धिर्मस्मासुरः यावदेव स्वमस्तके स्वहस्तं समर्पितवान् तावदेव भस्मीभूतोऽभवत्।

''अपात्रे निहिता शक्तिः रणार्थाय प्रकल्पते।''

অনুশীলনী

১। বঙ্গানুবাদ করো : প্রয়োগমূলক প্রশ্ন

(ক) পুরা কশ্চিদ্দানবঃ সুদীর্ঘকালং.....মা মৈবং কুরু।
(খ) তবতপসা নিতরাং.....মে বরং দেহি।
(গ) অথাসৌ ভস্মাসুরঃ.....স্থাপয়িতুমচেষ্টত।
(ঘ) তেন ভীতিকম্পিতা.....পরীক্ষাং করিষ্যামি।
(ঙ) ইত্যুক্তা যাবদসৌ.....বিষ্ণুলোকং গতঃ।
(চ) অথ নারায়ণঃ.....কস্যাপি মরণং ভবেৎ।

২। পুরা কশ্চিদ্দানবঃ যাবং কৃচ্ছ্রসাধনেন দেবদেবং মহাদেবং সমারাধিতবান্ তস্যাপি কঠোরেণ তপসা পরিতুষ্টো ভগবান্ চন্দ্রচূড়স্তত্রাবির্ভূয় তমবদত্— বৎস মামৈবং কুরু। তবতপসা নিতরাং প্রীতোহস্মি।

◆ উপৈককানুসারেণ এককস্য সংক্ষিপ্ত-ধারণা-

১.
- পুরাকালে ভস্মাসুর নামে এক দানব ছিল।
- সে ভগবান শিবের কঠোর তপস্যা করেছিল।
- তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান শিব তাকে বর প্রার্থনা করতে বলায় সে বলেছিল যখন কারোর মাথায় হাত রাখবেন তখনই সে মারা যাবে।
- ভগবান শিব তাকে—'তথাস্তু' বলায় সে বর পরীক্ষার জন্য সুরলোকে প্রবেশ করে দেবতাদের মাথায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা ভয়ে ভগবান শিবের কাছে গেলেন।
- সেই দানব দেবতাদের তাড়না করে শিবের কাছে গিয়ে বলল—বর পরীক্ষা করতে গেলেই সবাই পালিয়ে যাওয়াতে তাঁর/শিবের ওপরেই সে বর পরীক্ষা করবে।

২.
- দানবের উক্তি শুনে শিবও ভয়ে বিষ্ণুর দ্বারস্থ হলেন।
- দানবও সেখানে উপস্থিত হলে বিষ্ণু তাকে বললেন যে সে শিবকে প্রতারিত করেছে।
- আরও বললেন যে বুদ্ধিমান হয়ে সে (দানব) জানে যে মাথায় হাত দিলে যদি মরণ হয় তাহলে সে বৃথাই দেবতাদের বিরক্ত করছে।
- তারপর বিষ্ণু তাকে তার মাথায় হাত দিয়ে বর পরীক্ষা করতে বলায় সে তার মাথায় হাত দেওয়া মাত্রই সে ভস্ম হয়ে যায়।

৩.
- সংস্কৃত প্রতিশব্দ।
- বিপরীতার্থক শব্দ।
- সন্ধিবিচ্ছেদ।
- কারক-বিভক্তি নির্ণয়।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

- ব্যুৎপত্তি নির্ণয়।
- সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ।

◆ রিভাইসড্ ব্লুমস্ ট্যাক্সনমি-অনুসারেণ কাম্যানি আচরণগতানি উদ্দেশ্যানি

উপৈককম্—১

(১) শিক্ষার্থীরা দানবের নাম বলতে পারবে। [তথ্যগতং স্মরণম্]

(২) দানবকে বর প্রদানকারীর নাম বলতে পারবে। [তথ্যগতং স্মরণম্]

(৩) বর চাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে। [তথ্যগতং স্মরণম্]

(৪) এই উপএককের বঙ্গানুবাদ করতে পারবে। [ভাবগতং বোধভবনম্]

(৫) বিষয়গত ভ্রম সংশোধন করতে পারবে। [তথ্যগতং মূল্যায়নকরণম্]

(৬) সংস্কৃত ভাষায় বাক্যরচনা করতে পারবে। [পদ্ধতিগতং সৃজণ্নম্]

(৭) দানবের সঙ্গে ভগবান শিবের কথোপকথন নিজের ভাষায় বলতে পারবে।
[ভাবগতং বোধভবনম্]

(৮) ঘটনাক্রমানুসারে অবিন্যস্ত বাক্যগুলি সাজাতে পারবে। [তথ্যগতং বিশ্লেষণম্]

(৯) এই উপএককের সারাংশ নিজের ভাষায় লিখতে বা বলতে পারবে।
[অধিগতং সৃজনম্]

(১০) দৈত্যাসুর বর পরীক্ষার জন্য যেখানে যেখানে গিয়েছিল—তা বলতে পারবে
[ভাবগতং বোধভবনম্]

উপৈককম্—২

(১১) দানবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—নিজের ভাষায় বলতে পারবে।
[অধিগতং বোধভবনম্]

(১২) দৈত্যাসুরের প্রতি নারায়ণের উক্তির কারণ-বিশ্লেষণ করতে পারবে।
[ভাবগতং বিশ্লেষণম্]

(১৩) গদ্যটির নীতিবাক্যের ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ভাবগতং বোধভবনম্]

(১৪) বাংলাভাষায় গদ্যটির সংক্ষিপ্তসার লিখতে পারবে। [ভাবগতং বোধভবনম্]

(১৫) গদ্যের চরিত্রগুলির নাম বলতে পারবে। [ভাবগতং বোধভবনম্]

(১৬) ভগবান বিষ্ণু দৈত্যাসুরকে বাধা দেওয়ার জন্য যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তা নিজের ভাষায় বলতে পারবে। [ভাবগতং বিশ্লেষণম্]

(১৭) ভগবান বিষ্ণু দৈত্যাসুরকে বাধা দেওয়ার জন্য যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তা নিজের ভাষায় বলতে পারবে। [অধিগতং বোধভবনম্]

(১৮) ভগবান বিষ্ণুর দৈত্যাসুরের প্রতি উক্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
[ভাবগতং বিশ্লেষণম্]

(১৯) নীতিবাক্যটি নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করে বলতে পারবে।
[অধিগতং বোধভবনম্]

(২০) ভগবান শিবকে যে যে নামে অভিহিত করা হয়েছে তা বলতে পারবে।
[তথ্যগতং স্মরণম্]

উপৈককম্—৩

(২১) পাঠ্যান্তর্গত বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ বলতে পারবে।
[অধিগতং বোধভবনম্]

(২২) বিভিন্ন শব্দের বিপরীতার্থক শব্দের উল্লেখ করতে পারবে।
[অধিগতং বোধভবনম্]

(২৩) সন্ধিবদ্ধ পদের সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারবে। [পদ্ধতিগতং বিশ্লেষণম্]

(২৪) সকারণ-সহ কারক বিভক্তি নির্ণয় করতে পারবে। [অভিগতং বিশ্লেষণম্]

(২৫) বিভিন্ন পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে পারবে। [পদ্ধতিগতং বিশ্লেষণম্]

(২৬) সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে। [অভিগতং বোধভবনম্]

Scanned with CamScanner

বৌদ্ধিকমাত্রা	স্মরণম্	বোধপ্রবনম্	প্রয়োগকরণম্	বিশ্লেষণম্	মূল্যায়নকরণম্	সৃজনম্
তত্ত্বগতং জ্ঞানম্	উদ্দেশ্য-১ উদ্দেশ্য-২ উদ্দেশ্য-৩ উদ্দেশ্য-১০ প্র.-১ প্র.-১২ উ.-২০			উদ্দেশ্য-৮	উদ্দেশ্য-৫	
খাবগতং জ্ঞানম্	প্র.-২ প্র.-১১	উদ্দেশ্য-৪ প্র.-৩ উদ্দেশ্য-৭ প্র.-৪ উদ্দেশ্য-১৩ প্র.-৯ উদ্দেশ্য-১৪ উদ্দেশ্য-১৫	প্র.-২০	উদ্দেশ্য-১৬ উদ্দেশ্য-১৮ প্র.-১২ প্র.-১৮		
পদ্ধতিগতং জ্ঞানম্			প্র.-১৬	উদ্দেশ্য-২৩ উদ্দেশ্য-২৫ প্র.-১৫ প্র.-১৭	উদ্দেশ্য-৬ প্র.-৬	

বৌদ্ধিকমাত্রা	স্মরণম্	বোধপ্রবনম্	প্রয়োগকরণম্	বিশ্লেষণম্	মূল্যায়নকরণম্	সৃজনম্
অধিগতং জ্ঞানম্		উদ্দেশ্য-১১ উদ্দেশ্য-১৭ উদ্দেশ্য-২১ উদ্দেশ্য-২২ উদ্দেশ্য-২৬ প্র.-১৩ প্র.-১৪ প্র.-১৮		উদ্দেশ্য-১৯ উদ্দেশ্য-২৪		উদ্দেশ্য-৯

Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in
Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

शिक्षण कौशलम्
TEACHING STRATEGIES

- বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, প্রকাশন পদ্ধতি, সংবা পদ্ধতি ও অনুবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষিকা সম্পূর্ণ এককটির পাঠে ও বোধ অগ্রসর হবেন।
- শিক্ষিকা সম্পূর্ণ এককটির সরব পাঠ দেবেন।
- এককটিকে এবার কয়েকটি উপ-এককে বিভাজন করবেন।
- শিক্ষার্থীকে দিয়ে এককের প্রত্যেকটি উপ-এককে ক্রমাণুসারে সরব পাঠ করাবেন
- আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিটি উপ-এককের কঠিন পদগুলির কৃষ্ণফলকে অর্থবোধন করাবেন।
- বক্তৃতা পদ্ধতি ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পূর্ণ এককের প্রথম উপ-এককে বিষয়বোধ করানো হবে।
- প্রশ্নোত্তর আলোচনার ক্ষেত্রে সংবাদ পদ্ধতি অনুসৃত হবে।
- পাঠ্যাংশগত অনুবাদ এবং তদ্বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুব পদ্ধতি অনুসৃত হবে এবং বিষয় বোধনের জন্য প্রকাশন পদ্ধতি অনুসৃত হবে
- বিষয়বোধন এবং বিষয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য চিত্র, অনুকৃতি, সমার্থক উদ্ধৃতি ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে।
- সমার্থক উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হবে।
- মূল্য-বক্তব্যগুলি কৃষ্ণফলকে লেখা হবে।
- সম্পূর্ণ একক থেকে উত্তরসহ দুটি অনুসন্ধানী প্রশ্ন উপস্থাপন করা হবে।

(১) 'भस्मासुरः वरप्रभावं परीक्षायै सुरलोकं प्राविशत्'—সুর শব্দের দ্বার্থে প্রয়োগ দেখাও।

→ সুর শব্দের অর্থ স্বর্গলোক অপর অর্থে কণ্ঠের সুর।
'कोकिलःमधुर-सुरेण गायति'

(২) 'त्वं शङ्करेण प्रतारितोऽ...सि'—শংকর শব্দের সমোচ্চারিত এবং ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখাও।

→ শংকর শব্দের অর্থ শিব এবং 'সংকর' শব্দের অর্থ হল 'মিশ্র'
विष्णुमूर्तिः सङ्करधातुना निर्मितः ।

शिक्षार्थिनां सक्रियताभित्तिक कार्यावली
LEARNED CENTERED ACTIVITIES

- শিক্ষার্থীরা শিক্ষিকার অনুসরণে গদ্যটির সরব পাঠ করবে।
- শিক্ষিকার উত্থাপিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদানে অংশগ্রহণ করবে।
- বিষয়বোধে কোনো অসুবিধা থাকলে শিক্ষিকার কাছে তা তারা জেনে নেবে।
- কৃষ্ণফলকের কাজ তারা তাদের খাতায় সুষ্ঠুভাবে লিখে নেবে।

शिक्षासहायकम् उपकरणम्
EQUIPMENTS

- विशेषम् उपकरणम् : গদ্যের উপযুক্ত চিত্র
- साधारणम् उपकरणम् : কৃষ্ণফলক সুধাখণ্ড, মার্জনি ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে।

कार्यपत्रम्
(WORK SHEET)

- শুন্যস্থানং (✓) चिह्नेन पुरयं कुरुः ।

(১) पुरा कश्चिद्यानव : (भस्मासुरः । वृत्तासरः) आसीत् ।
(২) तव _____ नितरां प्रीतोऽस्मि।
(৩) _____ वरप्रभावं परीक्षायै सुरलोकं प्राविशत्।
(৪) (नारायणः/शिवः) सहासवदनस्तमब्रवीत् भोः भस्मासुर।
(৫) अपात्रे निहिता _____ रणार्थाय प्रकल्पते।

पारदर्शितायाः अभीक्षापत्रम् (পারদর্শিতার অভীক্ষা)
(ACHIEVEMENT TEST BASED ON THE TAXONOMIC TABLE)

अभीक्षापत्रम् (অভীক্ষাপত্র) समयः

पूर्णमान (পূর্ণমান)-৫০ [तथ्यगतं स्मरणम्]

(१) पाठ्यानुसारेण संस्कृत-वाक्य-माध्यमेन उत्तरं लिखः

(১) পাঠ্যানুসারে সংস্কৃত-বাক্যের মাধ্যমে উত্তর দাও:

(ক) दानवस्य नाम किम् आसीत्?
(ক) দানবের নাম কী ছিল?

Scanned with CamScanner

(খ) স কম্ আরাধিতবান্?

(খ) সে কার আরাধনা করেছিল?

(গ) 'অভিমতং বরং প্রার্থয়স্ব'-ইতি কঃ কম্ অবদত্?

(গ) 'অভিমতং বরং প্রার্থয়স্ব'—একথা কে কাকে বলেছিলেন?

২) বন্ধনীমধ্যাত্ যথার্থম্ উত্তরং (✓) চিহ্নেন লিখ- **[তথ্যগতং স্মরণম্**

(১) বন্ধনীর মধ্যস্থিত সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) পুরা (ভস্মাসুরঃ/দৈত্যাসুরঃ) নাম দানব আসীত্।

(ক) পুরা (ভস্মাসুর/দৈত্যাসুর) নামে দানব ছিল।

(খ) ভীতকম্পিতাঃ দেবাঃ (বিষ্ণুং /শঙ্করং) নিকষা গতাঃ।

(খ) ভীতকম্পিত দেবতারা (বিষ্ণুর। শঙ্করের) কাছে গিয়েছিল।

৩) বঙ্গানুবাদং কুরু (বঙ্গানুবাদ করো) : **[ভাবগতং বোধভবনম্]**

(ক) তেন ভীতিকম্পিতাঃ দেবাঃ শঙ্করং গতাঃ ।

(ক) তেন ভীতিকম্পিতা: দেবা: শঙ্করং গতা:।

(খ) দানবোঽপি মহেশমনুধাবন্ বিষ্ণুলোকং গতঃ।

(খ) দানবোঽপি মহেশমনুধাবন্ বিষ্ণুলোকং গত:।

৪) বঙ্গভাষয়া ব্যাখ্যাং কুরু (বাংলাভাষায় ব্যাখ্যা করো) :

[ভাবগতং বোধভবনম্] ৩

(ক) অপাত্রে নিহিতা শক্তিঃ রণার্থায় প্রকল্পতে।

(ক) অপাত্রে নিহিতা শক্তি: রণার্থায় প্রকল্পতে।

৫) ঘটনাক্রমানুসারেণ বাক্যানি সজ্জিতানি কুরু : (ঘটনাক্রমানুসারে বাক্যগুলি সাজাও) : **[তথ্যগতং বিশ্লেষণম্]** 3

(ক) অভিমতং বরং প্রার্থয়স্ব।

(ক) অভিমতং বরং প্রার্থয়স্ব)।

(খ) "তথাস্তু" ইত্যুক্ত্বা মহাদেবস্তত্ক্ষণাদেবাদৃশ্যেঽ ভবত্।

(খ) "তথাস্তু" ইত্যুক্ত্বা মহাদেবস্তৎক্ষণাদেবাদৃশ্যোঽভবত্।

(গ) কশ্চিদ্যানবঃ সুদীর্ঘকালং যাবত্ কৃচ্ছ্রসাধনেন দেবদেবং মহাদেবং সমারাধিতবান্।

(গ) কশ্চিদ্দানবঃ সুদীর্ঘকালং যাবত্ কৃচ্ছ্রসাধনেন দেবদেবং মহাদেবং সমারাধিতবান্।

(ঘ) 'যদাহং কস্য শিরসি হস্তার্পণং করিষ্যামি, স তদৈব মরিষ্যতি' ইতি বরং স দানবঃ প্রার্থয়তে স্ম।

(ঘ) 'যদাহং কস্য শিরসি হস্তার্পণং করিষ্যামি, স তদৈব স্মরিষ্যতি' ইতি বরং স দানবঃ প্রার্থয়েত স্ম।

৬) সংস্কৃত-ভাষয়া বাক্যং রচয় : (সংস্কৃত ভাষায় বাক্যরচনা কর) :

পুরা (পুরা), মহাদেবঃ (মহাদেব)। **[পদ্ধতিগতং সৃজনম্]** ২

৭) বঙ্গভাষয়া অস্য গদ্যস্য সংক্ষিপ্তসারং লিখ : (বঙ্গভাষায় এই গদ্যের সংক্ষিপ্তসার লেখো) : **[ভাবগতং বোধভবণম্]** ৪

৮) 'ভস্মাসুরঃ' ইতি নামকরণস্য কারণ-বিশ্লেষণং কুরু : ('ভস্মাসুর'-এরূপ নামকরণের কারণ বিশ্লেষণ করো) : **[ভাবগতং বিশলেষণম্]**

৯) গদ্যানুসারেণ মহাদেবস্য চরিত্র-মাহাত্ম্যস্য বর্ণনং কুরু : (গদ্যানুসারে মহাদেবের চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করো) : **[ভাবগতং বোধভবণম্]** ৩

১০) ভ্রম-সংশোধনং কুরু : (ভ্রম-সংশোধন করো) : **[তথ্যগতং মূল্যায়নকরণম্]** ৩

(ক) 'মে ধনং দেহি' ইতি ভস্মাসুরঃ প্রার্থয়তে স্ম।

(ক) 'মে ধনং দেহি' ইতি ভস্মাসুরঃ প্রার্থয়তে স্ম।

(খ) 'তব তপসা নিতরাং রুষ্টোঽস্মি চন্দ্রচূড়ঃ অবদত্।

(খ) 'তব তপসা নিতরাং রুষ্টোঽস্মি ইতি চন্দ্রচূড়ঃ অবদত্।

(গ) 'ত্বং ময়া প্রতারিতোঽসি' ইতি নারায়ণঃ অবদত্।

(গ) 'ত্বং ময়া প্রতারিতোঽস্মি' ইতি নারায়ণঃ অবদত্।

১১) শুন্যস্থান-পুরণং কুরু : (শূন্যস্থান পূরণ কর) : **[ভাবগতং স্মরণম্]** ৩

অধুনা মম বচনেন_____হস্তং দত্ত্বা_____, বৃথৈব তে_____।

অধুনা মম বচনেন_____হস্তং দত্ত্বা_____, বৃথৈব তে_____।

১২) 'ভস্মাসুর-চরিতম্' গদ্যস্য নীতিবাক্যং লিখ : ('ভস্মাসুর-চরিতম্' গদ্যের নীতিবাক্যটি লেখো) : **[তথ্যগতং স্মরণম্]** ৩

১৩) 'সংস্কৃত-প্রতিশব্দং লিখ : (সংস্কৃত প্রতিশব্দ লেখো) : **[অধিগতং বোধভবনম্]** ১

শিবঃ (শিবঃ)

১৪) বিপরীতার্থক-শব্দং লিখ : (বিপরীতার্থক-শব্দ লেখো) :

[অধিগতং বোধভবনম্] ১

অদৃশ্যঃ (অদৃশ্যঃ) ১

১৫) সন্ধিবিচ্ছেদং কুরু : (সন্ধিবিচ্ছেদ করো) :

[পদ্ধতিগতং বিশলেষণকরণম্] ১

Scanned with CamScanner

হস্তার্পণম্ (হস্তার্পণম্)

১৬) কারক-বিভক্তিং নির্ণয়ং কুরু : (কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো) : ১
[পদ্ধতিগতং প্রয়োগকরকরণম্] ১

তপসা পরিতুষ্টো ভগবান্: (তপসা পরিতুষ্টো ভগবান্)

১৭) ব্যুত্পত্তি-নির্ণয়ং কুরু : (ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো) : ১
[পদ্ধতিগতং বিশলেষণকরণম্] ১

প্রাবিশত্

১৮) সংস্কৃতভাষয়া অনুবাদং কুরু : (সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করো) : ৪
[অধিগতং বোধভবনম্]

বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তো নামে এক রাজা ছিলেন। তার এক পুত্র ছিল। তার নাম ছিল পুষ্পরাজ।

উত্তর পত্র

১.
(ক) দানবের নাম ছিল ভস্মাসুর।
(খ) সে মহাদেবের আরাধনা করেছিল।
(গ) 'অভিমতং বরং প্রার্থয়স্ব'—এ কথা ভগবান চন্দ্রচূড় দানব ভস্মাসুরকে বলেছিলেন।

২.
(ক) পুরা ভস্মাসুর নামে দানব ছিল।
(খ) ভীতিকম্পিত হয়ে দেবতারা শঙ্করের কাছে গিয়েছিলেন।

৩.
(ক) দানব ভস্মাসুরের ভয়ে কম্পিত দেবতারা শঙ্করের কাছে গিয়েছিল।
(খ) দানবও মহেশ অর্থাৎ মহাদেবকে অনুসরণ করে বিষ্ণুলোকে গিয়েছিল।

৪.
'অপাত্রে নিহিতা শক্তি-রণার্থায় প্রকল্পতে'—
আলোচ্য গদ্যাংশটির নীতিবাক্যটি 'ভস্মাসুর-চরিতম্'-গদ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। অর্থ হল অপাত্রে কোনো কিছু দান দান করলে সেটি যেরকম অপচয় হয় সেইরকমই আলোচ্য গদ্যাংশে ভস্মাসুরকে মহাদেব বর প্রদান করেছিলেন কিন্তু সে সেই 'বর'-এর অমর্যাদা করেছিল এবং সে মহাদেবের ওপরই এর প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। সে মুর্খও ছিল কারণ, বিষ্ণুর পরামর্শে সে নিজের উপরই বরের পরীক্ষা করেছিল।

৫.
(ক) কশ্চিদ্দানবঃ সুদীর্ঘকালঃ কৃচ্ছসাধনেন মহাদেবং সমারাধিতবান্।
(খ) অভিমতং বরং প্রার্থয়স্ব।
(গ) যদাহং কস্য শিরসি হস্তার্পণং করিষ্যামি, স তদৈব মরিষ্যতি ইতি বরং স দানবঃ প্রার্থয়তে স্ম।
(ঘ) 'তথাস্তু' ইত্যুক্তা মহাদেবস্তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যোঽভবৎ।

৬.
পুরা-পুরা অযোধ্যাধিপতিঃ দশরথঃ নাম রাজাসীৎ।
মহাদেবঃ-মহাদেবঃ দেবাদিদেবঃ আসীৎ।

৭.
- প্রাচীনকালে ভস্মাসুর নামে এক দানব মহাদেবের আরাধনা করেছিল।
- তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে বরপ্রদান করেছিলেন যে—যখনই সে (দানব) কারোর মাথায় হাত রাখবে তখনই সেই ব্যক্তি মারা যাবে।
সে বর পরীক্ষার জন্য সুরলোকে দেবতাদের কাছে গেলে তারা ভয় পেয়ে শিবের কাছে গিয়েছিলেন।
- শিবের ওপর বর পরীক্ষা করতে গেলে তিনিও ভীত হয়ে বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন।
- অবশেষে বিষ্ণু তাকে নিজের মাথায় হাত রেখে বর পরীক্ষা করতে বললে তৎক্ষণাৎ সে ভস্ম হয়ে যায়।
- তাই বলা হয়েছে—অপাত্রে কিছু দান করলে তা সফল হয় না।

৮.
ভস্মাসুর নামক দানবের চরিত্র আলোচিত হওয়ায় গদ্যটির নামকরণ 'ভস্মাসুর চরিতম্' নাম হয়েছে, তা ছাড়া সে সুদীর্ঘকাল শিবের তপস্যা করে তার কাছে বর চেয়েছিল—যখনই যার মাথায় সে হাত রাখবে তক্ষুণি সে ভস্ম হয়ে যাবে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্যই ছিল সকলকে ভস্ম করার তাই তার নাম ভস্মাসুর।

This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Scanned with CamScanner

৯.

- 'মহাদেব প্রকৃতই দেবগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাই তিনি ভস্মাসুরের মতো দুষ্ট ভক্তেরও প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।
- মহাদেব ছিলেন প্রকৃতই দেবাদিদেব কারণ ভস্মাসুরের দ্বারা তাড়িত হয়ে অন্য দেবতারা তাঁরই শরণাপন্ন হন।
- মহাদেব যথাযোগ্যের মর্যাদা দিতে জানেন; কারণ নিজে দেবাদিদেব হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হতে কুণ্ঠিত হননি।

১০.

(ক) 'মে বরং দেহি'—ইতি ভস্মাসুরং প্রার্থয়তে স্ম।

(খ) 'তব তপসা নিতরাং প্রীতোহস্মি'—ইতি চন্দ্রচূড়ঃ অবদৎ।

(গ) 'ত্বং শঙ্করেণ প্রতারিতোহসি'—ইতি নারায়ণঃ অবদৎ।

১১.

'অধুনা মম বচনেন স্বশিরসি হস্তং দত্ত্বা পরীক্ষ্যতাম্ বৃথৈব তে তপক্লেশঃ।

১২.

নীতিবাক্যটি হল—'অপাত্রে নিহিতা শক্তিঃ রণার্থায় প্রকল্পতে' অর্থাৎ অপাত্রে কিছু দান করলে তা ব্যর্থ হয়।

১৩.

শিবঃ—মহাদেবঃ, চন্দ্রচূড়ঃ

১৪.

অদৃশ্যঃ—দৃশ্যঃ

১৫.

হস্তার্পণম্—হস্ত অর্পণম্

১৬.

তপসা—করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি।

১৭.

প্র—বিষ-লঙ্ -দ্

১৮.

বারাণস্যাং ব্রহ্মদত্তো নাম রাজাসীত্। তস্য এক পুত্র আসীত্। তস্যা নাম পুষ্পরাজ।

নমুনা ২

Pedagogical Analysis

महाविद्यालयस्य नाम –
विषय – संस्कृत पद्यम्
शिक्षाविज्ञानानुसारेण विषय – विश्लेषणम्
नाम: – दिवसाङ्क
क्रमिकसंख्या: ५० – दिवसादारस्थ
– पर्य्यलम्
– विषय: संस्कृत पद्यकाव्यम्

विषयविश्लेषणम्

एकैकम्:- चाणक्यश्लोका: श्रेणी: सप्तमी
उपौककानि पर्य्यायसंख्या

(क) i) विद्यत्त्वञ्च नृपत्वञ्च .... सर्वत्रपुज्यते।।१।।
ii) पण्डिते च गुणा: .... एको विहिष्यते ।।२।।
iii) यस्य नास्ति .... किं करिष्यति ।।३।। } १

(ख) i) रुपयौवनसम्पन्ना .... इव किंशुका:।।४।।
ii) पुस्तकस्था च या .... न तद्धनम् ।।५।।
iii) शैले शैले .... न वने वने।।६।। } १

(ग) मूल्यायनं पुनर्शिक्षणं च १

सामग्रिका: पर्य्यायसंख्या: — ३

चाणक्यश्लोका:

विद्वत्त्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन।
स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।।१।।
पण्डिते च गुणा: सर्व्वे मूर्खे दोषा: हि केवलम्।
तस्मान्मूर्खसहस्रेषु प्राज्ञो एको विशिष्यते।।२।।
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण: किं करिष्यति।।३।।
रूपयौवनसम्यत्ना विशालकुलसम्भवा:।
विद्याहीना न शेभन्ते निर्गन्धा इव किंशुका:।।४।।

Scanned with CamScanner

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्।
कार्यकाले समुत्पन्नो न सा विद्या न तद्धनम्।।५।।
शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गेजे।
साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं त वने वने।।६।।

उपएकैकस्य विश्लेषणम्
निवीचितम् उपैककम्
उपैककम् — (खः)

i) रुपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भावाः।
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इवकिंशुकाः। (४)
ii) पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तगतं धनम्।
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्।। (५)
iii) शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजेगंजे।
साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने।। (६)

शिक्षाणीय विषयस्थ संक्षिप्ता धारणा

i) রূপযৌবন সম্পন্ন, বিশাল বংশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা বিদ্যাহীন হলেও গন্ধবিহীন কিংশুক ফুল বা পলাশ ফুলের মত শোভা পায় না।

ii) পুঁথিগত বিদ্যা এবং অপরের কাছে রাখা ধন প্রয়োজনের সময় উপকারে আসে না।

iii) মাণিক্যরত্ন প্রতি পর্বতে পাওয়া যায় না। মুক্তা রত্ন প্রত্যেক হাতীকে থাকে না। সাধু ব্যক্তি সব জায়গায় থাকেন না। চন্দনগাছ প্রতি বনে জন্মায় না।

पुर्वार्जितानि ज्ञानानि

শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী অক্ষরের সঙ্গে পরিচিতি আছে।
প্রথম পাঠএকক থেকে কঠিন শব্দসমূহ সম্পর্কে তারা ধারণা লাভ করেছে।
এর আগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছোটো ছোটো নীতিমূলক শ্লোক তারা পড়েছে।
সাধু-ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক ধারণা আছে।

पठनस्य आचरणगतोद्देश्यानि निर्धारणम्
ज्ञानमूलकानि उद्देश्यानि

আলোচ্য শ্লোকগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করবে।
शैले शैले, शोभन्ते, किंशुकाः, समुतपन्ने ইত্যাদি নবপঠিত শব্দগুলিকে শিক্ষার্থীরা চিনতে পারবে।

কিংশুক ফুলের বৈশিষ্ট্য কি তা তারা জানতে পারবে।
মুক্তা, মাণিক্য, চন্দনগাছের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে তারা বলতে পারবে।

बोधमूलकानि उद्येश्यानि

निर्गन्धा, पुस्पकस्था, कार्यकाले मौक्तिकं ইত্যাদি নব পঠিত পদের অর্থ তারা উপলব্ধি করতে পারবে।
আলোচ্য শ্লোক গুলি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাহীন ব্যক্তির বিড়ম্বনা, পুঁথিগত বিদ্যার অসারতা সাধুব্যক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে বোধ জন্মাবে।
শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে।
সংশিষ্ট শ্লোকগুলিকে শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে পারবে।

प्रयोगमूलकानि उद्येश्यानि

আলোচ্য শ্লোক গুলির মূল বক্তব্যটি তারা বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ঘটনার ও কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করতে পারবে।
বিদ্যার মহত্ত্ব বুঝে তারা প্রকৃত বিদ্যা গ্রহণে আগ্রহী হবে।
সাধু ব্যক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সংসার জীবনে সেইভাবে চলতে পারবে।
আলোচ্য শ্লোকে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দ্বারা তারা বাক্যরচনা এবং শূন্যস্থানপূরণ করতে পারবে।

दक्षतामूलकानि उद्येश्यानि

শিক্ষার্থীরা সুললিত কণ্ঠে স্পষ্টউচ্চারণ সহযোগে শ্লোকগুলি আবৃতি করতে সমর্থ হবে।
দেবনাগরী অক্ষর অবলম্বন করে সুন্দর হস্তাক্ষরে শ্লোকগুলি লিখতে পারবে।
একটি কিংশুক ফুল, মুক্তাশোভিত হস্তী, মাণিক্যশোভিত পর্বত এর সুন্দর চিত্রাঙ্কনে সক্ষম হবে।

शिक्षणकौशलम्
विशदपाठदान पद्धति

খণ্ডান্বয় পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের নিকট শ্লোকত্রয় উপযুক্ত উচ্চারণ বিধি অনুসরণ করে সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনানো হবে। তারপর শ্লোক তিনটিকে খণ্ডিত করে কিছু মানসিক বিকাশধর্মী প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে রাখা হবে। তাদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষিকা পাঠদান কার্যে অগ্রসর হবেন।

Scanned with CamScanner

শ্লোকসংখ্যা (৪) 'রুপযৌবনসম্পন্না...
ইব কিংশুকা।'

উক্ত শ্লোকটিকে প্রথমে যথাযথ উচ্চারণ সহকারে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে শিক্ষিকা উপস্থা
করবেন। তারপর শ্লোকটিকে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করে দুটি বিষয়মুখী প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের
শিক্ষিকা পেশ করবেন—

i) কে নির্গন্ধ কিংশুকাঃ ইব ন শোভন্তে?

শ্লোকসংখ্যা (৫) পুস্তকস্থা তু যা ....
.... বিদ্যা ন তদ্ধনম্

উপরোক্ত পদ্ধতিতেই ব্যাখ্যা হবে এবং শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের দুটি বিষয়মুখী প্রশ্ন কর

i) কা বিদ্যা কার্যকালে নিষ্প্রয়োজনীয়া?

ii) কীদৃশং ধনং ন উপকারয়তি?

শ্লোক সংখ্যা (৬) শৈলে শৈলে ...
... চন্দনং ন বনে বনে।

বাকি শ্লোকটিও একইভাবে ব্যাঘাত হবে। এবং শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের দুটি বিষয়মুখী
করবেন।

i) কঃ সর্বত্র ন তিষ্ঠতি?

ii) বনে বনে কিং ন তিষ্ঠতি?

पाठसहायकानि उपकरणानि

- শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণ হিসাবে কঠিনী, মার্জানী, কৃষ্ণফলকও নির্দেশক
  ব্যবহার করা হবে।
- শ্লোকত্রয়ের অনুবাদ সম্বলিত একটি আবৃত প্রদীপন পত্র ব্যবহৃত হবে।
- সন্ধিও পদার্থ সম্বলিত একটি প্রদীপনপত্র ব্যবহৃত হবে।
- পাঠ্য বিষয়ের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু চিত্র প্রদর্শিত হবে।
- শিক্ষিকা উক্ত পাঠ্যাংশে প্রাপ্ত নতুন শব্দার্থ ও বিষয়টির মূল বক্তব্য সমূহ, প্রয়োজন
  তথ্যাবলী কৃষ্ণফলকে কঠিনীর মাধ্যমে লিখে দেবেন।

पठनि	अर्थाः	मूलवक्तव्यानि
• निर्गन्धा • किंशुका	গন্ধহীন পলাশ ফুল	বিদ্যাহীন ব্যক্তি গন্ধহীন পলাশ ফুলের মতই শোভা পায় না।
• पुस्तकस्था विद्या	পুস্তক নিহিত বিদ্যা বা পুঁথিগত বিদ্যা	পুঁথিগত বিদ্যা ও অপরের হস্তগত ধন মূল্যহীন।
• सर्वत्र • साधवो	সবজায়গায় সাধু ব্যক্তিগণ	সাধু ব্যক্তিগণ যত্রতত্র বিরাজ করে না।

कृष्णफलकस्यः व्यवहारः

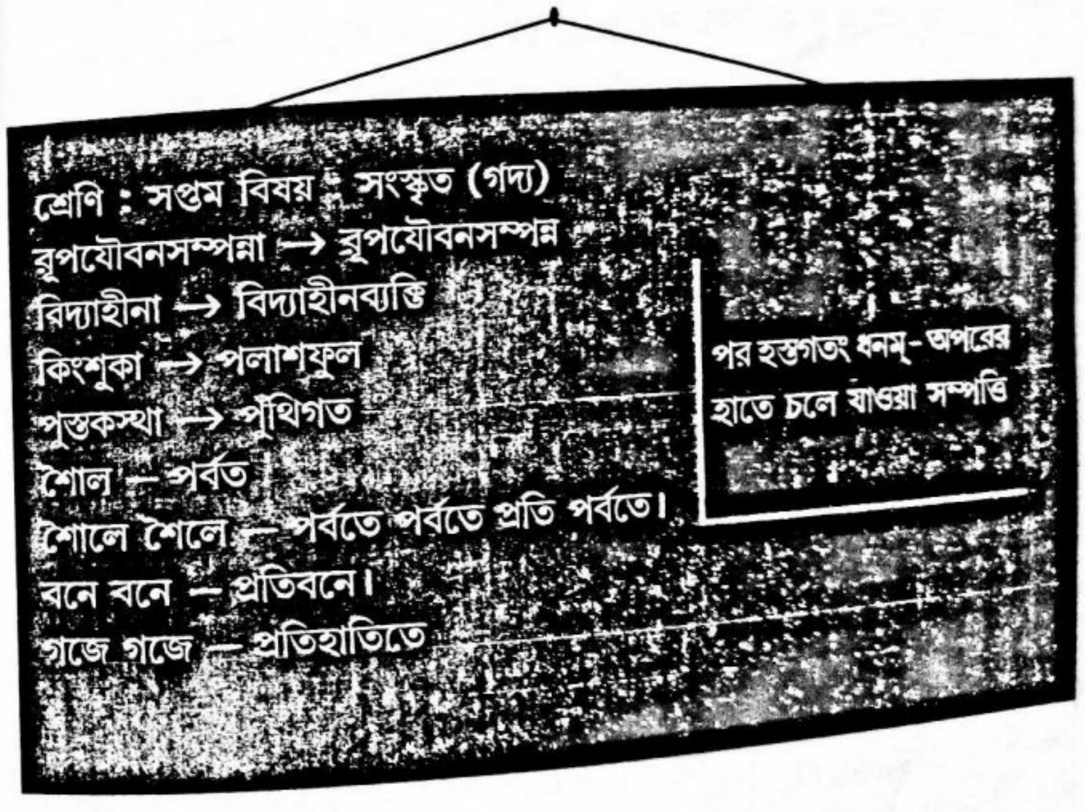

Scanned with CamScanner

অনুসন্ধানে মূলকৌ প্রশ্নৌ

শিক্ষিকা গদ্যাংশটিকে সহজে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে তাদের বোঝার মাত্রাকে অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করবেন—

১। কয়েকটি নির্গন্ধ পুষ্পের নাম কর।

উত্তর: কয়েকটি নির্গন্ধ পুষ্পের নাম হল পলাশ ফুল, কাগজি ফুল, পদ্ম ফুল ইত্যাদি।

২। বনে কোথায় চন্দন পাওয়া যায়?

উত্তর: বনে চন্দনবৃক্ষের কাঠ থেকে চন্দন পাওয়া যায়।

कार्यपत्रम्

नाम: श्रेणि:

क्रमिकसंस्था: विभाग:

१। विपरीतार्थक शब्द लिखुन ः निर्गन्धा, विद्या

२। शून्यस्थान पूरण कर ः

_____ च या विद्या परहस्तगत्यं _____।

_____ समुत्पन्ने न सा विद्या न _____।

३। समये कोन् विद्या काजे लागे ना।

विषयोपयुक्तानि उदाहरणानि

श्लोके	उदाहरणे
● रुपयौवनसम्पन्ना ... . निर्गन्धाइव किंशुका:।। ४।।	आलोच्य श्लोकের নীতি কথা অনুসরণে নিম্নলিখিত শ্লোকের উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে — "दूरतः शोभते मूर्खो लम्बमानपटावृताः वृत। तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किञ्चित् न भाषते।।"
● पुस्तकस्था तु या .... न सा विद्या न तद्धनम्।। ५।।	"अपि शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचारविवर्जिताः। सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्खपन्डिताः।"
● शैले शैले न माणिक्यं .... चन्दनं न वने वने।। ६।।	"पन्डिते च गुणाः सर्व्वे मूर्खे दोषा हि केवलम्। तस्मान् मूर्ख सहस्त्रेभ्यः प्राज्ञः एको" विशिष्यते।।"

निर्देशना तालिका

प्रश्नानां प्रकाराश्चि	प्रश्न संख्या	प्रश्नानां मानानि	शत-भागम्
ज्ञानमुलकम्	२	२	३३.३%
वोधमुलकम्	२	२	३३.३%
प्रयोगमुलकम्	२	२	३३.३%

अभीक्षापत्रम्

विषय : संस्कृतपद्यकाव्यम् पुर्णमानम्— ६

श्रेणि : सप्तमी समय: — ६ मि:

प्रत्येकस्य प्रश्नस्य मानं प्रंश्नपार्श्व उल्लिखितम्।
सर्वषां प्रश्नाणां उत्तराणि आवश्यमेव प्रदेयाति।

(१) कीरूप धन उपकारे लागे ना? (ज्ञानमूलकम्) (२)

(२) कारा पलाश फुलের মত শোভা পায় না। (ज्ञानमूलकम्) (२)

(३) পুঁথিগত বিদ্যা কাজের সময় নিষ্প্রয়োজনীয় কেন? (वोधमूलकम्) (२)

(४) বিদ্যাহীনের কীরূপ দশা হয়? (वोधमूलकम्) (२)

(५) সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ अन्धनम् , निर्गन्धा (प्रयोगमूलकम्) (२)

(६) সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কর ঃ (प्रयोगमूलकम्) (२)

साधुजन सव जायगाय विराज करेन ना।

Scanned with CamScanner

নমুনা - ৩

শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারেণ বিষয়বিশ্লেষণম্ (Pedagogical Analysis)

বিষয়ঃ সংস্কৃত ব্যাকরণম্ দিবসাঙ্কাঃ

বিষয়বস্তু-বিশ্লেষণম্

এককম্ বিসর্গসন্ধিঃ শ্রেণিঃ নবম

উপৈককানিঃ পর্যায় সংখ্যা

১ ● বিসর্গযুক্তবর্ণের বিসর্গ + চ/ছ = শ্চ/শ্ছ
● বিসর্গযুক্তবর্ণের বিসর্গ + ট/ঠ = ষ্ট/ষ্ঠ
● বিসর্গযুক্তবর্ণের বিসর্গ + ত/থ = স্ত/স্থ
→ ১

২ ● স্‌জাত বিসর্গ + অ = লুপ্ত অ (২)
● স্‌জাত বিসর্গ + গ্ + ঘ্ + ঙ্, য, র, ল = ও
● স্‌জাত বিসর্গ + 'অ' কার ভিন্ন স্বরবর্ণ = স্‌জাত বিসর্গের লোপ।
→ ১

৩ ● 'আ'-কার যুক্ত বর্ণের বিসর্গ + গ্, ঘ্, ঙ্, য্ = 'আ'-কার পরবর্তী 'স্' জাত বিসর্গের লোপ
● বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + আ, অ, গ্, ঘ্, য্, র = উভয়বিধি বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়।
● 'অ' এবং 'আ'-কার যুক্ত বর্ণের বিসর্গ + অ, আ, য্, র্, ল্, ব্, হ্ = 'র্'জাত বিসর্গস্থানে 'র্' হয়।
→ ১

● মূল্যায়নম্ → ১
● পুনর্শিক্ষণম্ → ১

সমগ্র পর্যায় সংখ্যা → ৫

নির্বাচিতম্ উপৈককম্—১

উপৈককস্য বিশ্লেষণম্

উপৈককম্

(ক) চ্, ছ্ পরে থাকলে 'র্' জাত ও 'স্' জাত বিসর্গের স্থানে হয় 'শ্'।
(খ) ট্, ঠ্ পরে থাকলে 'র্' জাত ও 'স্' জাত বিসর্গের স্থানে হয় 'ষ্'।
(গ) ত্, থ্ পরে থাকলে 'র্' জাত ও 'স্' জাত বিসর্গের স্থানে হয় 'স'।

বিষয়বস্তু সংক্ষেপকরণম্

- যদি 'চ' কিংবা 'ছ' পরে থাকে, তবে 'র্' জাত এবং 'স্' জাত উভয়বিধি বিসর্গস্থানেই তালব্য (শ্) হয়।
- যদি 'ট' কিংবা 'ঠ' পরে থাকে, তবে 'র্' জাত এবং 'স্' জাত উভয়বিধ বিসর্গ স্থানেই মূর্ধণ্য (ষ্) হয়।
- যদি 'ত্' কিংবা 'থ্' পরে থাকে, তবে 'র্' জাত এবং 'স্' জাত উভয়বিধ বিসর্গ স্থানেই দন্ত্য (স্) হয়।

পূর্বার্জিতজ্ঞানম্

- শিক্ষর্থীরা সংস্কৃত ব্যাকরণের স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মগুলি স্মরণ করে বলতে পারে এবং স্বর ও ব্যঞ্জনসন্ধিবদ্ধ পদগুলি চিনে বলতে পারে।
- বাংলা ব্যাকরণের বিসর্গ সন্ধির সংজ্ঞা তারা স্মরণ করে বলতে পারে।
- **কাম্যম্ আচরণগতং শিখন-সামর্থ্যম্।**

জ্ঞানমূলকম্

- শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত বিসর্গ সন্ধির প্রথম তিনটি সূত্র স্মরণ করে বলতে পারবে।
- তারা বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ পদগুলি চিনতে পারবে।

বোধমূলকম্

- শিক্ষার্থীরা বিসর্গসন্ধির নিয়মগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে।
- বিসর্গসন্ধির আলোচিত নিয়মগুলির তারা উদাহরণ দিতে পারবে।
- তারা বিসর্গ সন্ধির আলোচিত নিয়মগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

জ্ঞানমূলকম্

- শিক্ষার্থীরা আলোচিত নিয়মানুসারে সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারবে।
- তারা বিসর্গ সন্ধির আলোচিত নিয়মানুসারে পদের সন্ধি করে স্বরচিত সংস্কৃত বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষণ কৌশলম্

পদ্ধতেঃ বিশদ বিবরণম্

- শিক্ষিকা আরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করে বিসর্গসন্ধির উদাহরণ বাক্য সম্বলিত প্রদীপন পত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠদান কার্য পরিচালনা করবেন।
- কৃষ্ণফলকে (বোর্ডে) ছক কেটে শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছকটি পূরণ করা হবে।
- পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত বাক্য সম্বলিত প্রদীপন পত্রটিও যথার্থভাবে ব্যবহার করা হবে।
- এর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আলোচনা ও সংযোজনের মাধ্যমে পাঠদান চলবে।

নমুণা-প্রদর্শনম্

- বিসর্গ সন্ধির আলোচ্য সূত্রগুলির উদাহরণ সম্বলিত বাক্য তালিকা নমুনা স্বরূপ প্রদর্শিত হবে।

শিক্ষা-সহায়কানি উপকরণানি

- বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ বাক্য সম্বলিত প্রদীপন পত্র।
- বিসর্গ সন্ধির সিদ্ধান্ত বাক্য সম্বলিত প্রদীপন পত্র।
- শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত চক্ (সুধাখণ্ড), ডাস্টার (মার্জানি) ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সাধারণ উপকরণসমূহ।

কার্যপত্রম্

এককম্—বিসর্গসন্ধি

শ্রেণি—নবমী

ebook.dascoaching.in

১। সিদ্ধরূপানি লিখো—

(ক) পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ =

(খ) তরোঃ + ছায়া =

(ক) উন্নতঃ + তরুঃ =

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত পদযোগং কুরু—

(ক) — + টঙ্কারঃ = ধনুষ্টঙ্কারঃ

(খ) — + ছবিঃ = রবেশ্ছবিঃ

(গ) — + তীরম্ঃ = নদ্যাস্তীরম্ঃ

উদাহরণ সহযোগেন ভাবস্য স্পষ্টীকরণম্

ভাবঃ	উদাহরণম্
(ক) বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + চ্ = শ্চ্	গগনে পূর্ণশ্চন্দ্রঃ ভাতি।
(খ) বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + ছ্ = শ্ছ	ধাবিতশ্ছাগং পশ্য।
(খ) বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + ত্ = স্ত	মৃগঃ উদ্যানে ইতস্ততঃ ভ্রমতি।

বক্তৃতাদনম্ :

পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষিকার একক বক্তৃতা নিষ্প্রয়োজন। তবে বক্তব্য বিস্তারের প্রয়োজনে শিক্ষিকার ভাষণদান আবশ্যক।

অনুসন্ধানমূলকাঃ প্রশ্নাঃ

১। বঙ্গীয় ব্যাকরণে কুত্র বিসর্গসন্ধেঃ অনুপ্রবেশঃ ?

উ: বঙ্গীয় ব্যাকরণে ব্যঞ্জনসন্ধির মধ্যে বিসর্গসন্ধেঃ অনুপ্রবেশঃ।

২। বঙ্গীয়-বিসর্গসন্ধিবন্ধস্য পদস্য দৃষ্টান্তং প্রদর্শয়।

উ: নিঃ + চিত = নিশ্চিত মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব নিঃ + তার = নিস্তার

উদ্দেশ্যানুসারেণ মূল্যায়নস্য সুনির্দিষ্টকরণ তালিকা

এককম্	জ্ঞানমূলকম্	বোধমূলকম্	প্রয়োগমূলকম্	পূর্ণমানম্	শতাংশস্য অনুপাতং
উপৈককম্	(১)১			১	১০%
(১) বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + চ্, ছ্ = শ্চ/শ্ছ	(১)১	(২)১		৩	৩০%
(২) বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + ট্, ঠ্ = ষ্ট/ষ্ঠ			(১)২	২	২০%
(৩) বিসর্গযুক্ত বর্ণের বিসর্গ + ত্, থ্ = স্ত/স্থ		(২)১	(১)২	৪	৪০%
(৪) সামগ্রিকংমানম্	২	৪	৪	১০	
শতাংশস্য অনুপাতঃ	২০%	৪০%	৪০%		১০০%

[বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের মান, বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা।]

Scanned with CamScanner

অভীক্ষাপত্রম্

একক্ম্-বিসর্গসন্ধি: পুর্ণমানম্—১০

শ্রেণি—নবমী কালাঙ্কঃ ২০ মি

(১) বিসর্গসন্ধেঃ কা সংজ্ঞা? (জ্ঞানমূলকম্) (১)

(২) ত্-পরে বিসর্গ স্থানে কঃ বর্ণঃ ভবতি? (জ্ঞানমূলকম্) (১)

(৩) বিসর্গযুক্তবর্ণেন সহ চ/ছ যোগেন প্রাপ্তপদস্য বাক্যমাধ্যমেন দৃষ্টান্তং যচ্ছ। (বোধমূলকম্) (২)

(৪) সন্ধিবিচ্ছেদং কুরু ভূমেস্তলম্, ভগ্নষ্ঠক্কুরঃ। (প্রয়োগমূলকম্) (২)

(৫) সন্ধিং কুরু—রজ্জুঃ + ছিদ্যতে, স্থিরঃ + ঠক্কুরঃ। (প্রয়োগমূলকম্) (২)

(৬) 'ক্ষিপ্তস্থুৎকারঃ' 'বায়ুশ্চলতি' ইতি পদদ্বয় মধ্যে সন্ধিগতং পার্থক্য নিরূপণং কুরু। বোধমূলকম্। (২)

২.৩ ভাষা, শিখনের দক্ষতাসমূহ বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Language Teaching Skills – Language Teaching skills with special reference) :

ভূমিকা (Introduction) : ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গ। শিশু শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা শিক্ষা শুরু হয়ে যায় তার নিতান্ত শৈশব অবস্থায়; কারণ, মোটামুটিভাবে এক বছর বয়স থেকেই সে মাতৃভাষার ব্যবহার শুরু করে। তারপর ক্রমশ সে তার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যতখানি প্রয়োজন, নিজের পরিবেশ থেকেই সে ততখানি ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার, ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সে সুযোগ হয় না। তাই বিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংস্কৃতে ভাষাগত দক্ষতা আনয়ন সম্ভব হয়।

সংস্কৃতে ভাষাগত দক্ষতা বলতে সংস্কৃত ভাষা যথাযথ ভাবে শ্রবণ করা, সংস্কৃত ভাষা যথাযথভাবে পড়তে পারা, সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে পারা এবং শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখার দক্ষতা বোঝায়। এগুলির মধ্যে শ্রবণ ও পঠন দক্ষতা হল গ্রহণধর্মী দক্ষতা, কারণ শ্রবণ ও পঠনের মাধ্যমে অন্যের মনোভাব বা অভিপ্রায়কে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কথন এবং লিখন দক্ষতা হল প্রকাশধর্মী দক্ষতা; কারণ কথন ও লিখনের মাধ্যমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করা হয়।

২.৩.১ বাচনিক দক্ষতা/মৌখিক কার্যাবলি (Speaking skill/oral work) :

এই বাচনিক দক্ষতাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। **প্রথমত :** সংস্কৃত ভাষাশিক্ষায় পঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংস্কৃতপাঠে স্বাভাবিক ভীতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিষয়টি সরবে পাঠ করতে নির্দেশ দেবেন এবং প্রয়োজনানুসারে সেই সকল গদ্য/পদ্যের উপযুক্ত চিত্র প্রদর্শন করে পাঠটিকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে বিষয়টির বোধে সহায়তা করবেন। বিষয়ের বোধ হলে শিক্ষার্থীর সেই পাঠে আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং তখন তাকে শিক্ষক সরব পাঠে উৎসাহিত করবেন। পঠনকালে তিনি শিক্ষার্থীর ত্রুটি সংশোধন করে দেবেন।

দ্বিতীয়ত : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যায়, মৌখিক কাজের মাধ্যমে সংস্কৃত পদাদি যথার্থভাবে শুনে সম্যকভাবে বোঝার জন্য শিক্ষার্থীর শ্রবণেন্দ্রিয় এবং পদাদির যথার্থভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে তার রসনেন্দ্রিয় অর্থাৎ জিহ্বা শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। নবপঠিত পদগুলি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে ও সংরক্ষণে মৌখিক কাজে খুব সাহায্য করে। মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে উচ্চারণের স্পষ্টতা, ব্যাকরণের নিয়মাবলির সঠিক প্রয়োগ, সংস্কৃত বিষয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, বিষয়টিকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তোলার জন্য সক্রিয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মৌখিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের বা পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অতিপরিচিত সাধারণ সংস্কৃত পদাদির সাহায্যে ছোটো ছোটো বাক্য মুখে মুখে তৈরি করতে শিক্ষার্থীকে শেখাবেন। যেমন, এতৎ মম পুস্তকম্; মম বন্ধুঃ নগরে তিষ্ঠতি; এষা মম লেখনি, শিক্ষিকা অস্মাকং মাতৃস্থানীয়া ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন বস্তু, চিত্র বা অনুকৃতি দেখিয়ে প্রথমে মাতৃভাষায় তাদের নাম শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন। তারপর সংস্কৃত ভাষায় সেই নামগুলি বলতে বলবেন। যেমন একটি বই দেখিয়ে বলবেন—"কিম্ এতৎ?" শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃতে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার জন্য শিক্ষক তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থী যদি কিছু ভুল করে, তখন শিক্ষিকা সেই ভুল সংশোধন করে নির্ভুল সংস্কৃতে সেই নামগুলি বলবেন ও শিক্ষার্থীকে তার পুনরাবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের মধ্যেও সংস্কৃতে এই ধরনের প্রশ্ন করে, শিক্ষিকা তার ব্যবস্থা করবেন। যেমন, "কিং তব নাম? মম নাম অহনা ভবতি। কুত্র ত্বং বসসি? অহং কলিকাতা নগর্য্যাং বসামি।"—ইত্যাদি।

অনর্গল কথা বলার দক্ষতা (Fluency in speaking) : শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শ্রবণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে সংস্কৃত স্তোত্র, সংস্কৃতে রচিত গান ইত্যাদি টেপ-রেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাতে পারেন। তিনি নিজেও সংস্কৃত স্তোত্র বা নীতিমূলক

Scanned with CamScanner

শ্লোকসমূহ যথার্থ উচ্চারণ সহকারে পাঠ করে শোনাতে পারেন। সংস্কৃতের প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব ধ্বনি আছে। সেই ধ্বনিতত্ত্ব যথাযথ অনুসরণ করে তিনি শ্লোকাদি পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তাঁর উচ্চারণকৌশল মনোযোগ দিয়ে শুনতে নির্দেশ দেবেন। যে শিক্ষার্থী যত ভালোভাবে তার শ্রবণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধ্বনিগুলির সঠিক রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে, সে ততটাই সঠিকভাবে ধ্বনিগুলি উচ্চারণে সক্ষম হবে।

বাচনিক দক্ষতার উন্নতির ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্বের প্রভাব (Impact of phonetics on the development of speech habit) : সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির ধ্বনিতত্ত্বগত আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের অন্তর্গত মাহেশ্বর সূত্রের উল্লেখ করতে হয়। সেখানে ১৪টি সূত্রের মধ্যে পঞ্চম থেকে চতুর্দশ সূত্র পর্যন্ত অর্থাৎ 'হল্' প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ।

উচ্চারণস্থান অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে। স্পর্শবর্ণগুলি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। কারণ, এদের উচ্চারণকালে মুখবিবরের কোনো এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের পূর্ণ স্পর্শ ঘটে।

(১) ক (ka), খ (kha); গ (ga), ঘ (gha), ঙ (ṅa)—এই পাঁচটি বর্ণ 'কু' অর্থাৎ 'ক' বর্গ বলে অভিহিত হয়। সূত্র হল—অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠ্যঃ।

(২) চ (ca); ছ (cha), জ (ja), ঝ (jha), ঞ (ña)—এই পাঁচটি বর্ণ 'চু' অর্থাৎ 'চ' বর্গ বলে অভিহিত হয়। সূত্র হল—ইচুযশানাং তালু। এই বর্ণগুলির উচ্চারণের ক্ষেত্রে জিহ্বা তালুতে স্পর্শ করে। তাই এদের তালব্যবর্ণ বলা হয়।

(৩) ট (ta), ঠ (tha), ড (dha), ঢ (dha), ণ্ (na)—এই পাঁচটি বর্ণ 'টু' অর্থাৎ 'ট' বর্গ বলে অভিহিত হয়। সূত্র হল—ঋটুরষাণাং মূর্ধা। এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ মূর্ধাতে গিয়ে স্পর্শ করে। তাই এদের **মূর্ধণ্য বর্ণ** বলে।

(৪) ত (ta), থ (tha), দ (da), ধ (dha), ন (na)—এই পাঁচটি বর্ণ 'তু' অর্থাৎ 'ত' বর্গ বলে অভিহিত হয়। সূত্র হল—৯ (লি) তুলসানাং দন্তাঃ। এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা সামনের দুটি দাঁত স্পর্শ করে। তাই এদের **দন্ত্যবর্ণ** বলা হয়।

(৫) প (pa), ফ (pha), ব (ba), ভ (bha), ম (ma)—এই পাঁচটি বর্ণ 'পু' অর্থাৎ 'প' বর্গ বলে অভিহিত হয়। সূত্র হল—উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ। এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় দুটি ঠোঁট পরস্পরকে স্পর্শ করে। তাই এদের **ওষ্ঠ্য** বর্ণ বলে।

(৬) এ ছাড়া স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তঃস্থ বা মধ্যবর্তী বলে য (ya), র (ra), ল (la), ব (va)—এই চারটি বর্ণকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। এরা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উভয়ের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে উচ্চারিত হয় বলে এদেরকে **অর্ধব্যঞ্জন** তথা sonant বলা হয়।

(৭) শ, ষ, স, হ—এই চারটি বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে শ্বাসবায়ু নির্গত হয় বলে এই চারটি বর্ণকে **উষ্মবর্ণ** বলে।

(৮) মাহেশ্বরসূত্রে উপরোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উল্লেখ থাকলেও অনুস্বার (ং) ও বিসর্গের (ঃ) উল্লেখ নেই, কিন্তু ভাষায় ও ব্যাকরণে প্রয়োগ নির্বাহ করে বলে এই দুটি বর্ণকে **অযোগবাহ** বর্ণ বলে। 'ম্' ধ্বনিপরিবর্তন করে ং (অনুস্বার) হয়। এই 'ং' আবার ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাতে বাকি বর্গপঞ্চগুলিতে পরিবর্তন হতে পারে। যেমন—'ন' ও 'ং' হয়, 'দন্শ্' ধাতুতে 'ন' পরিণত হয়ে যায় 'ং'-এ ('দংশতি') বিসর্গ (ঃ) হয় 'স' ও 'র'-এর ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে।

সুতরাং সংস্কৃতে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ।

ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে অন্যভাবেও বিভক্ত করা যায়—

(১) প্রতিটি বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব এদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে জোরে শ্বাসবায়ু বের হয় না বলে এদেরকে **অল্পপ্রাণ** বর্ণ বলে।

(২) প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হ এদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে জোরে শ্বাসবায়ু বের হয় বলে এদেরকে **মহাপ্রাণ** বর্ণ বলে।

(৩) প্রতিটি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স, হ এদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর ধ্বনি সৃষ্টি হয় না, ওদের **অঘোষবর্ণ** বলে।

(৪) প্রতিটি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ-এদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর ধ্বনি সৃষ্টি হয় বলে এদের **ঘোষবর্ণ** বলে।

(৫) অন্তঃস্থ 'ব'-কার দন্ত এবং ওষ্ঠ উভয়ের পারস্পরিক স্পর্শে উচ্চারিত হয় বলে এদের **দন্তৌষ্ঠ্য** বর্ণ বলে।

(৬) অনুনাসিক বর্ণ—ঙ, ঞ, ণ্, ন, ম, ং—এই বর্ণগুলি মূলত নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় বলে এদের অনুনাসিক বর্ণ বলে। এই ধ্বনিতত্ত্বের জ্ঞান ছাড়া বাচনিক দক্ষতার উন্নতি কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

Strategies for-correct pronounciation and fluency in speaking (বাচনিক) দক্ষতা—নির্ভুল উচ্চারণ ও কথা বলার দক্ষতা-এর জন্য কৌশল

শিক্ষার্থীর বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃত বর্ণগুলির নির্ভুল ও যথাযথ উচ্চারণ করে শিক্ষার্থীদের সেগুলি অনুরূপভাবে উচ্চারণ করতে নির্দেশ দেবেন। যেমন—

(ক) হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের পার্থক্য বজায় থাকবে।

(খ) 'শ' (তালব্য শ), 'স' (দন্ত্যস) ও 'ষ' (মূর্ধণ্য ষ)-এর উচ্চারণ যথাযথ হবে।

(গ) 'ন' (দন্ত্য ন) ও 'ণ' (মূর্ধণ্য 'ণ')—এর উচ্চারণের পার্থক্য বজায় থাকবে।

(ঘ) সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের সময় যুক্ত প্রতিটি বর্ণই যাতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। যেমন—বৃক্ষঃ-বৃক্ + ষঃ।

(ঙ) বিসর্গের উচ্চারণে শ্বাসাঘাত দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

(চ) হসন্ত যুক্ত বর্ণের উচ্চারণে থামতে হবে, কিন্তু হসন্ত না থাকলে 'অ'-এর উচ্চারণ বজায় থাকবে। যেমন 'নরান্' কিন্তু 'নরেণ'।

উপরোক্ত উপায়ে নির্ভুল উচ্চারণের দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, তার জন্য শ্রেণিকক্ষে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিছুটা উচ্চশ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সবক্ষেত্রেই শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর ত্রুটি সংশোধনে যেমন তৎপর হবেন, তেমনই সংস্কৃত কথনে তিনি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দান করবেন।

❑ ২.৩.২ লিখন দক্ষতা দেবনাগরী অক্ষরের বৈশিষ্ট্য, হস্তলিখন সহায়ক উপায়সমূহ, factors influencing handwriting, বানান ভুলের কারণ, প্রতিকারের উপায়। (Writing Skill-Characteristics of Devnagari Script, factors influencing handwriting, causes of spelling mistake, strategies for remedy.) :

(ক) দেবনাগরী অক্ষরের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Davnagri script) **:**

ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় ভাষায় কথা বলা এবং পঠনের যেমন গুরুত্ব আছে, লিখনের ভূমিকাও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। পঠনের মাধ্যমে আমরা অন্যের মনোভাব লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং অন্যান্য ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষণের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত লিখনে দক্ষ করে তোলা আবশ্যক। সাধারণত বাংলা বর্ণমালার অন্তর্গত বর্ণগুলির সংজ্ঞা ও ধ্বনি সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তর্গত সংজ্ঞা ও ধ্বনির প্রায় সদৃশ বলে বাংলা বর্ণ ব্যবহার করেই সংস্কৃত লিখনের কার্য সমাধা করতে অনেকেই প্রয়াসী। কিন্তু এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে-কোনো ভাষার কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি পঠন ও সেগুলির সাহিত্যরস উপলব্ধির জন্য সেই ভাষার মৌলিক লিপির জ্ঞান ও সেই লিপি লিখনের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। অতএব সংস্কৃতের ভাষাগত দক্ষতার অঙ্গস্বরূপ শিক্ষার্থীর সংস্কৃত লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে দেবনাগরী অক্ষর লিখনের শিক্ষা দিতে হবে। দেবনাগরী লিপির সঙ্গে বাংলা ও হিন্দি লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী হরফলিখন শিক্ষায় কিছুটা সুবিধা হয়।

দেবনাগরী লিপি শিক্ষণের প্রক্রিয়ার বিবরণের মাধ্যমে দেবনাগরী হরফের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হল। শ্রেণিকক্ষে দেবনাগরী লিপি শিক্ষার জন্য সংস্কৃত বর্ণমালাকে দুদিনের পাঠে বিভক্ত করতে হবে—

(১) সংস্কৃত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখনের শিক্ষা।

(২) সংস্কৃত যুক্তবর্ণ লিখনের শিক্ষা।

প্রথমদিনের পাঠের জন্য চিত্রসহ তিন ধরনের সংস্কৃত শব্দ করতে হবে; যথা– (ক) যে সকল শব্দের বর্ণগুলি বাংলা বর্ণের অনুরূপ; (খ) যে সকল শব্দের বর্ণগুলি দেবনাগরী বর্ণেরই সামান্য পরিবর্তনে গঠিত; (গ) যে সকল শব্দের বর্ণগুলির অধিকাংশই পৃথক ধরনের অর্থাৎ দেবনাগরী লিপির নিজস্বতায় গঠিত।

শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে চিত্রসহ শব্দতালিকা প্রদর্শন করে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে চিত্রানুযায়ী ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাংলা শব্দগুলি জেনে নেবেন এবং নিম্নে প্রদত্ত কৃষ্ণফলকের ছকে বাংলা বর্ণগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে দেবনাগরী বর্ণগুলিও লিখে দেখাবেন এবং ছকের নির্দিষ্ট স্থানে সম্পূর্ণ সংস্কৃত শব্দটিও লিখে দেখাবেন। যথাস্থানে অ-কার, ই-কার ইত্যাদি যোজনীয় স্বরবর্ণগুলিও যুক্ত করে শিক্ষক লিখন প্রক্রিয়া দেখাবেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে দিয়ে সংস্কৃত শব্দটি লিখতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং স্বয়ং সহায়তা করতে পারেন।

অনুরূপভাবে পরবর্তী পর্যায় দুটির শব্দগুলিও আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কৃষ্ণফলকে লিখে শিক্ষক দেবনাগরী লিপি লিখনে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন ও লিখন দক্ষতা বর্ধিত করবেন।

দ্বিতীয় দিনের জন্য নির্দিষ্ট সংস্কৃত যুক্তবর্ণের লিখনও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। দুদিনের কৃষ্ণফলকের কাজ যথাক্রমে প্রদর্শিত হল।

বাংলা-শব্দ	বাংলা-বর্ণ	দেবনাগরী বর্ণ	সংস্কৃত শব্দ	বৈশিষ্ট্য
ঘন মালা যোগী	ঘ,অ,ন,অ ম,আ,ল,আ য,ও,গ,ঈ	घ,अ,न्,अ म्,आ,ल्,आ य्,ओ,ग्,ई	घन माला योगी	বাংলা-বর্ণের সদৃশ
বক খগ ফল	ব,অ,ক্,অ খ,অ,গ্,অ ফ,অ,ল্,অ	ब्,अ,क्,अ ख्,अ,ग्,अ फ्,अ,ल्,अ	बक खग फल	দেবনাগরী বর্ণেরই সামান্য পরিবর্তনে গঠিত
ঋষি জনতা দধি	ঋ,ষ্,ই জ্,অ,ন্,অ,ত্,আ দ্,অ,ধ্,ই	ऋ,ष्,इ ज्,अ,न्,अ,त्,आ द्,अ,ध्,इ	ऋषि जनता दधि	দেবনাগরীর নিজস্বতায় পূর্ণ

বাংলা-শব্দ	বাংলা-যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণ	দেবনাগরী যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণ	দেবনাগরী যুক্তবর্ণ	সংস্কৃত শব্দ	বৈশিষ্ট্য
কৃষ্ণ মন্দির পুস্তক	ষ্, ণ ন্, দ্, ই স্, ত	ष्, ण न्, द्, इ स्, त	ष्ण न्दि स्त	কৃষ্ণ মন্দির পুস্তক	পাশাপাশি সন্নিহিত বর্ণসংযোগে গঠিত যুক্তবর্ণ

Scanned with CamScanner

চক্র বন্ধ সপ্ত	ক্, র দ্, ধ প্, ত	ক্, র দ্, ঘ ঘ, ত	ক্ক দ্ধ প্ত	চক্র বদ্ধ সপ্ত	ওপর-নিচে বর্ণসংযোগে গঠিত যুক্তবর্ণ
বৃক্ষ যজ্ঞ	ক্, ষ জ্, ঞ	ক্, ষ জ, ঞ	ক্ষ জ্ঞ	বৃক্ষ যজ্ঞ	নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুক্তবর্ণ

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় দেবনাগরী লিপি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে বলে তাদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হয়। তাই উক্ত দু'দিনই শিক্ষক যে বর্ণগুলি/যুক্তবর্ণগুলির লিখন শেখানো সম্ভব হল না, সেই বর্ণসম্বলিত প্রদীপনপত্র প্রদান করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে এবং গৃহেও অনুশীলনের নির্দেশ দেবেন। অবশেষে অবশ্য ই-কার ইত্যাদি যোজনীয় স্বরবর্ণের লিখনও শব্দের মাধ্যমে শেখাতে হবে।

(খ) সংস্কৃত লিখন দক্ষতা :

সংস্কৃত লিখন দক্ষতা অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য সুন্দর ও সুস্পষ্ট হাতের লেখারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যথাযথ ব্যবধান রেখে সুন্দর হস্তাক্ষরে সংস্কৃত লিখতে শিক্ষার্থীকে অভ্যাস গড়ে তুলতে শিক্ষককে সচেষ্ট থাকতে হবে।

(গ) সংস্কৃত লিখনে বানান ভুলের সমস্যা (Causes of spelling mistakes):

সংস্কৃত ভাষায় লিখন-দক্ষতা প্রসঙ্গে বানান ভুলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণত সংস্কৃত লেখায় বানান ভুল হয় সংস্কৃত বর্ণের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের কারণে। আগেই বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতের প্রতিটি বর্ণই এক-একটি ধ্বনির প্রতীক। সুতরাং সংস্কৃত বাচনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে সংস্কৃত বর্ণগুলির নির্ভুল উচ্চারণের জন্য যে উপায়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সকল উপায়ের অবলম্বনে শিক্ষার্থীকে যদি সংস্কৃত বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সংস্কৃত লেখার বানান ভুলের সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

(i) অনেক সময় শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষা লেখার সময় হাতের লেখায় অস্বচ্ছতা এবং অস্পষ্টতার কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(ii) কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বাক্যমধ্যস্থ পদগুলির যথাযথ ব্যবধান না রেখে লেখার ফলে বাক্যের অর্থবোধে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যাকরণগত ত্রুটিও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যেমন বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু'-এর স্থলে বিদ্যামিত্র প্রবাসেষু' যেমন—লিখলে ব্যাকরণগত ত্রুটির কারণে বাক্যের অর্থবোধ ত্রুটিপূর্ণ হবে। কারণ, বক্তার বলার ইচ্ছা হল—'বিদেশে বিদ্যা বন্ধুস্বরূপিনী' কিন্তু বলা হল 'বিদ্যাস্বরূপ বন্ধু।'

(iii) শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত পদের বা শব্দের বানান সঠিকভাবে জানলেও অনেক সময় লেখার ক্ষেত্রে একই পদের অন্তর্গত বর্ণগুলি বিচ্ছিন্নভাবে লিখে ফেলে এবং তখন সেটি আর শব্দ বা পদপ্রাপ্ত হয় না। যেমন 'ক্রদাচন'—এর স্থলে 'ক্রদা চন' লিখলে তা ভুল হবে।

(iv) বাংলা বর্ণের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা দেবনাগরী বর্ণগুলি অনেক সময় শিক্ষার্থীরা একইভাবে বাংলা বর্ণের মতোই লিখে ফেলে; দেবনাগরী বর্ণের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। যেমন—'য'-এর স্থলে 'য' লিখে ফেলে।

(v) শিক্ষার্থীরা দেবনাগরী যুক্ত বর্ণ লেখার যে বিশেষত্ব আছে, তা অনেক সময়ই অনুসরণ না করেই যুক্তবর্ণগুলি লেখে, তার ফলে সেই লেখা ত্রুটিপূর্ণ হয়। যেমন—'ক্ষ' না লিখে 'ক্ষ' লিখলে তা অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ।

২.৪ শিখন নকশা, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা (বিশেষতঃ সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে) [Learning Design; Definition, Characteristics, Importance (with special reference to Sanskrit)] :

২.৪.১ শিখন নকশার সংজ্ঞা (Definition of Learning Design) :

'Design' শব্দের অর্থ নকশা বা পরিকল্পনা। তাই Learning Design বলতে বোঝায়—সার্থক বা যথাযথ শিখনের জন্য যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ। Learning Design-এর সংজ্ঞার্থে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— "Learning Design is the term most commonly used to describe the research and development activities associated with a better understanding of the proces involved in designing teaching activities and which support teachers design practices."

অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু যথাযথ অনুধাবনের জন্য শিক্ষক যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, যে যে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন, পাঠশেষে যা মূল্যায়ন করবেন-এ সমস্তের সুসংবদ্ধ রূপ শিখন নকশা।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫ 'শিখন' প্রসঙ্গে নির্মিতিবাদ বা Constructivism মতবাদ-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এখন মূল কথা হল, 'শিখন' একটি পদ্ধতি। এখানে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে নতুন অর্থ যোগ করে। এর ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে শিখনের নিজস্ব অর্থ তৈরি হয়। শিক্ষার্থী যখন কোনো তথ্য বিশ্লেষণ করে, প্রাপ্ত তথ্যকে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে পারে তখনই তার কাছে শিখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই শিখন শুধুমাত্র একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং আজ শিখন বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা শুধু শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক নয়, তাহল শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া অর্থাৎ Teaching -Learning Process– যেখানে দলবদ্ধ কাজের মাধ্যমেও শিখন সম্পন্ন হওয়ার কথা

Scanned with CamScanner

বলা হয়। তাই শিখন সম্পন্ন হতে গেলে, শিখনকে সার্থক ও আনন্দময় করে তুলতে হ
শিখনের উপযুক্ত পরিকাঠামো বা রূপরেখা নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। শিখনের জন্য
জাতীয় নকশা নির্মাণ করাকেই শিখন কাঠামো বা Learning Design বলা হয়। শি
কাঠামো প্রসঙ্গে Smith এবং Lynch-এর প্রদত্ত রূপরেখাটি এখানে তুলে ধরা হল। এ
কাঠামো থেকে বোঝা যায় শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়দুটিও যুক্ত। নি
অনুচিত্রটি (Diagram) প্রদত্ত হল—

LEARNING DESIGN FRAMEWORK :

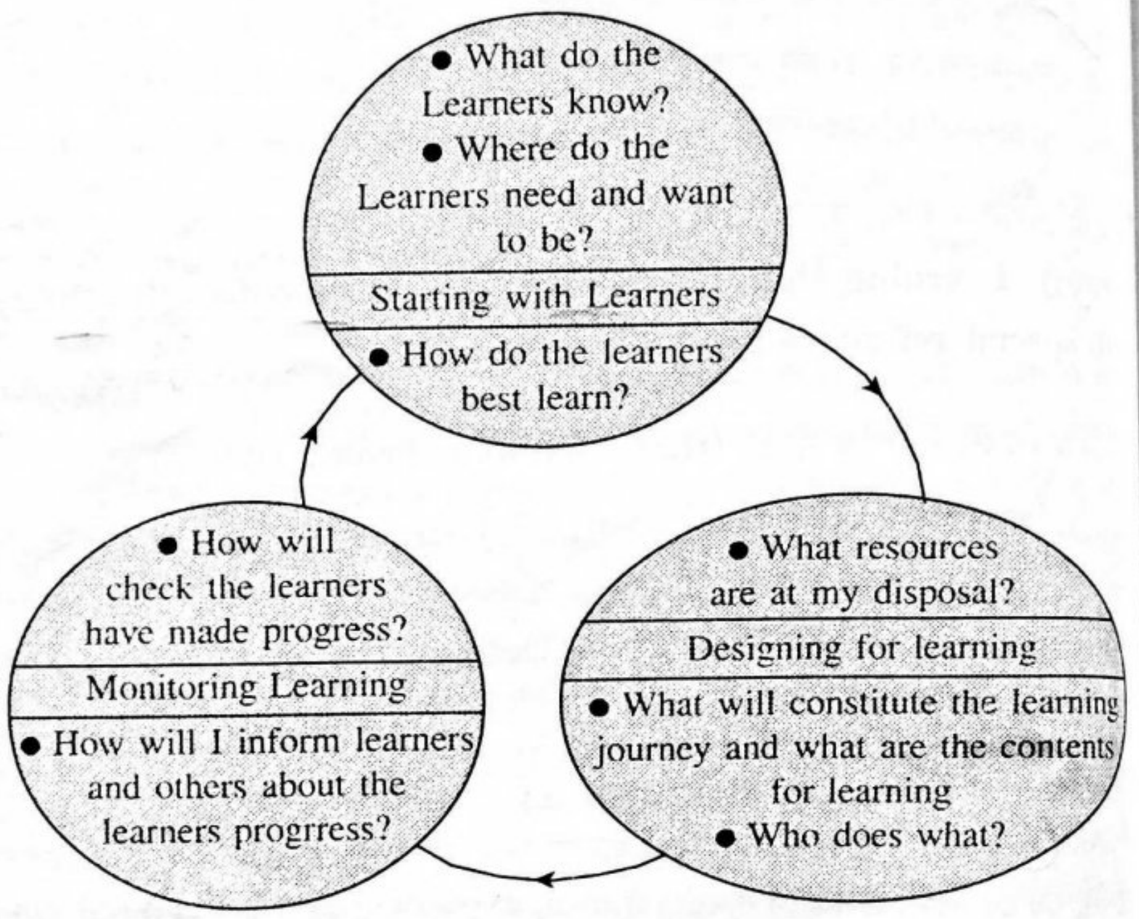

❑ ২.৪.২ শিখন নকশার বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Characteristics of Learning Design (With special reference to Sanskrit) :

(১) **পর্যায় বিভাজন** (Distribution of Periods) : শিখন নকশার প্রথম ধাপ হল একটি বিশেষ পাঠ্য বিষয়কে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া।

যেমন, যদি, "মাতৃপিতৃবন্দনা" নামক কবিতাটি পাঠদান করা হয়, তাহলে তার ৫টি শ্লোককে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে প্রথম পর্যায়ে দুটি শ্লোক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩টি শ্লোক পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট হবে।

আবার যদি, ব্যাকরণ বিষয় থেকে √দৃশ্ ধাতুর রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাহলে তার সবকটি ল'কার দুটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রথম পর্যায়ে লট্, লোট্, লঙ্ লকার এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিধিলিঙ্ এবং লৃট্-এইভাবে পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট হবে।

(২) **সংক্ষিপ্ত রূপরেখা** (Summary of the particular learnable unit or sub-unit) : এই পর্যায়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা তৈরি করে নিতে হবে। যেমন, "লোভস্য পরিণামঃ" এই গদ্যকাব্য সম্পর্কে পাঠদান করতে গেলে গল্পের মধ্যে বৃদ্ধবাঘ-এর ব্যর্থতা, ব্রাহ্মণের বোকামি ও লোভ এগুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা করে নিতে হবে।

আবার, ব্যাকরণ অংশ থেকে 'মুনি' শব্দরূপ সম্পর্কে পাঠদান করতে গেলে সেটি যে পরস্মৈপদী, ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সেগুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) **পূর্বার্জিত জ্ঞান** (Previous knowledge) : নতুন পাঠটীকা রচিত হবে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে/যেমন "সরস্বতীস্তোত্রম্"— এই পদ্যকাব্য পড়াতে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীদের যে যে পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে যাচাই করে নেবেন তাহল; শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী অক্ষর সম্পর্কে জ্ঞান আছে কিনা, তারা পূর্বে বিদ্যাস্তোত্রম্, প্রার্থনা-এই ধরনের কোনো স্তোত্র পড়েছে কিনা, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে তারা কী কী ধরনের কবিতা পড়েছে ইত্যাদি।

আবার উচ্চ শ্রেণিতে ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্গত সমাস সম্পর্কে পাঠদান করতে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের যে যে পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে যাচাই করে নেবেন সেগুলি হল শিক্ষার্থীরা ইতিপূর্বে কারকবিভক্তি, সন্ধি, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি ব্যাকরণ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে কিনা; এ ছাড়াও বাচ্য, বাচ্যান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের ধারণা তৈরি হয়েছে, বাংলা ব্যাকরণে কী কী সমাস তারা পড়েছে এবং ইংরেজি ভাষায় Compound Word সম্পর্কে তারা কী কী ধারণা অর্জন করেছে ইত্যাদি।

(৪) এককের উপএককে বিভাজন (Division of Lesson Plan into sub-units) নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় তথা আলোচ্য এককটিকে কয়েকটি উপএকক বা Sub-unit-এ ভাগ করতে হবে। যেমন,

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত √দৃশ্ ধাতু সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে তাকে নির্দিষ্ট পর্যায় (Period) অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে হবে; এক্ষেত্রে লট্ ও লোট্ ল'কার নিয়ে একটি উপএকক তথা ১টি পর্যায়ে পড়াতে হবে, লঙ্ ও বিধিলিঙ্ ল'কার নিয়ে আর একটি উপএকক তথা আর ১টি পর্যায়ে পড়াতে হবে এবং লৃট্ ল'কার নিয়ে আর একক তথা আরও ১টি পর্যায়ে পাঠদান করতে হবে। অর্থাৎ মোট ৩টি উপ-একক তথা ৩টি পর্যায়ে √দৃশ্ ধাতুর যাবতীয় ল'কার গুলি সম্পর্কে পাঠদান করতে হবে।

Scanned with CamScanner

আবার, "বন্দেমাতরম্" সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে তার সম্পূর্ণ এককটিই একটিমাত্র উপএকক তথা একটি পর্যায়ে পাঠদান করা সম্ভব হবে।

(৫) **উদ্দেশ্যভিত্তিক** (Objective Based) : কী কী উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাঠটীকাটি রচিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করে দিতে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিষয়টি পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের কী কী আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

যেমন উচ্চশ্রেণিতে ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্গত সমাস সম্পর্কে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা সমাসের স্বরূপ, শ্রেণিবিভাগ, সমস্যমান পদগুলির অর্থ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, শ্রেণিবিভাগ, সমস্যমান পদগুলির অর্থ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এগুলি সম্পর্কে জানবে। এই জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা সমাস সম্পর্কে পাঠদান করবেন। অর্থাৎ সমাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে অর্থাৎ এই জ্ঞান তার বিষয়টি শিখনের পূর্বে ছিল না; কিন্তু শিখনের পরে হয়েছে এই আচরণগত পরিবর্তন।

আবার, সন্ধি ও সমাজের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধ জন্মাবে, সমাসের ব্যাসবাক্য গঠনে সক্ষম হবে এই বোধমূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বিষয়টি সম্পর্কে পাঠদান করবেন, অর্থাৎ সমাসের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উপলব্ধি বোধ জন্মাবে অর্থাৎ এই ক্ষমতা শিক্ষার্থীর আগে ছিল না; কিন্তু শিখনের পরে হয়েছে এই আচরণগত পরিবর্তন।

এরপর, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পদের মিলনে ব্যাসবাক্য গঠনের মাধ্যমে সমাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে, বাস্তবে তার প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমাসবদ্ধ পদের মাধ্যমে বাক্যরচনা করতে পারবে এই উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বিষয়টি সম্পর্কে পাঠদান করবেন, অর্থাৎ সমাসের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা জন্মাবে, যে দক্ষতা শিক্ষার্থীদের আগে ছিল না, কিন্তু শিখনের পরে এই আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে।

আবার "**দেশমাতৃকাস্তোত্রম্**" পদ্যকাব্যটি সম্পর্কে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা পদ্যকাব্যটির রচয়িতার নাম এবং পদ্যটির অন্তর্গত কঠিন শব্দগুলির অর্থ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে সক্ষম হবে এই জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বিষয়টি সম্পর্কে পাঠদান করবেন।

আবার, পদ্যকাব্যটির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবে এবং মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে পারবে এই বোধমূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠদান করবেন।

উপরন্তু, পদ্যকাব্যটির অন্তর্গত বিভিন্ন পদগুলির সাহায্যে তারা বাক্যগঠন করতে পারবে অর্থাৎ পদ্যকাব্যটি সম্পর্কে পাঠদান করার পরে এই প্রয়োগক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারবে-এই প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্যের শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠদান করবেন।

এ ছাড়া, পদ্যটির অর্থ উপলব্ধি করে সুষ্ঠু উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন ও ছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পদ্যকাব্যটি আবৃত্তি করতে পারবে এই দক্ষতা সে বিষয়টি শিখনের পরে অর্জন করবে এই দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদান করবেন।

(৬) **শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার** : শিখন নকশা প্রস্তুত করার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা দেবেন।

যেমন, সংবাদ বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতির প্রধান বক্তব্য বিষয় হল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে চিত্র এবং অনুকৃতির সহায়তায় দ্বিতীয় কোনো ভাষার সাহায্য না নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃতভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমেই বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধন করা।

আবার, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কৃত গদ্যপদ্য ব্যাকরণ—ইত্যাদি সব বিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু ভিত্তিক প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীও শিক্ষক প্রদর্শিত কৃষ্ণফলকের কার্যাবলি ও প্রদীপনপত্রের সাহায্য নিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তরদানে সচেষ্ট হয়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো শিক্ষককেন্দ্রিক নয়; তাহল শিশুকেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। তাই সংস্কৃত গদ্যপদ্য ব্যাকরণাদির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীকেও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। তিনি এককভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বক্তৃতা না দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে প্রকাশ করেন। এই পদ্ধতিই সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি নামে পরিচিত।

সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যের এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর এককভাবে বক্তৃতার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষকের ভাষার স্বচ্ছতা, সাবলীল বাচনভঙ্গি, স্বরপ্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য এবং বক্তৃতাদানের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ইত্যাদি থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক সংস্কৃত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মৌখিক কাজ অথবা সংবাদ পদ্ধতি অনুসরণের সময় বিষয়বস্তুর অন্তর্গত কঠিন পদগুলির অর্থ এবং বাক্যাংশের অর্থ প্রদীপনপত্রের সাহায্যে অথবা কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে প্রকাশ করে থাকেন।

তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসারে, সংস্কৃত গদ্য বা পদ্য পাঠদানের সময় সংস্কৃত ভাষারই অন্য কোনো গদ্য বা পদ্য-এর সঙ্গে অথবা অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়।

Scanned with CamScanner

অনুবাদ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন নতুন পদ এবং পদ সম্বলিত বাক্য বাক্যাংশ কৃষ্ণফলকে লিখে শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় মাতৃভাষায় তার অর্থ বের করে কৃষ্ণফলকে লিখে দেন এবং শিক্ষার্থী সেগুলি খাতায় তুলে নেয়।

(৭) **উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের ব্যবহার** (Use of Appropriate Material Aid) : পাঠটীকা পরিবেশন কালে কী কী প্রদীপনপত্র, ছবি, অনুকৃতি (Modes), অনুচিত্র (Diagram) ব্যবহৃত হবে তা আগেভাগে স্থির করে নিতে হবে। এবং সেগুলিকে ঠিক সময়ে যাতে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে।

যেমন সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্গত 'নদী' শব্দটি সম্পর্কে পাঠদান করতে গেলে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য সমেত নদীর অনুকৃতি দ্বারা শিক্ষক/শিক্ষিকা অবতারণাকরণ পর্যায়ে বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের উদ্রেক করবেন ও প্রেষণার সঞ্চার করবেন। এ ছাড়া 'নদী' শব্দরূপ ও অনুরূপ 'লেখনী' শব্দরূপ দ্বারা গঠিত বাক্যতালিকা তৈরি করে শিক্ষার্থীর সম্মুখে ব্যাখ্যাকরণ পর্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

আবার, 'ভগিনী নিবেদিতা'-এই গদ্যকাব্যটি সম্পর্কে পাঠদানকালে 'সিস্টার নিবেদিতা পার্লস স্কুল'-এর একটি অনুকৃতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অবতারণাকরণ পর্যায়ে বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণার সঞ্চার করবেন এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কে অলোকচিত্র, সমার্থক উদ্ধৃতি এবং পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ সম্বলিত প্রদীপনপত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকরণ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে পাঠ্যবিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে অলোচনা করবেন।

(৮) **কার্যপদ্ধতি স্থিরীকরণ** (Determination of Activities) : পাঠদানকালে কখন কোন্ কাজকর্ম করবেন, কীভাবে মূল বিষয়টি উপস্থাপন করবেন, কখন কোন্ অনুকৃতি বা প্রদীপনপত্র দেখাবেন, কৃষ্ণফলকে কোন্ বিষয়টি কখন লিখবেন, শিক্ষার্থীদের কখন কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, প্রশ্নগুলি কেমন হবে, সবই আগেভাগে স্থির করে নিতে হবে।

(৯) **ভাষার সারল্য** (Simplicity of the Laguage) : শিখন নকশা প্রস্তুতকালে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন। অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষকের উচ্চারণে যেন আঞ্চলিকতা দোষ যেন না থাকে। সংস্কৃত শ, ষ, স, ন, ণ, য, জ ইত্যাদি ধ্বনির উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য, যুক্তাক্ষরধ্বনির উচ্চারণের ব্যাপারে স্পষ্টতা বজায় রাখতে হবে। বাগ্‌ভঙ্গিতে অনায়াসদক্ষতা ও শ্রুতিমাধুর্য্য আনয়ন আবশ্যিক।

(১০) **অনুবন্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ** (Application of Co-relation Method) : অনুবন্ধ পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়কে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত করা; সুতরাং সংস্কৃত পদ্য, গদ্য ও ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভাষার সাহিত্য ও ব্যাকরণকে যখন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বা বন্ধনযুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় অনুবন্ধ পদ্ধতি।

যেমন 'নদী' শব্দরূপ পাঠদানের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের নদ-নদীর একটি মা[illegible] দিকে লক্ষ্য মাধ্যমে শিক্ষিকা নমুনা নদীকে নির্দেশক দণ্ড দ্বারা নির্দেশ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উ[illegible] করবেন; তারপর Slide Show-এর মাধ্যমে যমুনানদীর প্রবহমানতার একটি চিত্র তু[illegible] ধরবেন; এরপর Slide show-এর মাধ্যমে "যমুনা নদী বেগং প্রবহতি"— এই বাক্যটি তুলে ধরবেন এবং সেই বাক্যটি তথা 'নদী' শব্দরূপ-এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করবেন। এক্ষেত্রে 'ভূ-বিদ্যা' বা 'Geography' বিষয়টির সাহায্যে নিয়ে ভূপ্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভূপ্রকৃতির একটি উপাদান 'নদী'- যা সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত 'নদী' শব্দরূপ দ্বারা সূচিত হয়েছে, তার সম্পর্কে যদি আলোচনা করেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

আবার, "স্বামী বিবেকানন্দঃ"-এই গদ্যটি পাঠদানের ক্ষেত্রে সময়রেখার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সময়, বিভিন্ন ঘটনার অলোকচিত্র, বিভিন্ন উক্তি বা উদ্ধৃতি দ্বারা পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত বাক্যগুলিকে ব্যাখ্যা করবেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিষয়কে অবলম্বন করে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণের মাধ্যমে যদি উপরোক্ত গদ্যটিকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে বিষয়টি গভীরতা শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে।

(১১) **ব্যাক্তিগত নির্দেশনা** (Individual Guidance) : প্রত্যেকটি শিখন নকশা প্রস্তুতকালে ব্যক্তিগত নির্দেশনার সুযোগ থাকা জরুরি। শ্রেণিকক্ষে কারোর কোনোও সমস্যা তৈরি হলে তা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার যেন সুযোগ থাকে।

(১২) **সময়চেতনা** (Sense of time) : সমস্ত শিক্ষণ-শিখন ব্যাপারটি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় তাই ভেবেই শিখন নকশা তৈরি করা প্রয়োজন।

(১৩) **অনুসন্ধান প্রশ্নের সুযোগ** (Scope for probling questions) : শিখন নকশা প্রস্তুতকালে যাতে বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধানী প্রশ্নের সুযোগ থাকে ও শিক্ষার্থীকে যাতে সেগুলি প্রয়োগ করতে পারে, সেদিকে নজর দিতে হবে। এই অনুসন্ধানী প্রশ্নের উপাদান বিষয় থেকে নির্বাচন করলেও বিষয়ের বাইরে কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হবে। যেমন— $\sqrt{ভূ}$ 'ধাতু' লট্ ল'কার তথা বর্তমান কাল সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে অনুসন্ধানী প্রশ্ন বিতরিত হবে এবং অবশ্যই উত্তরসহ—

- **'কাল' পদটির অর্থ কী?**

উ: কাল তিন প্রকার হয়— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। এ ছাড়া 'কাল' পদটি 'মৃত্যু' অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আবার 'বঙ্গেষু শরৎকালঃ' এই গদ্য সম্পর্কে পাঠদান করার পর শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিম্নলিখিত অনুসন্ধানী প্রশ্নটি বিতরিত হবে উত্তরসহ।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

● **পদ্মফুলের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।**

উঃ পদ্মফুল দুইপ্রকার হয়— স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম। শরৎকালে সাদা, গোলাপি এবং নীল এই তিন রঙের পদ্মফুল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের জাতীয় ফুল হল পদ্ম। দুর্গাপূজায় পদ্মফুল দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরের দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর কিন্তু পাঠ্যবিষয় থেকে প্রাপ্ত হয়নি। পাঠ্যবিষয়ের বাইরে অনুসন্ধান ও আলোচনা সাপেক্ষে প্রাপ্ত হয়েছে।

(১৪) **কৃষ্ণফলকের ব্যবহার** (Using of Black Board) : শিখন নকশা প্রভৃতির ক্ষেত্রে কৃষ্ণফলককে যথাযথ ব্যবহার করার সামর্থ্য শিখন প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে।

কৃষ্ণফলকস্য ব্যবহারস্য-দক্ষতা
(Skill of Using the Blackboard)

শ্রেণিকক্ষে কৃষ্ণফলক একটি অত্যাবশ্যক শিক্ষামূলক উপকরণ। পাঠদানের সময় শিক্ষকে পাঠের মূল বিষয় উৎস উল্লেখযোগ্য শব্দ বা তথ্য প্রভৃতি কৃষ্ণফলকে লিখে দিতে হয়। ছাড়া শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিছু পরিস্ফূরণের ও ছাত্রদের সামনে তুলে ধরার জন্যে কৃষ্ণফলকের ব্যবহার ও ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে পাঠদানের ক্ষেত্রে কৃষ্ণফলকের ব্যবহার ও গুরুত্ব যথেষ্ট। কৃষ্ণফলকের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'Blackboard drawings. sketches and maps are superior to finish production least in the early lesson.' সেজন্য পাঠদানের ক্ষেত্রে কৃষ্ণফলকের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষকের সচেতনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে মনে রাখতে হবে কৃষ্ণফলক ব্যবহার যেন পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট না হয়। অর্থাৎ শিক্ষক যে জিনিস প্রদীপন পত্রে বা অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে ছাত্রীদের সামনে শ্রেণিকক্ষে করবেন সেই একই বিষয়ে বা তথ্যে পুরনাবৃত্তি যেন কৃষ্ণফলকে না থাকে। কৃষ্ণফলক ব্যবহারে দক্ষতার ক্ষেত্রে পাঁচটি উপাদান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

- **উদ্দেশ্যস্য স্পষ্টতা** (Clarity of purpose) : শিক্ষক যে বিষয়ে ছাত্রদের পাঠদান করবেন তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি নিজে যেন সচেতন থাকবেন। অনুরূপভাবে যে সমস্ত তথ্য বা নতুন শব্দার্থ তিনি কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা করবেন কৃষ্ণফলক ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকবেন।
- **লিখনস্য সক্ষমতা** (Legibility of writing) : স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষর ও নির্ভুল বানান বজায় রেখে কৃষ্ণফলকের কাজ সম্পন্ন করা এই উপাদানের অন্যতম অংশ।

শিক্ষক যে কৃষ্ণফলকের কাজ করবেন তাঁর হাতের লেখা যেন সুন্দর হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- **পঙ্‌ক্তয়: ব্যবধানানি সময়সংক্ষেপা:** (Line, space and time) : শিক্ষক কৃষ্ণফলকের কাজ সম্পাদনের সময় সর্বদা উপযুক্ত সরলরেখা, পঙক্তি, রেখার মাঝে উপযুক্ত ব্যবধান নির্দিষ্ট পরিমিত সময়ের মধ্যে সার্থকভাবে লিখবেন। লেখার সময় তিনি সরলরেখায় লিখতে পারেন, কোনো শ্রেণিবিভাগ বা বংশতালিকা ইত্যাদি দেখানোর জন্য কৃষ্ণফলকের ছক কাটবেন, আবার সারণীর আকারেও পারেন। তিনি কেবল মূল তথ্য বা অতিপ্রয়োজনীয়তা অংশগুলি কৃষ্ণফলকে লিখবেন। কৃষ্ণফলকে অযথা সময় নষ্ট করবেন না।
- **যথার্থোপকরণানাং ব্যবহার:** (Using of appropriate aids) : প্রয়োজনবোধের শিক্ষক তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙিন চক ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া ছবি, সময়তালিকা, বংশতালিকা প্রভৃতির প্রস্তুতির জন্যে প্রয়োজনীয় স্কেল, কম্পাস প্রভৃতি ব্যবহার করবেন।
- **শিক্ষার্থীণা প্রতিক্রিয়া:** (Reaction of the student) : কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উত্তরদান সূত্রে তারা পরবর্তী কৃষ্ণফলকের কাজ করবে। অর্থাৎ কৃষ্ণফলকে কোনো কাজ করে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরসূত্রে পরবর্তী কৃষ্ণফলকের কাজ সম্পন্ন করবেন শিক্ষিকা।

(ক) **চাণক্যশ্লোকাঃ** এই সংস্কৃত পদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্ত নিয়ম মেনে কৃষ্ণফলকে লিখনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে এইভাবে তুলে ধরে;

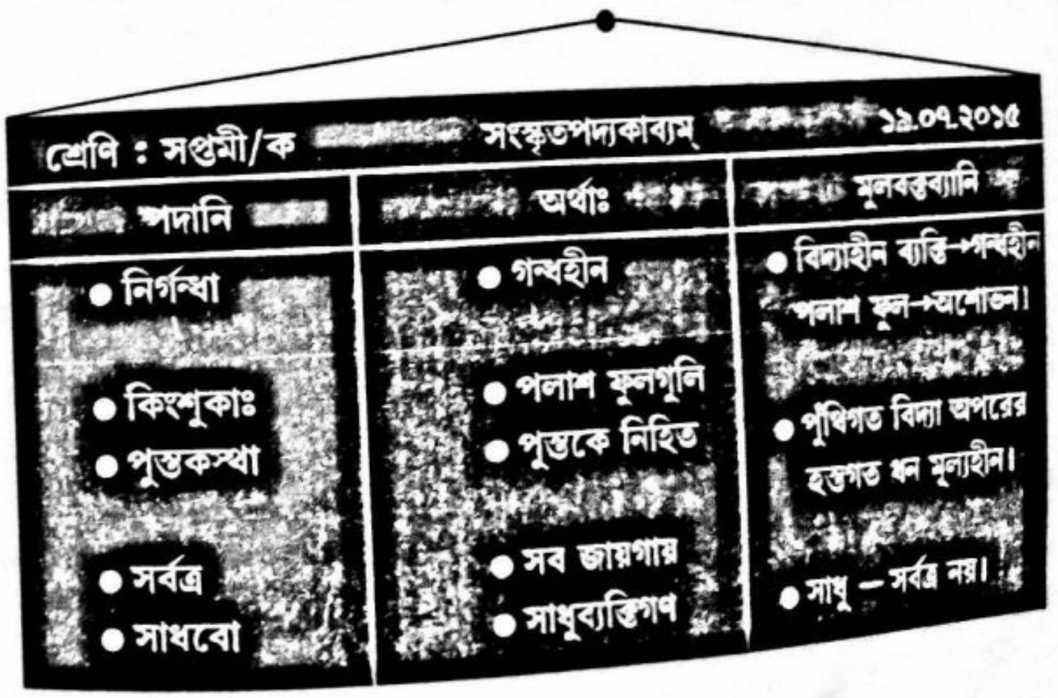

Scanned with CamScanner

(খ) আবার, হিলাময়ঃ এই গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম মেনে কৃত্রিমফলকে পাঠ্যবিষয়ের মূল বক্তব্য তুলে ধরবেন;—

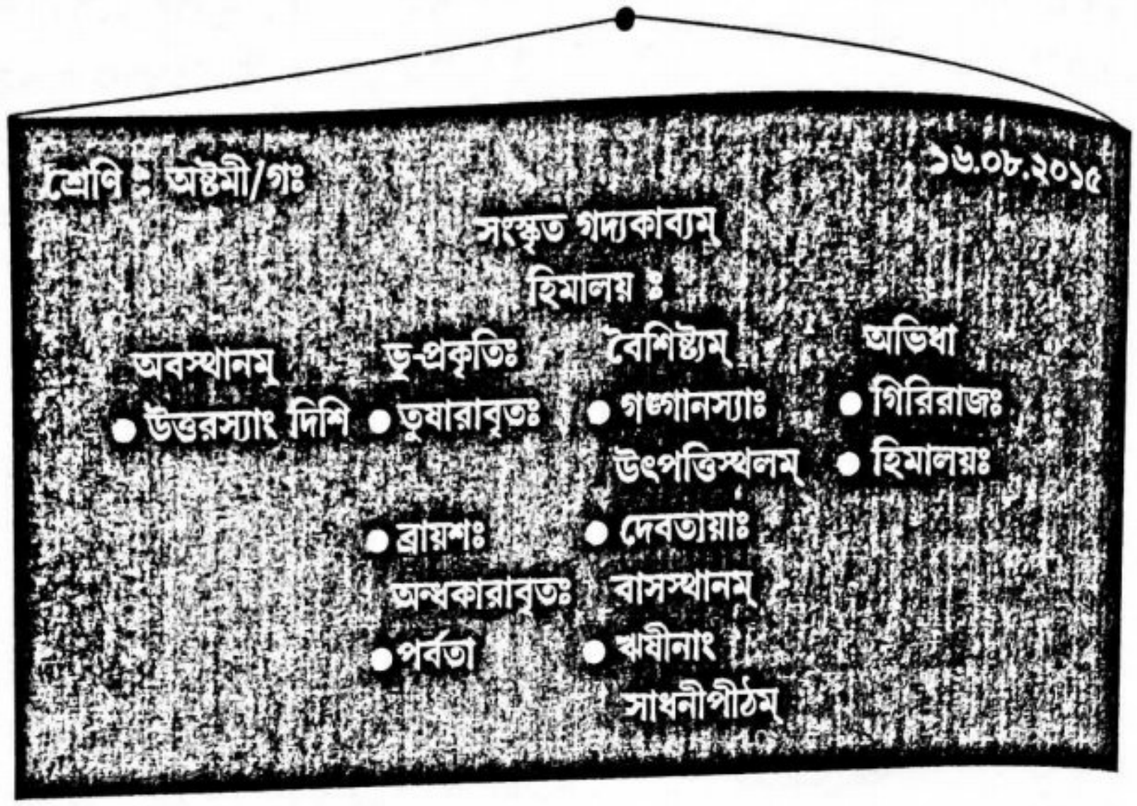

(গ) নিম্নে উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণকে নিম্নোক্ত রূপ কৃত্রিমফলকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

বাংলা-শব্দ	বাংলা-বর্ণ	দেবনাগরী বর্ণ	সংস্কৃত শব্দ	বৈশিষ্ট্য
ঘন মালা যোগী	ঘ,অ,ন,অ ম,আ,ল,আ য,ও,গ,ঈ	घ,अ,न,अ म,आ,ल,आ य,ओ,ग,ई	घन माला योगी	বাংলা-বর্ণের সদৃশ
বক খগ ফল	ব,অ,ক,অ খ,অ,গ,অ ফ,অ,ল,অ	ब,अ,क,अ ख,अ,ग,अ फ,अ,ल,अ	बक खग फल	দেবনাগরী বর্ণেরই সামান্য পরিবর্তনে গঠিত
ঋষি জনতা দধি	ঋ,ষ,ই জ,ন,ত,আ দ,ধ,ই	ऋ,ष,इ ज,न,त,आ द,ध,इ	ऋषि जनता दधि	দেবনাগরীর নিজস্বতায় পূর্ণ

(১৫) **মূল্যায়ন** (Evaluation) : পাঠ পরিকল্পনা রচনায় মূল্যায়নের একটা সুযোগ থাকবে। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির হারসূচিত করে।

যেমন "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"— এই গদ্যকাব্যের পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের কাম্য আচরণগত শিখনসামর্থ্য যথাযথভাবে বিকশিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করা হবে। সেগুলি হল—

(ক) জলায় বায়সঃ কিং করোতি স্ম (জ্ঞানমূলক)

(খ) 'সমুপস্থিতম্' ইত্যস্য পদস্য সন্ধিবিচ্ছেদং কুরু। (প্রয়োগমূলক)।

(গ) উপাখ্যানস্যাস্য নীতিবাক্যং স্পষ্টোচ্চারণেন সুললিতেন কণ্ঠমাধুর্যেন বদ। (দক্ষতামূলক)।

আবার ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত "দুহিতৃ" শব্দরূপ পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান যাচাই করবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপিত হবে। সেগুলি হল,

(ক) সংস্কৃত ব্যাকরণে কতি বিভক্তয়? (জ্ঞানমূলক)

(খ) সীতা জনকস্য কন্যা — বাক্যং সংস্কৃতানুবাদং কুরু। (দক্ষতামূলক)

(১৬) **গৃহকাজ** (Home Work) : প্রত্যেকটি শিকন নকশার শেষাংশে গৃহকার্যের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা দরকার। শ্রেণিকক্ষে যেগুলি সম্ভব হয় না অর্থাৎ রচনাধর্মী প্রশ্ন, দক্ষতামূলক প্রশ্ন যেগুলির জন্য সময় ও চিন্তার প্রয়োজন এবং যেগুলি অভিভাবকেরাও তাদের পারবেন না সেইরকম একটি বহির্মুখী প্রশ্নের মাধ্যমে (Open Ended Question) গৃহকার্য বিতরণ করা উচিত।

যেমন 'প্রভাতকালঃ'— এই গদ্যাংশ পাঠ করার পর এইরূপ গৃহকার্য দেওয়া উচিত যে, তোমার দেখা একটি সকালের অভিজ্ঞতা নিজস্ব সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা কর।

আবার, ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত $\sqrt{}$'ভূ' ধাতু সম্পর্কে পাঠদানের পর এইরূপ গৃহকার্য দেওয়া উচিত যে তোমার দৈনন্দিন জীবনে $\sqrt{}$'ভূ' ধাতুর প্রয়োজনীয় সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করে পাঁচটি বাক্যে লেখ।

Scanned with CamScanner

নিম্নে ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্গত সর্বনামপদ সম্পর্কে একটি শিখন নকশা তুলে ধরা হল। (সংশোধিত Bloom-এর Taxonomy অনুসারে;)

বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্য	শিক্ষণকৌশল	মূল্যায়ন
● সর্বনাম পদ সম্পর্কে ধারণা। ● বচনভেদে সর্বনাম পদের ব্যবহারের ভিন্নতা। ● বিবিধ পুরুষে সর্বনাম পদের ব্যবহার।	● সর্বনাম পদ কি শিক্ষার্থীরা তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। (ভাববতং বোধভবনম্) ● কোন্ কোন্ শব্দের রূপ তিনলিঙ্গেই সমান শিক্ষার্থীরা তা স্মরণ করে বলতে পারবে। (তথ্যগতং স্মরণম্) ● বিবিধ উত্তরের মধ্য থেকে যথাক্রমে উত্তর নির্বাচন করতে পারবে। (ভাবগতং স্মরণম্) ● বিবিধ সর্বনামপদের বচন নির্ণয় করতে পারবে। (পদ্ধতিগতং প্রয়োগকরণম্) ● ভ্রমসংশোধন করতে পারবে। (তথ্যগতং বিশ্লেষণম্) ● সংস্কৃতে বাক্যরচনা করতে পারবে। (পদ্ধতিগতং সৃজনকরণম্) ● সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে। (অধিগতং বোধভবনম্)	● বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে পাঠদান সম্পন্ন করা হবে। ● বিষয় বোঝানোর জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। ● বচনভেদে বিবিধপদের রূপ সম্পর্কে জানাতে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। ● প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করা হবে। **শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ :** ● বিষয়বস্তু বোঝাতে বিষয় সম্পৃক্ত চার্ট দেখাতে হবে। ● লিঙ্গ ও বচনভেদে উদাহরণ বোঝাতে বোর্ড ব্যবহৃত হবে। **ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার :** ● পুরুষভেদে সর্বনাম পদের ব্যবহার বোঝাতে হবে। ● বচনভেদে সর্বনাম পদের রূপের ভিন্নতাকে ছকের মধ্যমে বোঝাতে হবে।	● সর্বনাম পদ কী ব্যাখ্যা করো। (ভাববতং বোধভবনম্) ● যথাযথ উত্তর নির্বাচন করো :- অস্মদ্ শব্দের অর্থ (তুমি/আমি/সে) (ভাবগতং স্মরণম্) ● কোন্ কোন্ শব্দের রূপ তিন লিঙ্গেই সমান থাকে? (তথ্যগতং স্মরণম্) ● নিম্নলিখিত সর্বনাম পদগুলির বচন নির্ণয় করো : তানি, কে, অয়ম্ (পদ্ধতিগতং প্রয়োগকরণম্) ● ভ্রম সংশোধন করো : তে গচ্ছদি, সঃ মম জননী (তথ্যগতং বিশ্লেষণম্) ● সংস্কৃতে বাক্যরচনা করো : অহম্, সা (পদ্ধতিগতং সৃজনকরণম্) ● সংস্কৃতে অনুবাদ করো : আমার নাম বিমল। (অধিগতং বোধভবনম্)

নিম্নে "প্রার্থনম্"— এই সংস্কৃত পদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি শিখন নকশার নমুনা তুলে ধরা হল। (সংশোধিত Bloom-এর Taxonomy অনুসারে);

বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্য	শিক্ষণকৌশল	মূল্যায়ন
● শিশু দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে, তাকে অদৃশ্য বা অসৎ বস্তু থেকে সত্য বা সৎ বস্তুর সাক্ষাতে নিয়ে যেতে। ● অন্ধকারের আবিলতা থেকে জ্যোর্তিমণ্ডল বা দীপ্তিলোকে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করেছে। ● মৃত্যুর করাল হাতছানি থেকে তাকে অমৃতলোকের পবিত্রতায় ত্রাণ করতে। ● এই সকল শুভর মধ্য দিয়ে শিশু তার মধ্যে দেবতার শুদ্ধতাকে আত্মস্থ করতে চেয়েছে।	● 'প্রার্থনম্' পদ্যটি কী বিষয়ক কবিতা শিক্ষার্থীরা তা স্মরণ করতে পারবে। (তথ্যগতং স্মরণম্) ● বিবিধ উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে চিহ্নিত করতে পারবে। (ভাবগতং স্মরণম্) ● "অসতো মা ... জ্যোতির্গময়"—শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করতে পারবে। (ভাবগতং বোধভবনম্) ● সংস্কৃত বাক্যরচনা করতে পারবে। (পদ্ধতিগতং সৃজনকরণম্) ● বিষয়গত এন সংশোধন করতে পারবে। (তথ্যগতং বিশ্লেষণম্) ● শিক্ষার্থীরা দেবনাগরী লিপিতে উপ-এককের অন্তর্গত শ্লোকগুলি লিখতে পারবে। (তথ্যগতং প্রয়োগকরণম্) ● সন্ধিবদ্ধ পদের সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারবে। (পদ্ধতিগতং বিশ্লেষণম্)	● শ্লোকদুটির বিষয়ের মূলভাবনা বোঝানোর জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন। ● আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর বিবিধ ধারণাকে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য করতে পারবেন। ● সংস্কৃত বা অন্য সমধর্মী উদ্ধৃতির সাহায্যে তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিষয়টি আলোচনা করতে পারবেন। ● অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্যে কিছু কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের অনুবাদ করতে সাহায্য করবেন। **শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ :** ● "বিশ্ব পিতা তুমি হে প্রভু ..." এই গানটি দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ। ● বিষয়বস্তু বোঝাতে তুলনামুলক উদ্ধৃতির চার্ট ব্যবহার। ● কঠিন শব্দ ও সন্ধিবদ্ধ শব্দসমূহ বোঝাতে বোর্ড ব্যবহৃত হবে।	● 'প্রার্থনম্' পদ্যটি কি বিষয়ক কবিতা? (তথ্যগতং স্মরণম্) ● সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে '✓' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করো। তমসো মা (দীপ্তিঃ/ আলোকম্/ জ্যোতিঃগময়। (ভাবগতং স্মরণম্) ● বঙ্গানুবাদ করো "অসতো ... ... জ্যোতির্গময়।। (ভাবগতং বোধভবনম্) ● সংস্কৃত ভাষায় বাক্যরচনা করো ঃ মা, গময় (পদ্ধতিগতং সৃজনকরণম্) ● ভ্রম সংশোধন করো। আবিরাবির্ম্মা বৈহি। (তথ্যগতং বিশ্লেষণম্) ● দেবনাগরী লিপিতে শ্লোক দুটি লেখো। (তথ্যগতং বিশ্লেষণম্) ● সন্ধিবিচ্ছেদ করো মৃত্যোর্মামৃতং গময় (পদ্ধতিগতং বিশ্লেষণম্)

Scanned with CamScanner

বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্য	শিক্ষণকৌশল	মূল্যায়ন
	● মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে কেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে। (ভাবগতং বোধভবনম্) ● সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে। (ভাবগতং বোধভবনম্) ● বিপরীততার্থক শব্দ শিক্ষার্থীরা লিখতে পারবে। (ভাবগতং প্রয়োগকরণম্)	**ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার :** ● বিবিধ কঠিন শব্দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করতে ব্যবহৃত হবে। ● বিবিধ সন্ধিবদ্ধ শব্দের বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হবে।	● মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা করা হয়েছে কেন ব্যাখ্যা করো। (ভাবগতং বোধভবনম্) ● সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করো। আমাকে আলোতে নিয়ে যাও। (আধিগতং বোধভবনম্) ● বিপরীতার্থক শব্দ লেখো। তমস ঃ (ভাবগতং প্রয়োগকরণম্)

❑ ২.৪.৩ শিখন নকশার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Learning Design) :

(১) **মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদান** (Psychological Teaching) : শিখন নকশা অনুযায়ী শিক্ষণের ফলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের নিয়ম মেনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ (Interest), প্রবৃত্তি (Attitude), সামর্থ্য (Ability) ইত্যাদি প্রকাশিত হবার পাওয়া ফলে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিখনের সুযোগ পায়।

(২) **পর্যায়ভিত্তিক শিখন** (Learning Step by step) : পূর্বার্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে পর্যায়ভিত্তিক শিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরিত হয় বলে তাদের আচরণগত শিখন সামর্থ্য তৈরি হয়।

(৩) **চিন্তার উন্নতি** (Development in Thinking) : শিখন নকশা প্রস্তুতির ফলে বিষয়সম্পর্কে স্বচ্ছতা তৈরি হয়, ফলে শিক্ষক/শিক্ষিকা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাঠদান করেন এবং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়।

(৪) **শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা** (Discipline in the Class) : স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য, পরিকল্পিত শিক্ষণ কৌশল, প্রাসঙ্গিক শিক্ষোপকরণ এর প্রয়োগের ফলে কোনো অনাবশ্যক বা

অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপস্থিতি ধরা পড়ে না। ফলে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও পাঠদানের আকর্ষণীয়তা এই দুই-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারেন। ফলে শ্রেণিশৃঙ্খলা বজায় থাকে।

(৫) **শিক্ষক/শিক্ষিকা আত্মমূল্যায়ন** (Self Evaluation of the Teacher) : শিখন নকশা প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা কতটা সাহায্যপ্রাপ্ত হল তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা আত্মমূল্যায়ন করে নিজের ভুলগুলি সংশোধন করে নিতে পারেন এবং তার ফলে তার শিক্ষণ প্রক্রিয়া আরও শাণিত হয়।

(৬) **শক্তি ও সময়ের রক্ষা** (Saving of Energy and time) : উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন নকশা রচিত ও প্রযুক্ত হয় বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় বলে সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার ঘটে।

❑ ২.৫ ভাষা শিক্ষণের আচরণগত ও নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য (Behavioural and Instructional Objectives of Language Teachings) :

উপরোক্ত তিনটি স্তরে সংস্কৃত-শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি ক্রমানুসারে আলোচনা করা যেতে পারে। (সংশোধিত Bloom'-এর Taxonomy অনুসারে);

(১) **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর**—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়গুলিতে এই স্তরেই শিক্ষার্থীর সংস্কৃত-ভাষাশিক্ষা শুরু হয়। তাই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ—

- সংস্কৃত বর্ণগুলির মৌলিক ধ্বনি-বৈচিত্র্য অনুসরণ করে নির্বাচিত সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যসমূহকে সুষ্ঠু উচ্চারণ সহকারে পড়তে ও লিখতে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপগুলি যথাযথভাবে বলতে ও লিখতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- শিক্ষা করা শব্দরূপ ও ধাতুরূপগুলি দিয়ে ছোটো ছোটো বাক্যরচনা করা। (পদ্ধতিগত/সৃজন)
- সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় সন্ধি ও কারক-বিভক্তির সহজ নিয়মগুলি বলতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যগুলির সংক্ষিপ্তসার মাতৃভাষায় লিখতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)
- ওই সকল গদ্য-পদ্যসমূহের তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা করতে পারা। (ধারণাগত / বোধ)
- পাঠ্যান্তর্গত বিভিন্ন সংস্কৃত পদের সংস্কৃত সমার্থক শব্দ ও বিপরীতার্থক শব্দ বলতে পারা। (অধিগত/বোধ)

Scanned with CamScanner

- সহজ ইংরেজি বা বাংলা অংশসমূহের সরলতম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে পারা। (অধিগত/বোধ)
- ভুল সংশোধন করতে পারা। (তথ্যগত/মূল্যায়ন)
- শূণ্যস্থান পূরণ করতে পারবে। (ধারণাগত/স্মরণ)।
- ক্রমানুযায়ী বাক্য সাজাতে পারবে। (তথ্যগত/বিশ্লেষণ)

(২) **মাধ্যমিক স্তর**—যেহেতু সংস্কৃত শিক্ষার এই স্তরে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর অপেক্ষা বিষয়ের গভীরতা কিছুটা বেশি, অতএব পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও এইস্তরে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি হবে—

- যথার্থ উচ্চারণবিধি অনুসারে অপেক্ষাকৃত কঠিন গদ্য ও পদ্যসমূহ পড়তে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির সূত্রগুলি এবং সমাস ও প্রত্যয়ের নিয়মগুলি বলতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- কারণসহ কারক-বিভক্তি নির্ণয় করতে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- ব্যাকরণের নির্বাচিত সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)
- বিভিন্ন কারকের সংজ্ঞা বলতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- ব্যাকরণের উপরোক্ত সূত্র/নিয়মগুলির উপযুক্ত দৃষ্টান্তপ্রদান করতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)
- সংস্কৃত বাক্যের বাচ্য পরিবর্তন করে বাক্যগুলিকে অন্যভাবে লিখতে পারা। (পদ্ধতিগত/বোধ)
- সরল সংস্কৃতে অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারা। (অধিগত/সৃজন)
- সন্ধি-বিচ্ছেদ ও সমাস-নির্ণয় করতে পারা। (পদ্ধতিগত/বিশ্লেষণ)
- বঙ্গানুবাদ করতে পারা। (ধারণাগত/স্মরণ)।
- সমধর্মী রচনার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে বার করতে পারা (ধারণাগত/প্রয়োগ)।
- বাক্য রচনা করতে পারা। (পদ্ধতিগত/সৃজন)।
- মূলবক্তব্য অনুসরণে সংকেতধর্মী রচনা তৈরি করতে পারা (অধিগত/সৃজন)।

(৩) **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর**— এই স্তরে প্রথম দুটি স্তরের তুলনায় সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়ের গভীরতা অনেকটাই বেশি। এ ছাড়া, এই স্তরের শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিচার-বিবেচনা-শক্তি এবং বিশ্লেষণধর্মী-ক্ষমতাও অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তাই এই স্তরে সংস্কৃত-শিক্ষার অতিরিক্ত উদ্দেশ্যগুলি হবে—

- কঠিন ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করতে পারা। (পদ্ধতিগত/প্রয়োগ)
- সেই সকল সাহিত্য পাঠ করে মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে পারা। (ধারণাগত/বোধ)

- পাঠ্যান্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা।
- প্রাচীন নগর-নদী-পর্বতাদির বর্তমানে মানচিত্রে অবস্থান বিষয়ে প্রকল্প রচনা করতে পারা। (ধারণাগত/বিশ্লেষণ)
- প্রকল্প রচনা করতে পারা। (অধিগত/সৃজন)
- বিভিন্ন সংস্কৃত-কবিগণের রচনাশৈলী সম্পর্কে সমালোচনামূলক মতামত জ্ঞাপন করতে পারা। (অধিগত/মূল্যায়ন)
- বেদ→মহাকাব্য→ কাব্য→ নাটকাদিসমৃদ্ধ বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ তথ্য-প্রদান করতে পারা। (তথ্যগত/স্মরণ)
- বিবিধ বিষয়ে সংস্কৃতে সংলাপ রচনা করতে পারা। (অধিগত/সৃজনম)
- নির্বাচিত উপএককের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বাংলা বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ করতে পারবে। (অধিগত/সৃজন)।

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম-এর শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ্যের ওপর Taxonomy of Educational Objectives নামক গ্রন্থটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে Bloom এবং তাঁর সহযোগিগণ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলির একটি Taxonomy (শ্রেণিকরণ) প্রস্তুত করেন। সেই Taxonomy অনুসারে শিক্ষামূলক আচরণগুলি তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকে, শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে মাত্রা (Domain) বলা হয়। সেগুলি হল—

১। প্রজ্ঞামূলক মাত্রা (Cognitive Domain)
২। অনুভূতিমূলক মাত্রা (Affective Domain)
৩। মনঃসঞ্চালক মাত্রা (Psychomotor Domain)

১। প্রজ্ঞামূলক মাত্রার অন্তর্গত উদ্দেশ্যগুলি হল—
(ক) জ্ঞানমূলক (Knowledge Based)
(খ) বোধমূলক (Understanding or comprehension Based);
(গ) প্রয়োগমূলক (Application Based);
(ঘ) দক্ষতামূলক (Skill Based);

এই উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে কিছু কার্যসম্পাদনমূলক ক্রিয়া (Action verb) ব্যবহার করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

একটি পদ্যের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে বলতে পারবে—

(ক) **জ্ঞানমূলক :**

- গদ্যটিতে প্রাপ্ত বাক্য ও বাক্যাংশ অন্য কোনো সংস্কৃত গদ্যপদ্যে শনাক্ত করে বলতে পারবে।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

- গদ্যটিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন চরিত্রের নাম স্মরণ করে বলতে পারবে।
- গদ্যটিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদের অর্থ স্মরণ করে বলতে পারবে।
- গদ্যটিতে প্রাপ্ত নীতিবাক্যটি স্মরণ করে বলতে পারবে।
- 'সুভাষিতানি' ইত্যাদি পদ্যের বিভিন্ন শ্লোক স্মরণ করে বলতে ও লিখতে পারবে।

(খ) **বোধমূলক :**

- নবপঠিত গদ্য/ পদ্যের বিভিন্ন অংশের/শ্লোকের বাংলা/ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে।
- গদ্যপদ্যের নামকরণের সার্থকতা বিচার করতে পারবে।
- গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।
- গদ্য/পদ্যের তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নবপঠিত গদ্যের/পদ্যান্তর্গত শ্লোকের সমধর্মী গদ্য/শ্লোকের দৃষ্টান্ত দিতে পারবে ইত্যাদি।

(গ) **প্রয়োগমূলক :**

- নবপঠিত গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদকে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।
- সংস্কৃত ব্যাকরণে পঠিত নিয়মাবলি প্রয়োগ করে নবপঠিত গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদের সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারবে, কারক-বিভক্তি নির্ণয় করতে পারবে এবং ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে পারবে ইত্যাদি।

(ঘ) **দক্ষতামূলক :**

- সংস্কৃত গদ্য/পদ্যের বিভিন্ন অংশকে/শ্লোককে দেবনাগরী লিপিতে লিখতে পারবে।
- দেবনাগরী লিপিতে গদ্য/পদ্যকে সুষ্ঠু উচ্চারণে পড়তে পারবে। ইত্যাদি।

২। **অনুভূতিমূলক :** শিক্ষার্থীরা নবপঠিত গদ্য বা পদ্যে প্রাপ্ত নীতি মেনে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। ইত্যাদি।

৩। **মনঃসঞ্চালনমূলক :** শিক্ষাবিদ ব্লুম এই মাত্রার শ্রেণিকরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেননি। তবে NCERT-এর R.H. Dave (1968) এবং Harrow (1972) মনঃসঞ্চালক মাত্রার যে শ্রেণিকরণ করেছেন সেটি অনুসারে বিদ্যালয় স্তরে শ্রেণিশিক্ষায় বিশেষভাবে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা খুব সহজসাধ্য নয়। তথাপি একটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হল, যেমন, নবপঠিত বিষয়কে শিক্ষার্থী কোনো ছকের বা চিত্রপটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।

২০০১ সালে লোরিন অ্যান্ডরসন (Lorin Anderson) এবং ডেভিড ক্র্যাথওল (David Krathwhole) Bloom-এর Taxonomy-এর সংশোধন করে 'A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessment' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তাঁরা যে পরিবর্তিত সংস্করণটি প্রকাশ করেন, সেটি Revised Bloom's Taxonomy (সংশোধিত ব্লুমের

ট্যাক্সোনমি) নামেই সমধিক পরিচিত। এই Taxonomy বা শ্রেণিকরণ শুধুমাত্র নির্ধারণ বা নিরূপণেই (Assessment) থেমে থাকে নি, এটি শিক্ষণ-শিখনে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। এই Revised Bloom's Taxonomy অনুসারে শিক্ষাগত আচরণমূলক উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নের উপযুক্ত অভীক্ষা পত্র রচনারও প্রয়োগ করা যায়। এই Taxonomy-এর মূল হল Taxonomic Table (শ্রেণিকরণ সারণি/তালিকা।)।

Revised Taxonomy অনুসারে Taxonomy Table (শ্রেণিকরণ সারণি) মূলত দুই মাত্রাবিশিষ্ট পদ্ধতি ব্যবস্থা (two dimensional system)। মাত্রা (demension) দুটি হল : (১) বৌদ্ধিক মাত্রা (Knowledge dimention) এবং
(২) প্রজ্ঞামূলক মাত্রা (Cognitive dimention)।

(১) **বৌদ্ধিক মাত্রা** (Knowledge dimension)-এর চারটি বিভাগ আছে—
(ক) তথ্যগত জ্ঞান (Factual knowledge)
(খ) ভাবগত বা ধারণাগত জ্ঞান (Conceptual knowledge)
(গ) পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural knowledge),
(ঘ) অধিগত জ্ঞান (Meta cognitive knowledge)।

(২) **প্রজ্ঞামূলক মাত্রা** (Cognitive dimension)-এর আবার ছটি বিভাগ আছে—
(ক) স্মরণ (remembering),
(খ) বোধভবন (understanding),
(গ) প্রয়োগকরণ (applying),
(ঘ) বিশ্লেষকরণ (analysing),
(ঙ) মূল্যায়নকরণ (evaluating) এবং
(চ) সৃষ্টিকরণ/সৃজন (creating)।

এক্ষেত্রেও মাত্রা বা উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট কিছু কার্যসম্পাদনমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমেই উল্লেখ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শ্রেণি অনুসারে তিনটি স্তরবিভাগ করা যেতে পারে—

(১) ষষ্ঠ থেকে অষ্টম—নিম্ন মাধ্যমিক স্তর
(২) নবম ও দশম—মাধ্যমিক স্তর এবং
(৩) একাদশ ও দ্বাদশ—উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।

যদিও বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত-শিক্ষার পঠন-পাঠন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে, তথাপি Revised Bloom's Taxonomy অনুসারে সংস্কৃত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি উপরোক্ত স্তরবিভাগের অনুসরণেই ক্রমপর্যায়ে আলোচনা করা হল।

Scanned with CamScanner

২.৬ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণ কৌশলসমূহ (Teaching strategies for Language Teaching Stragegies for Sanskrit Language) :

শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠদানের সময়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা গ্রহণ করা স্বাভাবিক হয়, শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সেই সকল কৌশলগুলি যথাযথভাবে অবলম্বন করতে হবে। যেমন—

(১) আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা পাঠদানকার্য করবেন।

(ক) **আলোচনা পদ্ধতি** (Discussion Method) : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। গতানুগতিক শিক্ষাব্যাবস্থার মতো শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক নয়। তাই সংস্কৃত গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণাদির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীকেও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। তিনি এককভাবে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বক্তৃতা না দিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়কে প্রকাশ করেন। এই পদ্ধতিই সংস্কৃত শিক্ষাক্ষেত্রে আলোচনা পদ্ধতি নামে পরিচিত।

(খ) **প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি** (Question-Answer Method) : সংস্কৃত গদ্য, পদ্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি সব বিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীও শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক প্রদর্শিত কৃষ্ণফলকের কার্যাবলিও প্রদীপনপত্রের সাহায্য নিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তরদানে সচেষ্ট হয়। এই পদ্ধতিই বর্তমানে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি নামে পরিগণিত হয়ে থাকে।

(২) বিষয় বোঝানোর ক্ষেত্রে আলোচনা ও বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

(ক) আলোচনা পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(খ) **বক্তৃতা পদ্ধতি** (Lecture Method) : সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যের এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের এককভাবে বক্তৃতার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষকের ভাষার স্বচ্ছতা, সাবলীল বাচনভঙ্গি স্বর প্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য এবং বক্তৃতাদানের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা ইত্যাদি থাকা যেমন বাঞ্ছনীয় তেমনই, তার বক্তৃতাদানে শিক্ষার্থীদের যাতে একঘেয়েমি না আসে সে ব্যাপারেও তার সচেতন থাকা আবশ্যক।

(৩) পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(৪) তাৎপর্যপূর্ণ অংশের আলোচনার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত অথবা অন্য ভাষার রচনা থেকে সমার্থক উদ্ধৃতির উত্থাপন করবেন। সংস্কৃত গদ্য বা পদ্য পাঠদানের সময় অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে যখন তুলনার মাধ্যমে আলোচনা

করা হয় তখন তাকে তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) বলা হয়।

(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের গদ্য বা পদ্যের অন্তর্গত কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করতে বলবেন। অনুবাদ পদ্ধতি (Translation method) অনুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকা নতুন নতুন সংস্কৃত পদ এবং পদসম্বলিত সংস্কৃত বাক্যাংশ কৃষ্ণফলকে লিখে শিক্ষার্থীর সহযোগীতায় মাতৃভাষায় তার অর্থ বের করে নিয়ে কৃষ্ণফলকে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা সেগুলি খাতায় তুলে নেবে।

(৬) অনুবন্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যাকরণের নিয়মাবলি আলোচনা করবেন। 'অনুবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়কে বন্ধনযুক্ত করা সুতরাং সংস্কৃত পদ্য, গদ্য ও ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভাষার সাহিত্য ও ব্যাকরণকে যখন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বা বন্ধনযুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় অনুবন্ধ পদ্ধতি (Co-relation method)।

(৭) পদ্যের বিষয়বস্তু বোধনের ক্ষেত্রে খণ্ডান্বয় পদ্ধতি অনুসৃত হবে। প্রতিটি শ্লোকের বিষয়বস্তু বোধনের জন্য শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি ও সংবাদ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্লোকের অন্বয়গুলিকে খন্ডখন্ড রূপে সজ্জিত করে তিনি বিষয়বস্তুর বোধনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। এভাবে এক্ষেত্রে খন্ডান্বয় পদ্ধতি (Prose – order method) অনুসৃত হবে।

(৮) ব্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচ্য পদ্যের/গদ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করবেন।

(৯) পদ্যপাঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্লেষ-সংশ্লেষ পদ্ধতি (Analysis-Synthesis method)। এই বিষয় অবলম্বন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃত গদ্যকাব্য শিক্ষণের সময়ে যদি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন এবং শিক্ষার্থীর এই সংক্রান্ত সকল জিজ্ঞাসার উত্তর সহানুভূতি ও প্রীতির সঙ্গে প্রদান করেন, তাহলে সংস্কৃত গদ্যকাব্য শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সার্থক হবে।

প্রথমে নির্দিষ্ট গদ্যটির পড়াবার ঠিক আগে শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের সেই অংশটি খুলতে বলবেন, যে অংশটি তিনি পড়াবেন। তারপর সেই নির্দিষ্ট অংশটি তিনি নিজে সরবে পড়বেন। সরব পাঠ দেওয়ার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা সুষ্ঠু উচ্চারণের সকল নিয়ম অনুসরণ করবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পঠনভঙ্গি ও উচ্চারণরীতি হবে স্পষ্ট এবং আদর্শমূলক। তাঁর কণ্ঠস্বর হবে সুমধুর ও স্পষ্ট। শিক্ষার্থী যাতে একাগ্রচিত্তে স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে আগ্রহসহকারে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সুষ্ঠু উচ্চারণরীতিসহ আদর্শ সরব পাঠ শ্রবণ করে, শিক্ষক সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

Scanned with CamScanner

তারপর শিক্ষক গদ্যটিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে একের এক এক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবে পাঠ করতে বলবেন। যথার্থ উচ্চারণরীতি সহযোগে ঠিকভাবে সরবপাঠ করছে কিনা, প্রত্যেকটি ধ্বনির যথার্থ স্বতন্ত্র উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে কিনা, যুক্তাক্ষরগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারছে কি না, তা শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে লক্ষ্য করবেন। ওই সময় যদি শিক্ষার্থী উপরোক্ত পর্যায়গুলির কোনোও একটিতে ভুল করে তাহলে শিক্ষক/শিক্ষিকা সেটি আলোচনাপূর্বক ব্যাখ্যা করবেন। এরপর গদ্যাংশটি আলোচনা, বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন ও অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করে দেবেন। এরপর কিছু চিত্তাকর্ষক ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে গদ্যাংশটির ভাবার্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন। এরপর কৃষ্ণফলকে গদ্যাংশের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, মূল বক্তব্য ইত্যাদিগুলি লিখে দেবেন।

(১০) ব্যাকরণ পাঠনের ক্ষেত্রে আরোহী-অবরোহী (Deductive-Inductive method) অবলম্বিত হয়। আরোহী পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত, প্রদর্শন করে তথ্যাদি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র তৈরি করা হয়।

অপরপক্ষে, অবরোহী পদ্ধতিতে যথার্থ প্রমাণ ও ব্যবহারের জন্য নির্মিত একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্রকে উপস্থাপিত করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয় এবং সূত্র বা নিয়ম প্রয়োগের স্থলগুলি দেখানো হয়।

✪ ২.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের শিক্ষণের ক্ষেত্রে ICON Design Model-এর প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Teaching Model for Language Teaching; Relevance of ICON Design Model for Teaching Sanskrit Language):

শিক্ষণ মডেল হল এমন একটি পরিবেশ রচনা সংক্রান্ত বিবরণ সম্বলিত পাঠদানপরিকল্পনা, যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা প্রতিক্রিয়া করে, উদ্দেশ্যমুখী আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম হয়। Bruce Joyce এবং Marsha Weil শিক্ষণ মডেল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন–

"A model of teaching is a plan or pattern that can be used to shape curriculum (long term courses of studies), to design instructional materials and to guide instruction in the classroom and other's settings."

অর্থাৎ শ্রেণি বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে, পাঠ্যক্রম, শিক্ষণবিষয়বস্তু, উপকরণ নির্ধারণের কাজে এবং সুষ্ঠু শিক্ষণ পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত পরিকল্পনাকেই বলা হয় শিক্ষণ মডেল (Teaching Models)।

শিক্ষণের কাজ একটি পরিকল্পিত কলা বিশেষ। এর অন্তঃপক্ষে তিনটি পর্যায় আছে–

(i) শিক্ষণ পূর্বপর্যায় তথা Pre-teaching phase.
(ii) সক্রিয়তার পর্যায় তথা Interactive phase.
(iii) শিক্ষণোত্তর পর্যায় তথা Post-Active Phase.

এদের মধ্যে, পাঠ-পরিকল্পনা রচনার করার কাজটি শিক্ষণপূর্ব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিতে যাওয়ার পূর্বে, শিক্ষণ সংক্রান্ত কী কী দায়িত্ব পালন করবেন তার বিবরণ থাকে এর মধ্যে। অন্যাদিকে শিক্ষণ মডেলে শিক্ষণের তিনটি পর্যায়েরই বিবরণ থাকে। এই দিক থেকে শিক্ষণ মডেল, পাঠ পরিকল্পনার থেকে অনেক বিস্তৃত।

আবার পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর নিজের বাস্তবমুখী কার্যাবলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কীভাবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করবেন, কীভাবে সহায়ক উপকরণগুলি ব্যবহার করবেন, তাই তাঁর মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শিক্ষণ মডেলে থাকে, এমন একটি আদর্শ সামগ্রিক পরিবেশের বিবরণ যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখনে অগ্রসর হতে পারে।

সুতরাং সবদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, "A teaching model hypothesis to the formation of a teaching theory which include description of curriculum planning, specify teachers-pupil interaction, instructional design to guide pupil and creation of overall environment for making teaching and learning effective.

শিক্ষণ মডেল রচনার মূল ভিত্তি হল, শিক্ষণের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিন্যাস। যেমন, বিষয়বস্তু (Subject Matter), শিক্ষকের দক্ষতা (Skill of the teacher), পাঠদান সংক্রান্ত নির্দেশনামূলক কার্যাবলি (Instructional role), শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক (Teacher-pupil Interpersonal Relationship), পরিবেশগত সুযোগসুবিধা (Environmental facilities), শিক্ষালয়গত কাঠামো (Institutional Infrustructure) – এই সবই মিলে পরিবেশ গঠিত। যেমন বিষয়বস্তুর নির্বাচন অনুযায়ী শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা, উপযুক্ত সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করবেন। এই পারস্পরিক ক্রিয়াগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

শিক্ষণ মডেলের নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন;

(১) শিক্ষণ মডেলে পরীক্ষালব্ধ ও সুসমঞ্জস তথ্যবিন্যাস থাকবে;
(২) শিক্ষণের পর যে আচরণগুলি (Behavioural outcomes) শিক্ষার্থীরা সম্পাদন করতে পারবে তার কথা পরিষ্কারভাবে বিবৃত থাকবে।
(৩) প্রত্যাশিত আচরণ কী ধরনের পরিবেশগত উদ্দীপনার (environmental stimulation) মধ্যে আসবে তা বিবৃত করতে হবে।
(৪) কী কী কৌশলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষণ পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটিত হবে তার নির্দিষ্ট বিবরণ দিতে হবে।
(৫) আদর্শ শিক্ষণ মডেলে, আচরণগত ফলশ্রুতির একটি মূল্যমান নির্বাচন করা হয় এবং তার বিবরণ দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

আদর্শ শিক্ষণ মডেলের তাৎপর্য হল,

(১) শিক্ষণ মডেল একাধারে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই নির্দেশনা দান করে। কী কী শিক্ষণকৌশলের মাধ্যমে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন তার নির্দেশ তিনি এখানে পেতে পারেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীরাও শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

(২) নির্দিষ্ট আচরণগত উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কী ধরনের পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন তার উল্লেখ থাকে শিক্ষণ মডেলে। সুতরাং কোন্ বিশেষ পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা যা বাস্তব দিক থেকে প্রয়োজন, তাই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

(৩) নির্দিষ্ট শিক্ষাসহায়ক উপকরণ, শিক্ষণ-কৌশল এবং সর্বোপরি শিক্ষণতত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

ICON Model-এর প্রবক্তা হলেন— Robert O. Mc.Chintock, John B. Block.

এই মডেলের সাতটি স্তর হল—

(১) **পর্যবেক্ষণ :** শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপকরণ পর্যবেক্ষণ করবে।

(২) **পূর্বজ্ঞানের থেকে প্রাসঙ্গিকীকরণ :** শিক্ষার্থীরা বিশদ ব্যাখ্যা ও যুক্ত তর্কের জন্য নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের পূর্বজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিকতাকে কাজে লাগাবে।

(৩) **প্রজ্ঞামূলক প্রশিক্ষণ :** শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, বিশদব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষিকার সহায়তার সংস্কৃত গদ্যপদ্য পাঠ, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশীলন ইত্যাদি কার্যগুলি সম্পাদন করবে।

(৪) **যৌথরূপে সংযোগস্থাপন :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পর্যবেক্ষণ, বিশদব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করবেন।

(৫) **ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ মাধ্যমেন উপস্থাপন :** শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণের ওপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের বিশ্লেষণাদির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য যুক্তি তৈরি করবে।

(৬) **বহুমাত্রিক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ :** বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষার্থীরা প্রজ্ঞামূলক নমনীয়তা অর্জন করবে।

(৭) **বহুমাত্রিকাভিব্যক্তি :** শিক্ষার্থীরা একই ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ-এর বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি দেখে চিন্তাধারার পরিবর্তনশীলতা অর্জন করবে এবং অর্জিত জ্ঞানের সঞ্চালনমূলক অনুকরণ করতে পারবে।

নমুনা ১

পাঠ পরিকল্পনা (ICON DESIGN MODEL)

বিদ্যালয়: —
শ্রেণি: — সপ্তমী
ছাত্রসংখ্যা —
সাধারণং বয়: —
সময়: —
দিবসাঙ্ক —

বিষয়: — সস্কৃত - গদ্যম্
এককম্ — অস্মাকং - বিদ্যালয়:

উপৈককানি	**পর্যায়-সংস্খা**
(i) অয়ম্ ... বিয়ম্ পঠাম্ :।	১
(ii) শিক্ষক - মহোদয়া: ... অতীব প্রিয়:।	১
	২

অদ্যকারস্য পাঠ: – তারকাচিহ্নিনাশং:

পূর্বজ্ঞানম্ —

- প্রকৃত মানুষ হতে গেলে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পূর্বে অবহিত।
- শিক্ষার অঙ্গন রূপে বিদ্যালয়ের ভূমিকার সঙ্গে তারা পূর্ব পরিচিত।
- শিক্ষালাভে পরিবারের মতো শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তারা জ্ঞাত।

উদ্দেশ্যানি —

- শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যালয়ের নাম স্মরণ করে বলতে পারবে।
- বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোকে বর্ণনা করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা জীবনে বিদ্যালয়ের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের বিদ্যালয়ের জীবনে নিয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবে।

উপৈককানুসারেন এককস্য সংক্ষিতা ধারণা —

- বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার পরিবেশকে জানা।

Scanned with CamScanner

- বিদ্যালয়ের চারধার সুরম্য পাকাবাড়ি ও অভ্যন্তরে আছে মনোরোম উদ্যান।
- উদ্যানে বিবিধ ফুল ফোটে।

প্রক্রিয়া	মূলবক্তব্যম্	বাস্তবায়নম্
পর্যবেক্ষণম্ 1) (Observation)	শিক্ষার্থীরা প্রকৃত পরিস্থিতিতে প্রকৃত বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত প্রদীপন পত্র, অনুকৃতি, নমুনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে।	শিক্ষিকা পাঠদানের পূর্বে বিদ্যা বিষয়ক একটি গান ও গানটির উপযোগী চিত্র সম্বলিত প্রদীনপত্র শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করবে।
পূর্বজ্ঞানাত্ প্রাসঙ্গিকীকরণম্ 2) (Contextualisation)	শিক্ষার্থীরা বিশদ ব্যাখ্যা ও যুক্তিতর্কের জন্য নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের পূর্বজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিকতাকে কাজে লাগাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ২/৩টি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে।	"সরস্বতী বিদ্যেবতী ..." গানটি শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিকা প্রশ্নগুলি করবেন এবং গানটির উপযোগী একটি চিত্র দেখাবেন– ● গানটিতে কোন্ দেবীর কথা বলা হয়েছে? ● তিনি কীসের দেবী? ● আমরা বিদ্যালাভের জন্য কোথায় যাই? এরপর পাঠ্যাংশের সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পাঠ্যাংশে মূল বক্তব্যগুলি লেখা হবে। **মূলবক্তব্যানি** ● বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে পরিবেশ বর্ণনা। ● বিদ্যালয়ের চারপাশের সুরম্য অট্টালিকা। ● বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে মনোরম উদ্যান। ● উদ্যানে বিবিধ ফুল প্রস্ফুটিত।
প্রজ্ঞামূলকং প্রশিক্ষণম্ 3) (Cognetive Apprenticeship)	শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, বিশদ ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষিকার সহায়তায় গদ্যপদ্য পাঠ,	শিক্ষিকা গদ্যাংশটির খবর পাঠদান করবেন ও ছাত্রীদের যথোপযুক্ত উচ্চারণ সহকারে ওই অংশটি পাঠ

প্রক্রিয়া	মূলবক্তব্যম্	বাস্তবায়নম্
	ব্যাকরণের অনুশীলন ইত্যাদি কার্যগুলি সম্পাদন করবে।	করতে সহায়তা করবেন। এরপর গদ্যাংশটির কঠিন পদগুলির অর্থ শিক্ষিকা প্রদীপনপত্রের সহায়তায় ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন ও গদ্যাংশে অর্থ উপলব্ধিতে তাদের সহায়তা করবেন। গদ্যের উপযুক্ত চিত্রের মাধ্যমে বিষয়ের মূলভাবের বোধনে সহায়তা করবেন। ● গদ্যে উল্লিখিত বিদ্যালয়ের নাম কী? ● বিদ্যালয়ের চারধারে কী আছে? ● বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কেমন উদ্যান আছে? ● বিকশন্তি' শব্দের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য কী? ● কেমন বিদ্যালয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে? এরপর প্রদীপনপত্রের মাধ্যমে গদ্যটির বিভিন্ন পদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবেন।
যৌথরূপেন সংযোগস্থাপনম্ 4) (Collaboration)	শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পর্যবেক্ষণ, বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।	চিত্র প্রভৃতির এবং গদ্যের বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধনের জন্য প্রশ্ন উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন– ● প্রথম প্রদর্শিত প্রদীপনপত্রের সঙ্গে গদ্যের উপযুক্ত চিত্রটির কী সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে?
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মাধ্যমেন উপস্থাপনম্ 5) (Interpretation construction)	শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণের ওপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের বিশ্লেষণাদির যথার্থ প্রমাণের জন্য যুক্তি তৈরি করতে।	কথং/কীদৃশং/কেন প্রকারেণ/ কীদৃশঃ ইত্যাদি ভাষার দ্বারা প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে অনুশীলনী প্রদত্ত হবে–

Scanned with CamScanner

প্রক্রিয়া	মূলবক্তব্যম্	বাস্তবায়নম্
		● বিদ্যালয়ের চারধারের পরিবেশ কেমন? ● বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরের পরিবেশ কী প্রকারে?
বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণম্ 6) (Multiple interpretation)	বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষার্থীরা প্রজ্ঞামূলক নমনীয়তা অর্জন করবে।	শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল তাদের মতামতগুলি অন্যান্য দলের সঙ্গে বিনিময় করবে এবং নিজেদের ধারণার সঙ্গে তুলনা করবে।
বহুমাত্রিকাভিব্যক্তি: 7) (Multiple manifestation)	শিক্ষার্থীরা এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি দেখে চিন্তাধারার পরিবর্তনশীলতার অর্জন করবে এবং অর্জিত জ্ঞানের সঞ্চালনমূলক মূল্য অনুধাবন করতে পারবে।	বহুমাত্রিক অভিব্যক্তির রূপায়ণ মূল্যয়নের উপযুক্ত প্রশ্নাবলি– ● ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ের ভূমিকার গুরুত্ব আলোচনা করো।

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

নমুনা ● ২

পাঠ পরিকল্পনা (ICON DESIGN MODEL)

বিদ্যালয়া: —
শ্রেণি: — সপ্তমী
ছাত্রসংখ্যা —
সাধারণং বয়: —
সময়: —
দিবসাঙ্ক —

বিষয়: — সস্কৃত - গদ্যম্
এককম্ — মহমানব: - বিদ্যালয়:

উপৈককানি	পর্যায়-সংস্খা
(i) ঈশ্বরচন্দ্র ... অভবত্।	১
(ii) সংস্কৃত ... বিরাজতে।	১
সমগ্রপর্যায়-সংখ্যা	২

অদ্যকারস্য পাঠ: - তারকাচিহ্নিনাশং:

পূর্বজ্ঞানম্ —
- ভারতের বিবিধ মহামানব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পূর্বে অবহিত হয়েছে।
- সমাজ সংস্কারে যেসব মনীষীর অবদান আছে শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত।
- নারী শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী মহাপুরুষ সম্পর্কেও পূর্বে জ্ঞাত হয়েছে।

উদ্দেশ্যানি —
- ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে ভাবনাকে শিক্ষার্থীরা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।
- ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ জীবনের বিভিন্ন অবদানকে স্মরণ করতে পারবে।
- শিক্ষাকর্মী হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের অবদানকে বিচার করতে পারবে।

উপৈককানুসারেন এককস্য সংক্ষিতা ধারণা —
- মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগহণ করেন।
- পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাদ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী।

Scanned with CamScanner

- সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করে সেই বিদ্যালয়েই অধ্যক্ষ হন।

প্রক্রিয়া	मूलवत्कव्यम्	वास्तवायनम्
पर्यवेक्षणम् 1) (Observation)	শিক্ষার্থীরা প্রকৃত পরিস্থিতিতে প্রকৃত বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত প্রদীপনপত্র, অনুকৃতি, নমুনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে।	শিক্ষিকা পাঠদানের পূর্বে মহামানবের একটি গান ও গানটির উপযোগী একটি মহামানবের চিত্র সম্বলিত প্রদীপনপত্র শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করবে।
पूर्वज्ञानात् प्रासङ्गिकीकरनम् 2) (Contextualisation)	শিক্ষার্থীরা বিশদ ব্যাখ্যা ও যুক্তি তর্কের জন্য নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের পূর্বজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিকতাকে কাজে লাগাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ২/৩টি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে।	'ওই মহামানব আসে...' গানটি শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিকা প্রশ্নগুলি করবেন এবং গানটির উপযোগী একটি চিত্র দেখাবেন— ● এই গানটি কার রচনা? ● মহামানব বলতে কাদের বোঝায়? ● কয়েকজন বাঙালি মহামানবের নাম লেখো। ● নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য কে কে উদ্যোগী হয়েছিলেন? এরপর পাঠ্যাংশের সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পাঠ্যাংশে মূল বক্তব্যগুলি লেখা হবে। **मूलवक्तव्यानि** ● মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ। ● মাতা ও পিতার পরিচয়। ● ছাত্রজীবন সম্বন্ধে জ্ঞান। ● কর্মজীবন সম্পর্কে ধারণা।
प्रज्ञामूलकं प्रशिक्षणम् 3) (Cognetive Apprenticeship)	শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, বিশদ ব্যাখ্যা, প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষিকার সহায়তায় গদ্যপদ্য পাঠ, ব্যাকরণের অনুশীলন ইত্যাদি কাজগুলি সম্পাদন করবে।	শিক্ষিকা সমগ্র গদ্যটির সরব পাঠদান করবেন ও ছাত্রীদের যথোপযুক্ত উচ্চারণ সহকারে ওই অংশটি পাঠ করতে সহায়তা করবেন। এরপর গদ্যাংশটির কঠিন পদগুলির অর্থ

প্রক্রিয়া	मूलवत्कव्यम्	वास्तवायनम्
		শিক্ষিকা প্রদীপনপত্রের সহায়তায় ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন। ও গদ্যাংশের অর্থ উপলব্ধিতে তাদের সহায়তা করবেন। এরপর শিক্ষিকা ছাত্রীদের কিছু বিষয়মুখী প্রশ্ন করবেন এবং গানের উপযুক্ত চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টির মূলভাবের বোধনে সহায়তা করবেন। ● ঈশ্বরচন্দ্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ● ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম কী? ● ঈশ্বরচন্দ্রের মাতার নাম কী? ● কোথায় তিনি বিবিধ শাস্ত্র পড়েছিলেন? ● পরবর্তীকালে তিনি কোথায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন? এরপর প্রদীপনের মাধ্যমে গদ্যটির বিভিন্ন পদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবেন।
यौथरूपेन संयोगस्थापनम् 4) (Collaboration)	শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পর্যবেক্ষণ, বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।	শিক্ষিকা শিক্ষাদানের পূর্বে প্রদর্শিত চিত্র প্রভৃতির সঙ্গে গদ্যের বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধনের জন্য প্রশ্ন করবেন— ● প্রথম প্রদর্শিত চিত্রের সঙ্গে গদ্যের উপযুক্ত চিত্রটির কী সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে?
व्याख्या विश्लेषण साध्यमेन उपस्थापनम् 5) (Interpretation construction)	শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণের ওপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের বিশ্লেষণাদির যথার্থ প্রমাণের জন্য যুক্তি তৈরি করবে।	कथं/कीदृशं/केन प्रकारेण/ कीदृशः— ইত্যাদি ভাষার দ্বারা প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে অনুশীলনী প্রদত্ত হবে—

Scanned with CamScanner

প্রক্রিয়া	মূলবৎকব্যম্	বাস্তবায়নম্
		● ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন কেমন ছিল? ● তাঁর ছাত্রজীবন কেমন ছিল?
বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণম্ 6) (Multiple interpretation)	বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষার্থীরা প্রজ্ঞামূলক নমনীয়তা অর্জন করবে।	শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দল তাদের মতামতগুলি অন্যান্য দলের সঙ্গে বিনিময় করবে এবং নিজেদের ধারণার সঙ্গে তুলনা করবে।
বহুমাত্রিকাভিব্যক্তি: 7) (Multiple manifestation)	শিক্ষার্থীরা এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি দেখে চিন্তাধারার পরিবর্তনশীলতার অর্জন করবে এবং অর্জিত জ্ঞানের সঞ্চালনমূলক মূল্য অনুধাবন করতে পারবে।	বহুমাত্রিক অভিব্যক্তির রূপায়ণ মূল্যায়নের উপযুক্ত প্রশ্নাবলি– ● নারীর উন্নতিতে ও শিক্ষার প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুত্ব আলোচনা করো।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

MINI TEACHING (अणुशिक्षणम्)

बिषय: – संस्कृत–पद्यम्

एककम् – विद्याप्रशस्ति : **ICON MODEL**

उपैककम्

१) विद्वत्वञ्च नृपत्वञ्च .....सर्वत्र पुज्यते॥

२) विद्यां ददाति .....सुखम्॥

३) ज्ञातिभिर्वर्यो .....महाधनम्॥

Scanned with CamScanner

सोपानम् (Steps)	मूलवक्तव्यम् (Procedure).	वास्तवायनम् (Procedural details)
१. पर्यवेक्षणम् (Observation)	শিক্ষার্থীরা প্রকৃত পরিস্থিতিতে প্রকৃত বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত প্রদীপন পত্র, অনুকৃতি, নমুনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে।	শিক্ষিকা পাঠদানের পূর্বে শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু চিত্রের পর্যবেক্ষণ কার্যে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।
२. पूर्वज्ञानात् प्रासङ्गिकीरणम् (Contextualisation)	শিক্ষার্থীরা বিশদ ব্যাখ্যা ও যুক্তি তর্কের জন্য নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ের পূর্বজ্ঞান ও প্রাসঙ্গিকতাকে কাজে লাগাবে।	লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীদেবীর ছবি সম্বলিত একটি প্রদীপনপত্র দেখিয়ে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন— ● ছবি দুটিতে কী দেখতে পাচ্ছো? ● ছবি দুটির বিশেষত্ব কী? এবার শিক্ষিকা বলবেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সরস্বতীদেবী, যিনি বিদ্যার জন্য এবং ধনের জন্য লক্ষ্মীদেবী সকলের কাছে পূজিত হন। এরূপ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে সংস্কৃত পদ্যের মাধ্যমে যেখানে তাঁরা তাঁদের গুণের দ্বারা সকলের কাছে পরিচিত এবং পূজিত হয়ে থাকবেন। পদ্যটির নাম হল 'বিদ্যাপ্রশস্তি'। তাহলে পদ্যের মূল বক্তব্যগুলি বলে নেওয়া যাক– ● রাজা স্বদেশে এবং বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। ● বিদ্যা→বিনয়→পাত্রত্ব→ধন→ধর্ম→সুখ। ● বিদ্যা→আত্মীয়দের মধ্যে অবন্টনযোগ্য চোরের দ্বারা অলভ্য দানের দ্বারা অক্ষয়।
३. प्रज्ञामूलकं प्रशिक्षणम् (Cognitive Apprenticeship)	শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ, বিশদ ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষিকার সহায়তায় গদ্যপদ্য পাঠ, ব্যাকরণের অনুশীলন ইত্যাদি কার্যগুলি সম্পাদন করবে।	এখানে শিক্ষিকা পদ্যের তিনটি শ্লোকের নিজে সুললিত উচ্চারণে সরব পাঠদান করবেন ও ছাত্রীদের যথোপযুক্ত উচ্চারণ সহকারে শ্লোকত্রয় পাঠ করতে সহায়তা করবেন। এরপর শ্লোকত্রয়ের কঠিন পদগুলির অর্থ ও সন্ধিবিচ্ছেদ শিক্ষিকা প্রদীপনপত্রের সহায়তায় ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন ও শ্লোকত্রয়ের অর্থোপলব্ধিতে তাদের সহায়তা করবেন। এছাড়া ছাত্রীদের কিছু বিষয়মুখী ও অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করবেন—

सोपानम् (Steps)	मूलवक्तव्यम् (Procedure)	वास्तवायनम् (Procedural details)
		● कथं विद्वान्। राजा च पूज्यते? (কেন বিদ্বান্ এবং রাজা পূজিত হন?) ● कस्मात् धर्मः भवति? (কিসের থেকে ধর্ম হয়?) ● सुखस्य मूलं किम्? (সুখের মূল কী?) ● 'विद्यारत्नं महाधनम्' इत्यत्र उक्तेन 'महाधनं' पदेन सह 'महद्धनं' पदस्य पार्थक्यं किम्? (বিদ্যারত্ন মহাধন—এই উক্তিতে 'মহাধনম্' পদের সঙ্গে 'মহদ্ধনম্' পদের পার্থক্য কী?)
४. यौथरुपेण संयोगस्थापनम् (Collaboratin)	শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পর্যবেক্ষণ, বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।	শিক্ষিকা পাঠদানের পূর্বে প্রদর্শিত ছবির সঙ্গে বিষয় সম্বলিত চিত্র প্রভৃতির ও পদ্যাংশের বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন প্রশ্ন উপস্থাপনের মাধ্যমে। ● এখানে যে দুজন দেবীর ছবি দেখেছ, শ্লোকত্রয়ের মধ্যে কোন্ শ্লোকে দুই দেবীরই কীভাবে মাহাত্ম্য প্রকাশিত হচ্ছে? → বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং সুখৈশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী। বিদ্যা থেকেই পর্যায়ক্রমে এসেছে যে ধন সেই ধনের পরিণতিতে সুখ আসে।
५. व्याख्याविश्लेषणमाध्यमेन उपस्थापनम् (Interpratation Construction)	শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণের ওপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের বিশ্লেষণাদির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য যুক্তি তৈরি করবেন।	कथं/कीदृशः/कीदृशी/कीदृशम्/केन रूपेण/केन प्रकारेण ইত্যাদি ভাষার দ্বারা তৈরি প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে অনুশীলনী প্রদত্ত হবে; ● कथं विद्वत्त्वेन सह नृपत्वं नैव तुल्यम्? (কেন বিদ্বানের সঙ্গে নৃপের তুলনা করা যায় না?) ● कथं विद्यारत्नं महाधनम्? (কেন বিদ্যারত্ন মহাধন?)
६. बहुमात्रिक व्याख्याविश्लेषणम् (Multiple interpretation)	বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে প্রত্যক্ষ করে শিক্ষার্থীরা প্রজ্ঞামূলক নমনীয়তা অর্জন করবে।	শীক্ষার্থীদের প্রতিটি দল অন্যান্য দলের সঙ্গে তাদের মতামত বিনিময় করবে এবং নিজেদের ধারণার সঙ্গে তুলনা করবে।

Scanned with CamScanner

সোপানম্ (Steps)	মূলবক্তব্যম্ (Procedure)	বাস্তবায়নম্ (Procedural eletails)
৩. বহুমাত্রিকা অভিব্যক্তি: (Multiple manifestation)	শিক্ষার্থীরা একই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বহুমাত্রিকাভি ব্যক্তি দেখে চিন্তাধারার পরিবর্তনশীলতা অর্জন করবে এবং অর্জিত জ্ঞানের সঞ্চালনমূলক অনুকরণ করতে পারবে।	এবার শিক্ষিকা বহুমাত্রিক রূপায়ণ মূল্যায়নের উপযুক্ত প্রশ্ন করবেন— ● বিদ্যা প্রকৃতই যে মহাধন—তা বিচার করো। ● বিদ্বান ব্যক্তি যে সর্বত্র পূজিত হন না বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তা যুক্তিসহকারে বিচার করো।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

একক ৩

ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা [Brief overview of Methods & Approaches of Language Teaching (As per language concerned)]

◈ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৩.১ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কৌশল (Methods and Approaches of Sanskrit Language Teaching)

৩.১.১ সংস্কৃতভাষা শিক্ষণ কৌশলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা (Concept, Characteristics, method, significance and limitations of teaching strategies of Sanskrit Language)

৩.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় প্রবেশের ধারাগুলি (Approaches to Language Teaching ; Approaches of Teaching Sanskrit Language)

৩.৩. সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়গত ক্ষেত্রের শিক্ষাদান, উদ্দেশ্যাবলি, প্রয়োজনীয়তা-এবং পদ্ধতি (Teaching, Different Content Areas objectives, Importance and Procedure)

৩.৩.১ গদ্য শিক্ষাদান (Prose)

৩.৩.২ কবিতা শিক্ষাদান (Poetry)

৩.৩.৩ নাটক (Drama)

৩.৩.৪ ব্যাকরণ শিক্ষাদান (Grammar)

৩.৩.৫ রচনা শিক্ষাদান (Composition)

৩.৪ সংস্কৃত বানান সমস্যা ও প্রতিকার (Sanskrit Spelling mistake–causes and method of correction)

Scanned with CamScanner

৩.১ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কৌশল (Methods and Approaches of Sanskrit Language Teaching) :

৩.১.১. সংস্কৃতভাষা শিক্ষণ কৌশলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা (Concept, Characteristics, method, significance and limitations; of teaching strategies of Sanskrit Language) :

◆ **ধারণা (Concept) :**

বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রতি এতদ্দেশীয় ছাত্রকুলের এক প্রকার অরুচি বা অনীহা আছে। সংস্কৃত পড়ার ঘন্টা তাদের অনভিপ্রেত। ক্লাসে অনেক ছাত্রই মন না দিয়ে, দুষ্টুমি করে, ঘণ্টাটি কাটিয়ে দিতে কতরকমের ফন্দী আঁটে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ বলেন সংস্কৃত ভাষার নীরসতা বা কাঠিন্য হল ছাত্রদলের এই আচরণের কারণ। এ যুক্তিতে কতটা সত্য আছে জানি না। কিন্তু আমার ধারণা সংস্কৃত ভাষা শেখানোর সর্বপ্রথম স্তরে শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটিও এর জন্য কম দায়ী নয়। সংস্কৃত পাঠদানের প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা এমন কোনো পাঠ দেবেন না। যাতে করে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের অরুচি বা অবহেলা গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে। শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ত্বে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক/শিক্ষিকা অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। শিক্ষণ পদ্ধতিকে একটু কৌশলে প্রয়োগ করতে পারলে সংস্কৃত শেখানোর নীরস পাঠ ও কেমন করে সরস হতে পারে সে বিষয়ে তাকে অবহিত হতে হবে।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত সুন্দরভাবে ও কত সার্থকভাবে বিভিন্ন বিষয় শেখানো যেতে পারে, তার জন্য আধুনিক কালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিরন্তর গবেষণার দ্বারা অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাজগতে নিত্যনূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার কোনোও বিরাম নেই। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে। আর তার ফলেই পুরাতন পদ্ধতি বর্জিত হয়ে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

◆ **বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics) :**

ভাষাশিক্ষা তথা সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত : ইন্দ্রিয়নিচয়ের সহায়তায় শিক্ষাদান (Instruction through the senses); প্রাথমিক স্তরে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তাকারী ইন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ ও রসনার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে করে নূতন ভাষার নূতন ধ্বনির ত্রুটিশূন্য গ্রহণ ও পুনরুদ্ধারকরণের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় (Complete awarness about correct reception and reproduction of the new sounds of the new words)।

Jaipur B. Ed. College

শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রথমে নূতন শব্দ যেমন 'ম' (ম) - এটির প্রকাশভঙ্গিমা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দেবেন। এক্ষেত্রে কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষিকা/শিক্ষক-এর উচ্চারিত শব্দ শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবে।

শিক্ষিকা এরপর কৃষ্ণফলকে ঐ নির্দিষ্ট শব্দটি লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা ঐগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, নিজেদের খাতায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে লিখে নেবে।

এইভাবে সংস্কৃতভাষার বিভিন্ন উপাদান অভ্রান্ত রূপে পুনরুদ্ধারকরণ করতে করাতে ছাত্রদের ভাষাপ্রীতি ক্রমশ বিকাশলাভ করবে।

দ্বিতীয়ত : জ্ঞান থেকে অজ্ঞাতে অগ্রসরণ (Proceeding form the known to the unknown) : এক্ষেত্রে পরিচিত পরিবেশ থেকে প্রাথমিক স্তরের মৌখিক কার্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। যেমন— পরিচিতি ক্রিয়াকলাপ— ''আমি যাই, 'সে লিখছে', 'সে পড়ছে' এই জ্ঞাত ক্রিয়াসমূহ যথাক্রমে 'গচ্ছামি', 'সঃ লিখতি', 'সঃ পঠতি' — এই অজ্ঞাত সংস্কৃত পদাদির দ্বারা পরিচিত বস্তু তথা, বই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই জ্ঞাত বস্তুসমূহ যথাক্রমে 'পুস্তকম্', 'বিদ্যালয়ঃ'- এই অজ্ঞাত সংস্কৃত পদাদির দ্বারা এবং আকাশ, মেঘ ইত্যাদি পরিচিত দৃশ্যাবলি 'নভঃ', 'জলধরঃ' ইত্যাদি অপরিচিত সংস্কৃত পদাদির দ্বারা প্রকাশ ঘটানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের পাঠসমূহ মূর্ত বা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়বস্তুর (Concrete topics) উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত : নূতন পদ্ধতিতে ব্যাকরণের উপরে সাহিত্যের স্থান দেওয়া হয়েছে (Giving preference to literature over grammar)। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার কতকগুলি প্রাথমিক তথা সহজ উপাদানের অবচেতনভাবে (Sub-consciously) আত্তীকরণ (assimilation) হয়ে যাওয়ার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই উপাদানগুলির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সাহিত্য থেকে ব্যাকরণকে বিচ্ছিন্ন না করে, বরং সংযুক্ত রেখেই, শিক্ষা দেওয়া হয় বলে ব্যাকরণপাঠ খুবই আনন্দদায়ক হয়।

চতুর্থত : শিশুর সহজাত শক্তির পূর্ণ বিকাশের অবকাশ দান (Giving full scope to children's innate powers) : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর সহজাত শক্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হয়। শিশুরা স্বাভাবিকভাবে অনুকরণপ্রিয়। তাদের আত্মপ্রকাশের সহজাত বাসনা থাকে। তারা করার মাধ্যমে শিখতে চায়। অনুকরণপ্রিয়তা তথা দেবনাগরী বর্ণ, পদ, বাক্য ইত্যাদির অনুলিখন, আত্মপ্রকাশেচ্ছা অর্থাৎ যে-কোনো বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত ভাষায় দু'চারটি কথা বলতে পারা অথবা দেবনাগরী অক্ষর অবলম্বন করে দু'চারটি বাক্য লিখনে সমর্থ হওয়া; আত্মসক্রিয়তা তথা সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন বিষয়ের উপর দলগতভাবে প্রকল্পমূলক কর্ম নিষ্পাদন, ক্রীড়াচঞ্চলতা অর্থাৎ ক্রীড়াভিত্তিক

Scanned with CamScanner

সংস্কৃতশিক্ষণ পদ্ধতি যেমন দলগতভাবে বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের উপর ভিত্তি করে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

পঞ্চমত : শ্রেণিকক্ষে সংস্কৃতের পরিবেশ সৃষ্টি (Creating sanskrit atmosphere in the class); শ্রেণিকক্ষে সংস্কৃতের পরিবেশ সৃষ্টির যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। প্রশোত্তর ও অন্যান্য বিষয় দ্বারা সংস্কৃতে কথোপকথনের মাধ্যমের এই পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। তার কথা বলার শক্তি বা দক্ষতা অর্জন করাই এরূপ মৌখিক কার্য বা কথোপকথনের মূল উদ্দেশ্য নয়, এর প্রধান ও শেষ উদ্দেশ্য হল ছাত্ররা যাতে সংস্কৃত সাহিত্য ভালোভাবে পড়তে ও বুঝতে পারে তার পথ প্রস্তুত করা বা প্রশস্ত করা।

সার্থক সংস্কৃত শিক্ষক নূতন শব্দ বা কঠিন বিষয় অনায়াসেই বা অল্পায়াসেই সহজ সরল সংস্কৃতে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন। সুপ্রযুক্ত শব্দ সহায়তায় সংস্কৃতের শিক্ষক/ শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন বিতরণ করবেন এবং সরল সংস্কৃত ভাষায় তার উত্তরদানে শিক্ষার্থীদিগকে উদ্বুদ্ধ করবেন। তবে, অপেক্ষাকৃত জটিল ও অতীব দুরূহ বিষয়গুলি মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করে দেবেন।

H.E. Palmer তাঁর The Principles of Language study বইতে বলেছেন, — "In the first place, he (student) must realise that language learning (within the scope of our definition) in an art and not a science; to become proficient in an art is to acquire the capacity for doing something; to bocome proficient in a science is to acquire knowledge concerning something. So long as the student treats language study as a science he will make little or no progress in the art of using language."

◆ **বৈশিষ্ট্যাবলি (Procedure) :**

সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা থাকা প্রয়োজন (thorongness in teaching)। আর এই পূর্ণাঙ্গতা আনয়ন করতে গেলে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা ভাষার বিভিন্ন দিকের উপর গভীর মনোযোগ ও যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। পরিমিতিবোধের (Sense of proportion) অভাব ঘটলে ভাষাশিক্ষা কখনওই সার্থক হতে পারে না।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বিশুদ্ধতা (accuracy) বজায় রাখা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ভাষায় মৌখিক ভাবে ও লৈখিকভাবে সুষ্ঠুরূপে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, তবে বুঝতে হবে সেই ভাষার উপর তার বেশ ভালো অধিকারই জন্মেছে।

উত্তম পাঠ (good reading) আবার নির্ভর করে নির্ভুল উচ্চারণ, সুর পরিবর্তন, যথাযথ স্থানে যতি সংস্থাপন এবং বাক্যস্থিত পদগুলির সুষ্ঠু বিন্যাসের ওপর। একইভাবে উত্তর লিখন (good writing) আবার নির্ভর করে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর, যথাযথ পঙক্তি সংরক্ষণ, একটি পদের সাথে অপর পদের এবং একটি বাক্যের সাথে অপর বাক্যের ব্যবধান রক্ষণ, সংস্কৃতভাষা ও দেবনাগরী অক্ষরের যথাযথ ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশন, যথাযথস্থানে যতি সংস্থাপন ইত্যাদির উপর।

এছাড়া আরও কয়েকটি ব্যাপারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে;

(ক) ধ্বনিবিজ্ঞান (Phoneties) সম্পর্কিত জ্ঞান যার মাধ্যমে সংস্কৃত ধ্বনিমালা ও বর্ণমালার উৎপত্তি, প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণালাভ হয়।

(খ) বর্ণশুদ্ধি (Orthography) সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ণে শ্রুত পদ-এর শুদ্ধ বানান কীভাবে বলতে ও লিখতে হয়, তা জানা যায়।

(গ) শব্দবিজ্ঞান (Etymology) সম্পর্কিত জ্ঞানের মাধ্যমে বিভিন্ন শব্দ ও ধাতুর সাথে বিভিন্ন বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে বিভিন্ন প্রকার পদনির্মাণ সম্পর্কে জানা যায়।

(ঘ) বাক্যরীতি বা পদবিন্যাস (Syntax) সম্পর্কিত জ্ঞান-এর মাধ্যমে বাক্যে পদের প্রয়োগবিধি, (Implementation), বাগ্‌ধারা (idioms), বাক্যাংশ (phrase), উপাদান-বাক্য (Clause) প্রভৃতি গঠন করতে হবে, সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া যায়।

(ঙ) বাগর্থবিজ্ঞান (Semanties)-এর মাধ্যমে কীভাবেই যা শ্রুত বা পঠিত বহুবিধ শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হয়, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

(চ) শিক্ষণীয় ভাষাকে ভাষার শব্দ (sound/letter), পদ (word), বাক্য (sentence), বাক্যাংশ (phrase), বাগ্‌বিধি (idioms), বাক্যগঠন কৌশল যাবতীয় বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে যাতে উপস্থাপিত হতে পারে, সে ব্যাপারে শিক্ষক/ শিক্ষিকাকে সচেতন থাকতে হবে। তা হলেই ভাষার ব্যবহার সম্মন্ধে ছাত্রদের ধারণা পরিষ্কার হবে, ভাষার বিভিন্ন উপাদান তাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করবে।

সবশেষে, শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রদত্ত পাঠগুলির পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা, পুনর্বিচার ও পুনরনুশীলন-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সুদৃঢ়করণ ঘটবে।

ভাষা শিক্ষাদানের এই নিয়মকে ইংরেজিতে বলা হয়— Multiple line of Approach বা complete method.

Scanned with CamScanner

◆ **গুরুত্ব (Importance) :**

ভাষাশিক্ষার দিক থেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতীয় প্রায় সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে ভারতে অন্যান্য ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হয়। শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হলে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা আছে। Formative বা গঠনমূলক শিক্ষার ব্যাপারেও সংস্কৃতের অবদান অপরিসীম।

(১) **ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব :** সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কারের পর থেকেই ভাষাতত্ত্ব আলোচনার জগতে বিশেষ স্থান লাভে সমর্থ হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল সংস্কৃত। **T. Burrow** বলেছেন— "The whole science of linguistics has come into existence as a result of the stimulus provided by he discovery of Sanskrit." সংস্কৃতের জন্যই ভাষাতত্ত্বের উৎপত্তি ও পরিপূর্ণতা সম্ভব হয়েছে এবং ভাষাতত্ত্বের জন্যই সমগ্র পৃথিবী হয়ে উঠেছে "বসুধা এব কুটুম্বকম্।" যেমন— একটি নির্দিষ্ট শব্দের ভিত্তিতে বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে—

মেধু (ইন্দো-ইওরোপীয়) > মধু (সংস্কৃত) > মদু (আবেস্তা) > মিদুস্ (লিমুয়ানীয়) > মেথু (গ্রিক) > মীড {mend - wine} (ইংরেজি)। গ্রিক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সাথে সংস্কৃতের তুলনামূলক আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আধুনিক যুগে আর্যগণের ধূসর বা অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়েছে।

○ **ভারতীয় ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব :** আধুনিক সুসমৃদ্ধ ভারতীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক প্রভাব, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের গতিবিধির পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পারা যায়।

যেমন— বাংলার বিভিন্ন তৎসম শব্দসমূহ, যথা— সূর্য, নদী, পুত্র, ভৃত্য ইত্যাদি মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে আগত। আধুনিককালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি কবিতার রসদ সংগ্রহ করেছেন সংস্কৃত মহাকাব্য 'মহাভারত' থেকে।

আবার, 'চন্দিরণ্' 'শাত্তিরম্' প্রভৃতি তামিল শব্দগুলি যথাক্রমে সংস্কৃত 'চন্দ্র', 'শাস্ত্র' এই প্রাতিপাদিকগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

অপরদিকে পঞ্জাব প্রদেশের ক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হল 'পঞ্জাব' কথাটি মূলত নিজেই একটি সংস্কৃত শব্দ। মূল পদ 'পঞ্চাচি'— অর্থাৎ পাঁচ জল তথা পাঁচটি নদীর মধ্যে যা বিদ্যমান তা পরবর্তীকালে ধ্বনি পরিবর্তিত 'পঞ্জাব' নামটি বহুল প্রচলিত হয়েছে। পঞ্জাবী সাহিত্য 'শিল্পধর্মগ্রন্থ'-এর বিখ্যাত উক্তি 'সতশ্রী অকাল' - সংস্কৃত উক্তি সত্যশ্রীঃ অকালঃ থেকে উদ্ভূত।

এদিকে আবার 'নীরু', 'দৃচ্চি' প্রভৃতি কন্নড় শব্দগুলি যথাক্রমে 'নীরম্', 'দৃষ্টি' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রতিপদিক থেকে উদ্ভূত। বিখ্যাত কন্নড় মহাকাব্য **রামায়ণ দর্শনম্** সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণকে অবলম্বন করেই বিরচিত।

আবার দেখা যায় যে, 'তেল', 'বাজ', 'সু', 'তস্', 'করবুন' ইত্যাদি কাশ্মীরি পদসমূহ যথাক্রমে 'তিলম্' 'বাজঃ', 'সঃ', 'তস্য', 'কুর্বাণঃ' ইত্যাদি সংস্কৃত পদ থেকে উদ্ভূত। এরকম আরও অনেক ভাষাগত বিবর্তনের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক ভারতীয় প্রাদেশিক তথা আঞ্চলিক তথা—

○ **মাতৃভাষা শিখন :** ভারতবাসীদের আধুনিক ভারতীয় ভাষা তথা যে যার মাতৃভাষা শিখতে হলে সংস্কৃতের জ্ঞান যে অপরিহার্য সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, উড়িয়া, পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের জননী হল সংস্কৃত। এই সকল দুহিতৃ স্থানীয় ভাষাসমূহের অক্ষর, গতিপ্রকৃতি বা বিকাশের ধারায় পার্থক্য দৃষ্ট হলেও সংস্কৃতের সাথে ভাব, বিষয়বস্তু, শব্দসম্ভার, ব্যাকরণ প্রভৃতির দিক দিয়ে ব্যাপক ও গভীর সাদৃশ্য আছে। এ ব্যাপারে Wood's Educational Despatch of 1854-এ বলা হয়েছে— "A knowledge of the Sanskrit Language the root of the vernaculars of the great of India, is more especially necessary to those who are engaged in the work of composition in those languages."

যেমন বাংলা ব্যাকরণের অধিকাংশ নিয়মকানুন সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে উদ্ভূত। যেমন, কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ এই ছয়টি কারকই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম থেকে আগত। কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে সংস্কৃত ব্যাকরণের সম্প্রদান কারকের পরিবর্তে বাংলা ব্যাকরণে নিমিত্ত কারককে গ্রহণ করা হয়েছে।

মহর্ষি অগস্ত্য-এর শিষ্য তৃণধূমাগ্নি **তোলকাপ্পিয়ম্** নামে যে কালজয়ী ব্যাকরণ গ্রন্থটি তামিল ভাষায় রচনা করেন সেটি শুধুমাত্র ব্যাকরণগ্রন্থ নয়, লক্ষণগ্রন্থ হিসেবেও তামিল সমাজে অভিষিক্ত হয়েছে। এটি ২৫০০ বছর আগে পাণিনির ব্যাকরণের সময়কালেই রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকরণের অনেক সূত্রে সংস্কৃতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়া নন্নয় ভট্ট প্রণীত আন্ধ্রশব্দ চিন্তামণি নামক তেলেগু ব্যাকরণগ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রচুর নিয়ম প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন— এখানে ইৎসংজ্ঞা লোপের কথা বলা হয়েছে।

অসমীয়া ব্যাকরণে আবার কারক আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের মতো এখানেও ছয় প্রকার কারকের প্রাধান্য আছে। কিন্তু আবার বাংলা ব্যাকরণের মতো সম্প্রদান কারক— এর স্থানে 'নিমিত্ত কারক' স্থান পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** তাঁর স্বরচিত 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "চারিটি ভাষাই (তামিল, তেলেগু,

Scanned with CamScanner

কানাড়ী ও মালয়ালম্) আবশ্যক মতো সংস্কৃত হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে, আধুনিক ভাষের প্রায় তাবৎ সংস্কৃত শব্দ, তামিল, মালয়ালম্, কানাড়ী, তেলেগু নির্বিচারে গ্রহণ করে, গঠন করে।.... সাধু বা সাহিত্যিক তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ ও তামিল ভাষা পড়ার সময় এই কয় ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের কল্যাণে উত্তর ভারতের হিন্দি, বাংলা, গুজরাটী ও মারাটী ভাষা ইহাদের আশ্রয়টি অনেকটাই বুঝিয়া লইতে পারিবে,....।"

○ **রাষ্ট্রভাষা হিন্দির সামাজিক গুরুত্ব :** জন্মলগ্ন থেকে হিন্দির শব্দসম্ভার সংস্কৃতের কাছে ঋণী তো ছিলই, তদুপরি তার শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ করার মানসে ভারতীয় সংবিধান সংস্কৃত থেকে প্রয়োজনীয় শব্দরাশি সংগ্রহ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছে"... for its (Hindi) vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages." তাছাড়া সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে দেবনাগরী অক্ষরের সাথে পরিচয় থাকলে হিন্দি শিক্ষার পথ যে সুগম হয়, সে কথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

◆ **সীমাবদ্ধতা (Limitations) :**

ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়—

প্রথমত : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তাতে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা-এর ক্ষেত্রে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এর উত্তরে বলা যায়— প্রথম দিকে একটু পরিশ্রম করে পাঠটীকা প্রস্তুত করে রাখলে ভবিষ্যতে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে প্রয়োজনমতো যৎসামান্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ছাড়া আর কিছু করতে হবে না।

দ্বিতীয়ত : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় সে ক্ষেত্রে একটি নূতন ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে যে মৌখিক আলাপ-আলোচনা করা হয় তাতে নূতন শব্দ বা বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থের বোধের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মনে একটা অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়। এর উত্তরে বলা যায়— শিক্ষক/শিক্ষিকা মৌখিক আদানপ্রদান-এর সময় সতর্কতার সাথে নূতন ভাষার শব্দাদি বিভিন্ন উপাদান উপস্থাপিত করেন এবং যিনি শিক্ষার্থীদের দ্বারা সেটির একাধিকবার অনুশীলন করিয়ে নেন, সেক্ষেত্রে এরূপ অসুবিধা দেখা দেয় না। তাছাড়া যখন কোনো অসুবিধা দেখা দেবে তখন তো মাতৃভাষায় অনুবাদ করে নূতন ভাষার অপরিচিত শব্দ বা বাক্যাংশ বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এত কিছু করা সত্ত্বেও যদি যৎসামান্য অস্পষ্টতা থেকেই যায়, তবে তার জন্য আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, উন্নত স্তরে অর্থাৎ যখন ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা হবে তখন ওই সমস্ত অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত : আর একটি অসুবিধা হল যে অনেক সময় মৌখিক আলাপ আলোচনার সময় ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর উপর নির্ভর করতে হয়। তা সে শব্দ ব্যবহারের দিক দিয়ে হোক আর বাক্য গঠনের ব্যাপারেই হোক— নিজের বুদ্ধি বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে কিছু করার সুযোগ হয় না বা পায় না।

এর উত্তরে বলতে হয়— যে-কোনো একটি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নূতন পদ্ধতিতে প্রথম দিকে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর উপর নির্ভর করতেই হয়। কারণ, প্রত্যেকটা ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞানঘটিত, শব্দ বা বাক্যগঠন সম্মন্ধীয়, পদবিন্যাস বিষয়ক এবং অন্যান্য আরও নানা বিষয়ক স্বকীয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে। শিক্ষার্থীকে ভাষা শিক্ষার প্রথম ধাপ থেকেই যদি তার নিজস্ব বোধশক্তির উপর নির্ভর করে চলতে বলা হয়, তবে, আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভাষার ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্মন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ হতে পারবে কি-না? অবশ্যই না। আর এইজন্যই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর নিপুণ পরিচালনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকতে হয়। একতা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রথম দিকে শিক্ষার্থীদের একমাত্র কর্তব্য হবে যে— শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর নিকট থেকে গ্রহণ এবং তার পুনরুদ্ধারকরণ (to receive and to reproduce)। এইভাবে ভিত্তি সুদৃঢ় হলে ভাষাশিক্ষার পথ সুন্দর ও সুগম হয়।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় প্রবেশের ধারাগুলি (Approaches to Language Teaching ; Approaches of Teaching Sanskrit Language) :

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত সুন্দরভাবে ও কত সার্থকভাবে বিভিন্ন বিষয় শেখানো যেতে পারে তার জন্য আধুনিক কালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিরন্তর গবেষণার দ্বারা অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষা-জগতে নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার কোনো বিরাম নেই। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে।

(১) **ইন্দ্রিয়নিচয়ের সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষাদান** (Teach through the senses) : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক— এই পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়ে থাকে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় বলে এদেরকে জ্ঞানের বা জ্ঞানার্জনের 'দ্বার' (gateways) বা 'উপায়' (means) বা 'করণ' (instrument) বলে হয়ে থাকে। ভাষা-জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা বিস্ময়কর!

ইন্দ্রিয়সমূহের সহায়তায় আমরা জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করি— এটা ঠিকই। কিন্তু কোনো ভাষার জ্ঞানলাভ করতে হলে অর্থাৎ কোনো ভাষা শিখতে হলে চক্ষু, কর্ণ, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়কে বিশেষ শিক্ষণে শিক্ষিত করে তোলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে— ঠিক যেমন বৃক্ষ ছেদনের পূর্বে আমরা কুঠারে শান দিয়ে থাকি তেমনি। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, ধ্বনিই (Sounds) যে-কোনো ভাষার মৌলিক উপাদান। আমরা যে অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে (বাক্যের মাধ্যমে) একটা সম্পূর্ণ ভাবকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করে থাকি সেই শব্দনিচয় কিন্তু ধ্বনির (sounds) প্রতীক (symbol) ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তাহলে ভাষার ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরূপ— আগে ভাব, তারপর ভাষা, তারপর বাক্য, তারপর শব্দ

Scanned with CamScanner

(word), তারপর অক্ষর (symbol-letter) এবং সর্বশেষ ধ্বনি (sounds) অর্থাৎ ভাব (idea) > ভাষা > বাক্য (sentence) > শব্দ (word) > অক্ষর (symbol i.e. letter) > ধ্বনি (sounds) ; অর্থাৎ মানুষের ভাষার প্রধান এবং প্রাথমিক উপাদান হল ধ্বনি। এই মৌলিক উপাদানকে অর্থাৎ ধ্বনিকে আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে থাকি। এই ধ্বনি গ্রহণের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই ধ্বনি-শ্রবণ ব্যাপারটা যাতে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় তার জন্য ভাষা-শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রতি প্রথম থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষণীয় ভাষার বিভিন্ন উপাদান গভীর মনোনিবেশের সাথে বার বার শ্রবণ করতে পারলে পরক্ষণেই ওই সকল শব্দাদি, উপাদান শিক্ষার্থীর পক্ষে সঠিকভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারণ করতে (reproduce) কোনোই অসুবিধা হয় না। পরিচিত বিষয়, বস্তু, ক্রিয়া, পরিবেশ প্রভৃতি ঘটিত অথচ শিক্ষণীয় নূতন ভাষার শব্দে প্রকাশিত শব্দগুলি যখন ছাত্র-ছাত্রীরা সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারণ করতে পারবে এবং এদের অর্থও সুন্দররূপে বুঝতে পারবে তখন নূতন ভাষা শেখার প্রতি তাদের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে— ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্ণ ও রসনার বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আবার ধ্বনির প্রতীক অক্ষরগুলিকে (letters) দেখার এবং লেখারও প্রয়োজন আছে। তাই চোখ ও হাতের দিকেও দৃষ্টি দিতে হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষণীয় ভাষার অক্ষরগুলি ভালোভাবে দেখে এবং সেগুলি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে লিখতে পারে সেদিকে শিক্ষক মহাশয়কে প্রথম থেকেই লক্ষ রাখতে হবে। ধ্বনির শ্রবণ (hearing) ও পুনরুদ্ধারকরণ (reproduction) এবং অক্ষরের পঠন (reading) ও লিখনের (writing) মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের নূতন ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এই প্রাথমিক প্রস্তুতি যত সুন্দর হবে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পথ তত সুগম হবে।

(২) **মূর্ত থেকে বিমূর্তে অগ্রসর হতে হবে** (Proceed from concrete to the abstract) : ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতির অর্থ হল এই যে, শিক্ষার্থীকে যখন নূতন ভাষার শব্দ (words) বা বাক্যাংশের (phrases) সঙ্গে পরিচয় করানোর চেষ্টা করা হবে, তখন সেগুলি যেন শিক্ষার্থীর পরিচিত বস্তু বা কর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়। যে বস্তু শিশু নিত্যই দেখছে— যে-কর্ম শিশু প্রত্যহ করছে, নূতন ভাষায় প্রযুক্ত শব্দ যদি সেই বস্তু-সেই কর্মঘটিত হয়, তবে সে সম্বন্ধে ধারণা করতে তার এতটুকুও অসুবিধা হয় না। আর ধারণা যখন স্পষ্ট হয় তখন নূতন ভাষায় সে ধারণার প্রকাশ তার মনে কুহেলী সৃষ্ট করতে পারে না। সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, যেন বস্তু ও বস্তুর ধারণা (idea) এবং এর বাঙ্ময় প্রকাশের মধ্যে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু সামঞ্জস্য থাকে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের সামনে পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমেই সবকিছু উপস্থাপিত করতে হবে। তা হলে শিক্ষণীয় ভাষায় শব্দ, শব্দের উচ্চারণভঙ্গি, বাক্য, বাক্যের গঠনশৈলী, সুর, স্বর

প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবচেতন মনে আপনা থেকেই একটা ছাপ (impression) পড়ে যাবে। এই ছাপ যত স্থায়ী ও নির্ভুল হবে ভাষা শিক্ষাও তত সফল হবে।

(৩) **জ্ঞান থেকে অজ্ঞাতে অগ্রসর হতে হবে** (Preoceed from the known to the unknown) : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে কোনো বিষয় পড়াতে গেলে তা যেন সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ থেকে নির্বাচন করা হয়। পাঠের ভাব বা বিষয়বস্তু যদি পরিচিত হয় তবে প্রকাশ নূতন ভাষায় হলেও অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু ভাব ও তার প্রকাশ অপরিচিত হলে পাঠ সফল হয় না।

(৪) **সরল থেকে জটিলে অগ্রসর হতে হবে** (Proceed from the simple to the complex) : পাঠ এমনভাবে সুসজ্জিত করতে হবে যেন তা ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর বা জটিলতর বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করে দেয়। পাঠসমূহের মধ্যে যদি একটা সুষ্ঠু সুন্দর ও নিয়ত ক্রম (gradation) অনুসৃত হয়, তবে ছাত্রদের স্থায়ী উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার উন্নতির জন্য প্রত্যেকটা পাঠ (lesson) যাতে ক্রম অনুসারী হয় সেদিকেও শিক্ষক মহাশয়ের লক্ষ রাখা উচিত।

(৫) **প্রকৃতি অনুসরণপূর্বক অগ্রসর হতে হবে** (Follow Nature) : সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরনের 'প্রকৃতির' দিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা লক্ষ রাখবেন— (ক) ছাত্রের প্রকৃতি ও (খ) ভাষার প্রকৃতি। ছাত্রদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, কথাবার্তা, খেলাধুলা, ভাবভঙ্গি, অনুকরণপ্রিয়তা, আত্মসক্রিয়তা প্রভৃতি ভালোভাবে লক্ষ করলে বুদ্ধিমান শিক্ষক/শিক্ষিকা কোন্ ছাত্রের প্রভৃতি কীরূপ তা বুঝতে পারেন। অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা মাত্রেই জানেন, খেলাধুলার মধ্যেই শিক্ষার্থীদের সহজাত গুণাবলি সবচেয়ে সুন্দর রূপেই প্রকাশ পায়। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি-সম্বন্ধে শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী হয়। এখানে একটা বিষয় সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করতে পারি— পৃথিবীর যে-কোনো শিশুই নিয়মিত ভাবে পড়াশোনা না করে বা নিত্য বিদ্যালয়ে না যেয়েই কী করে তিন-চার বৎসর বয়সেই দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভাব বা বিষয় সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য অনর্গল ভাবে মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে পারে? পিতামাতা, ভাইবোন বা অন্যান্য পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে শুনে বা শিখেই (reception) শিশু তার ওই মনোভাব প্রকাশ করে থাকে (reproduction)। শিশুর এই ব্যাপারের মূলে তার সহজাত অনুকরণ-প্রবণতা ও আত্মপ্রকাশ সহজাত বাসনা যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তা আমাদের বোঝা উচিত। শিশুর এই স্বাভাবিক শক্তি ও জন্মলব্ধ সামর্থ্যকে অন্য যে-কোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে— তা সে-ভাষা আধুনিকই হোক আর প্রাচীনই হোক। অর্থাৎ শিশু যেমন স্বাভাবিকভাবে মাতৃভাষা শেখে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই জন্মলব্ধ শক্তি ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই অন্য ভাষা শিখবে। সহজ কথায় শিশুর ভাষা শিক্ষা শিশুর প্রকৃতি-অনুসারী হবে। আর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই পদ্ধতিকেই মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব প্রকৃতিও বিচার করা দরকার। কোনো ভাষা শিক্ষার হলে তার বর্ণমালার (symbols letters) সাথে পরিচয় লাভের অনেক আগেই তার ধ্বনি (sounds) সাথে পরিচয় হওয়া দরকার— সেই ভাষায় লিখবার বা সেই ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক পড়বার ক্ষমতা অর্জন করার পূর্বেই সেই ভাষায় কথা বলার অভ্যাস গঠিত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষণীয় ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করার অনেক আগেই ওই ভাষা ভালোভাবে লিখবার ও বলবার যোগ্যতা ও দক্ষতার অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। যে-কোনো ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে ভাষার ইতিহাসের এই স্বাভাবিক স্তর-বিভাগ খুব যত্নের সাথে পালনীয়, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মাননীয়। নতুবা ভাষাশিক্ষাদানের ব্যাপারে সফলতা লাভ করা একেবারেই অসম্ভব।

সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে সর্বাগ্রে মৌখিক কার্য (oral work) করা উচিত। এই মৌখিক কার্যের দ্বারাই শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় ভাষার ধ্বনি-পরিচিত ঘটে। আর এই ধ্বনি-পরিচিতিই ওই ভাষা সুন্দরভাবে পড়বার ও সুষ্ঠুরূপে লিখবার পশ্চাৎপট রচনা করে। আর পঠনের ও লিখনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে সেই ভাষার বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা। আবার ভাষার উপাদান সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হলে ভাষার বিজ্ঞান (অর্থাৎ ব্যাকরণ) অধ্যয়নের কাজ সহজসাধ্য হয়। সুষ্ঠু ব্যাকরণ-জ্ঞান উচ্চতর সাহিত্যের অধ্যয়নে ও রসাস্বাদনে যথেষ্ট সহায়তা করে।

(৬) **করার মাধ্যমেই শিখতে হবে** (Learning by doing) : সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা একটা শিল্পবিদ্যা, (Art)— বিজ্ঞান নয় (not a science)। শিল্প বিদ্যার দক্ষতা সর্বদা অভ্যাসের (practice) উপরই নির্ভরশীল। কোনো ভাষা শিখতে গেলে সেই ভাষায় বারংবার কথা বলতে হবে। শিক্ষণীয় ভাষায় সরাসরি কথা না বললে তাতে কিছুতেই দক্ষতা লাভ করা যায় না। কোনো নূতন ভাষা শিখতে গেলে প্রথমে সেই ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করতে হবে। ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর নিকট থেকেই নূতন ভাষার শব্দাদি মনোযোগের সঙ্গে শুনবে— শুনে ভালোভাবে বলবে, পড়বে ও লিখবে। আর শিক্ষার্থীদের এই সক্রিয়তার মাধ্যমেই ভাষা শিক্ষার কাজ সহজভাবেই এগিয়ে চলবে। শিক্ষাবিজ্ঞানে এইভাবে শেখাকেই বলা হয়েছে করার মাধ্যমে শেখা (Learning by doing)।

দ্বিতীয়ত, ধ্বনি-শ্রবণই হোক আর শব্দ-শ্রবণ-লিখন-পঠন যা-ই হোক না কেন, নূতন ভাষা শেখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা যাতে সূচনা থেকেই সঠিক এবং নির্ভুল অভ্যাস-গঠনে যত্নপর হয়, সেদিকে ভাষা-শিক্ষক/শিক্ষিকা অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। নতুবা শিক্ষক/শিক্ষিকা যদি মনে করেন, দু'চারটি ভ্রান্ত অভ্যাস গঠিত হলে কোনো ক্ষতি নেই, কালক্রমে সবই শোধন হয়ে যাবে; তবে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন— শিক্ষার্থীদেরও নিদারুণ-ক্ষতি হবে। (শ্রবণ, পঠন, লিখন, পুনরুদ্ধারকরণ (reproduction), বোধ (understanding) প্রভৃতির বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষার্থীদের মনে একবার বদ্ধমূল হয়ে গেলে তা নির্মূল করা দুরূহ ব্যাপার। অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু trail and error-পদ্ধতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। কৃচিৎ ও কদাচিৎ ভ্রান্ত ধারণা শোধিত হতে পারে তবে ভাষা-শিক্ষক/শিক্ষিকার মনে রাখা উচিত যে, ভ্রান্ত ধারণার বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হওয়ার দিকে প্রবণতা বেশি। তাই ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত শিক্ষক **Harold E. Palmer** ভাষা-শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন—

> "It may be true some forms of inaccuracy in certain conditions tend to eliminate themselves int the course of time and practice, but it is certainly true that errors also tend to become habitual, and no psychologist has ever-maintained that the forming of bad habits is a necessary step towards the acquisition of good ones. We would lay stress on this point, for there seems to be a real danger in the misapplication of such terms as 'trial and error', 'the selection of the successful and the rejection of the unsuccessful efforts', 'practice makes perfect', etc. Misunderstanding on this point has caused may teachers to encourage, and many student to acquire, pidgin-speech, and consider it as the inevitable or even indispensable prelude to normal speech." —The Principles of Language-Study.

(৭) **পাঠ অবশ্য চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই** (Make lessons interesting) : আধুনিক শিক্ষাবিদেরা মনে করেন যে— যথার্থ শিক্ষা মূলত স্বয়ং-শিক্ষা (self-education) অর্থাৎ শিক্ষার্থী নিজের অন্তরের আকর্ষণেই শিখবে, শিক্ষক/শিক্ষিকা Frienc, Philosopher এবং Guide রূপেই কাজ করবেন মাত্র। কোনো শিক্ষার্থী নিজেই শিখতে আগ্রহী না হলে, তাকে কেহ-ই কোনো কিছু শেখাত পারে না। তাই শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল— শিক্ষার্থীদিগকে আগ্রহী করে তোলার জন্য পাঠদানকে সর্বপ্রকারে আনন্দদায়ক করা। পাঠদান কালে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর আচার আচরণ, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, উপস্থাপন, কৌশল প্রভৃতি এমন হওয়া উচিত যেন তা শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর প্রতি শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব উদ্দীপিত করে। নতুবা পাঠদান কার্য সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয়ত, পাঠের বিষয়বস্তু যদি শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বা পরিচিত বস্তু সম্বন্ধীয় হয়, যদি শিক্ষার্থীরা তাদের সাধ্যমতো নূতন ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, পাঠদানে যদি বৈচিত্র্য, নতুনত্ব প্রফুল্লতা, আমোদপ্রিয়তা, পরিচ্ছন্নতা, স্ফূর্তি থাকে, যদি তা শিক্ষার্থীদের মনে প্রীতিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ও ভক্তিপূর্ণ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করতে পারে, তবে ভাষা শিক্ষায় তারা নিশ্চয়ই আগ্রহী হয়ে উঠবে। আনন্দবিধান করেই আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে। কেননা— "What steam is to an engine, interest is to a lesson" (Prof. V.P. Bokil)।

Scanned with CamScanner

(৮) **শিক্ষাদানে পূর্ণাঙ্গতা থাকা চাই** (Thoroughness in teaching) : সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হওয়া দরকার। আর এই পূর্ণাঙ্গতা আনয়ন করে গেলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে ভাষার বিভিন্ন দিকের উপর গভীর মনোযোগ ও যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। পরিমিতি-বোধের (Sense of Proportion) অভাব ঘটলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কখনই সার্থক হতে পারে না।

সংস্কৃত শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে প্রথম থেকেই শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সর্বপ্রকার বিশুদ্ধতা (accuracy) মেনে চলতে হবে। সংস্কৃত ভাষার উপর পরিপূর্ণ অধিকার অর্জনের নিমিত্ত তাকে সুন্দর রূপে বলতে ও লিখতে শিখতে হবে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ভাষায় মৌখিকভাবে এবং লৈখিকভাবে সুষ্ঠুরূপে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে তবে বুঝতে হবে সেই ভাষার উপর তাঁর বেশ ভালো অধিকার-ই জন্মেছে। আর ভালোভাবে পড়ার অভ্যাস তো আছেই। উত্তম পাঠ (good reading) আবার নির্ভর করে নির্ভুল উচ্চারণ, স্বর-পরিবর্তন, যথাযথ স্থানে যতি-সংস্থাপন এবং বাক্যস্থিত পদগুলির সুষ্ঠু বিন্যাসের উপর। এছাড়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গতার জন্য ভাষার নিম্নলিখিত আরও কয়েকটা শাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে— **প্রথমত,** ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)— যে-মৌলিক উপাদান ধ্বনি নিয়ে ভাষার উৎপত্তি সেই ধ্বনির সৃষ্টি ও প্রকৃতি-পরিচিতি সমন্ধে ধ্বনিবিজ্ঞান আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। **দ্বিতীয়ত,** শুদ্ধবানান বা বর্ণশুদ্ধি (Orthography)—কীভাবে কর্ণে শ্রুত শব্দের শুদ্ধ বানান লিখতে হয়, বর্ণশুদ্ধির দ্বারা তা-ই জানা যায়। **তৃতীয়ত,** শব্দবিজ্ঞান (Etymology)— এই বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা বিভিন্ন শব্দ ও ধাতুর রূপ গঠন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। **চতুর্থত,** বাক্যরীতি বা পদবিন্যাস (Syntax)— কী উপায়ে বাক্যে পদের প্রয়োগ করতে হবে, কী উপায়ে বাক্য, বাগ্‌বিধি বা বাগ্‌ধারা (idioms), বাক্যাংশ (phrases), উপাদান-বাক্য (clauses) প্রভৃতি গঠন করতে হবে, বাক্যরীতি বা পদবিন্যাসে তা-ই আলোচিত হয়ে থাকে। **পঞ্চমত,** বাগর্থবিজ্ঞান (Semantics)— কীভাবে মানুষের মনের বিচিত্র ভাব ভাষায় বিচিত্র রূপে প্রকাশ লাভ করে— কীভাবেই বা শ্রুত বা পঠিত বহুবিধ শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হয়, সে-সমুদয় যে-বিজ্ঞানে আলোচিত হয় তা-ই বাগর্থ বিজ্ঞান। সংস্কৃত ভাষাশিক্ষক সংস্কৃত ভাষার উল্লিখিত দিক্‌গুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিতেই হবে।

সংস্কৃত ভাষাশিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে গেলে আরও একটা দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেটা হল— শিক্ষণীয় ভাষাকে অর্থাৎ ভাষার শব্দ (words), বাক্যাংশ (phrases), বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি (idioms), বাক্যগঠন কৌশল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়কে যুগপৎ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে। তা হলে ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার হবে— ভাষার বিভিন্ন

ebook.dascoaching.in

উপাদান তাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করবে। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের এই নিয়মকে ইংরেজিতে বলে— Multiple Line of Approach বা Complete Method।

উপরন্তু, যেন তেন প্রকারেণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে দিনের পাঠ (daily lesson) উপস্থাপিত করলেই শিক্ষক/শিক্ষিকার যাবতীয় কর্তব্য শেষ হয়ে গেল বা তিনি সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন— এরূপ ভাবা উচিত হবে না। ওই পাঠগুলির পুনঃপুনঃ পরীক্ষা, পুনর্বিচার ও পুনরনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা এর ফলে ভাষার যাবতীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হবে।

প্রসঙ্গত, একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ভাষা-শিক্ষক/শিক্ষিকা মাত্রেরই— তা তিনি আধুনিক ভাষার শিক্ষক/শিক্ষিকা হোন আর প্রাচীন ভাষার শিক্ষক/শিক্ষিকা-ই হোন— শিক্ষণীয় ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার, সুগভীর পাণ্ডিত্য থাকা চাই। শিক্ষক/শিক্ষিকার হৃদয়মন-তোষিকা বাক্‌পটুতা-ই (fluency) শিক্ষার্থীকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে— একথা যেন আমরা কোনোদিনই না ভুলি।

(৯) **আরোহী-পদ্ধতিতে শেখাতে হবে** (Teach inductively) : ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সর্বত্র সম্ভব না হলেও সুবিধামতো বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে 'আবিষ্কার-পদ্ধতি' (Heuristic Method) প্রয়োগের চেষ্টা করতে হবে। এটা, অবশ্য সত্য যে, প্রাথমিক স্তরে নূতন ভাষার শব্দ, বাক্য, বাক্যগঠন প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষক/শিক্ষিকার উপর নির্ভর করতে হয়। কেননা, নূতন ভাষার শব্দাদি বিভিন্ন উপাদান স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা তখনও সে অর্জন করতে পারেনি। এটাও সত্য যে, ব্যবহৃত নূতন শব্দ ও এর অর্থ সম্বন্ধে নূতন শিক্ষার্থীকে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করাও সম্ভব হয় না। কিন্তু সুপরিচিত বস্তু, বিষয় বা কর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করে যদি তাদের অর্থের অনুমান বা অনুসন্ধান করতে বলা হয় এবং শিক্ষার্থীদের সেই অনুমান বা অনুসন্ধান যদি সঠিক হয়, তবে তারা নূতন কিছু আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করতে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছ থেকে আরও কিছু নূতন জিনিস শিখতে চাইবে— জানতে চাইবে। প্রাথমিক স্তরে ছবি, প্রতিরূপ বা অনুকৃতি (model) প্রভৃতি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের নূতন ভাষায় নূতন শব্দগঠনেরও উৎসাহিত করা যেতে পারে। স্বচ্ছন্দ রচনা-লিখন, শিরোনাম-দর্শনে রচনা লিখন প্রভৃতির মাধ্যমে উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পারলেও আমাদের এই উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হতে পারে। তাছাড়া, শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনার ব্যাপার তো আছেই।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক/শিক্ষিকা যখন ব্যাকরণের উপর পাঠ দেবেন তখন শিক্ষার্থীর সম্মুখে অনেকগুলি বাক্য দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ওই দৃষ্টান্তগুলি থেকে ব্যাকরণের সাধারণ সূত্র নির্ণয় করতে পারে তার জন্য

Scanned with CamScanner

শিক্ষক/শিক্ষিক প্রয়োজনমতো যৎসামান্য সাহায্য করবেন— শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে সাধারণ-সূত্র নির্ধারণ করবে। আর এই সাধারণ সূত্রই তাদের নিকট নব-আবিষ্কারের আনন্দ বহন করে আনবে। ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যাপারে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর সেটা হল এই যে, যেন একেবারে প্রাথমিক স্তর ব্যাকরণ শিক্ষা না দেওয়া হয়। অধিকন্তু, মৌখিকভাবে শ্রেণিকক্ষে যে-সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে বা সাহিত্য-অধ্যয়নের মাধ্যমে যে-যে বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটেছে সেই সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই ব্যাকরণের পাঠটীকা রচনা করতে হবে। আর তা হলেই ব্যাকরণ-শিক্ষা তাদের কাছে আনন্দদায়ক হবে— সাধারণসূত্র নির্ধারণের প্রাক্কালে যে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রয়োজন সে বিষয়েও কোনো অসুবিধা হবে না।

(১০) **বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির অনুক্রম পরম্পরা অনুসরণ করতে হবে** (Proper gradation of both method and matter should be followed) : শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বুদ্ধি, আগ্রহ, মাতৃভাষার দক্ষতা প্রভৃতি সম্যগ্‌রূপে বিচার-বিবেচনা করে বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির একটা বিজ্ঞানসম্মত ক্রম শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। নতুবা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন— সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি ব্যর্থতা আসতে বাধ্য।

(১১) **প্রগতি-শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে হবে** (Order of Progression should be followed) : আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নিরন্তর গবেষণায় এটা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রগতি-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে প্রাচীনরা যে অভিমত পোষণ করতেন তা দোষযুক্ত এবং অযৌক্তিক। যেমন, প্রাচীন ধারণা ছিল- আগে বর্ণ পরিচয়, তারপর শব্দ, তারপর বাক্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রগতির আধুনিক মনস্তত্ত্বসম্মত ক্রমটা এইরূপ— প্রথম পরিস্ফুট উচ্চারণ (articulation)— তারপর কথা বা ভাষা (speech)— তারপর পঠন- তারপর লিখন। অনুরূপ ভাবে— আগে বাক্য, তারপর শব্দ আর শব্দের পরই বর্ণ পরিচয়। আগে ভাষার ব্যবহার শিখতে হবে— তারপর তার নিয়ম শেখার আয়োজন অর্থাৎ ব্যকরণ অধ্যয়ন। যিনি ভাষার শিক্ষক এবং শিক্ষিকা হবেন তাঁর আধুনিক মনোবিজ্ঞান উদ্ভাবিত এই প্রগতি ক্রম-সম্বন্ধে সম্যগ্‌জ্ঞান থাকা একান্তই আবশ্যক।

নূতন ভাষায় কথাবার্তা বলে শ্রেণিকক্ষে নূতন ভাষারই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, নূতন ভাষা শেখার সময় যদি প্রয়োজনমতো এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে মাতৃভাষার ব্যবহার করা যায় তবে সুফলই পাওয়া যায়।

৩.৩. সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়গত ক্ষেত্রের শিক্ষাদান, উদ্দেশ্যাবলি, প্রয়োজনীয়তা-এবং পদ্ধতি (Teaching, Different Content Areas objectives, Importance and Procedure) :

☐ ৩.৩.১. সংস্কৃত গদ্য শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য (Prose) :

সংস্কৃত গদ্যকাব্যের কথা, আখ্যায়িকা প্রভৃতি পাঁচটি বিভাগের সম্বন্ধেও আলংকারিক ও কবিদের বহু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত গদ্য পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে গদ্যের সেই সব বিভাগ আমাদের আলোচ্য নয়। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য আমরা অন্যভাবে গদ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারি। সংস্কৃত গদ্য সাধারণত পাঁচ ধরনের হতে পারে—

(১) বর্ণনামূলক,
(২) জীবনীমূলক,
(৩) অভিনয়মূলক,
(৪) কাহিনীমূলক এবং
(৫) প্রবন্ধ বা রচনামূলক।

উদ্দেশ্য— গদ্য যে ধরনেরই হোক না কেন গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলি মোটামুটি একই রকম—

- ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো।
- সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো।
- পঠনীয় বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো।
- সঠিক উচ্চারণ সহযোগে উচ্চস্বরে সংস্কৃত গদ্য পাঠে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলা।
- নতুন সংস্কৃত পদাদি অধিগত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- পঠনীয় বিষয়বস্তুর রসাস্বাদন করে শিক্ষার্থী যাতে সাহিত্যের আনন্দোপভোগে সমর্থন হয় সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- গদ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃতের প্রতিটি বাক্য এবং অংশ পড়ে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারে সেই বিষয়ে তাকে সাহায্য করা।
- গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাতে নতুন নতুন সংস্কৃত পদসমষ্টি, বাগ্‌ধারা ও প্রবাদসমূহ আয়ত্ত করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা।
- গদ্য পাঠের অবকাশে শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃত গল্পাদি নীরবে পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে এবং অনুবাদ, রচনা প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করা।

Scanned with CamScanner

(৭) **অনুবাদ পদ্ধতি :** অনুবাদ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকার নতুন নতুন পদ এবং পদ সম্বলিত বাক্যাংশ কৃষ্ণফলকে লিখে শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় মাতৃভাষায় তার অর্থ বের করে নিয়ে কৃষ্ণফলকে দেন এবং শিক্ষার্থী সেগুলি খাতায় তুলে নেয়।

(৮) **অনুবন্ধ পদ্ধতি :** অনুবন্ধ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয়কে বন্ধনযুক্ত করা। সুতরাং সংস্কৃত পদ্য, গদ্য ও ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভাষার সাহিত্য ও ব্যাকরণকে যখন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বা বন্ধনযুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন সেই পদ্ধতিকে বলা হয় অনুবন্ধ পদ্ধতি।

◆ **গদ্য পাঠদানের প্রক্রিয়া :**

সংস্কৃত গদ্য পাঠদান কালে সম্পূর্ণ গদ্যটিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি একক রূপে গ্রহণ করবেন। এককটি যদি একদিনের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ এককটির পাঠদান নির্দিষ্ট দিনে হবে কিন্তু যদি এককটি একদিনের পাঠ্যের অতিরিক্ত বিষয় হয় তাহলে শিক্ষক/শিক্ষিকা এককটিকে বিষয়ানুসারে কয়েকটি উপ-এককে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক দিনের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন।

প্রথমে একদিনের পাঠ্য একক বা উপ-এককটিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা সুষ্ঠু উচ্চারণে যতি অনুসারে সরব পাঠ দেবেন। তারপর একক বা উপ-এককটিকে আবার কয়েকটি উপ-এককে বিভক্ত করে বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে দিয়ে সেগুলি সরব পাঠ করাবেন এবং প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণের ত্রুটি তিনি সংশোধন করে দেবেন।

তারপর ছোটো ছোটো প্রতিটি উপ-এককের অন্তর্গত কঠিন পদগুলির অর্থ ও বাক্যাংশের অর্থ কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে অথবা প্রদীপন পত্রের সাহায্যে আলোচনা করে দেবেন। এক্ষেত্রে শব্দাদির বোধনের জন্য প্রকাশন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি উপ-এককের বিষয়বোধকে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। এক্ষেত্রে তিনি সংবাদ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করবেন।

কোনো গভীর বিষয়ের বোধনের জন্য প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকা বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

তাৎপর্যপূর্ণ অংশের আলোচনার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত অথবা অন্য ভাষায় রচনা থেকে সমার্থক উদ্ধৃতির উত্থাপন করবেন।

প্রতিটি পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত উপ-এককের বিষয় বোধে শিক্ষার্থীরা কতটা সমর্থ হয়েছে তা জানার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু অংশ নিয়ে অনুবাদ করতে বলবেন।

পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত উপ-এককগুলিতে শিক্ষার্থীদের পরিচিত ব্যাকরণের নিয়মাবলি তিনি অনুবন্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষ্ণফলকে অথবা প্রদীপন পত্রের সাহায্যে আলোচনা করে দেবেন।

এইভাবে গদ্যের একদিনের পাঠ সমাপ্ত হলে শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই পাঠ্যাংশের উপর মূল্যায়নের জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন এবং পরে গৃহকাজের জন্য কিছু প্রশ্ন দেবেন।

☐ ৩.৩.২ কবিতা শিক্ষাদান (Poetry) :

পদ্য বা কবিতা বা কাব্যকে ইংরেজিতে Poetry বলা হয়। Poetry বলতে তাই বুঝায় যা চমৎকারত্বযুক্ত। চমৎকার হল আনন্দবিশেষ, যা কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়। বাস্তব জগতের ঘটনাবলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি সৃষ্টি করেন কাব্য। কিন্তু বাস্তবের ঘটনাবলিকে আমরা কাব্য বলতে পারি না। তার কারণ, কাব্যের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকে, যার একান্ত অভাব দেখা যায় কাব্যের উপাদানগুলির মধ্যে। বাস্তবের ঘটনাবলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে বাস্তবাতিরিক্ত এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করেন বা সংযোজন করেন, যার সাহায্যে বাস্তবের ওই ঘটনাবলিই সহৃদয় সামাজিক বা পাঠকের কাছে সজীব হয়ে ওঠে। এই অতিরিক্ত বস্তুটিকেই বলা হয় কাব্যের প্রাণ। আনন্দবর্ধনের মতে, "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্বঃ।"

শরীরের সাথে প্রাণের যেমন সম্পর্ক, কাব্যের সাথে রসেরও সেইরূপ সম্পর্ক। প্রাণ ছাড়া শরীর যেরকম অচল, সেই রকম রস ছাড়া কাব্যের কাব্যত্বই থাকে না। রসই কাব্যের প্রধান উপজীব্য; রসই কাব্যের মূল। কাব্যপাঠের আনন্দ কেবল অর্থবোধের আনন্দ নয়, এই আনন্দ হল রসাস্বাদের আনন্দ। তাই আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে, "....স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতৈ রসঃ।"

পদ্য নবযুবতী সুন্দরী প্রেমিকা, যে প্রেমিকের প্রেমার্ণবে নিজেকে নিমজ্জিত করে, প্রেমিকের হৃদয়ের সাথে নিজের হৃদয়কে যুক্ত করে নিজের পৃথক অস্তিত্বকে কল্পনা করতে সক্ষম। প্রেমের কবি অমরুর ভাষায়, " নু কিং মনসি কিং লীনা বিলীনা নু কিম্।"

◆ **সংস্কৃত পদ্যশিক্ষণের উদ্দেশ্য :**

সংস্কৃত পদ্য পাঠদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পদ্য কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণের প্রদত্ত দু'একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করতে হয়; যথা—আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—"বাক্য রসাত্মকং কাব্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ"। আচার্য ভামহ বলেছেন—"শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"। আচার্য জগন্নাথ বলেছেন—"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।" সুতরাং, অর্থযুক্ত শব্দের সমাহারে যা হৃদয়ে রসের অনুভূতি জাগায়, তাকেই আমরা পদ্য কাব্য বলে থাকি।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত পদ্য পাঠদানের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

- যথার্থ উচ্চারণ রীতি অনুসরণ করে সরবে কবিতা পাঠ করতে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
- একক বা ঐক্যবদ্ধভাবে কবিতা আবৃত্তি করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।
- কবিতার প্রতি শিক্ষার্থীর গভীর আন্তরিক প্রীতি জাগানো।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে একাত্মতা-বোধ জাগানো।
- শিক্ষার্থীকে কবিতার রসাস্বাদনে সাহায্য করা।
- কবিতার ধ্বনিচিত্র, ভাবচিত্র, ছন্দ, অলংকার, রীতি ও শৈলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা।
- শিক্ষার্থীর অনুভূতিগত দিকটির যথাযথ বিকাশসাধনে সাহায্য করা।
- সর্বোপরি পদ্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃতের প্রতিটি বাক্য এবং অংশ পড়ে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারে সেই বিষয়ে তাকে সাহায্য করা।

◆ **সংস্কৃত পদ্যশিক্ষণের পদ্ধতি :**

পাঠটীকা রচনা এবং শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারে বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত পদ্য পাঠদানের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যথা—

(১) সংবাদ পদ্ধতি,
(২) প্রশ্নোত্তর আলোচনা পদ্ধতি,
(৩) বক্তৃতা পদ্ধতি,
(৪) অনুবাদ পদ্ধতি,
(৫) তুলনামূলক পদ্ধতি,
(৬) খণ্ডান্বয় পদ্ধতি,
(৭) ব্যাস পদ্ধতি,

● **পদ্যপাঠদান প্রক্রিয়া :** সংস্কৃত পদ্য পাঠদানকালে শিক্ষক/শিক্ষিকা সম্পূর্ণ পদ্যটিকে একটি এককরূপে গ্রহণ করবেন। এককটি যদি একদিনের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সম্পূর্ণ এককটির পাঠদান নির্দিষ্ট দিনে হবে; কিন্তু সংস্কৃত পদ্যে সাধারণত একটি এককে কমপক্ষে পাঁচটি শ্লোক অবশ্যই থাকে। সুতরাং, কোনো এককই একদিনের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

এবার এককটিকে দু'দিন অথবা তিন দিনের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করে দুটি বা তিনটি উপ-এককে বিভক্ত করে নিতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট দিনের পাঠ্য উপ-এককের অন্তর্গত প্রতিটি শ্লোককে পুনরায় **উপ-এককের উপ-এককে** বিভক্ত করে নিতে হবে।

সংস্কৃত পদ্য পাঠদানের ক্ষেত্রে বিষয়ের উপযোগী চিত্র, প্রদীপনপত্র ইত্যাদি বিশেষ, উপকরণসমূহ এবং কৃষ্ণফলক, সুধাখণ্ড (চক), মার্জনী (ডাস্টার), মাপনী (স্কেল), নির্দেশক

দণ্ড-(Pointer) ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষের সাধারণ **উপকরণ**গুলিও প্রয়োজনানুসারে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা একদিনের পাঠ্য সম্পূর্ণ উপ-এককটিকে শুদ্ধ উচ্চারণে ছন্দ ও যতি অনুসারে সরবে পাঠ করবেন। তারপর, বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে দিয়ে প্রতিটি শ্লোক (বা উপ-এককের উপ-একক) সরবে পাঠ করাবেন এবং প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণে ত্রুটি তিনি সংশোধন করে দেবেন। সুন্দরভাবে শ্লোকগুলি তিনি নিজে আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করতে সাহায্য করবেন।

এরপর প্রতিটি শ্লোক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকান্তর্গত কঠিন পদগুলির **অর্থ** ও বাক্যাংশের অর্থ কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে অথবা প্রদীপনপত্রের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা আলোচনা করে দেবেন। এক্ষেত্রে শব্দাদির অর্থবোধনের জন্য সংবাদ পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

প্রতিটি শ্লোকের বিষয়বস্তু বোধনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি ও সংবাদ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্লোকের অন্বয়গুলিকে খণ্ড-খণ্ড রূপে সজ্জিত করে তিনি বিষয়বস্তুর বোধনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। এভাবে এক্ষেত্রে খণ্ডান্বয় পদ্ধতিটিও অনুসৃত হবে।

শ্লোকান্তর্গত গভীর বিষয়ের বোধনের জন্য প্রয়োজনানুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকা বক্তৃতা পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকের বা শ্লোকাংশের আলোচনার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত অথবা অন্য ভাষার রচনা থেকে সমার্থক উদ্ধৃতির উত্থাপন করবেন।

শ্লোকগুলির বিষয়বোধে শিক্ষার্থীরা কতটা সমর্থ হয়েছে। তা জানার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা অনুবাদ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি শ্লোক অনুবাদ করতে বলবেন এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি ত্রুটি সংশোধন করে দেবেন।

আলোচ্য কবিতার সঙ্গে যে সকল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে, শিক্ষক/শিক্ষিকা ব্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করে সেই সকল বিষয়গুলিও কবিতাটির সঙ্গে কীভাবে অন্বিত, তা আলোচনা করবেন।

এইভাবে, পদ্যের একদিনের পাঠ সমাপ্ত হলে শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই পাঠ্যাংশের ওপর মূল্যায়নের জন্য কিছু প্রশ্ন করবেন এবং পরে গৃহকাজের জন্য কিছু প্রশ্ন দেবেন।

❑ ৩.৩.৩ নাটক (Drama) :

◆ **নাট্যশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা** (Importance of Teaching Drama) :

প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকগণ সাহিত্যের সামগ্রিক বিষয়কে দুটি প্রধান শ্রেণিকে বিভক্ত করেছেন-দৃশ্য ও শ্রব্য। আধুনিক নাটক বা Drama সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য বা রূপক বা

Scanned with CamScanner

নাট্য অভিধায় পরিচিত। নাট্য বা রূপকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল দৃশ্যময়তা বা রূপময়তা এবং উক্ত গুণের কারণের সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট নাটক এত প্রিয়। দৃশ্য সাহিত্যে দৃশ্য ও শ্রব্য উপকরণের মাধ্যমে জীবন ও জগতের পরিচায়ক লোকবৃত্তের সামগ্রিক অনুকরণ দর্শকদের জ্ঞানগোচর হয়। নাট্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম সর্ববিধ মানুষের কর্মই অনুকরণযোগ্য এবং এই অনুকরণ মূলের নকল নয়। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা নাট্যে অনুকৃত লোকবৃত্ত নবীনরূপে অনুভববেদ্য হয়।

নাট্যশাস্ত্রে তাই উক্ত হয়েছে— "অনুকীর্ত্তনম্ অনুব্যবসায় বিশেষো নাট্যাপরপর্যায়ঃ, নানুকার ইতি ভ্রমিতব্যম্।" নাট্যকার কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে নাট্যপ্রশংসায় বলেছেন— "নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্"— অর্থাৎ, নাটক ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের একত্র মনোরঞ্জনের সার্থক সাহিত্যোপকরণ। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে,

"ন তদ্ধুতং ন তচ্ছিল্পং
ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম/যন্নাট্যেঽস্মিন্ ন দৃশ্যতে।।
সর্বশাস্ত্রানি শিল্পানি/কর্মাণি বিবিধানি চ।
অস্মিন্নাট্যে সমেতানি/তস্মাদেতন্ ময়া কৃতম্।।" — অর্থাৎ নাট্যে সর্ব শ্রেণির মানুষের মনোবিনোদনের উপকরণ বিদ্যমান, তাই নাটক সার্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ। বিশ্ব নিখিলে এমন কোনো জ্ঞান, শিল্প, কলা বা বিদ্যা নেই, নাটকে যার অনুকরণ হয় না।

নাট্য-তাত্ত্বিকদের মতে, নাট্যের দৃশ্যময়তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, শ্রব্যময়তা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহিত্যগুণ ও তুল্যমূল্য। এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য— নাট্যবস্তু উচ্চস্তরের না হলেও প্রয়োগের গুণে অসাধারণ অর্থাৎ মহৎ হয়ে ওঠে।

◆ **নাটক পাঠদানের উদ্দেশ্য** (Objectives of Teaching Drama) :

নাটক পাঠ করার পাশাপাশি আর একটি বিশেষ দিক হল অভিনয়ের দিক। তাই নাটক শিক্ষাদানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(১) নাট্যকারের অনুভূতি, কল্পনা ও নাটকের মূল রস উপলব্ধিতে সাহায্য করা।
(২) নাটকে প্রকাশিত নাট্যকারের নাট্যভাবনা ও নাট্যগত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে সহায়তা করা।
(৩) নাট্যকারের জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করা।
(৪) নাটকের অঙ্ক বিন্যাসের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করা।
(৫) নাটকের সাথে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধিতে সহায়তা করা।
(৬) নাটকের অভিনয় করতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা, যার মাধ্যমে তাদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশসাধন হবে।

(৭) নাটকীয় চরিত্রগুলির সাথে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন মানুষের আচার-আচরণগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য খুঁজে বের করতে সহায়তা করা।
(৮) নির্দিষ্ট নাটকের নামকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

◆ **নাটক পাঠদানের পদ্ধতি** (Procedure of Teaching Drama) :

নাটক বা দৃশ্যকাব্য সাধারণত গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে তৈরি হয়। কখনও গদ্যাকারে বিভিন্ন চরিত্র পারস্পরিক ভাব বিনিময় করতে থাকে আবার সেই ভাববিনিময় কার্য চলাকালীন কোনো চরিত্রের মুখে নাট্যকার কোনো সংলাপ আরোপ করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে গদ্য ও পদ্য পাঠদানের পদ্ধতিদ্বয় সমানভাবে নাটক পাঠদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৩.৫.৪ ব্যাকরণ শিক্ষাদান (Grammar) :

◆ **সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য** (Objectives of Teaching Sanskrit Grammar) :

(১) শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক শৃঙ্খলা গঠন।
(২) ব্যাকরণের সূত্রাবলি, তাদের পারস্পর্য ইত্যাদি মুখস্থের মধ্য দিয়ে স্মৃতিশক্তি অর্জন।
(৩) সূত্রাবলি ও তার ব্যাখ্যা উচ্চারণ-এর মাধ্যমে ভাষাগত দখল আনয়ন।
(৪) বিশ্লেষণ, বিচারকরণ, প্রত্যক্ষণ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি মানসিক গুণগুলির প্রকাশন ও পরিবর্ধন।
(৫) বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক বিচারের ক্ষমতা বর্ধন।
(৬) বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে পরিশীলিত ধারণা অর্জন।
(৭) দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন।
(৮) পাঠ্যবিষয়গত গদ্য ও পদ্যের ক্ষেত্রে অধীত ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়মাবলিকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন।
(৯) যুক্তিতর্কের ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর প্রতিস্থাপন।
(১০) কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন।

◆ **সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠদানের প্রক্রিয়া** (Procedure of Teaching Sanskrit Grammar) :

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের পদ্ধতি :

(ক) **স্বাভাবিক পদ্ধতি** (Natural/informal method) : এই পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাকরণগ্রন্থের শিক্ষণ ছাড়াই কথা বলা ও লেখার সময় স্বাভাবিকভাবে যাতে শিক্ষার্থী শব্দাদির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সাধু শব্দাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে, সেভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণভিত্তিক। সুতরাং এই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ-গ্রন্থের পঠন-পাঠন ছাড়া সংস্কৃত-শিক্ষা কখনও সফল হতে পারে না।

(খ) **পাঠশালা পদ্ধতি** (Traditional method) : এই পদ্ধতিতে একটি ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করা হয়, যেখানে বর্ণপ্রকরণ, সন্ধি, সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণ, বিভক্তি, কারক, সমাস, প্রত্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলির সংজ্ঞা, উদাহরণ, বৈশিষ্ট্য, ব্যতিক্রম প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকে; শিক্ষক/শিক্ষিকা ও সেই ব্যাকরণগ্রন্থের অনুসরণে উক্ত বিষয়গুলি সূত্র থেকে উদাহরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করে থাকেন।

বর্তমানে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটিও গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ, এই পদ্ধতিতে স্মৃতিচারণ বা মুখস্থ করার ওপরই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও বিচার-বিশ্লেষণের ওপর কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না।

(গ) **অনুবন্ধ পদ্ধতি** (Correlation method) : এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত গদ্য, পদ্য, অনুবাদ, রচনা প্রভৃতি পাঠদানের সময় সেগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত বিষয়গুলি বোধনের জন্য এবং সেগুলির রসোপলব্ধির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা ব্যাকরণের যে বিষয়গুলি ও যে সূত্র বা নিয়মগুলির আলোচনা প্রয়োজন, শুধুমাত্র সেগুলির আলোচনা অথবা প্রয়োজনবোধে বিস্তৃত ব্যাখ্যাদান করে থাকেন।

কিন্তু ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র বা নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু ধারণা না থাকলে অনুবন্ধ পদ্ধতি ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না।

(ঘ) **তুলনামূলক পদ্ধতি** (Comparison method)— এই পদ্ধতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ-শিক্ষাদানের সময় নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে বাংলা বা ইংরেজি ব্যাকরণের সাদৃশ্য-সমন্বিত নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতিটি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষণের সহায়ক পদ্ধতিরূপে বিবেচিত হতে পারে।

(ঙ) **আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি** (Inductive-Deductive method)—আরোহ পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তথ্যাদি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্র তৈরি করা হয়।

অপরপক্ষে, অবরোহ পদ্ধতিতে যথার্থ প্রমাণ ও ব্যবহারের জন্য নির্মিত একটি সাধারণ নিয়ম বা সূত্রকে উপস্থাপিত করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয় এবং সূত্র বা নিয়ম-প্রয়োগের স্থলগুলি দেখানো হয়।

- **ব্যাকরণ শিক্ষাদানের অনুসরণীয় পদ্ধতি :**

বর্তমানে পাঠটীকা রচনা ও শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারে বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠদানের জন্য যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হল আরোহ-পদ্ধতি। তবে মূল্যায়ন পর্যায়ে শিক্ষার্থী ব্যাকরণের নির্দিষ্ট

বিষয়টি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেছে কিনা, তা মূল্যায়নের জন্য অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

এছাড়া, সংবাদ পদ্ধতি, বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়।

- **ব্যাকরণ পাঠদান প্রক্রিয়া :**

সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠদানকালে ব্যাকরণের একটি বিষয়কে শিক্ষক/শিক্ষিকা এককরূপে গ্রহণ করবেন এবং বিষয়ানুসারে এককটিকে একাধিক উপ-এককে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক দিনের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন।

পাঠ্য বিষয়ের উপযোগী চিত্র, প্রদীপন-পত্র ইত্যাদি বিশেষ উপকরণসমূহ এবং কৃষ্ণফলক, সুধাখণ্ড (চক), মার্জনী (ডাস্টার), মাপনী (স্কেল), নির্দেশক দণ্ড (pointer) ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষের সাধারণ উপকরণসমূহ প্রয়োজনানুসারে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবে।

দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাকরণ পাঠদানের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা হল—

শিক্ষক/শিক্ষিকা 'স্বরসন্ধি'কে এককরূপে গ্রহণ করে স্বরসন্ধির সূত্র বা নিয়মগুলিকে তিনটি উপ-এককে বিভক্ত করবেন। এবার প্রথম দিনের পাঠ্য প্রথম উপ-এককের অন্তর্গত 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ:' সূত্রটিকে আবার চারটি উপ-এককে বিভক্ত করবেন—

১। অ-আ + অ-আ = আ
২। ই-ই + ই-ঈ = ঈ
৩। উ-ঊ + ঊ-ঊ = ঊ
৪। ঋ + ঋ = ঋ

প্রথমে তিনি আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করে দৃষ্টান্তরূপে চিত্রসহ বাক্যতালিকা-সম্বলিত প্রদীপনপত্র প্রদর্শন করবেন।

চিত্র		বাক্যতালিকা
রাতের আকাশে চাঁদ	→	গগনে শশাঙ্ক: উদেতি।
গ্রামের শেষে মন্দির	→	গ্রামপ্রান্তে দেবালয়:।
একটি হার	→	মহার্ঘ: হারঃ।'
ভীমের গদাঘাত	→	ভীম: গদাঘাতং করোতি।

এবার তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে প্রতিটি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত সন্ধিবদ্ধ পদগুলির বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে যথাসম্ভব সংবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

এরপর প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষক প্রথম সিদ্ধান্ত গঠন করবেন—অকার কিংবা আকারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

(পাণিনির সূত্র—"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ")

অনুরূপভাবে অপর তিনটি উপ-এককের পাঠদানের পর শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য অবরোহ পদ্ধতি অবলম্বন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা "অক: সবর্ণে দীর্ঘ:" সূত্রটি ব্যাখ্যা করে উদাহরণ দিতে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবেন। এছাড়া, সন্ধি করার জন্য কিছু সন্ধি-বিযুক্ত পদ এবং সন্ধিচ্ছেদ করার জন্য কিছু সন্ধিবদ্ধ পদও দিতে পারেন।

এভাবে আরোহ-অবরোহ পদ্ধতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষাদান করলে সেই শিক্ষা যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়। কারণ, এই পদ্ধতি সংস্কৃত শিক্ষার নীতিগুলিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে, যেমন—

জানা থেকে অজানায় গমন,
সরল থেকে জটিলে গমন,
মূর্ত থেকে বিমূর্তে গমন,
উদাহরণ থেকে সূত্রে গমন।

সর্বোপরি, এই পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে মনস্তত্ত্বসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Importance of Teaching Sanskrit Grammar) :

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সুস্পষ্টভাবে ব্যাকরণপাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন; তাঁর মতে— "কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি? রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ এই পঞ্চকার্যাবলি হচ্ছে "শব্দানুশাসনম্" তথা ব্যাকরণ পঠন তথা পাঠনের প্রয়োজনীয়তা।

প্রথমত : রক্ষার্থং বেদার্নামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতীতি।" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত। লোপ অর্থাৎ বর্ণের অদর্শন বা অনুপস্থিতি, আগম অর্থাৎ পদের মধ্যে নূতন বর্ণের আগমন এবং বর্ণবিকার অর্থাৎ একবর্ণের অন্যবর্ণের পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান হলে তবেই সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় নির্মিত সাহিত্যকে রক্ষা করতে পারা যাবে। এর জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন।

যেমন, ধাতুর, গম্ ধাতুর,লঙ্ ল'কারে একটি 'অ'-এর আগমন হয়। 'অগচ্ছৎ' ইত্যাদি এটি বর্ণাগম-এর নিদর্শন। আবার, ব্যঞ্জসন্ধির ক্ষেত্রে মহত্ + চক্রম্ -এই ক্ষেত্রে স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ এই সূত্রানুসারে ত্' কারের জায়গায় বর্ণবিকারবশতঃ চ্'কার হয়ে মহচ্চক্রম্ এই পদ গঠিত হয়। সুতরাং এই সকল নিয়ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ঊহ নির্দিষ্ট পদের নির্দিষ্ট অর্থানুসারে লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি ভেদে বিপরিণাম তথা পরিবর্তন করে নিতে হয়, সেই কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন আবশ্যক। মহাভাষ্যকার এর মতে, "ন সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্ণ চ সর্ব্বাভির্বিভক্তিভির্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাঃ। তে চাবশ্যং যজ্ঞগতে

পুরুষেণ যথাযথং বিপরিণময়িতব্যাঃ। তন্মো বৈয়াকরণং শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্।" তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" মহাভাষ্যকার-এর উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নির্দিষ্ট ভাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটি প্রতিপাদিকের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি ভেদে নির্দিষ্ট রূপ নিষ্পন্ন হয়। যেমন— রাম পুস্তক পড়ছে এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাম'-এই প্রতিপাদিকে প্রথমা বিভক্তি, পুংলিঙ্গ ও একবচন যুক্ত হয়ে 'রামঃ' পদটি গঠিত হয়েছে। আবার, মা রামকে বকছেন, এই অর্থে "মাতা রামং তিরস্করোতি"— এই বাক্যে রাম এই প্রাতিপদিকের সাথে কর্মকারক, প্রথমা বিভক্তি, একবচন যুক্ত হয়ে 'রামম্' পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ এখানে 'রাম' এই প্রাতিপাদিকের বিভিন্ন স্থলে বিপরিণমন করতে হয়েছে। এই সকল জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন আবশ্যক।

আগম সম্পর্কে বলা হয়েছে— "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদঃ অধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানঞ্চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কোনো জৈবিক কারণের অপেক্ষা না করেই ষড়্বেদাঙ্গের মধ্যে প্রধান ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন। কারণ, দেবরাজ ইন্দ্রের মতে, 'ব্যাকরণম্' পদের অর্থ ব্যাকৃত করা, খুলে দেওয়া বা ছাড়িয়ে ফেলা। যাকে, খুলে দেওয়া হয় নি, যা অখণ্ড রয়েছে তাকে "অব্যাকৃত' বলে এবং যাকে খুলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ অখণ্ডরূপটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে তাকে 'ব্যাকৃত' বলে। যেমন— 'রামঃ' পদটি অব্যাকৃত, যখন একে বুঝাবার জন্য এই অখণ্ডরূপটি প্রকৃতি প্রত্যয় ভেঙে "রাম + সু > প্রথমা, একবচনম্" -এই রূপে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তখন ব্যাকৃত হল। যে শাস্ত্রের সাহায্যে এইভাবে পদগুলিকে ব্যাকৃত করা হয়, তার নাম ব্যাকরণশাস্ত্র। সুতরাং পদের বিশ্লেষণের জন্য ব্যাকরণের জ্ঞান আবশ্যক।

মহাভাষ্যকার-এর মতে, "লঘ্বর্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ..... চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্।" অর্থাৎ লঘু উপায়ে শব্দশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ হয়। শব্দ সকল ব্রাহ্মণের অবশ্যই জানা উচিত। কিন্তু, ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত লঘু উপায় শব্দ সকল উত্তম রূপে জানতে পারা যায় না। যেমন— 'নরঃ' এই শব্দরূপের জ্ঞান থাকলে যাবতীয় অ'কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ যেমন— রাম, পর্বত, মৈনাক, বালক প্রভৃতি শব্দের জ্ঞান হয়ে যায়। আবার, 'ভবতি' এই ভ্বাদিগনীয় ক্রিয়াটির লট্ লকার তথা বর্তমান কাল সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান জন্মালে লিখতি, পঠতি, বদতি প্রভৃতি ভ্বাদিগনীয় ক্রিয়ার লট্ লকার তথা বর্তমান কাল সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞান জন্মাবে।

এরপর মহাভাষ্যকার বলেছেন— "অসন্দেহার্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" অর্থাৎ সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। যেমন— 'স্থূল বিন্দু সম্পন্ন গাভী'-এই পদটির সংস্কৃত রূপ হল "স্থূলপৃষতী।" এই পদটির ক্ষেত্রে দুটি সন্দেহ উপস্থিত যে,

প্রথমত, 'স্থূলা চাসৌ পৃষতী চেতি স্থূল পৃষতী" অর্থাৎ স্থূল এইরূপ পৃষতী এই ক্ষেত্রে সমাসান্ত স্বর যদি উদাত্ত হয়, তা হলে সমাস হবে। আর "স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূল

Scanned with CamScanner

পৃষনীতি", অর্থাৎ "স্থূল এইরূপ পৃষৎ অর্থাৎ বিন্দু যার সে স্থূলপৃষতী"-এইরূপে বহুব্রীহি সমাস হবে। সুতরাং যথাযথ অর্থ অনুযায়ী কোন্ নির্দিষ্ট সমাস নিষ্পন্ন পদটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেক্ষেত্রে ব্যাকরণ অধ্যয়ন অবশ্যই প্রয়োজন।

ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ না করে যাতে যথাযথ শদ ব্যবহার করতে পারা যায় তজ্জন্য ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। যেমন— অরয়ঃ- অর্থাৎ 'অরি' পদের প্রথমা বিভক্তি একবচনের রূপকে ব্যাকরণের জ্ঞানাভাবে 'অলয়ঃ' এইভাবে উচ্চারণ করলে ব্যক্তি ভ্রান্ত পদ প্রয়োগের নিমিত্ত দোষের ভাগী হবেন।

এছাড়া বাক্‌সূক্তে উক্ত হয়েছে,—

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহারকালে।
সোহ্‌নন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্‌যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ।।"

অর্থাৎ বাগ্‌যোগবিদ্ ব্যক্তি যে স্থলে যেরূপ শব্দ হওয়া উচিত সে স্থলে সেইরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ তিনি শব্দ প্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তি। শব্দ অল্পসংখ্যক কিন্তু অপশব্দ অধিক। যেমন "গো" শব্দের গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা ইত্যাদি অপভ্রংশ শব্দকে দূরে সরিয়ে রেখে যথার্থ 'গো' শব্দকে নির্বাচন করে যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন আবশ্যক।

তাই-ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

শব্দার্থ-সম্বন্ধ-নিমিত্ততত্ত্বং বাচ্যবিশেষ্যোঽপি চ সাদ্ধসাধূন্।
সাধু প্রয়োগানুমিতাংশ্চ শিষ্টান্ন বেদ যো ব্যাকরণং ন বেদ।।

৩.৩.৫ রচনা শিক্ষাদান (Composition) :

◆ **সংস্কৃত রচনা শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা** (Importance of Teaching Sanskrit Composition) :

ভাষাশিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল সুষ্ঠুরূপে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা অর্জন করা। আমরা বলার ও লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। যে শিক্ষায় আমরা মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারি না, তাকে সার্থক শিক্ষা বলা চলে না।

প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত রচনার উপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হতো না। ফলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত নিয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়েও সংস্কৃতে একটি নির্ভুল বাক্য রচনা করতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে যেতেন। বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে রচনা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলেই এই দুর্দশা। নতুন পদ্ধতিতে কিন্তু সংস্কৃত ভাষা বলার উপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত বর্ণ লেখার লেখার উপরেও।

ebook.dascoaching.in

নিম্ন শ্রেণিতে মৌখিক সংস্কৃত রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের মাধ্যমে এই শিক্ষা প্রদত্ত হয় বলে শিক্ষার্থীরা সহজ ও সরল ভাবে সংস্কৃত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে উৎসাহিত বোধ করে।

নির্ভুল ও রীতিসম্পন্ন সংস্কৃত বাক্যবিন্যাস তাদের প্রথম ধাপে শেখানো হয় বলে স্বাধীনভাবে এবং নির্ভুল ভাবে সংস্কৃত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

Transcription বা প্রতিলিপিকরণ এবং dictation বা শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের habit of writing of Sanskrit Language বা সংস্কৃত ভাষা লেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন ও কথাবার্তা শুনতে শুনতে শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ে সুষ্ঠুরূপে চিন্তা করবার অভ্যাস (habit of logical thinking) গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত প্রতিটি ধাপের উপর নির্ভর করেই শিক্ষার্থীদের লিখিত রচনার ভিত্তিভূমি অর্থাৎ Basement of written composition তৈরি হয়।

সংস্কৃত রচনা শিক্ষণের উদ্দেশ্য :

'Composition' বা 'রচনা' শব্দটির প্রতিশব্দ হল সৃজন। মানুষ যখনই কোনো ভাষাকে আশ্রয় করে মনের ভাব প্রকাশ করে, তখনই সে কিছু রচনা বা সৃজন করে। **ভাব প্রকাশ করে, তখনই সে কিছু রচনা বা সৃজন করে।** সে তার মনের ভাবকে মৌখিক ও লিখিত দু ভাবেই প্রকাশ করে থাকে। তাই রচনা ও প্রধানত দুপ্রকার—মৌখিক ও লিখিত। এই বিবিধ রচনার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রচনার দুটি অঙ্গ আছে—একটি হল ভাব এবং অপরটি হল তাকে ভাষায় রূপদান। এই ভাব ও ভাষাকে নিয়েই হয় রচনা। সংস্কৃত শিক্ষায় এই 'রচনা'-র ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একটি অতি সাধারণ ভাব যেমন—নৈপুণ্যের কারণে অসাধারণ হয়ে ওঠে, তেমনই একই ভাব রচনা-নৈপুণ্যের অভাবে শ্রুতিমাধুর্য হারায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—রচনানৈপুণ্যের অভাবে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' শ্রুতিমাধুর্যহীন এই বাক্যটিই রচনাশৈলীর গুণে 'নীরসঃ তরুবরঃ পুরতঃ ভাতি এরূপে হয়ে ওঠে শ্রুতিমধুর এটাই সংস্কৃত রচনা শিক্ষণের উদ্দেশ্য। সুতরাং সংস্কৃত রচনা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি সহজেই অনুমান করা যায়—

(১) শিক্ষার্থী যাতে সরল ও নির্ভুল সংস্কৃতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, সে ব্যাপারে তাকে সক্ষম করে তোলা;
(২) সংস্কৃত গদ্য-পদ্যাদি পড়ে শিক্ষার্থী যাতে নির্ভুল সরল সংস্কৃতে সেগুলির সারাংশ লিখতে পারে, সে বিষয়ে তাকে সমর্থ করে তোলা;
(৩) শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃতে সম্ভাষণ জ্ঞাপন, নির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করে কথোপকথন, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাদান ইত্যাদি কাজে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে তার স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।

Scanned with CamScanner

(৪) শিক্ষার্থী যাতে মাতৃভাষায় রচিত অনুচ্ছেদ এবং ইংরেজি অনুচ্ছেদ থেকে নির্ভুল সংস্কৃতে অনুবাদ করতে পারে, সে বিষয়ে তাকে সমর্থ করে তোলা;

(৫) শিক্ষার্থী যাতে সরল সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ ছোটো ছোটো কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতে পারে, সে ব্যাপরে সহায়তা করা;

(৬) শিক্ষার্থী যাতে অতি সাধারণ ভাবে এবং মাধুর্যহীন সংস্কৃত বাক, অনুচ্ছেদ প্রকৃতিকে শ্রুতিমধুর সংস্কৃত ভাষায় রূপদান করতে পারে, সে ব্যাপারেও তাকে সমর্থ করে তোলা।

রচনা শৈলীর উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত **John William Adamson** বলেছেন—"Composition is not merely a subject with its set hours in the time table, it is also an art, which may be indeed, should be exercised in connection with most other subject."

◆ **সংস্কৃত রচনা শিক্ষণের প্রক্রিয়া :**

পাঠটীকা রচনা এবং শিক্ষাবিজ্ঞানানুসারে বিষয় বিশ্লেষণের জন্য সংস্কৃত রচনা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয়ে থাকে—

(১) সংবাদ পদ্ধতি,
(২) স্বাভাকবি পদ্ধতি,
(৩) আলোচনা পদ্ধতি,
(৪) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি,
(৫) অনুবন্ধ পদ্ধতি ইত্যাদি।

সংস্কৃত রচনা শিক্ষাদান প্রক্রিয়া : সংস্কৃত রচনা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তর বা সোপানের ক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

সংস্কৃত রচনা শিক্ষাদানের **প্রথম স্তরে** শিক্ষক/শিক্ষিকা সংবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ ও পরিচিত বিষয়কে অবলম্বন করে 'ইদং মম পুস্তকম্', 'অহং পুস্তকম্ পঠামি'-ইত্যাদি বাক্যের অনুশীলন করাবেন। এভাবে শিক্ষার্থী কিছু বিশেষ্য পদ, সর্বনাম পদ ও ক্রিয়া পদের ব্যবহার স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত করলে শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই সকল পদের দ্বারা শিক্ষার্থীকে সরল সংস্কৃত ভাষায় ছোটো ছোটো বাক্য রচনা করতে, এক্ষেত্রে অনুবন্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্যগঠনে সহায়তা করবেন। তবে মৌখিক রচনার সঙ্গে সঙ্গে রীতি শেখানো হবে। কৃষ্ণফলকের মাধ্যমে বাক্যগুলির দেবনাগরী হরফে লিখিত রূপেরও শিক্ষা দিতে হবে। এক্ষেত্রে দেবনাগরী হরফ শিক্ষণের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা তুলনা-নীতির (অর্থাৎ দেবনাগরী হরফের সঙ্গে মাতৃভাষার হরফের তুলনা করে) আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

রচনা শিক্ষণের **দ্বিতীয় স্তরে** চিত্রের মাধ্যমে রচনা (Picture Composition) শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা কোনো একটি মনোরঞ্জক গল্পের বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র অথবা শিক্ষার্থীদের জানা কোনো বিষয় অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করে আলোচনা পদ্ধতি ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে গল্পের বিষয়ান্তর্গত বাক্যগুলি নির্ধারণ করাবেন। তারপর প্রতিটি বাক্যকে পূর্বে উল্লিখিত নিয়মানুসারে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে সহায়তা করবেন এবং সংস্কৃত বাক্যগুলি বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে দিয়ে দেবনাগরী হরফে লিখতে নির্দেশ দেবেন।

তৃতীয় স্তরে ঋতুবর্ণনা, মেলার বর্ণনা, খেলার বর্ণনা, মহাপুরুষ এবং লেখক ও কবিদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং যুগসমস্যা বিষয়ক সংস্কৃত অনুচ্ছেদ রচনা লিখতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

চতুর্থ স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে সংস্কৃত গল্প-প্রবন্ধ-নাটক-সমালোচনামূলক রচনা ইত্যাদি লেখায় সর্বপ্রকারে সহায়তা করবেন।

এভাবে চারটি স্তরের মাধ্যমে সংস্কৃত রচনা শিক্ষা দিলে রচনা শিক্ষা অবশ্যই সাফল্য মণ্ডিত হবে।

৩.৪ সংস্কৃত বানান সমস্যা ও প্রতিকার (Sanskrit Spelling mistake causes and method of correction) :

◆ **সংস্কৃত লিখনে বানান ভুলের সমস্যা** (Causes of spelling mistakes) :

সংস্কৃত ভাষায় লিখন-দক্ষতা প্রসঙ্গে বানান ভুলের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণত সংস্কৃত লেখায় বানান ভুল হয় সংস্কৃত বর্ণের ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের কারণে। আগেই বলা হয়েছে যে, সংস্কৃতের প্রতিটি বর্ণই এক-একটি ধ্বনির প্রতীক। সুতরাং সংস্কৃত বাচনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে সংস্কৃত বর্ণগুলির নির্ভুল উচ্চারণের জন্য যে উপায়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সকল উপায়ের অবলম্বনে শিক্ষার্থীকে যদি সংস্কৃত বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে সংস্কৃত লেখার বানান ভুলের সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

(i) অনেক সময় শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষা লেখার সময় হাতের লেখায় অস্বচ্ছতা এবং অস্পষ্টতার কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(ii) কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা বাক্যমধ্যস্থ পদগুলির যথাযথ ব্যবধান না রেখে লেখার ফলে বাক্যের অর্থবোধে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং সেক্ষেত্রে ব্যাকরণগত ত্রুটিও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যেমন **विद्या मित्रं प्रवासेषु**'-এর স্থলে **विद्यामित्रं प्रवासेषु**' যেমন—লিখলে ব্যাকরণগত ত্রুটির কারণে বাক্যের অর্থবোধ ত্রুটিপূর্ণ হবে। কারণ, বক্তার বলার ইচ্ছা হল—'বিদেশে বিদ্যা বন্ধুস্বরূপিনী' কিন্তু বলা হল 'বিদ্যাস্বরূপ বন্ধু।'

Scanned with CamScanner

(iii) শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত পদের বা শব্দের বানান সঠিকভাবে জানলেও অনেক সময় লেখার ক্ষেত্রে একই পদের অন্তর্গত বর্ণগুলি বিচ্ছিন্নভাবে লিখে ফেলে এবং তখন সেটি আর শব্দ বা পদপ্রাপ্ত হয় না। যেমন 'कदाचन'—এর স্থলে 'कदा चन' লিখলে তা ভুল হবে।

(iv) বাংলা বর্ণের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা দেবনাগরী বর্ণগুলি অনেক সময় শিক্ষার্থীরা একইভাবে বাংলা বর্ণের মতোই লিখে ফেলে; দেবনাগরী বর্ণের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। যেমন—'य'-এর স্থলে 'য' লিখে ফেলে।

(v) শিক্ষার্থীরা দেবনাগরী যুক্ত বর্ণ লেখার যে বিশেষত্ব আছে, তা অনেক সময়ই অনুসরণ না করেই যুক্তবর্ণগুলি লেখে, তার ফলে সেই লেখা ত্রুটিপূর্ণ হয়। যেমন—'क्ष' না লিখে 'क्ष' লিখলে তা অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ।

◆ **প্রতিকারের উপায় :**

(ক) সংস্কৃত ভাষা লেখার ক্ষেত্রে দেবনাগরী বর্ণ এবং স্বরসংযোগ সহ বর্ণগুলি যাতে সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

(খ) প্রতিটি পদের মধ্যে যাতে একইরকম ব্যবধান থাকে সে বিষয়ে সচেতনতার প্রয়োজন হবে। যেমন—रामः गृहं याति কিন্তু रामगृहं याति নয়।

(গ) শব্দমধ্যস্থ বর্ণগুলি লেখার সময় সেগুলি এমনভাবে সন্নিহিত হবে, যাতে প্রতিটি বর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লেখা হয়, কিন্তু সেগুলি যে একই পদের অন্তর্ভুক্ত তা যেন বোঝা যায়। যেমন—'कलस' কিন্তু 'क, ल, स' নয়।

(ঘ) যে সকল দেবনাগরী বর্ণের সঙ্গে বাংলা বর্ণের সাদৃশ্য আছে, সেই বর্ণগুলি লেখার সময় যেন তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। যেমন—মালা।

(ঙ) যুক্তবর্ণ লেখার সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ণগুলির কোন্‌টি প্রথম বর্ণের পাশাপাশি এবং কোন্‌টি নীচে যুক্ত হয়েছে, সচেতনভাবে তা লিখতে হবে। যেখানে যুক্তবর্ণ পাশাপাশি যুক্ত হচ্ছে, সেখানে প্রথম বর্ণটি সম্পূর্ণরূপে না লিখে অর্থাৎ তার অর্ধাবস্থাতেই দ্বিতীয় বর্ণটি লেখা হবে। যেমন—पुस्तकम्। কিন্তু যেখানে ওপর নীচে দুটি বর্ণ যুক্তভাবে লিখিত হবে, সেখানে প্রথম বর্ণটি সম্পূর্ণ লেখা হবে এবং দ্বিতীয় বর্ণটি তার নীচে যুক্তভাবে লেখা হবে। যেমন—संस্কৃত।

Our Online Class>>

www.online.dascoaching.in

একক ৪

ভাষা শিক্ষণের মূল্যায়ন
(Assessment of language Teaching)

◆ বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৪.১ নির্ধারণ; (মূল্যায়ন ও পরিমাপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা); বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে [Assessment; (Elementary Concept of Evaluation & Measurement ;with special Reference to Sanskrit]

৪.১.১ ভূমিকা (Introduction)

৪.১.২ শিক্ষায় মূল্যায়ন (Evaluation in Education)

৪.১.৩ মূল্যায়নের ভিত্তি (Basis of Evaluation)

৪.১.৪ মূল্যায়ন কর্মসূচির পরিচালনা (Organisation of Evaluation Programme)

৪.১.৫ সংস্কৃত শিক্ষাদানে মূল্যায়ন (Evaluation in Teaching Sanskrit)

৪.১.৬ পরিমাপ (Measurement)

৪.২ আদর্শায়িত অভীক্ষা (Achievement Test)

৪.২.১ আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি (Method of Standardized Test construction)

৪.২.২ আদর্শায়িত অভীক্ষার গুণাবলি (Merits of Standardized Test)

৪.২.৩ সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার অভীক্ষা রচনা (Achievement Test construction in Sanskrit Language)

৪.২.৪ অভীক্ষাপত্র (Achievement Test)

৪.৩ ভাষা পরীক্ষার বিভিন্ন উপাদান ও দিক্ সমূহ [Properties (Elements) and areas (Aspects) of a Language Test]

৪.৩.১ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষার বিভিন্ন উপাদানসমূহ (Properties (Elements) or a sanskrit language test)

৪.৩.২ সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষার বিভিন্ন দিক্‌সমূহ (Aspects of a Sanskrit Language Test)

Scanned with CamScanner

৪.৪ ভাষা অভীক্ষা গঠনের নীতিসমূহ (Principles of Constructions a Language Test)

৪.৫ আদর্শ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যবহারযোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও যাথার্থ (Characteristics of a good Test– usability, reliability, validity)
- ৪.৫.১ ব্যবহারযোগ্যতা (Usability)
- ৪.৫.২ নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)
- ৪.৫.৩ যাথার্থ (Validity)

৪.৬ একটি সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষা গঠন; সাধারণ নির্দেশিকা, মূল্যায়নের সূচক ও পরিমাপক মান নির্ণয়ের রূপরেখা (Construction of a Sanskrit Language Queston Paper; Including General Instruction with Nature of options, Overall coverage and marking scheme)

✪ ৪.১ নির্ধারণ (মূল্যায়ন ও পরিমাপ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা); বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে (Assessment Elementary Concept of Evaluation & Measurement with special Reference to Sanskrit) :

❑ ৪.১.১ ভূমিকা (Introduction) :

শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর শিখন (Learning) প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। শিখন ও শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে। মনোবিদ্‌রা বলেন, আচরণধারার পরিবর্তন হয়; শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন, তার জীবনবিকাশ হয়। পরিবর্তন যে ধরনের হোক না কেন, তার গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ শিক্ষককে তার পথ-নির্ধারণে সহায়তা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির ধারা লক্ষ করে, তার পরবর্তী পাঠের পরিকল্পনা রচনা করবেন, বা সামগ্রিকভাবে তার শিক্ষণ-পরিকল্পনার পূনর্বিন্যাস করবেন। গতিশীল শিক্ষণের (Dynamic teaching) মূল বক্তব্য হল, শিক্ষণকে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করতে হবে। এখন শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষণ-পরিকল্পনা রচনা করতে হলে এবং শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষার্থীর বিকাশের সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজন। যথাযোগ্য পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিমাপ প্রয়োজন। এই দিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে, যে কোনো মূল্যায়নের কৌশলই শিক্ষণ-কৌশল। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করলেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয় না, তার মূল্যায়িত রূপ পরিস্ফূটনের ব্যবস্থা না থাকলে ধীরে ধীরে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়বে। তাই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত মূল্যায়নকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পরবর্তী কালে তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষণব্যবস্থা পরিচালিত করতে

হবে। সুতরাং, মূল্যায়নের তথ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলিও পরোক্ষভাবে শিক্ষণ কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

❑ ৪.১.২ শিক্ষায় মূল্যায়ন (Evaluation in Education) :

'মূল্যায়ন' কথার অর্থ হল, কোনো কিছুর মূল্য আরোপ করা ('Evaluation' means to place a value on something)। মানুষের ক্ষেত্রে, তার আচরণের ওপর মূল্য আরোপ করা বা তার মূল্য নির্ণয় করাই হল মূল্যায়ন। মূল্যায়ন শুধু অতীতকে কেন্দ্র করে হয় না, ভবিষ্যতের দিকেও তার দৃষ্টি প্রসারিত। অর্থাৎ, যে আচরণ ব্যক্তি ইতিপূর্বে সম্পাদন করেছে, তার বিচারকরণই শুধু মূল্যায়ন নয়, ভবিষ্যতে সে যে আচরণ করতে পারে, তার বিচারকরণও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের এই ধারণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আচরণের বিচারকরণ ও তার ওপর মূল্য আরোপের প্রক্রিয়াই হল মূল্যায়ন (Evaluation)।

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা অতি আধুনিক এবং এর বিকাশও হয়েছে খুব ধীরে ধীরে। এই ধারণা আধুনিক শিক্ষাদর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিক্ষাদর্শনে স্বীকার করা হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ নয়; অর্থাৎ শিশুর পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান (Knowledge), দক্ষতা (Skill) ইত্যাদির বিকাশই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয়। শিশুর জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা বা শিখনের মাধ্যমে শিশুর আগ্রহের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়, চিন্তন-প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে ওঠে; সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রস্ফুটিত হয়; ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি স্থায়ী রূপ ধারণ করতে থাকে, ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশ হতে থাকে। এই হল তার বহুমুখী বিকাশের নমুনা। এই ধরনের বহুমুখী পরিবর্তনের ধারাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে হলে পরিমাপের যান্ত্রিক কৌশল ও তাত্ত্বিক ভিত্তিকে আরও সামগ্রিক গুণসম্পন্ন করার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিক্ষার আধুনিক তাৎপর্যকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে, তার লক্ষে পৌঁছানোর জন্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন বলতে আমরা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপকে বুঝি। মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Weslay বলেছেন, "It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to as certain the quality, value and effectiveness and desired outcomes. It is a compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate. It is a valuable and indispensable guide to the modification of policies and further action." অর্থাৎ মূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি সবরকম পরিমাপের সুসামঞ্জস্য সমবায়। শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যক্তিজীবনে দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের যে বিকাশের প্রক্রিয়া সতত সক্রিয়শীল, তার সুসামঞ্জস্য রূপ ব্যক্তিজীবনে কীভাবে প্রভাববিস্তার করছে, তার পরিমাপই হল মূল্যায়ন।

Scanned with CamScanner

মূল্যায়ন গতানুগতিক 'পরিমাপ'-এর ধারণা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষার্থীদের জীবনে সামগ্রিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মূল্যায়নে আমরা যে গুণ পরিমাপযোগ্য (Tangible) এবং যেগুলি অপরিমাপযোগ্য (Intangible), এরূপ সমস্ত গুণের বিচার করি। Monroe বলেছেন, "In measurement the emphasis is upon single aspect of subject matter, achievement or specific kills and abilities, whereas in evaluation the emphasis is upon broad personality, changes and major objectives of educational programme." নিম্নে বেঞ্জামিন ব্লুমের মূল্যায়ন ত্রিভুজটি দেখানো হল।

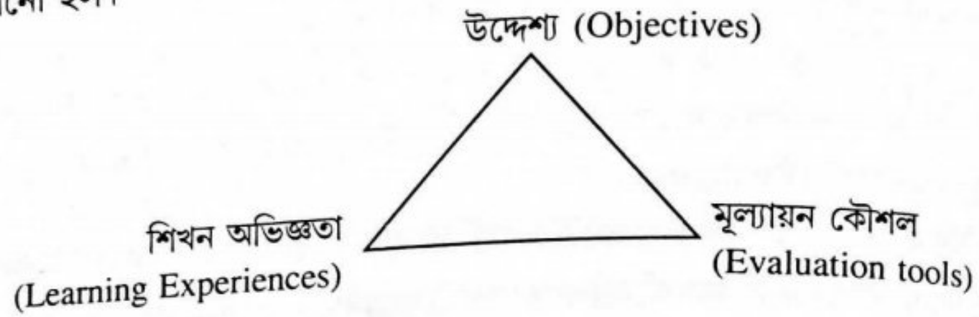

❑ ৪.১.৩ মূল্যায়নের ভিত্তি (Basis of Evaluation) :

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, মূল্যায়ন শিক্ষাক্ষেত্রে একটি সর্বাধুনিক ধারণা। গতানুগতিক পরিমাপ কৌশলের পরিবর্তে আধুনিক মূল্যায়নের ধারণা গ্রহণের মূলে কতকগুলি মৌলিক নীতি (Basic Principles) কাজ করে। এই নীতিগুলি আধুনিক শিক্ষণের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলি ব্যাখ্যা করলে মূল্যায়নের প্রকৃত তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হবে। মূল্যায়নের মূল ভিত্তি হল—

(এক) শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণ (Teaching) এই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। শিখন ও শিক্ষণ (Learning and Teaching) প্রক্রিয়ার প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণধারার পরিবর্তন বা বিকাশ হয়। এই পরিবর্তন বা বিকাশ ব্যক্তিজীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তার মূল্যায়ন সম্ভব এবং তার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(দুই) শিক্ষার নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি মতো নৈর্ব্যক্তিক ঘটনা হতে পারে। আবার চারিত্রিক গুণ, মনোভাব, অনুরাগ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশও হতে পারে। শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সমবেত ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীদের এই উদ্দেশ্যে পৌঁছানো উচিত। এই উদ্দেশ্যগুলি যথাযোগ্যভাবে স্থাপনের ব্যাপারে প্রাথমিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যাবে না, সেরকম উদ্দেশ্য স্থাপনের কোনো বাস্তব মূল্য নেই। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন প্রয়োজন।

(তিন) মনোবিদ্যায় বলা হয়েছে, মানুষের আচরণ খুবই জটিল। এই জটিল (Complex) আচরণগত পরিবর্তনগুলি পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, এই ধরনের

পরস্পর নির্ভরশীল জটিল আচরণের কোনো বিশেষ পরিমাপ কৌশল দ্বারা সঠিকভাবে বিবরণ দেওয়া যায় না। এই উদ্দেশ্যে সঠিক মূল্যায়ন নীতিগতভাবে শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

(চার) মূল্যায়ন শিখন ও শিক্ষণ উভয় প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করবে। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন করলে তারা শিখনে অনুপ্রাণিত হয়। অন্যদিকে শিক্ষক মূল্যায়নের মাধ্যমে বুঝতে পারেন, তাঁর শিক্ষণ সঠিকপথে পরিচালিত হচ্ছে কি না। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিনি তাঁর শিক্ষণকৌশলকে পরিবর্তন করতে পারেন। অর্থাৎ, মূল্যায়নের মূলে এই প্রত্যাশা আছে যে, তা শিখন (শিক্ষার্থীর) এবং শিক্ষণ (শিক্ষকের) উভয় প্রক্রিয়ার উন্নতিতে সহায়তা করবে।

❑ ৪.১.৪ মূল্যায়ন কর্মসূচির পরিচালনা (Organisation of Evaluation Programme) :

এখন, বিদ্যালয়ে মূল্যায়নের কর্মসূচি পরিচালনা করতে হলে শিক্ষককে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হয়। আমরা জানি, মূল্যায়ন গতানুগতিক পরীক্ষা নয়। এই মূল্যায়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হলে শিক্ষককে নির্দিষ্ট কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এইগুলিকে বলা হয় **মূল্যায়নের স্তর। এই স্তরগুলি নীচে বর্ণনা করা হল—**

প্রথমত, মূল্যায়নের জন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কারণ, উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিখন ও শিক্ষণের বিচারকরণই হল মূল্যায়ন। কোনো পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে, প্রথমেই আমাদের শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। বিদ্যালয় কোনো বিশেষ বিষয় কেন পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা শিক্ষককে তাঁর মূল্যায়নের কাজে এবং প্রত্যক্ষভাবে তাঁর শিক্ষণের কাজে সহায়তা করবে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণত বিভিন্ন শিক্ষাদার্শনিকরা শিক্ষার যে সকল উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলি এত আবছা যে, তা শিক্ষককে তাঁর শিক্ষণের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে না। এই সকল উদ্দেশ্যের তাৎপর্য বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্নভাবে নির্ণয় করতে পারেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য 'চিন্তনশক্তির বিকাশ' —এই ধরনের বিবৃতি শিক্ষককে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের নির্দেশ দিতে পারে না। সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের মতবাদ পোষণ করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন। ফলে, শিক্ষার লক্ষ্যের কোনো নির্দিষ্ট মান, এই ধরনের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় না। তাই আধুনিক কালে, শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আরও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে বেঞ্জামিন ব্লুম (Benjamin S. Bloom)-এর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্লুম এবং তাঁর সহযোগীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে শিক্ষার্থীর আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত করার কথা বলেছেন। এই ধরনের বিবৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ করতে সহায়তা করে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের এই ধরনের বিবৃতিকে বলা হয় আচরণগত উদ্দেশ্য (Behavioural objectives)।

Scanned with CamScanner

ব্লুম (Bloom) এই ধরনের আচরণগত উদ্দেশ্যের বিশেষভাবে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তাঁর Taxonomy of Educational Objectives' গ্রন্থে। ব্লুম বলেছেন—

> **"The Taxonomy of Educational objectives is an attempt to classify definite kinds of specific objectives so that they will be useable for the teacher as he sets himself to teaching tasks and as he evaluates the success of his and his pupils' efforts."**

সুতরাং, এই ধরনের উদ্দেশ্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের প্রচেষ্টার গতি নির্ধারণ করে দেবে। ব্লুম (Bloom) শিক্ষণের এই উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—(১) **অনুভূতিমূলক প্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য** (Objectives of the affective domain), (২) **জ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য** (Objectives of the Cognitive domain) এবং (৩) **জৈব-মানসিক প্রতিক্রিয়া-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য** (Objectives of the Psycho-motor-domain)। এইভাবে প্রত্যেক শ্রেণিতে উদ্দেশ্যগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। এই ধরনের উদ্দেশ্যগুলির দ্বারা শিক্ষক তাঁর কাজের গতি নির্ণয় করবেন। সুতরাং মূল্যায়নের দ্বিতীয় স্তরে, শিক্ষক শিক্ষার তাত্ত্বিক আদর্শগুলিকে এই ধরনের আচরণগত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ, শিক্ষণ কার্যকরী হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কী ধরনের আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে, তাই তাঁর শিক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রকৃতি-বিশ্লেষণে সহায়তা করবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষক যে আচরণগত উদ্দেশ্যগুলি নির্বাচন করবেন, সেগুলিকে যথাযোগ্যভাবে পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল নির্বাচন করবেন। অর্থাৎ, শিক্ষক শিক্ষণের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন আশা করেন, সেই পরিবর্তন হয়েছে কি না, তা বিচার করে দেখার প্রয়োজন। এই বিচারকরণের বিভিন্ন ধরনের কৌশল আছে। যেমন— (১) পরীক্ষাগ্রহণ (Examination), (২) বিভিন্ন ধরনের আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardized test) প্রয়োগ, (৩) পর্যবেক্ষণ (Observation), (৪) সাক্ষাৎকার (Interview), (৫) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিমিতিমূলক কৌশল (Socio-metric technique) ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটিই মূল্যায়নের কৌশল। শিক্ষক তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশলগুলি (Techniques) ইচ্ছামতো নির্বাচন করতে পারেন। এই ধরনের কৌশল নির্বাচন করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন। তিনি এমন কোনো উদ্দেশ্য ইতিপূর্বে নির্বাচন করেছেন, যা পরিমাপ করার জন্য তাঁর কোনো কৌশল জানা নেই। এক্ষেত্রে তাঁকে ওই পরিমাপের উপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। মূল্যায়নের পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু রূপদানের জন্য যথাযোগ্য মূল্যায়নকৌশল নির্বাচন ও উদ্ভাবন শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সকল মূল্যায়নকৌশল সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

চতুর্থত, শিক্ষককে নির্বাচিত মূল্যায়ন কৌশলগুলি যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এইটি হল মূল্যায়নের সক্রিয় স্তর। পূর্ববর্তী স্তরে যে সকল কৌশল শিক্ষক নির্বাচন করবেন, সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করবেন। তবেই তাদের অগ্রগতি বা বিকাশের ধারা সম্পর্কে জানা যাবে। যেহেতু মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, সেহেতু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিকাশের ধারার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য যত বেশি সংখ্যক কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন, তাঁর কাজ তত বেশি সার্থক হবে। শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করার সময়, তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন থাকবেন এবং বিভিন্ন প্রযুক্ত কৌশলগুলির যথার্থ্য (Validity), নির্ভরতা (Reliability) ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

পঞ্চমত, বিভিন্ন মূল্যায়নগত কৌশল প্রয়োগের ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম তথ্যের কোনো মূল্য নেই, যাকে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পরবর্তী প্রচেষ্টার কাজে লাগানো যাবে না। শিক্ষার্থীর বিকাশসংক্রান্ত তথ্যকে যথাযোগ্যভাবে শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার (Teaching-Learning process) উন্নতিসাধনে ব্যবহার করতে হলে তাদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এইসব তথ্য সংরক্ষণ ও মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তথ্যসংরক্ষণের (Preservation) অর্থ তাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে লিখে রাখা নয়। কারণ, এই ধরনের বিচ্ছিন্ন অবিন্যস্ত সংরক্ষণ মূল্যায়নের কাজে সহায়তা করে না। শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যকে সুবিন্যস্ত আকারে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে গচ্ছিত করতে হবে। তবেই তা ভবিষ্যৎ শিক্ষাপরিকল্পনার উন্নয়নের সহায়তা করবে। এ উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের কাজকে সহায়তা করার বিভিন্ন ধরনের আদর্শ সংরক্ষণের পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয়, যেমন— কিউম্যুলেটিভ রেকর্ড (Cumulative Record), অ্যানেকডট (Anecdot), প্রোফাইল (Profile) ইত্যাদি। শিক্ষক প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে এই ধরনের যে-কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে সুসজ্জিত করে রাখবেন। এইসব তথ্য সংরক্ষণের কৌশল সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমুহের যথাযোগ্যভাবে তাৎপর্য নির্ণয় করতে না পারলে, তা শিক্ষণের উন্নতিতে সহায়তা করবে না। তাই মূল্যায়নের সর্বশেষ স্তর হল তথ্যসমূহের তাৎপর্য নির্ণয়। শিক্ষক বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থী সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করবেন, সেগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের জীবনবিকাশে তাদের তাৎপর্য কি, তা বিচার করবেন। এই তাৎপর্য বিচারের ক্ষেত্রে শিক্ষক বিশেষভাবে শিক্ষার আচরণগত উদ্দেশ্যগুলির কথা স্মরণ করবেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে শিক্ষণপ্রক্রিয়াকে পরিচালনা করেছিলেন, শিক্ষার্থীরা যে উদ্দেশ্যে শিখনপ্রচেষ্টা করেছিল, তা কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে, তা বিচার করাই এই তাৎপর্য নির্ণয়ের মূল লক্ষ্য। এই তাৎপর্য নির্ণয়ের ফলাফলই শিশুর

Scanned with CamScanner

বিকাশের সঠিক মূল্যায়ন। এই তাৎপর্য-নির্ণয়ের ব্যাপারে শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের রাশিবিজ্ঞানসম্মত কৌশল (Statistical Technique) প্রয়োগ করতে পারেন। তা ছাড়া, শিক্ষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

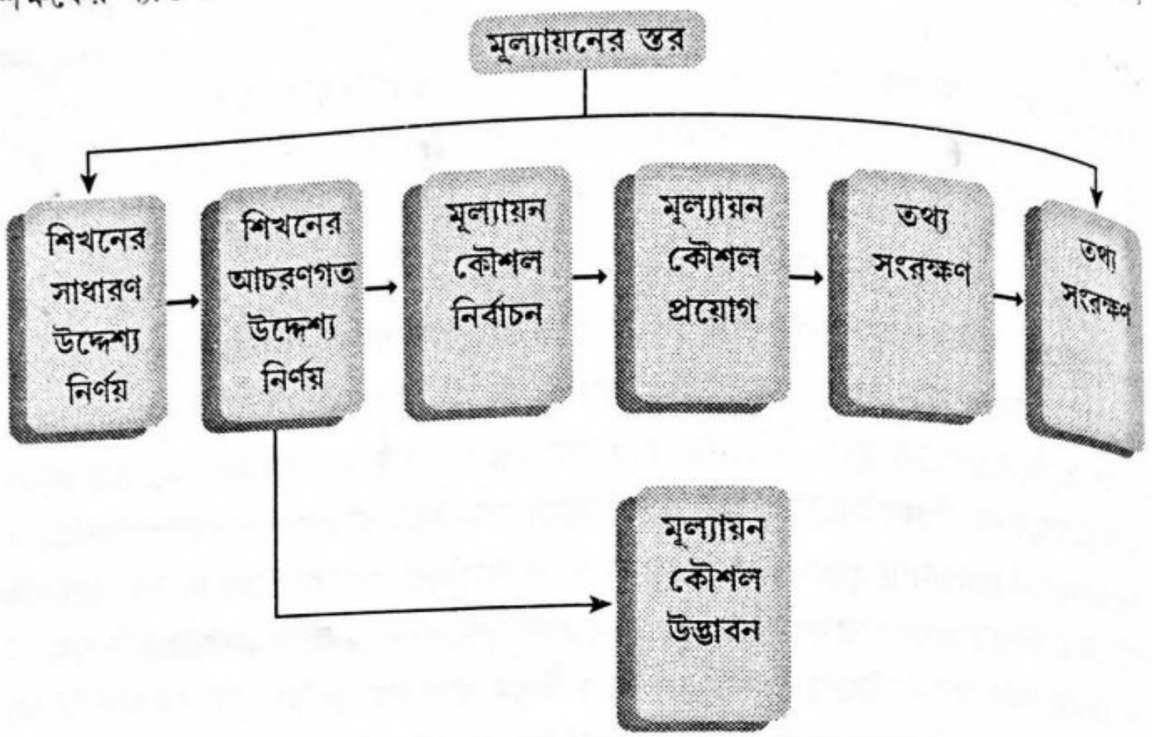

মন্তব্য : এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মূল্যায়ন ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। আধুনিক কালে বিশ্বাস করা হয়, শিখন একটি জটিল প্রক্রিয়া। কোনো শিক্ষণপ্রচেষ্টার ফলে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী শিখন বা বহুমুখী পরিবর্তন হয়। এই বহুমুখী পরিবর্তনকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে না পারলে, বিচ্ছিন্ন পরিমাপ কোনো কাজেই আসবে না। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মূল্যায়ন কৌশল (Evaluation devices) এবং মূল্যায়নের তথ্য সংরক্ষণ (Recording of data)। এ ছাড়াও মূল্যায়নের সাথে জড়িত আরও নানারকম সমস্যা।

☐ ৪.১.৫ সংস্কৃত শিক্ষাদানে মূল্যায়ন (Evaluation in Teaching Sanskrit) :

পরীক্ষা আর মূল্যায়ন শব্দ দুটি সমার্থক নয়। পরীক্ষার গন্ডি হল ছোটো আর মূল্যায়নের গন্ডি হল অনেক বেশি। বছরে দু'বার বা তিনবার সংস্কৃত বিষয়ের উপর ৪/৬টি প্রশ্নের উত্তরে দু-তিন ঘন্টার মধ্যে ছাত্রকে লিখতে দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপ করা হয়। একে আমরা বলতে পারি সংস্কৃত বিষয়ের পরীক্ষা। এ দিয়ে শুধু শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপ করা যায়। মূল্যায়ন হল এমন একটি বৈজ্ঞানিক পরিমাপ যার সাহায্যে শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও তার বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, চিন্তাশীলতা, মানসিক প্রবণতা সবকিছুই

যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব হয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই মূল্যায়ন হল একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

এখন প্রশ্ন হল সংস্কৃতের মতো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন সম্ভব কিনা? কেউ বলেন সংস্কৃতের মতো প্রাচীনভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতিই ভালো। নতুন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা (Objective Test) এতে ভালো ফল দেবে না। কিন্তু আর একদল বলেন সব বিষয়ের মতো সংস্কৃতও বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়। সুতরাং এখানেও নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না কেন?

মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল আছে যেমন—

(ক) লিখিত পরীক্ষা (Written Examination) : সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের উপর লিখিত পরীক্ষার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে কোনো গল্পের ওপর প্রশ্নোত্তর বা কোনো গল্পের সংক্ষিপ্তসার লেখা এইগুলি হল সংস্কৃত লিখিত পরীক্ষার বিভিন্ন রূপ। সংস্কৃত লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে রচনাধর্মী প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন—এই সবকিছুই মিশ্রণ থাকবে আর সব কিছুরই জন্য কিছু মূল্যায়ন (নম্বর) নির্দিষ্ট থাকবে। এতে করে শিক্ষার্থীর (১) শব্দ সম্ভারের জ্ঞান, (২) ভাষা বুঝবার ক্ষমতা, (৩) নিজের চিন্তা, (৪) কল্পনা অনুভবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং সবশেষে (৫) লেখক বা কবির চিন্তাধারা ভাব প্রভৃতি উপলব্ধি করে তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতার পরীক্ষা করা চলবে। আর এগুলি হবে সংস্কৃত শিক্ষণের মূল্যায়নের বিভিন্ন উদ্দেশ্য।

অনেকে বলেন সংস্কৃতে রচনাধর্মী প্রশ্ন দেওয়াই উচিৎ। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর মূলক প্রশ্ন দেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু আমরা পাঠ্যপুস্তকের কবিতা বা শ্লোক কী শূন্যস্থানপূরণ, শুদ্ধশব্দের পাশে টিক চিহ্ন, অশুদ্ধ শব্দের পাশে কাটা চিহ্ন, শূন্য জ্ঞানপরীক্ষা, একই শব্দের বিভিন্ন রূপ দিয়ে সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা—এই সমস্ত প্রশ্ন আমরা সংস্কৃত প্রশ্নপত্র লিখিত পরীক্ষায় সহজে দিতে পারি। কেবল কবিতার রসাস্বাদন মাত্র নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দেওয়া চলবে না। একথা মনে রাখতে হবে শিক্ষক মশায়ের অভিজ্ঞতার ওপর সংস্কৃত ভাষার মূল্যায়নের মান নির্ভর করবে। মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র রচনায় শিক্ষকের দক্ষতা যত বাড়বে মূল্যায়ন তত উন্নত হবে।

(খ) মৌখিক পরীক্ষা (Oral Examination) : যথাযথ মূল্যায়নের জন্য আমরা সংস্কৃত ভাষাতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারি। নিম্নশ্রেণিতে বা আদিস্তরে স্তোত্র থেকে আবৃত্তি বা শব্দরূপ ও ধাতুরূপের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। ওপরের শ্রেণিতেও সহজ ও সরল প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই মৌখিক পরীক্ষা থেকে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ ক্ষমতা, ভাষার উপর দখল, উপস্থিত বুদ্ধি, মনে রাখবার ক্ষমতা ও প্রকাশ করবার ক্ষমতা—পরিমাপ বা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। তবে মনে রাখতে হবে মৌখিক

Scanned with CamScanner

পরীক্ষার ক্ষেত্রে সময়ের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে যথাযথ পরিমাপ ও মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

(গ) পর্য্যবেক্ষণ (Observation) : বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সামনে পড়াশুনা করে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকের মতো সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকমশায়ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষার্থীর নৈপুণ্যের পরিমাপ করতে পারেন। অবশ্য এই পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষকমশায়ের পর্য্যবেক্ষণেরও মিল থাকতে হবে।

(ঘ) অর্পিত দায়িত্বের পরীক্ষা (Assignment Test) : সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষকমশায় প্রত্যেকদিন শ্রেণিতে যা পড়াবেন তার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে Home task বা গৃহকার্য দেবেন। এই গৃহকার্যের মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্ভব হবে। বাড়ি থেকে পড়াটুকু সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে আনা, প্রদত্ত বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ করে আনা, প্রদত্ত শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা করে আনা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম গৃহকাজ সংস্কৃত শিক্ষার্থীকে দেওয়া যেতে পারে। এই গৃহকাজের মূল্যায়ন বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য পৃথক করে রেখে দিতে হবে। তাহলে গৃহকাজের গুরুত্ব বাড়বে আর শিক্ষার্থীরাও গৃহকাজ ফাঁকি দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। আমরা সহজে বাৎসরিক পরীক্ষায় লিখিত পরীক্ষার জন্য ৮০ নম্বর আর মৌখিক পরীক্ষার জন্য ১০ আর গৃহকার্য্যের ১০ নির্দিষ্ট করতে পারি।

এইতো গেল মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে মূল্যায়ন যেন যথাযথ হয় এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায় গৃহীত হয়। এখানে শিক্ষকের কোনো পক্ষপাত থাকবে না, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চরম গোপনীয়তা রাখতে হবে আর Scoring এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সংখ্যামূলক মূল্যায়ন না করে A. B.C.D.E. ইত্যাদি রূপে 5 point Scale ব্যবহার করতে হবে। এতে অবশ্য সংস্কৃত শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু এতে করে শিক্ষার্থীর এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা এর ফলে উভয়েরই উপকার হবে, শিক্ষাব্যাবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে আর বিশেষ করে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রবণতা কমে যাবে।

❑ ৪.১.৬ পরিমাপ (Measurement) :

শিক্ষামূলক পরিমাপ কৌশল (Strategy of Educational Measurement)-এর মাধ্যমে আমরা ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ নির্ণয় করতে পারি। এই পরিমাপ একটি তুলনামূলক বিচার; কোনো একটি নির্দিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে। কোনো বিশেষ পরিমাপের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য শিক্ষার্থীর জীবনে থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। পরিমাপ সাধারণভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যের খণ্ড খণ্ড অংশেরই করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কোনো বিশেষ অভীক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর সংস্কৃত ভাষা শিখন দক্ষতার পরিমাপ নির্ণয় করতে পারি। এই পরিমাপ কোনো বিশেষ দক্ষতার (সাহিত্য ব্য ব্যাকরণ) আয়ত্তের উপর হতে পারে।

পরিমাপ-এর বৈশিষ্ট্য হল—

(১) পরিমাপে উদ্দেশ্য সচেতনতা সবসময় থাকে না।

(২) পরিমাপ-এর ক্ষেত্রে আচরণ-এর পরিমাণগত তথ্যেরই (Quantitative information) বিচার করা হয়।

(৩) পরিমাপ একটি তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়া।

(৪) পরিমাপের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ্য বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান-এরই (Knowledge) বিচার করা হয়।

Monroe বলেছেন, "...In measurement the emphasis is upon single aspect of subject-matter achievement o specific skills and abilities...

❑ ৪.২ আদর্শায়িত অভীক্ষা (Achievement Test) :

সাধারণত লক্ষ্যণীয় যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বিন্যাস দ্বারা যে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, তার সাহায্যে আমরা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে শিক্ষার্থীর অগ্রগতিকে পরিমাপ করতে পারি না। বিশেষভাবে এই ধরণের প্রশ্নপত্রের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) ও যাথার্থ্য (Valiadity) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি না। এ ছাড়া এ ধরনের প্রশ্নপত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত পরিমাপকে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে পারা যায় না, বা পরিমাপের প্রকৃত তাৎপর্যও বোঝা যায় না। পরীক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করতে হলে এবং মূল্যায়নকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হলে এ সকল ত্রুটিগুলিই দুর করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে মনোবিদ্ এবং শিক্ষাবিদ্গণ পরিমাপের ক্ষেত্রে আরও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের কথা বলেছেন; এই পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রেরও যেমন সংস্কার করা হয়, তেমনি ওইসব প্রশ্নের ভিত্তিতে মাননির্ণয়ের পদ্ধতি, সামগ্রিক মানের তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতি ইত্যাদিকে নির্দিষ্ট করা হয়। এই জাতীয় প্রশ্নপত্রকে বলা হয় আদর্শায়িত **পারদর্শিতার অভীক্ষা** (Standardized Achivement Test)। আদর্শায়িত অভীক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট মনোবিদ্ বলেছেন— "The standardized achievement tests are those which express the achievement of the pupil in different school subjects or any skill in single score." **অর্থাৎ, যে অভীক্ষা একটি মাত্র সংখ্যামান দ্বারা শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের পারদর্শিতা বা কোনো বিশেষ দক্ষতাকে প্রকাশ করে, তাদের বলা হয় আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা।** আদর্শ অভীক্ষার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে; এ সকল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করলে তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ ধারণা হবে।

প্রথমত, আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রশ্নগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক হয়। ফলে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের যতরকম সুবিধা আছে, সব সুবিধাগুলিই এখানে পাওয়া যায়। অনেক সময় অবশ্য আদর্শায়িত অভীক্ষায় সংক্ষিপ্ত উত্তরযোগ্য (Shortanswer type) প্রশ্নও দেওয়া হয়। তবে

Scanned with CamScanner

এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে মাননির্ণয়ের পদ্ধতি, সম্ভাব্য সকল রকম উত্তরের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করা থাকে।

তৃতীয়ত, আদর্শায়িত অভীক্ষায় প্রশ্নগুলিকে কাঠিন্যানুসারে সাজানো হয়ে থাকে। এর ফলে, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর করার সময় মানসিক প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন করতে হলেও, তা ক্রমানুসারে হয় বলে প্রশ্নগুলি তারা সহজে সমাধান করতে পারে।

চতুর্থত, এই ধরনের অভীক্ষায় তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে, শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মানকে ওই নির্দিষ্ট মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তার তাৎপর্য নির্ণয় করা যায়।

পঞ্চমত, আদর্শায়িত অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বৈজ্ঞানিক কৌশলে নির্ধারণ করা হয় এবং প্রত্যেক অভীক্ষার সঙ্গে নির্ভরযোগ্যতার সূচক (Index of reliability) ব্যবহার করা হয়।

ষষ্ঠত, প্রত্যেক আদর্শায়িত অভীক্ষা প্রস্তুত করার সময়, তার যথার্থতাও বিচার করে দেখা হয়, এবং প্রত্যেক অভীক্ষার সঙ্গে যথার্থতার সূচকও (Index of validity) ব্যবহার করা হয়।

❑ ৪.২.১ আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি (Method of Standardized test Construction) :

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের উপযুক্ত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test) আদর্শায়িত করতে হলে তার গঠনের সময় শিক্ষককে নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই ধরনের অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনার অনুরূপ হলেও এর বিভিন্ন পর্যায়ে গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করা হয়। এসব গাণিতিক কৌশল অভীক্ষাটির বিভিন্ন ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হয়। **আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা পঠনের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত পর্যায়ে অগ্রসর হবেন—**

(১) আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠন করতে হলে, প্রথমত, আমরা যে বিষয়ের অভীক্ষা গঠন করতে চাই, সেই শ্রেণির সেই বিষয়ের পারদর্শিতা বলতে কী বোঝায়, তা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের একটি পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test in History for Class VIII) নির্মাণ করতে চাই, তাহলে প্রথমত, আমাদের অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের পারদর্শিতা বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে একটি কার্যকরী ধারণা থাকার দরকার। অষ্টম শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী যদি ইতিহাসের পারদর্শিতা অর্জন করে, তাহলে সে কী কী ধরনের আচরণ সম্পন্ন করতে পারবে? এভাবে শিক্ষার্থীদের

বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে কার্যকরী ধারণাটিকে প্রকাশ করতে হবে। এই ধারণাগঠন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য-নির্ধারণের (Defining the objective of teaching and learning) অনুরূপ। প্রকৃত ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য ও কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণ একই ধরনের প্রক্রিয়া। আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের এই পর্যায়কে বলা হয় কার্যকরী ধারণাগঠনের স্তর (Stage of formation of working concept)। এই পর্যায়কে সম্পূর্ণভাবে তাত্ত্বিক পর্যায় হিসেবে গণ্য করা যায়।

(২) এখন অভীক্ষা গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্বোক্ত কার্যকরী সংজ্ঞার ভিত্তিতে অভীক্ষাপত্রের জন্য প্রশ্ন সংগ্রহ করা হয়। উদাহরণটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের পারদর্শিতা যে সকল আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে, সে সকল আচরণ সৃষ্টি করতে পারে এরকম ধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এক একটি উদ্দীপক। যেগুলি শিক্ষার্থীর মধ্যে কার্যকরী ধারণার অনুরূপ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষামূলক পরিমাপ (Educational Measurement) বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রশ্নগুলিকে বলা হয় **অভীক্ষা পদ** (test-item)। অভীক্ষা নির্মাণের এই স্তরকে বলা হয় **অভীক্ষা পদ সংগ্রহের স্তর** (Stage of item collection)।

(৩) দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কার্যকরী ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নগুলি সংগ্রহ করেন। এ ধরনের সংগৃহীত প্রশ্নের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব থাকতে পারে। এই কারণে, অন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দ্বারা এগুলিকে বিচার করা দরকার। তৃতীয় স্তরে, শিক্ষক/শিক্ষিকার সংগৃহীত প্রশ্নগুলিকে অন্যান্য অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দ্বারা বিচার করানো হয়। প্রশ্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থাকে, তাহলে তা ধরা পড়ে। এভাবে বিচারকরণের পরে যে প্রশ্নগুলি অনুপযুক্ত মনে হয়, সেগুলিকে বাদ দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট প্রশ্নগুলিকে পরবর্তী পর্যায়ে বিবেচনা করা হয়। অভীক্ষা গঠনের এই স্তরকে বলা হয় **বিচারকরণের স্তর** (Stage of expert varification)।

(৪) অবশিষ্ট প্রশ্নগুলিকে পরবর্তী পর্যায়ে একটি 'প্রশ্নপত্রে' কাঠিন্যানুক্রমে (According to difficulty) সাজানো হয়। প্রশ্নের এই কাঠিন্য নির্ধারণ, শিক্ষক/শিক্ষিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্নগুলি উত্তরের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকেন। এরপর অভীক্ষাটি যে শ্রেণির জন্য তৈরি হচ্ছে, সেই শ্রেণির একদল বাছাই করা শিক্ষার্থীর ওপর প্রয়োগ করা হয়। এই প্রয়োগলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা অভীক্ষা গঠনের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে অগ্রসর হন। অভীক্ষা গঠনের এই স্তরকে বলা হয় প্রাথমিক **পরীক্ষার স্তর** (Try out stage)।

Scanned with CamScanner

(৫) শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের ওপর পরীক্ষা গ্রহণের পর উত্তরগুলির মান নির্ণয় করা হয়। সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যামান প্রত্যেক সঠিক উত্তরের জন্য দেওয়া হয়। এই মানগুলিকে বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ কৌশলকে বলা হয় **অভীক্ষা পদ বিশ্লেষণের কৌশল** (Item-analysis)। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন,

প্রথমত : প্রত্যেকটি প্রশ্নের **বিভাজন ক্ষমতা** (Discriminating value) কী রকম তা জানা যায়। যে প্রশ্ন ভালো ও খারাপ শিক্ষার্থীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না, সে প্রশ্নের বিভাজন মূল্য কম। সুতরাং পরিমাপের দিক থেকে তাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অতএব তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত : প্রত্যক্ষ প্রয়োগের অভিজ্ঞতা থেকে গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি প্রশ্নের **কাঠিন্য মান** (Difficulty value) নির্ণয় করা যায়। এই কাঠিন্য মান পরবর্তী পর্যায়ে প্রশ্ন বিন্যাসে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত : গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্রশ্নের **যোজ্যতা নির্ণয়** করা যায়।

যেসব প্রশ্নের দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না, এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরও অভীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া যায়। এভাবে অভীক্ষা পদ বিশ্লেষণের (Item-analysis) কৌশলের সাহায্যে অভীক্ষার বিভিন্ন দিক বিচার করা হয়।

(৬) পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার পর যে প্রশ্নগুলি অবশিষ্ট থাকে এবং গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়, সেগুলিকে একটি প্রশ্নপত্রের মধ্যে কাঠিন্য মান (Difficulty value) অনুযায়ী সাজানো হয়। এই প্রশ্নপত্রটি অভীক্ষার চূড়ান্ত অবস্থা। এখন এটির জন্য সময়সীমাও (Time limit) চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই অভীক্ষাটি এবার নির্দিষ্ট শ্রেণির আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর ওপর প্রয়োগ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ওই বিষয়ের আদর্শায়িত অভীক্ষাও ওই শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করা হয়। অভীক্ষা গঠনের এই পর্যায়কে বলা হয় সর্বশেষ প্রয়োগের স্তর (Stage of final application)।

(৭) সদ্য গঠিত অভীক্ষার ফলাফলকে পুরাতন আদর্শায়িত অভীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে অভীক্ষার যথার্থতা (Validity) নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত পুরাতন অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফলের সঙ্গে নতুন অভীক্ষার ফলাফলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এ সম্পর্কে **সহগতির সহগাঙ্ক** (Co-efficient of Co-relation) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই সহগতির সহগাঙ্গকেই **যথার্থতার সূচক** (Validity Co-efficient) হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

(৮) পরবর্তী পর্যায়ে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা (Reliabuility) নির্ধারণ করা হয়। নির্ভরযোগ্যতার সূচক (Index or reliability) নির্ধারণের বিভিন্ন ধরনের রাশিবৈজ্ঞানিক

(Statistical) কৌশল আছে; এসব কৌশলের যে-কোনো একটির প্রয়োগে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

(৯) সর্বশেষ পর্যায়ে অভীক্ষা প্রয়োগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে অভীক্ষার ফলে তাৎপর্য নির্ণয় করার জন্য একটি সাধারণ মান (Norm) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে যে-কোনো শিক্ষক এই অভীক্ষা প্রয়োগ করুন না কেন, তাঁরা তাঁদের ফলাফলকে এই সাধারণ মানের ভিত্তিতে বিচার করতে পারেন। ফলে, অভীক্ষার পরিমাপের তাৎপর্য নির্ণয় করার সুবিধা হয়। অভীক্ষার এই সাধারণ তুলনামূলক মান ও রাশিবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। যে-কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই মান নির্ণয় করা যায়; যেমন বয়স (Age), শ্রেণি (Class) ইত্যাদি।

(১০) প্রত্যেক আদর্শায়িত অভীক্ষার সঙ্গে একটি মাননির্ণয়পত্র থাকে। সুতরাং অভীক্ষা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই মাননির্ণয় পত্রও (Scoring key) প্রস্তুত করতে হয়। এই মাননির্ণয় পত্রে অভীক্ষার প্রশ্নগুলির মান কীভাবে নির্ণয় করা হবে, তার নির্দেশ থাকে। এই ধরনের নির্দেশপত্র অভীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে ব্যক্তিগত প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

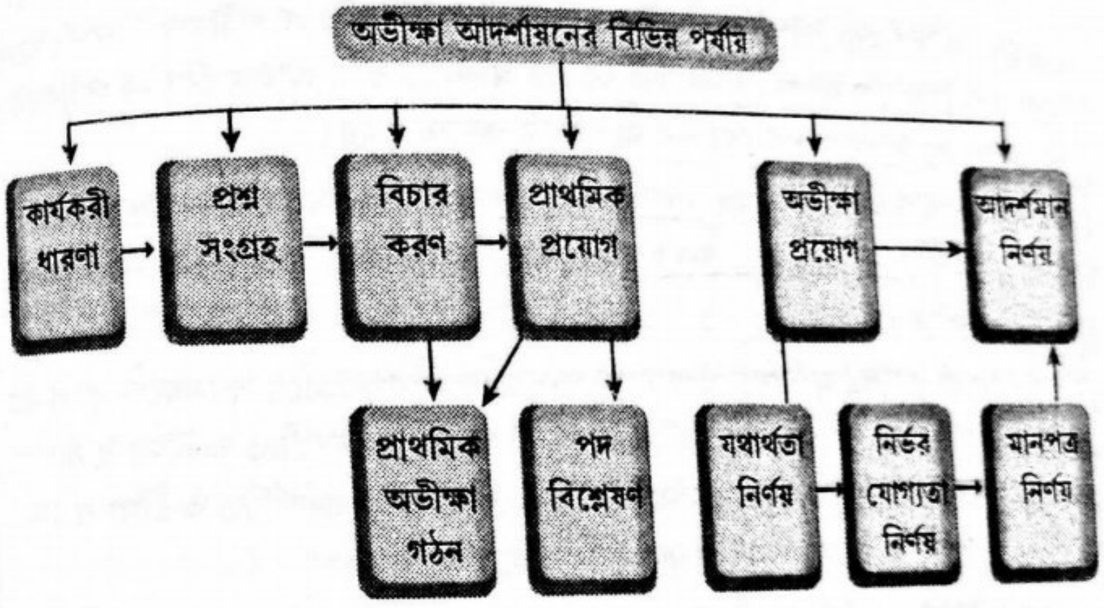

আদর্শ অভীক্ষা গঠনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এই ধরনের অভীক্ষা গঠন একটি খুব জটিল কাজ। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির মূলে আছে, প্রশ্নপত্রের ত্রুটি। তাই এই ধরনের অভীক্ষা যদি গঠন করা যায়, তাহলে পরীক্ষা গ্রহণের কাজ অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদগণ এই ধরনের আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা গঠনের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিভিন্ন গবেষণামূলক সংস্থা, দীর্ঘদিন সময় নিয়ে, এই জাতীয় অভীক্ষা গঠন করেন। শিক্ষক/

Scanned with CamScanner

শিক্ষিকাগণ নিজেদের পরিশ্রম কমানোর জন্য ওইসব সংস্থার কাছ থেকে আদর্শায়িত অভীক্ষা নিজেদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করতে পারেন।

☐ ৪.২.২ আদর্শায়িত অভীক্ষার গুণাবলি (Merits of Standardized Test) :

আদর্শায়িত অভীক্ষার নিজস্ব কতগুলি গুণ আছে এবং এই গুণগুলির জন্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগের বিশেষভাবে পক্ষপাতী। গতানুগতিক রচনাধর্মী পরীক্ষা বা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাদের তুলনায় এই আদর্শায়িত অভীক্ষা অনেক ত্রুটিহীন। আদর্শায়িত অভীক্ষার মূল গুণগুলি হল—

(১) এই ধরনের অভীক্ষায় বিশেষ গাণিতিক কৌশলে যথার্থতা নির্ধারণ করা হয়। ফলে, এর যথার্থতা (Validity) সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই অভীক্ষা সে নির্দিষ্ট বিষয়ের (Subject) জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই বিষয়ের পারদর্শিতাকেই কেবল পরিমাপ করে। অর্থাৎ, পরিমাপের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে।

(২) এই ধরনের অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতাও গাণিতিক কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে, এই আদর্শায়িত অভীক্ষার ফলাফল পরিস্থিতি ও পরীক্ষক ভেদে কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ, এই ধরনের অভীক্ষার দ্বারা আমরা কোনো পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতার অপরিবর্তনীয় মান নির্ণয় করতে পারি।

(৩) এই অভীক্ষার পদগুলি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দ্বারা গঠিত হয় বলে, মান-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে না। ফলে, আদর্শায়িত অভীক্ষাটিও সামগ্রিকভাবে নৈর্ব্যক্তিক হয়।

(৪) এই ধরনের অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাংখ্যমানকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা যায়। আমরা জানি, তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক আদর্শায়িত অভীক্ষা-ই সাধারণ তুলনামূলক মান (Norm) নির্দেশ করা থাকে। ফলে, আদর্শায়িত অভীক্ষা পরীক্ষার ফলাফলকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

(৫) আদর্শায়িত অভীক্ষা পরীক্ষাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তোলে। কারণ, অভীক্ষা গঠনের প্রথম স্তরেই আমাদের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়।

(৬) আদর্শায়িত অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিষয়ের সমগ্র অংশের পারদর্শিতা বিচার করতে পারে। ফলে, এই অভীক্ষা রচনাধর্মী অভীক্ষার মতো সীমিত নয়।

(৭) আদর্শায়িত অভীক্ষা একবার গঠন করলে, তার দ্বারা আমরা দীর্ঘদিন কাজ চালাতে পারি। কেবলমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হলে এর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

(৮) সবশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রশ্নগুলি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দ্বারা গঠিত হয় বলে, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সমস্ত রকম ভালো গুণ এই অভীক্ষার মধ্যেও থাকে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অগ্রগতির মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে আদর্শায়িত অভীক্ষা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বলাভ করেছে। এই কারণে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শেষে বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার পরিবর্তে আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardized Achievement Test) ব্যবহারের কথা বলেছেন। বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে, "... a test battery of psychological and achievement tests be developed for use with higher secondary school student for the final test at the end of twelve years of schooling." কিন্তু দুঃখের বিষয়, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার অভীক্ষার এই গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে গতানুগতিক পরীক্ষাব্যবস্থার আজও কোনোও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। কারণ, যথাযোগ্য মনোভাবের অভাব ও পরিশ্রমসাধ্যতা আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি, প্রচার ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

☐ ৪.২.৩ সংস্কৃতভাষায় পারদর্শিতার অভীক্ষা-রচনা (Achievement Text Construction in Sanskrit Language) :

শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক মানসিক বিকাশ পরিমাপ করার জন্য শিক্ষাবিদ্‌গণ বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা ব্যবহারের কথা বলেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ে কী পরিমাণ জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিংবা কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয় এইসব অভীক্ষার মাধ্যমে এইসব অভীক্ষাকে এক কথায় শিক্ষামূলক অভীক্ষা (Educational test) বলা হয়। পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test) এই শিক্ষামূলক অভীক্ষার অন্তর্গত। কোনো একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কী পরিমাণ পারদর্শিতা অর্জন করেছে, অর্থাৎ তার কী পরিমাণ শিক্ষাগত বিকাশ হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয় এই পারদর্শিতার অভীক্ষার মাধ্যমে। এই ধরনের অভীক্ষা যেমন ইতিহাস, বিজ্ঞান, সংস্কৃত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক হয়, তেমনই সপ্তম শ্রেণির সংস্কৃতের পারদর্শিতার অভীক্ষা, অষ্টম শ্রেণির সংস্কৃতের পারদর্শিতার অভীক্ষা এভাবে শ্রেণি অনুযায়ীও পৃথক পৃথক পারদর্শিতার অভীক্ষা হতে পারে।

অভীক্ষাপত্র প্রস্তুত করার সময় কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হতে হবে—

১। অভীক্ষাপত্র যেন অনাবশ্যক জটিল বা বিভ্রান্তিকর না হয়;

২। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপরই অভীক্ষাপত্র রচনা করতে হবে, নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে নয়;

৩। অভীক্ষাপত্রের ভাষা হবে সহজবোধ্য।

Scanned with CamScanner

৪। অভীক্ষাপত্রে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক এই উভয় ধরনের প্রশ্নের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
৫। বিভিন্ন প্রশ্নের মান নির্ধারণ যুক্তিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রচনা প্রসূত হতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পাঠ্যক্রমে এবং অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই বর্তমান পাঠ্যক্রম অনুসারে অভীক্ষাপত্র রচনার সোপানগুলি হল—

- বিষয়বস্তু-বিশ্লেষণম্ (Content Analysis)
- কাম্যম্ আচরণগতং শিখনসামর্থ্যম্ (Behavioural Objectives)
- সুনির্দিষ্টকরণস্য সারনিঃ (Table of Specification)
- পারদর্শিতায়াঃ অভীক্ষাপত্রম্ (Achievement Testpaper)
- প্রশ্নানাম্ উত্তরসংকেতঃ (Seoring Key)
- প্রশ্নানং মানবণ্টনম্ (Distribution of Marks)

এই পদ্ধতির একটি পারদর্শিতার অভীক্ষার নমুনা দেওয়া হল Practicum অংশে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমে যে পারদর্শিতার অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে সংস্কৃত বিষয়ের পারদর্শিতার অভীক্ষাও স্বাভাবিকভাবেই স্থান পেয়েছে। সংস্কৃতের পারদর্শিতা অভীক্ষা রচনার জন্য সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ-যে-কোনো শ্রেণির পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত গদ্য-পদ্যাদি বিষয়ে সংশোধিত ব্লুমের ট্যাক্সোনমি (Revised Bloom's Taxonomy) অনুসারে উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয় এবং প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তরসহ উত্তরমালাও সংযোজিত হয়। এছাড়া, এই অভীক্ষায় আচরণমূলক উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যানুসারে প্রশ্নের সংখ্যার উল্লেখ করে একটি Taxonomic Table (শ্রেণিকরণ সরণি) প্রস্তুত করে সংযোজন করা হয়।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

B.Ed-2-B অভীক্ষাপত্র (Achievement Test) :

অভীক্ষাপত্র (Achievement Test)

North Dinajpur B. Ed. College

বিষয়বস্তু-বিশ্লেষণম্—

বিষয়ঃ— সংস্কৃত-গদ্যম্

শ্রেণী – নবমী

একম্ – সিংহ-শৃগালশিশুকথা

কশ্চিদ্ বনোদ্দেশে সিংহদম্পতী...
ভক্ষয়িত্বা পথ্যং কুরু।"

ধীঃ কান্ত!
জ্যেষ্ঠত্রাসান্নিরুৎসাহতাং গতৌ।

দ্বাবপি পিত্রোরগ্রতো
ভয়ব্যাকুলমনাঃ ক্ষণাৎ প্রণষ্টঃ।"

কাম্যম আচরণগতং শিখন-সামর্থ্যম্—

জ্ঞানমূলকম্—

- শিক্ষার্থীরা 'সিংহ-শৃগালশিশুকথা' গল্পের বিষয়বস্তু স্মরণ করতে পারবে।
- গল্পটির বিভিন্ন শব্দের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য তারা স্মরণ করতে পারবে।
- গদ্যান্তর্গত স্বস্তনক্ষীরেণ, কিমহমেতাভ্যাং, ভয়ব্যাকুলমনাঃ, প্রাণত্যাগঃপি প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের অর্থ তারা বলতে পারবে।
- গদ্যটির বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ঘটনা, প্রসঙ্গ ইত্যাদি তারা অন্যত্র চিনতে পারবে।

বোধমূলকম্—

- শিক্ষার্থীরা গদ্যের মূলভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- তারা গদ্যটি ভাষান্তর করতে পারবে।
- তারা গদ্যটির তাৎপর্যপূর্ণ অংশের ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাতৃস্নেহের এরূপ বহিঃপ্রকাশের ওপর অন্য কাহিনির দৃষ্টান্ত দিতে পারবে।

Scanned with CamScanner

प्रयोगमूलकम्—

● শিক্ষার্থীরা গদ্যে প্রাপ্ত 'मया', 'सिंही' প্রভৃতি বিভিন্ন পদ স্ব-রচিত স্বকীয় সংস্কৃতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

● গদ্যের বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ঘটনার মেলবন্ধনে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

● শিক্ষার্থীরা গদ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদের সন্ধি-বিচ্ছেদ, কারক-বিভক্তি ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে পারবে।

भाषादक्षतामूलकम्—

● শিক্ষার্থীরা নির্ভুল উচ্চারণে যদি-চিহ্নের সঠিক ব্যবহারে গদ্যটি পাঠ করতে পারবে।

● শিক্ষার্থীরা গদ্যটি দেবনাগরী হরফে লিখতে পারবে।

आनुभूतिकंस्वप्रकाशमूलकम्—

● গদ্যটির পাঠ করার পর শিক্ষার্থীরা এরূপ নীতিমূলক বিভিন্ন ধরনের গদ্য পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং সেগুলি পাঠ করে রসাস্বাদন করতে পারবে।

● তারা পঠিত গদ্যের বক্তব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজস্ব সৃজনশীলতার সাহায্যে তা প্রকাশ করতে পারবে।

सुनिर्दिष्टकरणस्य सारणी—

श्रेणी - नवमी पूर्णमानम्-२५

◆ **उपेककस्य उद्देश्यानां निर्दिष्टीकरणस्य तालिका;**

एककम्	उपेककम्	ज्ञान मूलकम्	वोध मूलकम्	प्रयोग-मूलकम्	समस्त-मानम्:	आनुपातिक हार:
सिंह-शृगाल-शिशू कथा	● 'कस्मिंश्चिद् वनोद्देशे सिंहदम्पती ... पथ्य कुरु।'	$(३)_३$	$(३)_३$	$(२)_२$	८	३२
	● 'साह मो काल। ज्येष्टत्रासान्निरूत साहतां गतौ।'	$(३)_३$	$(३)_२$	$(३)_३$	१	३६
	● 'ततो द्वावपि पित्रोरग्र-तो... क्षाणात प्रनष्ट'	$(२)_२$	$(५)_५$	$(२)_२$	८	३२
	सामग्रिकं मानम्	८	२२	६	२५	
	आनुपातिक हार:	३२	४४	२४		२००

(বন্ধনীর বাহিরে প্রশ্নের মান এবং বন্ধনীর বাহিরে প্রশ্নের সংখ্যা)

अधीक्षापत्रम्

विषय: - संस्कृत गद्यम्

पाठस्य एककं निर्वाचनं - 'सिंह - शृगालशिशुकथा'

श्रेणी - नवमी पूर्णमानम्-२५

समय: - ५५मि:

१) वन्धनी - मध्यात् उत्तरं गृहीत्वा वाक्यं सम्पूर्णं कुरु - (ज्ञानमूलकम्) २x१=२

● कस्मिंश्चिद् वनोद्देशे (सिंह/सिंहदम्पती) प्रतिवसत: स्म।

● सिंहोऽपि नित्यमेव (मृगान्/तृणानि) व्यापाद्य सिंही ददाति।

२) शून्यस्थानं पूरणं कुरु - (ज्ञानमूलकम्) २x१=२

● हत्युकत्वा तमपि _____ पूष्टिमानयत्।

● अथ कदाचित्तत्र वने भ्राम्यत् _____ दृष्ट:।

३) संस्कृतवाक्येन उत्तरं यच्छ - (ज्ञानमूलकम्) २x१=२

● सिंही एकान्ते नीत्वा कं प्रवोधितवती?

● सर्वं श्रुत्वा शृगालसूत: किमकशेत्?

४) संस्कृतपदेन उत्तरं यच्छ - (ज्ञानमूलकम्) २x१=२

● सिंहदम्पती कुत्र प्रतिवसत: स्म?

● के ते त्रय: शिशव: ?

५) तात्पर्यं लिख - (वोधमूलकम्) (२)

"अकृत्यं नैव कृत्यं स्यात् प्राणत्यागेऽपि संस्थिते।
न च कृत्यं विमुञ्चेत एष धर्म: सनातन:।"

६) वङ्गभाषायाम् अनुवादं कुरु - (वोधमूलकम्) (२)

"शुरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पूत्रक।
यस्मिं कुले त्वमुत्पन्नती गजस्तत्र न हन्यते।।"

७) विपरीतार्थकं शव्दं लिख - (वोधमूलकम्) (२)

अस्तं

८) संस्कृत - प्रतिशव्दं लिख - (वोधमूलकम्) (२)

व्यापादित:

Scanned with CamScanner

৯) वाक्यं रचय - (२) (प्रयोगमूलकम्)
मया

१०) संस्कृतभाषायां स्वकीयानुवादं कुरु - (प्रयोगमूलकम्)
ঋষি কণ্ব শকুন্তলাকে পালন করেছিলেন। २×१=२

११) सन्धिविच्छेदं कुरु - (प्रयोगमूलकम्)
वालकोऽयमिति (२)

१२) कारक-विभक्ति-निर्णयं कुरु - (प्रयोगमूलकम्)
त्वमपि स्वस्तनक्षीरेण पुष्टिमानयत (२)

१३) व्युत्पत्ति-निर्णयं कुरु - (प्रयोगमूलकम्) (२)
निर्भर्तसयमानः

१४) दक्षिण-पार्श्वस्थं शब्दं वामपार्श्वे यथायथं प्रयुक्तं कुरु - (वोधमूलकम्) (३×१=३)

सनातनः	प्राणधारणम्	पथ्यम्
चिरन्तनः	जीवितम्	रोगिखाद्यम्

१५) क्रमानुसारेण सज्जितं कुरु - (वोधमूलकम्) (२×१=२)
सोऽपि तद्वचनं क्षुत्वा भयव्याकुलमनाः क्षणान् प्रणष्टः।
ततः सिंह्यैकान्ते नीत्वा प्रवोधितः।

प्रश्नानाम् उत्तरसंकेतः

१) कश्मिंश्चिद् वनोदेशे सिंहदम्पती प्रतिवसतः स्म।
सिंहऽपि नित्यमेव मृगान् व्यापाद्य सिंह्यै ददाति।

२) हत्युकत्वा तमापि स्वस्तनक्षीरेण पुष्टिमानयत्।
अथ कदाचित्तत्र वने भ्राम्यन् वनगजः द्रष्टः।

३) सिंही एकान्ते नीत्वा शृगालसुतं प्रवोधितवती।
सर्व श्रुत्वा शृगालसुतः भय व्याकुलमनाः क्षणात् प्रणष्टः

४) वनोद्देशे

शृगालशिशुः

५) विविधम्

६) বৎস! তুমি বীর, লব্ধ বিদ্যা এবং সুদর্শন কিন্তু তুমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেছ, সে বংশে কেহ হাতীকে হত্যা করে না।

७) उदयः
७) हतः
८) मया - मया चन्द्रः दृष्टः
९) ऋषि कण्वः शकुन्तलां पालयति स्म।
१०) वालकः + अयम् + इति।
११) करण-कारके तृतीया विभक्तिः
१२) वि- √हस् + शतृ - (प्रथमा - द्विवचनम्)
१३) सनातनः चिरन्तनः पथ्यम्
१४) रोगिखाद्यम् जीवितम् प्राणधारणम्
१५) ततः सिंह्यैकान्तो नीत्वा प्रवोधितः।
सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा भय-व्याकुलमनाः क्षणात् प्रणष्टः।

प्रश्नानां मानवण्टणम्

प्रश्नानां संख्या	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
निर्धारितं मानम्	२	२	२	२	२	२	१	१	१	२	१

प्रश्नानां संख्या	१२	१३	१४	१५						
निर्धारितं मानम्	१	१	३	२						

Scanned with CamScanner

৪.৩ ভাষা পরীক্ষার বিভিন্ন উপাদান ও দিক্ সমূহ [Properties (Elements) and areas (Aspects) of a Language Test] :

❑ ৪.৩.১ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষার বিভিন্ন উপাদানসমূহ [Properties (Elements) of a Sanskrit language test] :

(১) **সম্পাদক/সম্পাদিকা :** এখানে শিক্ষার্থীরাই ওই সম্পাদক বা সম্পাদিকা-র ভূমিকায় থাকছে। তাদের বয়স, পরিণমন স্তর, পূর্বজ্ঞানের পরিধি, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মান এ সবই শিক্ষালয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এ সকলই একটি নির্দিষ্ট আদর্শায়িত অভীক্ষার সম্পাদনের পূর্বে বিবেচিত হয়ে থাকবে।

যেমন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর ওইরকম একটি সংস্কৃত ভাষার অভীক্ষার সম্পাদনের জন্য নির্বাচন করা হল তাদের বয়স, পরিণমন স্তর, পূর্বজ্ঞানের পরিধি শিখন-এর মান সবই যাচাই করে নেওয়ার পর।

(২) **কার্যাবলি :** যদি কোনো শিক্ষার্থী কোনো কিছু লিখতে বা ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে, তাহলে নির্দেশনাবলি তার প্রতি এমনভাবেই আরোপিত হবে যাতে সেই নির্দিষ্ট লেখন বা ব্যাখ্যাত বিষয়ের যা শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে তার নৈর্ব্যক্তিকতা যথাযথভাবে বজায় থাকে।

যেমন, শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণনকুলকৃষ্ণসর্পকথা আখ্যান-এর নকুল-এর কর্তব্যপরায়ণতার দিকটি যেহেতু একটি আদর্শগত দিক শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করে সেহেতু শিক্ষার্থীরা এটি মূল্যায়নের জন্য অগ্রণী হবে।

(৩) **বিষয়বস্তু :** উপরোক্ত নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে তুলে ধরা হবে, অবশ্যই পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা হবে। প্রদত্ত বিষয়ের উপাদানসমূহ অথবা কোনো বিষয়ের বাহ্যিক খসড়াই নির্দিষ্ট ভাষা অভীক্ষার বিষয়বস্তু গঠন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কলহপ্রিয়া মহিলার বুদ্ধিমত্তার বিচার করবে।

(৪) **শর্তাবলি :** সম্পাদক/সম্পাদিকাগণ তাদের প্রতিপ্রদত্ত নির্দেশাবলি-এর পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই জেনে নেবে যে কেমন করে তারা বিষয়টি উপস্থাপিত করবে; অর্থাৎ তাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব নিজস্ব ভাষায় (অবশ্যই সংস্কৃত ভাষা) যথাযথ যতিচিহ্ন এবং নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা নিজস্ব সংস্কৃত ভাষার সীমিত জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করবে।

(৫) **বিচারকরণের নির্ণায়ক :** শিক্ষার্থীরা নিজস্ব উপস্থাপনার যাথার্থ্য তা বজায় রাখার জন্য নিজস্ব বক্তব্যের সমর্থনে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় থেকে যথাযথ উক্তি অথবা সমধর্মী অন্য কোনোও গল্প বা কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন।

এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট গল্প থেকে শিক্ষার্থীরা গদ্যে পরিচয় দেয়, সেটিকে উল্লেখ করবে।

❑ ৪.৩.২ সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষার বিভিন্ন দিকসমূহ (Aspects of a Sanskrit Language Test) :

(১) সাধারণত ভাষা অভীক্ষার ক্ষেত্রে চারটি দিকনির্ণয় করা হয়; তারা হল শ্রবণদক্ষতা (Listening), কথনদক্ষতা (Speaking), পঠনদক্ষতা (Reading) and লিখনদক্ষতা (Writing) যাদের ইংরেজি ভাষা LSRW এই পরিভাষা দ্বারা অভিহিত করা হয় সংস্কৃতের মতো বর্তমানে তৃতীয় এবং ধ্রুপদীভাষা শিখনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি দিকই প্রাসঙ্গিকভাবে বিদ্যমান।

(২) শ্রবণ ও পঠনদক্ষতা হল গ্রহণধর্মী দক্ষতা, কারণ শ্রবণ ও পঠের মাধ্যমে অন্যের মনোভাব বা অভিপ্রায়কে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কথন ও লিখন দক্ষতা হল প্রকাশধর্মী দক্ষতা; কারণ কথন ও লিখনের মাধ্যমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করা হয়।

(৩) **শ্রবণদক্ষতা** (Listening skill) : শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শ্রবণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে সংস্কৃত স্তোত্র, সংস্কৃতে রচিত গান ইত্যাদি টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাতে পারেন। তিনি নিজেও সংস্কৃতে স্তোত্র বা নীতিমূলক শ্লোকসমূহ যথার্থ উচ্চারণ সহকারে পাঠ করে শোনাতে পারেন। সংস্কৃতের প্রতিটি বর্ণের নিজস্ব ধ্বনি আছে। সেই ধ্বনিতত্ত্ব যথাযথ অনুসরণ করে তিনি শ্লোকাদি পাঠ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তাঁর উচ্চারণকৌশল মনোযোগ দিয়ে শুনতে নির্দেশ দেবেন। যে শিক্ষার্থী যত ভালোভাবে তার শ্রবণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধ্বনিগুলির সঠিক রূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে, সে ততটাই সঠিকভাবে ধ্বনিগুলি উচ্চারণে সক্ষম হবে।

(৪) **কথনদক্ষতা** (Speaking skill) : মৌখিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রথমে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের বা পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অতিপরিচিত সাধারণ সংস্কৃত পদাদির সাহায্যে ছোটো ছোটো বাক্য মুখে মুখে তৈরি করতে শিক্ষার্থীকে শেখাবেন। যেমন, এতৎ মম পুস্তকম্; মম বন্ধুঃ নগরে তিষ্ঠতি; এষা মম লেখনী, শিক্ষিকা অস্মাকং মাতৃস্থানীয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন বস্তু, চিত্র বা অনুকৃতি দেখিয়ে প্রথমে মাতৃভাষায় তাদের নাম শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন। তারপর সংস্কৃত ভাষায় সেই নামগুলি বলতে বলবেন। যেমন একটি বই দেখিয়ে বলবেন— "কিম্ এতৎ?" শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃতে এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার জন্য শিক্ষক তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থী যদি কিছু ভুল করে, তখন শিক্ষিকা সেই ভুল সংশোধন করে নির্ভুল সংস্কৃতে সেই নামগুলি বলবেন ও শিক্ষার্থীকে তার পুনরাবৃত্তি করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের মধ্যেও সংস্কৃতে

Scanned with CamScanner

এই ধরনের প্রশ্ন করে, শিক্ষিকা তার ব্যবস্থা করবেন। যেমন, কিং তব নাম? মম নাম অহনা ভবতি। কুত্র ত্বং বসসি? অহং কলিকাতানগর্য্যাং বসামি।"— ইত্যাদি।

(৫) নির্ভুল কথনদক্ষতা অর্জন-এর শিক্ষার্থী যাতে সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, তার জন্য শ্রেণিকক্ষে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিছুটা উচ্চশ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগীতারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৬) **পঠনদক্ষতা** (Reading skill) : সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় পঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংস্কৃতপাঠে স্বাভাবিক ভীতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তার পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিষয়টি সরবে পাঠ করতে নির্দেশ দেবেন। এবং প্রয়োজনানুসারে সেই সকল গদ্য/পদ্যের উপযুক্ত চিত্র/অনুকৃতি/নমুনা প্রদর্শন করে পাঠটিকে আকর্ষণীয় করে তুলে বিষয়টির বোধে সহায়তা করবেন। বিষয়ের বোধ হলে শিক্ষার্থীর সেই পাঠে আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং তখন তাকে শিক্ষক/শিক্ষিকা সরব পাঠে উৎসাহিত করবেন। পঠনকালে তিনি শিক্ষার্থীর ত্রুটি সংশোধন করে দেবেন। শিক্ষার্থীর পঠনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃত বর্ণগুলির নির্ভুল ও যথাযথ উচ্চারণ করতে নির্দেশ দেবেন। যেমন— হ্রস্ব ও দীর্ঘ-এর উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য, 'শ', 'ষ', 'স', 'ন' এবং 'ণ'-এর উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য, বিসর্গ, অনুস্বার, 'ম্' ও হসন্তযুক্ত বর্ণের উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে।

(৭) **লিখনদক্ষতা** (Writing skill) : লিখনের মাধ্যমে আমরা অন্যের মনোভাব লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং অন্যান্য ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত লিখনে দক্ষ করে তোলা আবশ্যক। সংস্কৃতের ভাষাগত দক্ষতার অঙ্গস্বরূপ শিক্ষার্থীর সংস্কৃত লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে দেবনাগরী অক্ষর লিখনের শিক্ষা দিতে হবে। দেবনাগরী লিপির সঙ্গে বাংলা ও হিন্দি লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায় শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী হরফলিখন শিক্ষায় কিছুটা সুবিধা হয়।

শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে চিত্রসহ শব্দতালিকা প্রদর্শন করে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ও আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে চিত্রানুযায়ী ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাংলা শব্দগুলি জেনে নেবেন এবং বাংলা বর্ণগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে দেবনাগরী বর্ণগুলি লিখে দেখাবেন এবং ছকের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দেবনাগরী বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সংস্কৃত ভাষায় রচিত পদটিও লিখে দেখাবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে দিয়ে সংস্কৃত পদটি লিখতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং স্বয়ং সহায়তা করতে পারেন। এ ব্যাপারে হস্তাক্ষরের পরিচ্ছন্নতা, বাক্যমধ্যস্থ পদগুলির মধ্যে যথাযথ ব্যবধান, একই পদের অন্তর্গত বর্ণগুলির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নতা, দেবনাগরী বর্ণের স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীকুল উভয়কেই সচেতন থাকতে হবে।

৪.৪ ভাষা অভীক্ষাগঠনের নীতিসমূহ (Principles for Constructing a language test) :

(১) **অভীক্ষার ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমসংঘটন** (Synchronization between test and objectives) : শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া শুরু হবার পূর্বে যে উদ্দেশ্যগুলি স্থিরীকৃত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতেই অভীক্ষা গঠন করা হয়। যেমন, কোনোও ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশালাকৃতি বিশিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করতে দেওয়া হয় না যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রচনাশৈলী সম্পর্কে জানার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

(২) **পূর্বজ্ঞান** (Previous Knowledge) : শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের গভীরতা ও পরিধি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তার ভিত্তিতেই সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃত ভাষাবিষয়ক অভীক্ষা গঠন করবেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের উপরে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে বলা হল, কিন্তু এই ধরনের অনুবাদভিত্তিক অনুশীলনীর অভ্যাস শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে করানো হয়নি (যেটা বর্তমানে সংস্কৃত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের চূড়ান্ত দুর্বলতা ও শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতভাষা শিখনের কাছে প্রচন্ত অসুবিধার দিকটি তুলে ধরে)। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচির ক্রম স্পষ্টভাবে শিক্ষকসমাজের কাছে প্রতিভাত হওয়া উচিত যাতে তার মধ্যে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পরীক্ষক, অভিভাবক সকলেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে সক্রিয় থাকতে পারেন।

(৩) **লক্ষ্যের স্বাতন্ত্র্য** (Specificity of Aim) : সংস্কৃত ভাষার ওপরে একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠন করার সময় শিক্ষক তথা পরীক্ষক কোন্ নির্দিষ্ট দক্ষতা-র ওপর ভিত্তি করে কোন্ নির্দিষ্ট দফা (Item)-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন নির্মাণ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। যেমন, যদি শিক্ষার্থীদের শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাদের বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া ইত্যাদি পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণে মনস্থ করেছেন কিনা সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

(৪) **বয়স/পরিণমনের স্তর-এর যাথার্থ্য** (Specificity of Age/Maturity Level) : শিক্ষক/শিক্ষিকা তথা পরীক্ষক যখনই কোনো ভাষা সম্পর্কিত অভীক্ষা গঠন করতে অগ্রণী হবেন তখন তাঁকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে তিনি একটি নির্দিষ্ট গড় বয়সসীমার মধ্যে অবস্থান করা কিছু ছাত্রগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাষা সম্পর্কিত অভীক্ষা গঠন করতে যাচ্ছেন। যেমন, "অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ"— এই সম্পর্কে যখন সপ্তম শ্রেণির একটি শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত ভাষায় দু-চারটি বাক্যরচনা করতে বলা হবে তখন এটা তারপক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে। আবার দ্বাদশ শ্রেণির একটি শিক্ষার্থীকে যখন লট্ লকারের উপর একটিমাত্র সংস্কৃত বাক্য রচনা করতে বলা হবে তখন এটা তারপক্ষে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে সহজ হয়ে দাঁড়াবে।

(৫) **কাঠিন্যমানের ভারসাম্য সংরক্ষণ** (Balance in Diffienlty Levels) : একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা কখনোওই প্রচণ্ড কঠিন মানসম্পন্ন অথবা অত্যন্ত সহজমানসম্পন্ন

Scanned with CamScanner

প্রশ্নাবলি দ্বারা রচিত হবে না। যদি কঠিন মানসম্পন্ন প্রশ্নাবলি দ্বারা অভীক্ষা ভারাক্রান্ত হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত নিম্নমানের (low standard) সাফল্যাঙ্ক (Score) অর্জন করবে এবং উত্তমগুণসম্পন্ন, মধ্যমমানসম্পন্ন ও নিম্নমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো ও তফাৎ পরিলক্ষিত হবে না। অপরদিকে, যদি অতীব সহজ মানসম্পন্ন প্রশ্নাবলি দ্বারা অভীক্ষা সমৃদ্ধ হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা সবই উচ্চমানের (High Standard) সাফল্যাঙ্ক অর্জন করবে এবং তাহলেও উপরোক্ত তিনপ্রকারের মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনোও প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। একটি আদর্শায়িত অভীক্ষার মধ্যে নিম্নলিখিত যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে তাহল;

(১) অতি কঠিন, কঠিন, সহজ এবং অতি সহজ এই চারপ্রকার মানসম্পন্ন প্রশ্নের উপস্থিত।
(২) সহজ ও অতি সহজ প্রশ্নগুলির যাতে উপরোক্ত চার প্রকার শিক্ষার্থীরা সবাই উত্তরপ্রদানে সমর্থ হয়।
(৩) কঠিন প্রশ্নগুলির মধ্যমমানসম্পন্ন ও উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা উত্তরপ্রদানে সমর্থ হয়।
(৪) অতি কঠিন প্রশ্নগুলির কেবলমাত্র উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই উত্তর প্রদানে সমর্থ হয়।

এই ধরনের অভীক্ষাই বিভিন্ন প্রকারের মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরস্পরের থেকে প্রভেদকরণে সমর্থ হয়।

(৬) **নির্দেশাবলির স্পষ্টতা** (Clarity in Instructions) : শিক্ষার্থীদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশাবলি অবশ্যই স্পষ্ট ও অভ্রান্ত হবে যা বৈয়াকরণ পতঞ্জলি-এর মতে 'অসন্দেহ'। প্রশ্নের ভাষা হবে স্বচ্ছ, ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যযুক্ত যা ঠিকমতো শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে তার উত্তর দিতে সমর্থ হবে।

(৭) **দক্ষতার প্রকাশ কিন্তু স্মরণশক্তির পরীক্ষা নয়** (Testing Mastery not Memory) : ভাষাগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও তার প্রকাশক্ষমতা এবং শব্দসম্ভারের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগমূলক দিক সম্পর্কে জ্ঞান-এরই পরীক্ষা গৃহীত হবে কিন্তু মগজস্থ তথ্যের গ্রহণক্ষমতার নয়। ভাষাগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে যে-কোনো অনুমানজনিত কার্যকে অপসারণ করে ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতার প্রকাশের প্রতিই শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর লক্ষ্যর থাকা উচিত।

(৮) **বিস্তৃত আবরণ** (Wide coverage) : সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দিকগুলি বিস্তারিতভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে, সাহিত্যসম্ভারে প্রসারিত হয়ে আছে (পদ, বাক্যগঠন, অব্যয়, ক্রিয়াপদ, প্রত্যয়, কারকবিভক্তি, সন্ধি, সমাস ইত্যাদি), সেগুলির থেকে যতবেশি সম্ভব উপাদান নিয়ে যাতে পাঠ্যবিষয়ের সমস্ত দিকগুলি তুলে ধরা যায় সেইভাবে প্রশ্ন নির্মাণ করে অভীক্ষাপত্রে বিতরণ করা হবে।

(৯) **অভীক্ষার সাফল্যাঙ্ক সম্পাদনের সুবিধা** (Ease of Test Scoring) : শিক্ষার্থী উত্তর প্রদানের মাধ্যমে যাতে সহজে সাফল্যাঙ্ক (Score) অর্জনে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষার্থী আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনে অগ্রণী হয়। এই কারণের কথা মাথায় রেখেই সংস্কৃত ভাষার আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকধর্মী প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন প্রযুক্ত হবে। এই নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রদত্ত একটি বিষয়জনিত খসড়ার উপর শিক্ষার্থীদের অনুচ্ছেদ লিখতে দেওয়া হয়।

(১০) **অভীক্ষাজনিত প্রশাসন/নিয়মকানুন সম্পাদনের সুবিধা** (Ease of Test Administration) : এটি আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক অভীক্ষা গঠন করবার সময় একদিকে শিক্ষার্থীর সুবিধা ও উন্নতির দিকে নজর রেখে অভীক্ষা গঠন করা হয়, তেমনি অপরদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মান ও উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখেও এই অভীক্ষা গঠন করা হয়। যেমন, যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাত লক্ষ্যণীয়ভাবে বিপজ্জনক সেক্ষেত্রে অভীক্ষা নির্মাণের প্রশাসনগত নিয়মকানুন এবং উত্তরকালীন মূল্যায়ন একটি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট শিক্ষালয়ের সীমিত পরিকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সংস্কৃতভাষার শিক্ষক/শিক্ষিকা অভীক্ষাগঠনের ব্যাপারে অগ্রণী হবেন।

(১১) **হতাশাদায়ক নয়; উৎসাহব্যঞ্জক (Encouraging not Depressing)** : সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃংত ভাষার প্রতি ভীতি এবং অনাগ্রহীতা দূর করে সংস্কৃত ভাষা শিখনের প্রতি উৎসাহ অনুভব করে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। এবং এই কারণে এইজন্য মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে "সরল থেকে জটিল (From simple to complex)"— এই নীতির মাধ্যমে কাঠিন্যমান অনুসারে প্রশ্নের বিভিন্ন উপাদানকে পর্যায়ক্রমে বিতরণ করতে হবে। প্রথমেই জটিল প্রশ্ন নিক্ষেপ করে শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করে দেওয়ার পরিবর্তে ধাপে ধাপে সহজ থেকে কঠিন প্রশ্নের উত্তরপ্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতি শিখনের জন্য প্রেষণার সঞ্চার (Motrivation) হবে।

(১২) **নিরবিচ্ছিন্নতার নীতি (Principle of continuity)** : ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত সংস্কৃত ভাষার মতো অব্যবহৃত অথচ ভারতের যাবতীয় ভাষার আকর ধ্রুপদী ভাষা তথা তৃতীয় ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে একটিমাত্র অভীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন শেষ কথা নয়। প্রথম অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার নির্ধারণ হয়ে যাবার পরবর্তী পর্যায়ে নিম্নমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সংশোধন, মধ্যম মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন এবং উত্তমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মানের সংরক্ষণ-এর জন্য অনবরত এই অভীক্ষা নির্মাণের প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

(১৩) **বোধগম্যতার নীতি** (Principle of comprehensiveness) : উপরোক্ত নীতি অনুসরণে ভাষাগত অভীক্ষা বিশেষত সংস্কৃত ভাষার উপর নির্মিত অভীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রবণ, কথন, লিখন ও পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যাতে শিক্ষিকা দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক ও কৃষ্টিগত নির্বিশেষে সামগ্রিক বিকাশ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রস্ফুটিত হতে পারে সে ব্যাপারে সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকাকে নজর রাখতে হবে। আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা— এই তিন বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষা গঠন করার কাজে হস্তক্ষেপ করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে, "The schools of today concerns itself not only with the intellectual pursuits but also with the emotional and social development of the child, his physical and mental health, his social adjustment and other equally important aspects of his life, in a word with an all round development of his personality."

(১৪) **পর্যায়বিভাজন** (steps) : প্রথম ধাপে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে, ভাষাগত বিভিন্ন দক্ষতা (কথন/পঠন/লিখন/শ্রবণ) এর কথা মাথায় রেখে, অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শের ভিত্তিতে, কাঠিন্যমান অবলম্বন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থীদের একটি দলের মধ্যে সেই প্রশ্নপত্র বিতরণ করে তাদের উত্তরপত্রের সাংখ্যমান নির্ণয় করা হয় এবং নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। এরপর তা আবার নতুন আর একদল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। নতুন অভীক্ষার ফলাফল ও পুরোনো অভীক্ষার ফলাফল মিলিয়ে দেখা হয়।

তৃতীয় ধাপে যদি দেখা যায় যে উভয় অভীক্ষার ফলাফল সমান হয়েছে তখন বিভিন্ন প্রকার রাশিবৈজ্ঞানিক কৌশল (Statistical Techinique)-এর মাধ্যমে যাথার্থ (validity), নির্ভরযোগ্যতা (Dependance), নির্দেশপত্র (Scoring key) এবং সাধারণ মান/তুল্যাঙ্ক (Norm) নির্ধারণ করা হয়। এদের মাধ্যমে অভীক্ষার ফলাফলের তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা হয়।

ebook.dascoaching.in

বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পারদর্শিতা পরিমাপ করার জন্য বহু আদর্শায়িত অভীক্ষা পাওয়া যায়। বিভিন্ন শিক্ষাগবেষণামূলক সংস্থা এই অভীক্ষাগুলি প্রস্তুত করেন। আমরা বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য এগুলিকে সংগ্রহ করতে পারি। এইসব অভীক্ষা বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেমন হতে পারে, তেমনি আবার সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষাকালের উপরও হতে পারে। আবারও প্রয়োজনবোধে শিক্ষক/শিক্ষিকারাও নিজের জন্য এই জাতীয় অভীক্ষা প্রস্তুত করে নিতে পারেন। এই জাতীয় অভীক্ষা বর্তমানে প্রচুর সংখ্যায় ব্যবহার করা হয়।

৪.৫ আদর্শ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যবহারযোগ্যতা, যাথার্থ (Characteristics of a good test — Usability, Reliability, Validy) :

আদর্শ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলি প্রসঙ্গে American Psychological Association ১৯৫৪ সালে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালে এ বিষয়ে আরও একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় আদর্শ অভীক্ষার কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত এবং অভীক্ষা প্রস্তুতের সময় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অভীক্ষার মধ্যে কীভাবে সংযোজিত করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নীচে আদর্শ অভীক্ষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল,

৪.৫.১ ব্যবহারযোগ্যতা (Usability) :

শিক্ষাগত অভীক্ষাগুলির গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অভীক্ষার সুপরিচালনায়, অভীক্ষা ব্যবহারকারীকে বা শিক্ষককে সহায়তা করে, সেগুলিকে সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অভীক্ষার এরূপ কয়েকটি সাধারণ ব্যবহারিক উপযোগীতা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা নীচে উল্লেখ করা হল—

(ক) **অভীক্ষার সহজ প্রয়োগশীলতা** (Easy Administrability of the test) : অভীক্ষার প্রয়োগপদ্ধতি যত সহজ হবে, শিক্ষকের পক্ষে কাজের তত সুবিধা হবে। সে অভীক্ষায় অভীক্ষা পদগুলির বিন্যাস সরল, যে অভীক্ষায় অভীক্ষাংশের সংখ্যা কম, যে অভীক্ষায় পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলি অপেক্ষাকৃত কম, সেই সব অভীক্ষা শিক্ষকের পক্ষে পরিচালনা করা সহজ হয়। এই জাতীয় অভীক্ষাকে সহজে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করা যায়।

উদারণস্বরূপ বলা যায়, কোনো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকা এমন একটি অভীক্ষা সংগঠন করলেন যা বর্তমান যুগের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যন্ত্র পরিগণক-এর সাহায্য ছাড়াই নিষ্পন্ন করা যায়, তবে সেই অভীক্ষা সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী যথার্থ অভীক্ষা হিসেবে অভিহিত হবে।

(খ) **অভীক্ষার হ্রস্ব প্রয়োগকাল** (Shorter time of Administration) : অভীক্ষা প্রয়োগের সময় যদি দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়, সেই অভীক্ষার পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) কম হয়। তাই স্বল্পতা আদর্শ অভীক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য।

উদাহরণস্বরূপ এক্ষেত্রে বলা যায়, সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকা সংস্কৃত ভাষার উপর অভীক্ষাপত্র রচনার সময় এমনভাবে ভাষাগত দক্ষতা যাচাই করবার জন্য এমন প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন যার উত্তর দিতে শিক্ষার্থীর ১০ ঘণ্টা সময় ব্যয়িত হল; এরকম অভীক্ষাপত্রে বাস্তবিক প্রয়োগযোগ্যতা যে একেবারেই নেই তা বলাই বাহুল্য।

Scanned with CamScanner

(গ) **অভীক্ষার মান নির্ণয়ের সরলতা** (Ease of test scaring) : যে অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়াগুলির মান নির্ণয়ের পদ্ধতি যত সহজ ও সরল, সেই অভীক্ষা শিক্ষকগণ/শিক্ষিকাগণ তত বেশি পছন্দ করেন। এই কাজে সহায়তাদানের জন্য বর্তমানে শিক্ষাগত ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাপত্রগুলিতে নির্দেশপত্র বা মান নির্ণয়পত্র (Scoring key) সরবরাহ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট অভীক্ষাপত্র কখনওই এমনভাবে রচিত হবে না যাতে শিক্ষার্থী ২ মিনিট সময়ের মধ্যে উত্তর দেবে আবার অপরদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকা তার মূল্যায়ন করতে কয়েক ঘণ্টা সময় নেবেন।

(ঘ) **স্বল্প ব্যয়** (Low cost) : শিক্ষাগত পরিমাপের জন্য যে সকল অভীক্ষা স্বল্প খরচে পাওয়া যায়, তাকেই নির্বাচন করা প্রয়োজন। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে অভীক্ষাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্যকে নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা। যে অভীক্ষাগুলি এই শর্তপূরণ করে, তাদের মধ্যে যেটি তুলনামূলকভাবে কম খরচে সংগ্রহ করা যায় বা প্রয়োগ করা যায়, সেটিকে সু-অভীক্ষা বা আদর্শ অভীক্ষা হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল একটি দেশে যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র মধ্যাহ্ন ভোজনের লোভে বিদ্যালয়ে ভরতি হয়, এখনও যাদের স্কুলব্যাগ, জলের বোতল, টিফিনবক্স এবং পেনসিল বক্সের জন্য সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সেখানে উপরোক্ত বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করা অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) **সমতুল্য অভীক্ষার অস্তিত্ব** (Availability of the Equvalent Test) : একটি নির্দিষ্ট অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করার পর, ওই অভীক্ষারই সমতুল অভীক্ষা একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করে দেখা প্রয়োজন। আদর্শ অভীক্ষার অন্ততঃপক্ষে একটি সমতুল অভীক্ষা থাকবে, তাতে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকৃত হয়।

❑ ৪.৫.২ নির্ভরযোগ্যতা (Riliability) :

সাধারণ অর্থে কোনো পরিমাপের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থিরতাকে বা অপরিবর্তনীয়তাকে বলা হয় তার নির্ভরযোগ্যতা। আদর্শগত দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, একটি নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা ব্যক্তির যে-কোনো বৈশিষ্ট্যকে এইভাবে বিচার করবে। কোনো মনোবৈজ্ঞানিক বা শিক্ষাগত অভীক্ষার অথবা পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা, আপেক্ষিকতার ভিত্তিতে বিচার করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধু পরিমাপের, স্থিরতা বা অপরিবর্তনীয়তাকে (Consistency) নির্ভরযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। এই স্থিরতার বা অপরিবর্তনীয়তার মাত্রাকে নির্ভরযোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়। এই ধারণা অনুযায়ী কোনো পরিমাপের 'নির্ভরযোগ্যতা' হল তার স্থিরতার মাত্রা (The reliability of measurement is the degree of consistency of measures)।

নির্ভরযোগ্যতা হল একই পরিস্থিতিতে একটি 'অ' নামক অভীক্ষা প্রয়োগকাল এবং আর একটি 'অ' নামক অভীক্ষা প্রয়োগকাল-এর ফলাফলদ্বয়ের মধ্যে অনুবন্ধ। অর্থাৎ সকালে একজন পরীক্ষকের কাছে অভীক্ষাপত্রের উত্তরদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাংখ্যমান এবং বিকেলে অপর একজন পরীক্ষকের কাছে অভীক্ষাপত্রের উত্তরদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাংখ্যমান-এ দুটি যদি সম্পূর্ণ এক হয়, তবে বুঝতে হবে যে অভীক্ষাদ্বয়ের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতা আছে। নির্ভরযোগ্যতা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; যেমন—

(ক) **শিক্ষার্থী সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্যতা** (Student related Reliability) : এই ধরনের নির্ভরযোগ্যতা শিক্ষার্থীর সাময়িক অসুস্থতা, ক্লান্তি, উদ্বেগ এবং অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন অসুবিধাগুলিকে সূচিত করে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নির্ণয় তার সুস্থ অবস্থায় প্রাপ্ত স্বাভাবিক এবং সঠিক মান (Scored)-এর থেকে অনেক তফাৎ হয়।

(খ) **মাত্রাগত নির্ভরযোগ্যতা** (Rater Reliability) : এটি মাননির্ণয়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এটি মানবমস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত কাজ বলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে, আবার শর্তগতভাবে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা দেখা যায়। যেমন,

প্রথমত : আন্তর্মাত্রাগত নির্ভরযোগ্যতা — এক্ষেত্রে একই অভীক্ষার দুই বা একাধিক মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যখন অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তখন মাননির্ণয়ের নীতির প্রতি অবহেলা, অনভিজ্ঞতা, অসতর্কতা, পক্ষপাতিত্ব এগুলির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত : আন্তরমাত্রাগত নির্ভরযোগ্যতা (Rater Reliability) — অর্থাৎ এটি শ্রেণিশিক্ষক/শ্রেণিশিক্ষিকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ নির্দিষ্ট "ভালো" অথবা "খারাপ" শিক্ষার্থীর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছ মান নির্ণায়ক প্রক্রিয়া, ক্লান্তি এবং পক্ষপাতিত্ব এগুলিই ওই নির্ভরযোগ্যতা-এর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত : অভীক্ষার প্রয়োগগত নির্ভরযোগ্যতা (Test Administration Reliability) — এটি মূলত অভীক্ষা যেখানে প্রযুক্ত হবে তার প্রেক্ষিত (Condition) এবং পরিস্থিতি (Situation)-এর ওপর নির্ভর করে। এই ধরনের নির্ভরযোগ্যতার মান বৃদ্ধি করতে গেলে অভীক্ষাপ্রয়োগকার হিসেবে শিক্ষক/শিক্ষিকা অভীক্ষাপ্রয়োগযোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়বস্তুকেই তিনি বিবেচনা করে অভীক্ষাটি যথোপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করবেন। যেমন ভাষাগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক হল শিক্ষার্থীর শ্রবণ দক্ষতার যাচাই করে নেওয়া। এই ধরনের অভীক্ষা সংগঠনের ক্ষেত্রে এমন একটি শ্রেণিকক্ষ নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের সেখানে প্রবেশ করাতে হবে যেটি শ্রবণমূলক পরিস্থিতির পক্ষে অনুকূল, বাইরের হৈ-হট্টগোল যেখানে প্রবেশ করে না, এবং শ্রবণ উপকরণ জনিত ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয়। এ ছাড়াও সেই নির্দিষ্ট কক্ষের আলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যথোপযুক্ত বসার ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতিও নজর রাখা প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

এ ছাড়াও আরও কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য; যেমন—

(ক) নির্ভরযোগ্যতা সকল অবস্থার জন্য স্থির নয়। পরিস্থিতিভেদে একই পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতার তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

(খ) অভীক্ষার পরিমাপগত নির্ভরযোগ্যতা সর্বদা গাণিতিক পদ্ধতিতেই নির্ণয় করতে হয়।

(গ) অভীক্ষার যাথার্থ্য ও নির্ভরযোগ্যতা পরস্পর সমানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। যাথার্থ্য বেশি হলে নির্ভরযোগ্যতা বেশি হবে আবার যাথার্থ্য কম হলে নির্ভরযোগ্যতা কম হবে।

❑ ৪.৫.৩ যাথার্থ্য (Validity) :

কোনো অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করতে চাওয়া হচ্ছে, অভীক্ষাটি যদি সেই বৈশিষ্ট্যই পরিমাপ করতে সক্ষম হয়, তবে বলা হবে অভীক্ষাটি যথার্থ (Valid Test)। যেমন, যদি সংস্কৃত বিষয়ের পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test) যদি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক লব্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি বিশেষ দিকের জ্ঞানেরই পরিমাপ করে, তবে ওই নির্দিষ্ট অভীক্ষাটিকে সংস্কৃত বিষয়ের পারদর্শিতা পরিমাপক যথার্থ অভীক্ষা (Valid Test of Achievement in Sanskrit) হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

যাথার্থ্য হল অভীক্ষার যৌক্তিকতার মাত্রা (Degree of relevance of Test)। যে সূচক দ্বারা অভীক্ষার যৌক্তিকতার মাত্রা প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় যাথার্থ্যের সূচক (Index of validity)। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী কোনোও অভীক্ষা যতটুকু সার্থকভাবে অভীষ্ট মানসিক বা শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করতে সক্ষম হচ্ছে, তাই হল তার যাথার্থ্য (The validity of a test in the degree to which in measures, what is intended to measure)"।

এই যাথার্থ্য-এর কতকগুলি দিক্ আছে। যেমন,

প্রথমত, গঠনমূলক বৈধতা (Construct validity) : এটি সামজিক গঠন বা বৈশিষ্ট্যের পরিমাপের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। যদি শিক্ষার্থীর শ্রবণদক্ষতার দিকটি নেওয়া হয় তাহলে তার কথকদক্ষতা, পঠনদক্ষতা, লিখনদক্ষতা ইত্যাদি সবকিছু বাদ দিয়ে শ্রবণদক্ষতার দিকটিকেই কেবলমাত্র অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এক্ষেত্রে বিচার করা হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই পরিমাণগতভাবে এবং গুণগতভাবে এই বৈধতা যাচাই করে নেবেন। এই বৈধতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে বর্তমানের শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসারে বিভিন্ন তত্ত্ব অনুসরণ করা প্রয়োজন। যদি একটি অভীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়, একক বাক্য, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলি, যেখানে একটিমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়, সেখানে বৈধ্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে অসম্ভাব্যতা, অস্বচ্ছতা ইত্যাদির বাধাগুলি থেকেই যায়।

দ্বিতীয়ত, বিষয়গত যাথার্থ্য (Content Validity) : এইক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়েছে সে বিষয়ে অভীক্ষাপত্র নির্মিত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালব্ধ বিষয় থেকে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গঠনে সমর্থ হবে। এই ক্ষেত্র থেকে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গঠনে সমর্থ হবে। এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি যেন নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলিকে তুলে ধরে তার চেষ্টা করতে হবে। যদি অভীক্ষার উদ্দেশ্য হয় শিক্ষার্থীদের অনর্গল কথনদক্ষতার বিকাশ (Fluent speaking), তাহলে অভীক্ষা অবশ্যই কথনক্ষমতার যাচাই করে নেওয়ার জন্য তৈরি হবে; আবার অভীক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় যথার্থ পঠন দক্ষতার বিকাশ (Accurate reading); তাহলে অভীক্ষাটি অবশ্যই শিক্ষার্থী পঠনদক্ষতা যাচাই করে নেওয়ার জন্য তৈরি হবে।

তৃতীয়ত, মানমুখী যাথার্থ্য (Criterion-Oriented Validity) : এই ধরনের যাথার্থ্য অভীক্ষার মান নির্ণয় এবং ফলাফল এর সম্পর্ককে তুলে ধরে। এই ধরনের যাথার্থ্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মান শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতার পরিমাপের সাথে অথবা অন্য সমধর্মী কোনো অভীক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এটি দু'প্রকারের যেমন,

(ক) **অনুষঙ্গ যাথার্থ্য** (Concurrent Validity) : এটি কোনোও একদল শিক্ষার্থীর ফলাফল যাচাই করা হয় কিছু বাহ্যিক মানদন্ডের ভিত্তিতে। বিদেশি শিক্ষাবিদ্‌গণ ভাষাগতদক্ষতার ওপর এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এখানে একদল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন স্তরের ভাষাগত দক্ষতার উপর এই পরীক্ষা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু স্বদেশি বক্তা এবং বিদেশি বক্তার কথনদক্ষতার ওপর এই ধরণের অভীক্ষা প্রয়োগ করে দু'দল-এর প্রাপ্ত মান, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। স্বভাবতঃ শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থানগত কারণেরই স্বদেশি বক্তাদের ভাষাগত দক্ষতার দিকটি প্রস্ফুটিত হয়।

(খ) **ভবিষ্যৎ যাথার্থ্য** (Predictive Validity) : এই ধরনের যাথার্থ্য বিচারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতা যাচাই করা হয়। যদি কোনো অভীক্ষার মাধ্যমে এটা অনুমিত হয় যে-কোনো শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে প্রাচীন ভারতের যাবতীয় ভাষার উৎস, সকল প্রাচীন সাহিত্য রচনার মূল চাবিকাঠি কিন্তু বর্তমানে অবলুপ্ত দেবনাগরী অক্ষর অবলম্বনে গঠিত সংস্কৃত ভাষা পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণের ক্ষেত্রে তৎপর হতে পারবে, তবে বুঝতে হবে সে অভীক্ষায় যাথার্থ্য বর্তমান।

চতুর্থত, (Face Validity) : এখানে জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; যথা—

(ক) অভীক্ষার উপাদান হবে সরল এবং পরিচ্ছন্ন।

(খ) স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে অভীক্ষার সম্ভাব্যতা থাকতে হবে।

Scanned with CamScanner

(গ) বিষয়গত যাথার্থ্যের করণীয় কার্য্য সম্পর্কযুক্ত থাকবে।

(ঘ) একটি সুগঠিত, প্রত্যাশিত রূপরেখা প্রদত্ত হবে যার মাধ্যমে করণীয় কার্য নিশ্চিতভাবে করতে হবে।

(ঙ) নির্দেশাবলি যাতে সহজবোধ্য হয় সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ প্রযোজ্য;

(চ) একটি কাঠিন্যমানের উপস্থিতি থাকবে যার ফলে শিক্ষার্থী একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে এবং তার ফলে তার উত্তরণের পথ যৌক্তিকভাবে নির্মিত হবে।

পঞ্চমত : ফলগত যাথার্থ্য (Consequention Validity) : একটি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যদি উচ্চমান প্রাপ্ত হয় এবং তার মাধ্যমে যদি সমাজের বুকে কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়ে অর্থাৎ সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটে, মানুষের নিজস্ব মতামত তৈরি করার ক্ষমতা জন্মায়, তাদের মনোবৈজ্ঞানিক মান উন্নত হয় সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার দিক থেকে যদি দেখা যায় মানুষের মধ্যে অতীত জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষণার আগ্রহ দেখা যায়, তাহলে তা হবে ফলগত বা প্রভাবগত যাথার্থ্য।

✪ ৪.৬ একটি সংস্কৃত ভাষা অভীক্ষা গঠন; সাধারণ নির্দেশিকা, মূল্যায়নের সূচক ও পরিমাপক মান নির্ণয়ের রূপরেখা (Construction of a Sanskrit Language Queston Paper; Including General Instruction with Nature of options, Overall coverage and marking scheme) :

আদর্শ — ১

বিষয়বস্তু : সংস্কৃত নীতিকথামূলক গল্প (গদ্য)

একক : মুনি-মুষিক-সংবাদঃ

উপ-একক : (ক) গৌতমারণ্যে মহাতপা ... পশ্যতি।

(খ) ততো জনাস্তং ব্যাঘ্রং ... হন্তুমিচ্ছতি।

(ক) গৌতমারণ্যে মহাতপা নাম মুনিঃ আসীৎ। সহসা স একদা আশ্রমং নিকষা কাকমুখাৎ ভ্রষ্টং মূষিকশাবকম্ অপশ্যৎ। ততঃ স দয়ালুঃ মুনিঃ নীবারকণৈস্তং যত্নেন পালিতবান্। ক্রমেণ বর্ধিতঃ স মূষিকঃ মার্জারাৎ বিভেতি। ততো মুনিঃ তপোবলেন তং মূষিকং মার্জারং কৃতবান্। পুনশ্চ মার্জারঃ কুক্কুরাৎ বিভেতি। অতো মুনিস্তং কুক্কুরং কৃতবান্। কুক্কুরোহপি ব্যাঘ্র্যাৎ বিভেতি। তেন হেতুনা মুনিঃ দয়াপরশঃ সন তং ব্যাঘ্রমকরোৎ। মুনিস্তু ব্যাঘ্রং মূষিকমিব পশ্যতি।

(খ) ততো জনাস্তং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা বদন্তি— 'নায়ং ব্যাঘ্রঃ, অয়ং মূষিকঃ। মুনিনা মূষিকো ব্যাঘ্রতাং নীতঃ' ইতি। চচ্ছুত্বা স ব্যাঘ্রোহচিন্তয়ৎ — যাবদয়ং মুনিজীর্বিষ্যতি, তাবন্মম অপবাদঃ ন অপগমিষ্যতি" ইতি। এবং বিচিন্ত্য স একদা মুনিং হন্তুমুদ্যতঃ অভবৎ। মুনিরপি তস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা 'পুননর্মূর্ষিকো ভব' ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রজলসিঞ্চনেন তং ব্যাঘ্রং পুনর্মূর্ষিকমেব কৃতবান্। উক্তঞ্চং—

"নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি" ইতি।

প্রশ্নপত্র

বিদ্যালয়—
শ্রেণিঃ— অষ্টমী
বিভাগঃ— 'খঃ'

বিষয়ঃ— সংস্কৃত গদ্যম
পূর্ণমানম্— ৫০
সময়ঃ— ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পাঠ— 'মুনিমূষিকসংবাদঃ'

জ্ঞানমূলকম্ :

উত্তর লেখো :

(১) মুনেঃ নাম কিমাসীৎ?
(২) স কুত্র প্রতিবসতি স্ম? (২)
(৩) স আশ্রমং নিকষা কিমপশ্যৎ? (২)
(৪) ততঃ মুনি কিমকরোৎ? (২)
(৫) অর্থ লেখো : আসীৎ, মার্জারঃ, ভ্রষ্টম্, পালিতবান্। (১×৪=৪)

বোধমূলকম্ :

(৬) বঙ্গানুবাদ করো : (১×৪=৪)

(ক) ক্রমেণ বর্ধিতঃ মূষিকঃ মার্জারাৎ বিভেতি।
(খ) ততো মুনি তপোবলেন তং মূষিকং মার্জারং কৃতবান্।
(গ) পুনশ্চ মার্জারঃ কুক্কুরাৎ বিভেতি।
(ঘ) অতো মুনিস্তং কুক্কুরং কৃতবান্।

প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : "নায়ং ব্যাঘ্রঃ অয়ং মূষিকঃ।"

(৭) কারা কাকে দেখে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছে? (১)
(৮) কেন তারা এই মন্তব্য করেছিল? (১)
(৯) এই মন্তব্যের ফলে কী ঘটেছিল? (২)
(১০) রেখাঙ্কিক পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো। (২×২=৪)

(ক) গৌতমারণ্যে মহাতপা নাম মুনিঃ আসীৎ।
(খ) মুনিঃ নীবারকনৈস্তং যত্নেন পালিতবান্।

প্রয়োগমূলকম্ : (১×৪=৪)

(১১) বাক্যরচনা করো :

অপশ্যৎ, কৃতবান্, বিভেতি, ইচ্ছতি। (১×৪=৪)

(১২) বিপরীত শব্দ লেখো :

কৃতবান্, যত্নেন, সাধু, নিকষা।

Scanned with CamScanner

(১৩) সংস্কৃতানুবাদ করো : (২×৩=৬)

(ক) কুকুর বাঘকে ভয় করত।

(খ) বাঘ মুনিকে বধ করতে উদ্যত হল।

(গ) মুনি বনে বাস করে।

দক্ষতামূলক :

(১৪) উপাখ্যানটির নীতিবাক্যটি এবং তার বঙ্গানুবাদ লেখো। (৩)

(১৫) সংস্কৃত ভাষায় গল্পটির সারাংশ লেখো। (৩)

(১৬) পাঠাংশ থেকে উপযুক্ত শব্দ চয়ন করে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। (৬)

একক অভীক্ষাপত্র রচনার রূপরেখা

উপ-এককম্	জ্ঞানমূলকম্	বোধমূলকম্	প্রয়োগমূলকম্	দক্ষতামূলকম্	মোট	%
ক	৪(২), ১(৪)	২(৪), ১(২),	১(৪), ১(৪)	×	৩২	৬৪%
খ	×	×	১(৬)	২(৩), ১(৬)	১৮	৩৬%
মোট	১২	১২	১৪	১২	৫০	
%	২৪%	২৪%	২৮%	২৪%	১০০	

বিঃদ্রঃ - বন্ধনীর মধ্যে প্রশ্নের মান থাকবে ও বাইরে প্রশ্নের সংখ্যা।

বিঃদ্রঃ - $\frac{\text{ক-এর মোট মান}}{\text{মোট মান}} \times ১০০$

মানের বিন্যাস

প্রশ্ন (Q)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
নম্বর (M)	২	২	২	২	৪	৪	১	১	২	৪	৪	৪	৬	৩	৩	৬

ebook.dascoaching.in

প্রশ্নপত্রের ধারণা

প্রশ্নের সংখ্যা	জ্ঞানমূলকম্				বোধমূলকম্				প্রয়োগমূলকম্				দক্ষতামূলকম্				
	নৈ:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নৈ:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নৈ:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নৈ:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নম্বর
১		✓															২
২		✓															২
৩		✓															২
৪		✓															২
৫	✓					✓											৪
৬						✓											৪
৭						✓											২
৮							✓										২
৯					✓												২
১০									✓								৪
১১									✓								৪
১২									✓								৪
১৩										✓							৬
১৪													✓				৩
১৫														✓			৩
১৬														✓			৬

উত্তরপত্র

জ্ঞানমূলক :

(১) মুনেঃ নাম মহাতপা আসীৎ।

(২) স গৌতমারণ্যে প্রতিবসতি স্ম।

(৩) আশ্রমং নিকষা স কাকমুখাৎ ভ্রষ্টং মূষিকশাবকম্ অপশ্যৎ।

(৪) ততঃ স মুনিঃ নীবারকণৈস্তং যত্নেন পালিতবান্।

(৫) আসীৎ-ছিল, মার্জারঃ-বিড়াল, ভ্রষ্টম্-পতিত, পালিতবান্— পালন করেছিল।

বোধমূলক :

(৬) (ক) ক্রমশ বর্দ্ধিত সেই ইঁদুরছানা বিড়াল থেকে ভয় পেল।

(খ) তারপর মুনি সেই মূষিকটিকে তপস্যার বলে বিড়ালে পরিণত করলেন।

Scanned with CamScanner

(গ) পুনরায় বিড়ালটি কুকুর থেকে ভয় পেল।
(ঘ) তারপর মুনি তাকে কুকুরে পরিণত করলেন।

(৭) সর্বে জনাঃ মূষিকং দৃষ্ট্বা এবং কথয়ন্তি।

(৮) সর্বে কথয়ন্তি যতঃ অয়ং ব্যাঘ্রঃ মূষিকঃ আসীৎ।

(৯) অনেন মন্তব্যেন মুনিঃ ব্যাঘ্রং পুনর্মুষিকং কৃতবান্।

(১০) কারক-বিভক্তি :
(ক) গৌতমারণ্যে— স্থানাধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি।
(খ) যত্নেন— করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি।

(১১) প্রয়োগমূলকম্—
অপশ্যৎ— স ব্যাঘ্রম্ অপশ্যৎ।
কৃতবান্— মুনিঃ তং কুক্কুরং কৃতবান্।
বিভেতি— মূষিকঃ মার্জারাৎ বিভেতি।
ইচ্ছতি— রামঃ খাদিতুম্ ইচ্ছতি।

(১২) বিপরীত শব্দ—
কৃতবান্— অকৃতবান্।
যত্নেন— অযত্নেন।
সাধু— অসাধু।
নিকষা— দূরে।

ebook.dascoaching.in

(১৩) সংস্কৃতানুবাদ—
(ক) সারমেয়ঃ ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি।
(খ) ব্যাঘ্রঃ মুনিং হন্তুম্ উদ্যতঃ অভবৎ।
(গ) মুনিঃ বনম্ উপবসতি।

দক্ষতামূলকম্ :

(১৪) নীতিবাক্য :
নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য স্বামিনং হন্তুমিচ্ছতি।
নীচ ব্যক্তি প্রশংসনীয় পদ পেয়ে প্রভুকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে।

(১৫) গৌতমারণ্যে মহাতপা নাম মুনিঃ নীবারকমৈঃ কাকমুখাৎ ভ্রষ্টং মূষিকশাবকং পালিতবান্। কিন্তু মূষিকস্য মার্জারাৎ ভয়ম্, মার্জারস্য কুক্কুরাদ্ ভয়ম্, কুক্কুরস্য ব্যাঘ্র্যাৎ ভয়ম্। অতঃ মুনি মূষিকং মার্জারং কুক্কুরং ব্যাঘ্রঞ্চ কৃতবান্। কিন্তু ব্যাঘ্রঃ স্বস্য অপযশঃ সোঢুম্ অসমর্থঃ সন্ একদা মুনিং হন্তুমুদ্যতঃ অভবৎ। মুনিরপি তস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা মন্ত্রজলসিঞ্চনেন ব্যাঘ্রং পুনর্মূষিকমেব কৃতবান্।

(১৬) প্রকৃতি প্রত্যয় :
দৃষ্ট্বা— √দৃশ্ + ক্ত্বাচ্
হন্তুম্— √হন + তুমুন্
বিচিন্ত্য— √বি-চিন্ত্ + ল্যপ্
অভবৎ— √ভূ + লঙ্ দ
আসীৎ— √অস্ + লঙ্ দ
পশ্যতি— √দৃশ্ + লট্ তি
প্রাপ্য— √প্র-আপ্ + ল্যপ্
জ্ঞাত্বা— √জ্ঞা + ক্ত্বাচ্

অভীক্ষা-২

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ : শ্রেণি — অষ্টম
বিষয়— সংস্কৃত ব্যাকরণ (শব্দরূপ)
একক— ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ
উপ-একক : (ক) প্রথমা থেকে চতুর্থী বিভক্তি।
(খ) পঞ্চমী থেকে সম্বোধন পর্যন্ত।
শব্দরূপ— ভ্রাতৃ (ভ্রাতা— Brother)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা—	ভ্রাতা	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ
দ্বিতীয়া—	ভ্রাতরম্	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতৄন্
তৃতীয়া—	ভ্রাতা	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভিঃ
চতুর্থী—	ভ্রাত্রে	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী—	ভ্রাতুঃ	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
ষষ্ঠী—	ভ্রাতুঃ	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৄণাম্
সপ্তমী—	ভ্রাতরি	ভ্রাত্রোঃ	ভ্রাতৃষু
সম্বোধন—	ভ্রাতঃ	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ

Scanned with CamScanner

প্রশ্নপত্র

বিদ্যালয়ঃ—
শ্রেণিঃ— অষ্টমী
বিভাগঃ— 'খঃ'

বিষয়ঃ— সংস্কৃত গদ্য
পূর্ণমানম্— ৪০
সময়ঃ— ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পাঠ— শব্দরূপ 'ভ্রাতৃ' (ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ)

জ্ঞানমূলক :

(১) পদ কাকে বলে? (১)
(২) শব্দ কয় প্রকার? (১)
(৩) ভ্রাতা গচ্ছতি— এই বাক্যে কর্তা কে? (১)
(৪) ভ্রাতরৌ গচ্ছতঃ, পিতরৌ গচ্ছতঃ— এই দুই বাক্যে বচন কী? (২)

বোধমূলক :

(৫) ভ্রাতৃশব্দের ১মা-৪র্থী পর্যন্ত বিভক্তি এবং বচন অনুসারে মুখস্থ লেখো। (৫)
(৬) শুদ্ধ করো : (৩×২=৬)
(ক) সুশীলৌ তস্য ভ্রাতারৌ।
(খ) দাতাস্য বস্ত্রম্
(গ) ভ্রাতস্য আদেশঃ পালনীয়ঃ।
(৭) সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (৫×২=১০)
(ক) ভ্রাতৃ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন— ভ্রাতরম্/ভ্রাতারম্
(খ) ভ্রাতৃ শব্দের চতুর্থীর একবচন— ভ্রাত্রে/ভ্রাত্রা
(গ) ভ্রাতৃ শব্দের পঞ্চমী বহুবচন— ভ্রাতৃভ্যঃ/ভ্রাতৃভিঃ
(ঘ) মাতৃ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন— মাতুঃ/মাতূন্
(ঙ) দাতৃ শব্দের প্রথমার বহুবচন— দাতারঃ/দাতরঃ
(৮) বাংলায় অনুবাদ করো— (৩×২=৬)
(ক) ভ্রাতৃসু রামস্য গভীরঃ স্নেহঃ।
(খ) মম ভ্রাতরৌ অদ্য বিদ্যালয়ং ন গমিষ্যতঃ।
(গ) অহং ভ্রাতুঃ গৃহং গচ্ছামি স্ম।

প্রয়োগমূলক :

(৯) শূন্যস্থান পূরণ করো : (২×২=৪)
(ক) ভ্রাতুঃ ভ্রাতৃণাম্।
(খ) যুধিষ্ঠিররঃ সহ বনং গমিষ্যতি।

(১০) সংস্কৃতে অনুবাদ করো : (১×২=৪)
(ক) পিতার সঙ্গে দুই ভাই রয়েছে।
(খ) আমি তোমার ভাইকে একটি বই দেব।

উত্তরপত্র

জ্ঞানমূলক :

(১) বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে।
(২) শব্দ দুই প্রকার— স্বকারান্ত, ব্যঞ্জনান্ত।
(৩) 'ভ্রাতা গচ্ছতি' এই বাক্যে কর্তা ভ্রাতা।
(৪) 'ভ্রাতরৌ গচ্ছতঃ' এই বাক্যে দ্বিবচন রয়েছে।।
'পিতরৌ গচ্ছতঃ' এই বাক্যে দ্বিবচন রয়েছে।

জ্ঞানমূলক :

(৫)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা—	ভ্রাতা	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতরঃ
দ্বিতীয়া—	ভ্রাতরম্	ভ্রাতরৌ	ভ্রাতৃন্
তৃতীয়া—	ভ্রাতা	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভিঃ
চতুর্থী—	ভ্রাত্রে	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ
পঞ্চমী—	ভ্রাতুঃ	ভ্রাতৃভ্যাম্	ভ্রাতৃভ্যঃ

(৬) (ক) সুশীলৌ তস্য ভ্রাতরৌ।
(খ) দাতুঃ বস্ত্রম্।
(গ) ভ্রাতুঃ আদেশঃ পালনীয়ঃ।
(৭) (ক) ভ্রাতৃ শব্দের দ্বিতীয়া একবচন— ভ্রাতরম্।
(খ) ভ্রাতৃ শব্দের চতুর্থী একবচন— ভ্রাত্রে।
(গ) ভ্রাতৃ শব্দের পঞ্চমী বহুবচন— ভ্রাতৃঙ্কঃ।
(ঘ) মাতৃ শব্দের দ্বিতীয়া বহুবচন— মাতুঃ।
(ঙ) দাতৃ শব্দের প্রথমা বহুবচন— দাতারঃ।
(৮) (ক) ভায়েদের প্রতি রামের গভীর স্নেহ।
(খ) আমার দু'জন ভাই আজ বিদ্যালয়ে যাবে না।
(গ) আমি ভাই-এর বাড়ি গিয়েছিলাম।
(৯) (ক) ভ্রাতুঃ ভ্রাত্রোঃ ভ্রাতৃণাম্।
(খ) যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভিঃ সহ বনং গমিষ্যতি।

Scanned with CamScanner

(১০) (ক) পিত্রা সহ ভ্রাতরৌ তিষ্ঠতঃ।

(খ) অহং তব ভ্রাত্রে পুস্তকং একং দাস্যামি।

একক অভীক্ষাপত্র রচনার রূপরেখা

উপ-একক	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	মোট	%
ক	৩(১), ১(২)	১(৫), ১(৬),	১(৪)	২০	৫০%
খ		১(১০), ১(৬)	১(৪)	২০	৫০%
×	×	×	×	×	×
মোট	×	২৭	৮	৪০	
%	১২.৫%	৬৭.৫%	২০%		১০০%

মানের বিন্যাস :

প্রশ্ন (Q)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নম্বর (M)	১	১	১	২	৫	৬	১০	৬	৪	৪

প্রশ্নপত্রের ধারণা

প্রশ্নের সংখ্যা	জ্ঞানমূলক				বোধমূলক				প্রয়োগমূলক				নম্বর
	নৈ:	অ:স:উ:	স:উ:	র:	নৈ:	অ:স:উ:	স:উ:	র:	নৈ:	অ:স:উ:	স:উ:	র:	
১		✓											১
২		✓											১
৩			✓										১
৪		✓											২
৫								✓					৫
৬							✓						৬
৭					✓								১০
৮							✓						৬
৯									✓				৪
১০											✓		৪

নৈ: = নৈর্ব্যক্তিক, অ:স:উ: = অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর, স:উ: = সংক্ষিপ্ত উত্তর, র: = রচনাধর্মী।

অভীক্ষা-৩

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ :

শ্রেণি — অষ্টম

বিষয়— সংস্কৃত পদ্য

বিষয়বস্তু রূপরেখা :

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পবিত্রতাম্।
বিদ্যারূপং কুরুপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্।
বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নরূপং ধনম্।
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ সুখকরি বিদ্যা গুরুণাং গুরুঃ।।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরা দেবতা।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।।
কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।।
জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেনাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্।।
বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ ধর্মস্ততঃ সুখম্।।

উপ-একক : (ক) কোকিলানাং...বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।
(খ) কিং কুলেন ... সুখম্।

একক— বিদ্যা-মহাত্ম্যম্।

পাঠের আচরণগত উদ্দেশ্য :

জ্ঞানমূলক : সংশ্লিষ্ট পদ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার মাহাত্ম্য, সম্পর্কে জানবে এবং পদ্যাংশ থেকে বহু কঠিন শব্দ ও তার অর্থ জানবে। দেবনাগরী লিপি তারা স্মরণ করবে।

বোধমূলক : শিক্ষার্থীরা পদ্যটি পাঠ করে বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে অবিদ্বান ব্যক্তির তুলনা করতে পারবে। পদ্যটি তারা মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে পারবে। বিদ্যার মাহাত্ম্য তারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং পদ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে তাদের বোধ জন্মাবে।

প্রয়োগমূলক : শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন করতে পারবে। শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে। পদ্যটি থেকে সন্ধি, কারক সমাস ইত্যাদি করতে পারবে।

দক্ষতামূলক : যতি-ছন্দ-লয়-বিরাম চিহ্ন মেনে শিক্ষার্থীরা কবিতাটি মুখস্থ বলতে পারবে এবং বিষয়োপযোগী ব্যাকরণগত তালিকা চিত্র প্রস্তুত করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

একক অভীক্ষাপত্র রচনার রূপরেখা

উপ-একক	জ্ঞানমূলক	বোধমূলক	প্রয়োগমূলক	দক্ষতামূলক	মোট	%
ক	৫(২)	১(৩)	১(৬)	১(৫)	২৯	৫৮%
			১(৫)			
খ	×	১(৫)	১(১০)	-	২১	৪২%
			১(৬)			
মোট	১০	৮	২৭	৫	৫০	
%	২০%	১৬%	৫৪%	১০%		১০০%

প্রশ্নপত্র

পূর্ণমান—৫০ সময়— ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

জ্ঞানমূলক :

(১) কিং খলু কোকিলানাং রূপম্? (২)

(২) কিং খলু কুরূপাণাং রূপম্? (২)

(৩) কঃ খলু গুরুণাং গুরুঃ? (২)

(৪) বিদ্যাবিহীনঃ জনঃ কীদৃশঃ? (২)

(৫) কঃ দৈবতৈরপি পূজ্যতে? (২)

(৬) বঙ্গানুবাদং কুরুঃ কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।। (৩)

(৭) বিদ্যার মাহাত্ম্য সম্পর্কে মাতৃভাষায় একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।
(মাতৃভাষয়া বিদ্যায়া: মাহাত্ম্যং লিখ) (৫)

প্রয়োগমূলক :

(৮) সন্ধিবিচ্ছেদং কুরু — রূপমধিকম্, বিদ্যাহীনস্তু, অকুলীনোহপি, দৈবতৈরপি, চৌরেণাপি, ধর্মস্ততঃ। (৬)

(৯) √নী ধাতু ও √যা ধাতুর লটের রূপ লেখ। (√নী ধাতোঃ √যা ধাতোঃ লট্ লকারস্য রূপাণি লিখ।) (৫)

(১০) প্রকৃতি-প্রত্যয়ং নির্ণয়ঃ বিদ্যা, দদাতি, যাতি বিহীন, ক্ষয়ম্। (১০)

(১১) বর্ণবিশ্লেষণং করুঃ ক্ষমা, বিদ্যা, পাত্রতাম্, জ্ঞাতিভিঃ স্তরঃ। (৬)

দক্ষতামূলক :

(১২) 'বিদ্যামহাত্ম্যাম্' ইতি পদস্য শ্লোকদ্বয়ং সংস্কৃত ভাষয়া লিখ। (৫)

মানের বিন্যাস

প্রশ্ন (Q)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
নম্বর (M)	২	২	২	২	২	৩	৫	৬	৫	১০	৬	৫

প্রশ্নপত্রের ধারণা

প্রশ্নের সংখ্যা	জ্ঞানমূলক				বোধমূলক				প্রয়োগমূলক				
	নে:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নে:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নে:	অ:স: উ:	স:উ:	র:	নম্বর
১			✓										২
২			✓										২
৩			✓										২
৪			✓										২
৫			✓										২
৬						✓							৩
৭								✓					৫
৮									✓				৬
৯									✓				৫
১০									✓				১০
১১									✓				৬
১২												✓	৫

উত্তরপত্র

জ্ঞানমূলক :

(১) কোকিলানং স্বরো রূপম্।

(২) বিদ্যা খলু কুরূপাণাং রূপম্।

(৩) বিদ্যা খলু গুরুণাং গুরু।

(৪) বিদ্যাবিহীনঃ জনঃ পশুঃ ইব।

(৫) শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে।

বোধমূলক :

(৬) যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন তার উচ্চবংশ দিয়ে কী হবে? শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চবংশসম্ভূত না হয়েও দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হন।

Scanned with CamScanner

(৭) কোকিলদের রূপ তাদের কণ্ঠস্বর, নারীদের রূপ পবিত্রতা, কুরূপবিশিষ্টদের রূপ বিদ্যা এবং তপস্বীদের রূপ ক্ষমা। বিদ্যা মানুষকে ধনসম্পদ, যশ, সুখ প্রভৃতি দান করে বলে বিদ্যা গুরুর-ও গুরু। বিদ্বান ব্যক্তি স্বদেশে, বিদেশে সর্বত্র পূজিত হন। কারণ বিদ্যাই বন্ধু ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। রাজাদের মধ্যে বিদ্যাই পূজিত হয়, ধন নয়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশু সদৃশ। বিদ্যারূপ ধন এক বিরাট ঐশ্বর্য। জ্ঞাতিদের দ্বারা এর ভাগ গৃহীত হয় না। চোর-ও একে চুরি করতে পারে না, আবার দান করলেও এর ক্ষয়প্রাপ্তি হয় না। বিদ্যা বিনয় দান করে, ফলে কেউ সুপাত্র হয়ে ওঠে। উপযুক্ত পাত্রত্ব হেতু লোকে ধনলাভ করে, ধন থেকে ধর্মলাভ, ধর্ম থেকে সুখলাভ হয়।

প্রয়োগমূলক :

(৮) রূপম্ + অধিকম্, বিদ্যাহীন: + তু, অকুলীন: + অপি, দৈবতে: + অপি, চৌরেণ + অপি, ধর্ম: + তত:।

(৯) √নী ধাতু (নিয়ে যাওয়া), √যা ধাতু (যাওয়া) লট্ (বর্তমান কাল)

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	নয়তি	নয়সি	নয়ামি
	যাতি	যাসি	যামি
দ্বিবচন	নয়ত:	নয়থ:	নয়াব:
	যাত:	যাথ:	যাব:
বহুবচন	নয়ন্তি	নয়থ:	নয়াম:
	যান্তি	যাথ:	যাম:।

(১০) √বিদ্ + ক্যপ্ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্ √দা + লট্ + তি, √যা + লট্ + তি, বি-হা + ক্ত, √ক্ষি + অচ্।

(১১) ক্ষমা— ক + ষ্ + অ + ম্ + আ।
বিদ্যা— ব্ + ই + দ্ + য্ + আ।
পাত্রতাম্— প্ + আ + ত্ + র্ + অ + ত্ + আ + ম্।
জ্ঞাতিভি:— জ্ + ঞ্ + আ + ত্ + ই + ভ্ + ই + ঃ
স্তর:— স্ + ত্ + অ + র্ + অ + ঃ

দক্ষতামূলক : (১২) [বিষয়বস্তুর রূপরেখা দ্রষ্টব্য]

একক ৫

ভাষা শিক্ষণের শিখন উৎস
(Learning Resources in Language Teaching)

Dinajpur B. Ed. College

বিষয়বস্তুর রূপরেখা :

৫.১ ভাষা শিক্ষণে শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ, কার্যাবলি, প্রস্তুতিকরণ, ব্যবহার : পাঠ্যপুস্তক, প্রতিরূপ, প্রদীপনপত্র, চিত্রাবলি, সহায়ক গ্রন্থ, পরিগণক সহায়ক শিখন (বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে) (Meaning, type, functions, preparation and utilization of learning resources in language: Text Books, Models, Charts, Pictures, Reference Books, Computer Assisted Learning; with special refference to Sanskrit)

৫.১.১ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources in Sanskrit Language)

৫.১.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Type of Learning Resources in Sanskrit Language)

৫.১.৩ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের কার্যাবলি (Functions of Learning Resources in Sanskrit Language)

৫.১.৪ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের প্রস্তুতিসমূহ (Preparation of Learning Resources in Sanskrit Language)

৫.১.৫ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের ব্যবহার (Utilization of Learning Resources in Sanskrit Language)

৫.১.৬ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক (Text Book in Teaching Sanskrit Laguage)

৫.১.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিরূপ (Models in Teaching Sanskrit Lagnuage)

৫.১.৮ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রদীপনপত্র (Charts in Teaching Sanskrit Language)

৫.১.৯ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত চিত্র (Sanskrit Pictures in Teaching Sanskrit)

Scanned with CamScanner

৫.১.১০ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সহায়ক গ্রন্থ (Sanskrit Reference Books in Teaching Sanskrit Language)

৫.১.১১ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিগণক সহায়ক শিখন (Computer Assisted Learning in Teaching Sanskrit Language)

৫.২ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) উপাদান, পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় কার্যাবলির উন্নতিসাধন, ব্যবহারের জন্য সংগঠন (Laguage Laboratory (Sanskrit) – Component, Planning, Developing Required Activities and organizing for use)

৫.২.১ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) ধারণা [Laguage Laboratory (Sanskrit)–Concept]

৫.২.২ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) ধারণা [Laguage Laboratory (Sanskrit)–Concept]

৫.২.৩ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগার-এর পরিকল্পনা (Planning of Sanskrit Language)

৫.২.৪ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগারের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Developing Required Activities for Sanskrit Language Laboratory)

৫.২.৫ ব্যবহার-এর জন্য সংগঠন (Organizing For Use)

৫.৩ সংস্কৃত ভাষা শিখনের জন্য শিখন কার্যাবলির নক্শা নির্ণয়; বিদ্যালয় পত্রিকা, বিদ্যালয় বিতর্ক সভা, নাট্যীকরণ (Designing Learning Activities for teaching Sanskrit Language; School Magazine, School Depating Society, Dramatization.)

৫.৩.১ সংস্কৃত বিদ্যালয় পত্রিকা (Magazine)

৫.৩.২ সংস্কৃত ভাষা শিখনের জন্য বিদ্যালয় বিতর্ক সভা (School Debating Society for Teaching Sanskrit Language)

৫.৩.৩ সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে নাট্যায়ন (Dramatisation for Teaching Sanskrit Language)

৫.৪ সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের প্রসঙ্গে ভাষাক্রীড়ার নক্শা (Designing Language Games in Grammatical Context of Sanskrit Language)

৫.৫ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের জন্য সৃজনশীল লেখা; রচনা, ছোটোগল্প, কবিতা (প্রদত্তসূত্রের ভিত্তিতে অথবা স্বাধীনভাবে) (Creative writing for teaching Sanskrit Language; Composition, Short story, Poem (On given clues or independently)

৫.৫.১ সংস্কৃত ভাষায় রচনা (Composition in Sanskrit Language)

৫.৫.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের জন্য ছোটোগল্প লিখন (প্রদত্ত সূত্রের ভিত্তিতে অথবা স্বাধীনভাবে) [Short story for teaching Sanskrit Language; (On given clues or independently)

৫.৫.৩ সংস্কৃত শিক্ষণের জন্য কবিতা তথা শ্লোক রচনা (Poetry (Sloka) Writing for teaching Sanskrit)

৫.১ ভাষা শিক্ষণে শিখন সম্পদের অর্থ, প্রকারভেদ, কার্যাবলি, প্রস্তুতিকরণ, ব্যবহার : পাঠ্যপুস্তক, প্রতিরূপ, প্রদীপনপত্র, চিত্রাবলি, সহায়ক গ্রন্থ, পরিগণক সহায়ক শিখন (বিশেষত সংস্কৃতের প্রসঙ্গ অনুসরণে) (Meaning, type, functions, preparation and utilization of learning resources in language: Text Books, Models, Charts, Pictures, Reference Books, Computer Assisted Learning; with special refference to Sanskrit)

৫.১.১ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের অর্থ (Meaning of Learning Resources in Sanskrit Language) :

শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি নীতি হল Teach through Sences অর্থাৎ কোনো বিষয় শেখাতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ইন্দ্রিয়গুলিকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে হবে। তারা কানে শুনবে, চোখে দেখবে, মুখে বলবে, দরকার হলে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে। এই নীতি থেকে উদ্ভব হয়েছে শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারের পদ্ধতি। যা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে ভীষণ জরুরি।

৫.১.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের প্রকারভেদ (Type of Learning Resources in Sanskrit Language) :

আধুনিককালে শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃত শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—

(১) **দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ** (Visual Aids) : যে সকল উপকরণ শুধুমাত্র দর্শনের মাধ্যমেই কোনো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীর সহায়ক হয়, সেগুলি হল দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ। যেমন, কৃষ্ণফলক তথা Black Board, চিত্র বা Picture, অনুকৃতি বা Model এবং পাঠ্যপুস্তক বা Text Book.

(২) **শ্রুতিনির্ভর উপকরণ** (Audio Aids) : যে সকল উপকরণ শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই কোনো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে, সেগুলি হল শ্রুতিনির্ভর উপকরণ। যেমন— বেতারযন্ত্র বা Radio, ধ্বনিসংরক্ষণ যন্ত্র বা Tape Recorder ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

(৩) **দৃষ্টি-শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ :** যে সকল উপকরণ একইসঙ্গে দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষার্থীর সহায়ক হয়, সেগুলিই দৃষ্টি-শ্রুতি-নির্ভর উপকরণ। যেমন– চলচ্চিত্র (Cinema), দূরদর্শন (Television), পরিগণক (Computer) ইত্যাদি। এখন বিদ্যালয়ের শ্রেণিশিক্ষায় শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

৫.১.৩ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের কার্যাবলি (Functions of Learning Resources in Sanskrit Language) :

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন সহায়ক সম্পদসমূহ—

(১) পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূলভাবকে শিক্ষার্থীর মনে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।

(২) কঠিন শব্দের বানান, বর্ণের সঠিক রূপ, তার অর্থ এগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রকাশ করে।

(৩) দেবনাগরী অক্ষরের স্বরূপ ও অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন অক্ষরের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিস্ফুটন করে।

(৪) সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্য ও অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন ধ্বনির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিস্ফুটনে সহায়তা করে।

(৫) পাঠ্য বিষয়বস্তুকে সহজবোধ ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং দলগত কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা করে।

(৭) সংস্কৃত যেহেতু ব্যাকরণ নির্ভর ভাষা সুতরাং সেই ব্যাকরণশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন প্রকার প্রায়োগিক দিককে তুলে ধরে।

(৮) নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্বলিত যথাযথ উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পর্ক খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়।

(৯) যথাযথ শিখন সম্পদ ব্যাকরণের কাঠিন্যে ভরপুর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে একাধারে শিক্ষার্থীরা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায়, আবার সংস্কৃত শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পরিশ্রম লাঘব হয়।

(১০) সবশেষে বলা যায়, সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ রচনা করে শিখন সম্পদ।

৫.১.৪ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের প্রস্তুতিসমূহ (Preparation of Learning Resources in Sanskrit Language) :

সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন সহায়ক উপকরণের উপযোগিতা সম্পর্কে পন্ডিতপ্রবর R.N.Safaya তাঁর 'The Teaching of Sanskrit' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "multiple

sense appeal', attention and interest meaningfulness' and "association of ideas'. A teacher when he uses such aids in the teaching of interesting and meaningful.'

শিক্ষণ সহায়ক উপকরণগুলির প্রস্তুতির ব্যাপারে বলতে গেলে বলা যায়—

(১) শিক্ষণ সহায়ক উপকরণগুলির যথাযথ নির্বাচন ও ব্যবহার সম্পর্কে সংস্কৃত শিক্ষককে সর্বদা সচেতন হতে হবে।

(২) শিক্ষার্থীদের বয়স, মান, ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুত করে শ্রেণিতে শিক্ষাদান করলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে উপভোগ্য হবে।

(৩) বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উপকরণ প্রস্তুতিকরণের সময় "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণই মূল লক্ষ্য"— এই ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে।

(৪) শ্রেণিকক্ষে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপকরণটি হস্তান্তরিত হতে পারে, সেইরকম আকৃতি ও আয়তনের কথা মাথায় রেখে উপকরণ তৈরি হবে।

(৫) 'জানা থেকে অজানা'— এই মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে উপকরণ তৈরি করবে।

(৬) ব্যয়বহুল উপকরণ একেবারেই প্রস্তুত করা উচিত নয়।

(৭) নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়বস্তুর প্রতিটি উপাদান যাতে দৃশ্যায়িত হতে পারে সে কথা মাথায় রেখে উপকরণ তৈরি করতে হবে।

(৮) উপকরণ যেন সংখ্যায় বেশি না হয়, সেকথা মাথায় রাখতে হবে।

৫.১.৬ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিখন সম্পদের ব্যবহার (Utilization of Learning Resources in Sanskrit Language) :

(১) পাঠ্য বিষয়ের প্রতিটি উপাদান যাতে উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাসঙ্গিকভাবে উপস্থাপিত হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(২) উপকরণগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা, বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

(৩) উপকরণগুলি যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) উপকরণগুলি ব্যবহারকালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী প্রতিটি আচরণমূলক ও নির্দেশনামূলক শিক্ষাগত উদ্দেশ্য পরিপূরিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে শিক্ষক সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

৫.১.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক (Text Book in Teaching Sanskrit Laguage) :

কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষার নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে চলবে না— শিক্ষাদানে আগ্রহ

Scanned with CamScanner

থাকলে ভাষা শিক্ষাসার্থক হবে, তাও নয়। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে গেলে শিক্ষণপ্রাপ্ত, সু-অভীজ্ঞ ও সুরসিক শিক্ষক কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে স্বীকার্য।

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা, প্রারম্ভিক স্তরের উপযোগীপুস্তক, পরবর্তী স্তরের উপযোগী পুস্তক, উচ্চ শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক, উচ্চতর শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণমূলক পাঠ্যপুস্তক, দ্রুত পঠনমূলক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত কর্মমূলক পাঠ্যপুস্তক যাতে বিষয়বস্তু, শব্দসম্ভার, ব্যাকরণ রচনা, অনুবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশ্ন থাকবে এবং পুস্তকের পাশেই উত্তর লেখার জন্য প্রশস্ত জায়গা থাকবে।

সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের যেগুণ বা বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক, সেগুগুলি নিম্নে বর্ণিত হল— (ক) বিষয়বস্তু, (খ) বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও বিন্যাসীকরণ, (গ) ভাষা ও রচনাশৈলী। এইগুলিকে আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল পুস্তক সম্পাদনা, পুস্তকের আচ্ছাদন এবং মুদ্রণ।

প্রথমত : শিক্ষার্থীর বয়স, রুচি, আগ্রহ, বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে শিক্ষার্থী যাতে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। রসোদ্দীপক ও কৌতুহলাত্মক বিষয়বস্তুর সংযোজন প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীর প্রেরণা ও উৎসাহ জাগাতে সক্ষম। তাই বিষয়বস্তু হবে নাতি স্বল্পদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

বিষয়বস্তু হবে ক্রমপর্যায়ে সুবিন্যস্ত। শিক্ষার্থীর বয়স কত, কোন্ শ্রেণিতে পড়ে, তার বুদ্ধিবৃত্তির কতখানি উন্নতি হয়েছে, সে কি চায়, আগ্রহ কোন্ দিকে, তার দেহ ও মনের কতখানি পরিণতি ঘটেছে প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রেখে ক্রমানুসারে বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও সজ্জীকরণ প্রয়োজন। পাঠ্যপুস্তক যাতে যুগোপযোগী হয়, বাস্তবধর্মী হয় ও বিজ্ঞানভিত্তিক হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয়, বীরত্বব্যঞ্জক, বিজ্ঞানভিত্তিক, নৈতিক ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক বিবিধ বিষয়বস্তু থাকবে। শিক্ষার্থীরা যে পরিবেশ থেকে আসে, সেই পরিবেশ থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা উচিত।

পৃথিবীর অন্যান্য সমুন্নত ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষাও যাতে সমতলে, সমহারে ও সম পদক্ষেপ অগ্রসর হইতে পারে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে, সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। ভাষাকে করতে হবে সহজ, সরল ও স্পষ্ট। সংস্কৃত ভাষা যাতে শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করতে পারে,যাতে সর্বজনগ্রাহ্য হয়, যাতে সহজে বোধগম্য হয়, যাতে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে ভাষা অলঙ্কৃত হয়, সর্বপ্রকার বিষয়ের উপস্থাপনে যাতে সক্ষম হয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যাতে প্রযুক্ত হতে পারে, যাতে বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়, এবং প্রয়োজনবোধে পরিবর্তনকেও সাদরে গ্রহণ করতে পারে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিষয়বস্তুর পরিস্ফুটনের জন্য কেবল প্রয়োজন ব্যাকরণ আলোচনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ebook.dascoaching.in

পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। প্রথমত গ্রন্থ প্রণেতাকে লক্ষ রাখতে হবে যাতে পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে অনুবন্ধ প্রণালী অনুসৃত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতের সাথে যে অন্যান্য বিষয়েরও সম্বন্ধ আছে সে সম্পর্কে ধারণা জন্মাতে হবে। সহজ, সরল পরিবেশলব্ধ বিষয়াদিকে আকর্ষণীয় চিত্র এবং মনোরম গল্পাদির মাধ্যমে জানা থেকে অজানার ভিত্তিকে পরিবেশন করা হয়। ব্যাকরণের দুর্বোধ্য বিষয়গুলি যাতে শিক্ষার্থী নিজের বুঝতে পারে, তার জন্য উক্ত বিষয়গুলির সহজ ব্যাখ্যা যেন দেওয়া থাকে। পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীরা কতদূর হৃদয়াঙ্গম করতে পারল, তা মূল্যায়নের নিমিত্ত যেন প্রতিটি পাঠ না Lesson-এর বিবিধ ধরনের অনুশীলনী থাকে।

বাহ্যিক দিকের কথা আলোচনা করতে গেলে বলতে হয়—

প্রথমত : পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই, সাজসজ্জা প্রভৃতির যেন খুব সুন্দর ও মজবুত হয়। কেকনা, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পুস্তকখানা সবসময় নাড়াচাড়া করবে। দু-দশবার হাত থেকে পড়ে যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে পাতাগুলির বাঁধুনি খুব মজবুত হওয়া চাই।

দ্বিতীয়ত : বই-এর কাগজ যেন খুব মোটা বা পুরু হয়, যাতে এক পাতার অক্ষর অন্য পাতায় দেখা না যায়। বই-এর ছাপা বেশ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হওয়া উচিত। তাই বলে এমন কালি ব্যবহার না করা হয় যাতে ছাত্রদের চোখে লাগতে পারে। অক্ষরগুলি হবে পঠনযোগ্য, দর্শনযোগ্য ও সুস্পষ্ট। দেবনাগরী হরফগুলি সুষ্ঠু মানের হওয়া চাই। অক্ষরগুলি হবে সমদূরত্বসম্পন্ন। মুদ্রণ হবে উচ্চমানের এবং সর্বপ্রকারে অশুদ্ধিবিহীন। বই-এর দাম যেন খুব বেশি না হয়।

তৃতীয়ত : শিশুচিত্তকে আনন্দ দেবার মতো প্রচুর ছবি, মডেল, স্কেচ, ডায়াগ্রাম, ম্যাপ প্রভৃতি থাকতে হবে। এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে শেখানোর পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। চিত্রকেন্দ্রিক গ্রন্থাদি প্রকাশনের সময় চিত্রের পাতাগুলি প্লাস্টিক পেপার হলে ভালো হয়।

চতুর্থত : সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের আকার খুব বৃহৎ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। গ্রন্থটি যাতে সর্বত্র সর্বাবস্থায় সকলের পক্ষে সহজেই বহনযোগ্য হয়, সেইদিকে লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের প্রাইমারের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। গৃহের সম্মুখভাগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেরূপ মনকে গৃহাভিমুখী করে, মানুষের সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার তার উদার মনের পরিচয় বহন করে, সেইরূপ পাঠ্যপুস্তকের বহিরাবরণের উন্নতমানের কাগজ, সামঞ্জস্যবিধানপূর্বক উপযোগী রং, শিল্পনৈপুণ্যে ভরা নক্সাদি, আকর্ষণীয় চিত্র প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই শিশুকে আকর্ষণ করবে।

Scanned with CamScanner

❑ ৫.১.৭ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিরূপ (Models in Teaching Sanskrit Lagnuage) :

Model বা অনুকৃতি বা প্রতিরূপ হল কোনো বাস্তব বস্তু বা ব্যক্তির অবিকল কৃত্রিম যান্ত্রিক অচল প্রতিরূপ। মাটি, কাগজ, প্লাস্টার অব্ প্যারিস, থার্মোকল প্রভৃতি বস্তু দিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

যেমন, "**অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ**" এই গদ্যকাব্য বা **বিদ্যাপ্রশস্তিঃ** -এই পদ্যকাব্য পাঠদানকালে নির্দিষ্ট শিক্ষালয়ের একটি প্রতিরূপ; **স্বামী বিবেকানন্দঃ** এই গদ্যকাব্য পাঠদানকালে বেলুড় মঠ-এর একটি প্রতিরূপ; "**করুণাময়ী জননী মাদার টেরেসা**"-এই গদ্যকাব্য পঠনকালে **Missionaries of Charity**-এর একটি প্রতিরূপ; **ঈশ্বরচন্দ্রঃ বিদ্যাসাগরঃ**- এই গদ্যকাব্য পঠনকালে বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়-এর একটি প্রতিরূপ ; **বিশ্ব কবিঃ রবীন্দ্রনাথঃ** পড়ানোর সময় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর একটি অনুকৃতি এগুলি প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট পাঠ্যএককের অবতারণাকরণ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সহায়তা করবে।

আবার, '**অস্মাকং দেশঃ**' এই গদ্যকাব্য পঠনকালে অথবা "**বন্দে মাতরম্**" এই পদ্যকাব্য শিক্ষণকালে থার্মোকল দ্বারা নির্মিত, বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ভারতবর্ষের মানচিত্র; **উদ্যানম্, প্রভাতকালঃ, বৃক্ষঃ** প্রভৃতি গদ্যকাব্যগুলি পাঠদানকালে বৃক্ষ, পক্ষীকূল, পুষ্পগুচ্ছ -এই জিনিসগুলিরর প্রতিরূপ, '**তৃষ্ণার্ত বায়স কথা**' পড়াতে গিয়ে কলসিতে কাকের নুড়ি ফেলার প্রতিরূপ; **সিংহশশককথা**- এই গদ্যকাব্য পাঠদানকালে কূয়োর ধারে সিংহ ও শশকের প্রতিরূপ; "**সমাজস্য বান্ধবাঃ**"- গদ্যকাব্য পাঠদানকালে কামার, কুমোর, তাঁতি, কৃষক, চর্মশিল্পী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাগত মানুষের মৃত্তিকানির্মিত প্রতিরূপ নির্দিষ্ট উপরোক্ত পাঠ্য এককগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

'**সরস্বতী স্তোত্রম্**'-এই পদ্যকাব্য পাঠদানকালে, দেবী সরস্বতী-এর একটি শ্বেতশুভ্র মৃত্তিকা নির্মিত প্রতিরূপ ব্যখ্যাকরণ পর্যায়ে পাঠ্যএককের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে সহায়তা করে।

আবার, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে, "অপাদানকারক ও পঞ্চমী বিভক্তি"-এর অন্তর্ভুক্ত "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ"—এই সূত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে "**কুক্কুরঃ ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি**"—এই উদাহরণ বাক্যের ব্যাখ্যাদান সাপেক্ষে কুকুর ও বাঘের একটি প্রতিরূপ; হেতৌ তৃতীয়া পঞ্চম্যৌ-এই সূত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে "**ময়ূরঃ হর্ষাৎ নৃত্যতি**"— এই উদাহরণ বাক্যের ব্যাখ্যাদান-এর সাপেক্ষে পেখম মেলা ময়ূরের ধাতুনির্মিত প্রতিরূপ শিক্ষার্থীদের বিষয়টির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

অবশেষে একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় শিক্ষক/শিক্ষিকা তথা শিক্ষার্থীসমাজ সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, অনুকৃতি বা প্রতিরূপ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে—

(১) মজবুত হয়; কারণ শিক্ষার্থীদের হাতের স্পর্শে ব্যবহৃত হবার সময় নষ্ট না হয় বা ভেঙে না যায়।

(২) আয়তন ও আকৃতি এমন মাপের হবে যাতে শ্রেণিকক্ষের টেবিলের উপর ভাষাকে এক কোণে একটি যে-কোনো আসবাবের ওপর সহজেই প্রতিস্থাপিত করা যায়।

❑ ৫.১.৮ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রদীপনপত্র (Charts in Teaching Sanskrit Language) :

সংস্কৃত ভাষা তথা ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য উভয় বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই প্রদীপনপত্র এর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান শিক্ষাজগতে ব্যাপক।

(১) সংস্কৃত তথা দেবনাগরী অক্ষর কে অন্যান্য ভাষা যেমন ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় ভাষা এবং ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন বর্ণের সাথে একসাথে প্রদীপনপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে তুলনামূলক আলোচনা করলে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হবে।

(২) সন্ধির নিয়মকানুন আলোচনা করবার সময়, কারক ও বিভক্তির বিভিন্ন নিয়ম আলোচনার সময় নিয়মাবলি প্রদীপনপত্রে সুস্পষ্ট, হস্তাক্ষরে রঙিন কলমের মাধ্যমে লিখে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তা তাদের মস্তিষ্কস্থ করতে সুবিধা হবে।

(৩) সন্ধিবদ্ধ পদসম্বলিত বাক্যতালিকা, নির্দিষ্ট কারকের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট বিভক্তিযুক্ত বাক্যতালিকা, নির্দিষ্ট প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদসম্বলিত (ক্ত্বাচ্, ল্যপ্, তুমুন্ ইত্যাদি) বাক্যতালিকা, বিভিন্ন শব্দরূপ দ্বারা গঠিত নামপদ সম্বলিত বাক্যতালিকা, বিভিন্ন ধাতুরূপ দ্বারা গঠিত ক্রিয়াপদ সম্বলিত বাক্যতালিকা প্রভৃতি প্রদীপন পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলে শিক্ষার্থীরা আরোহী অবরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান যথার্থ, সার্থক ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

(৪) বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমন 'অস্মাকং গ্রামঃ'-এর কূটীর, মন্দির, পুকুর, গাছ, রাস্তা; প্রভাতকালঃ'-এর সূর্য, পক্ষীকূল, পুষ্পগুচ্ছ, বালকের পুস্তক পঠন; 'অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ'-এর বিদ্যালয়, শিক্ষার্থীদের দল, শিক্ষক/শিক্ষিকা, শ্রেণিকক্ষ; 'রামায়ণম্'-গল্প এর রামসীতার বনবাস, সীতাহরণ, রামরাবণের যুদ্ধ, হনুমান ইত্যাদি; 'ব্রাহ্মণকুলকৃষ্ণসর্পকথা' গল্পের ঘুমন্ত শিশুপুত্র, মৃত সর্প, গুণকুল, হননোদ্যত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি; স্বামী বিবেকানন্দ এই জীবনীমূলক প্রবন্ধ-এর স্বামী বিবেকানন্দ; বিলের দুরন্তপনা, তাঁর পিতামাতা, আবাসগৃহ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বেলুড়মঠ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গত প্রাসঙ্গিক ব্যক্তি ও উপাদানের ছবি প্রদীপনপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়-এর মূল বক্তব্য বুঝতে পারবে।

(৫) কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো গল্প বা প্রবন্ধ যদি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন 'লট্ লকার' আলোচনার উদ্দেশ্যে যদি পাঠ্যসূচিতে 'প্রভাতকালঃ'

Scanned with CamScanner

প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়, তাহলে ওই প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদের অন্তর্গত লট্‌লকার দ্বারা নির্মিত যাবতীয় বর্তমানকালোচিত ক্রিয়াপদসমূহ যদি একটি প্রদীপনপত্রের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাকরণের প্রয়োগ সম্বন্ধে আবার অপরদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে সংস্কৃত সাহিত্যের নির্মাণ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারবে।

(৬) অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীসংখ্যা এত বেশি থাকে যে শিক্ষকের/শিক্ষিকার কণ্ঠস্বর পেছনের সারিতে বসা শিক্ষার্থীদের কানে পৌঁছায় না। এক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিভিন্ন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সম্মুখে প্রদীপনের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত করলে তারা তা উপলব্ধি করতে ও উত্তরদানে সমর্থ হবে। ছবি বা লেখা উভয় ক্ষেত্রেই রংসমূহ এমন মোটা করে বুলোতে হবে যাতে পেছনের সারির শিক্ষার্থীরা সহজেই তা দেখাতে পায়।

(৭) প্রদীপনপত্র সব সময় সাদা, হালকা নীল, হাল্কা সবুজ, হালকা গোলাপি অথবা হালকা হলুদ রঙের হবে এবং তার ওপরে মোটা করে কালো, গাঢ় সবুজ, মেরুন, গাঢ় নীল, গাঢ় বেগুণি এই রঙগুলি দিয়ে ছবি আঁকতে হবে বা বক্তব্যগুলি লিখতে হবে।

(৮) বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন সন্ধিবদ্ধ পদ সম্বলিত বাক্য তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে সন্ধিবদ্ধ পদটি মেরুন রঙে এবং বাক্যের বাকি পদগুলি কালো বা গাঢ় সবুজ দিয়ে লিখলে সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের কাছে সন্ধিবদ্ধ পদটি সহজেই বোধগম্য হবে।

(৯) প্রদীপনপত্রের পাতা খস্‌খসে হতে হবে যাতে তার ওপর আলোর প্রতিফলন না পড়ে। তাহলে প্রদীপনের ছবি বা লিখিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সম্মুখে দৃশ্যমান হবে না।

(১০) প্রদীপনপত্রে শ্রেণিকক্ষে যথোপযুক্ত উপায়ে টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.১.৯ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত চিত্র (Sanskrit Pictures in Teaching Sanskrit) :

সংস্কৃত গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য, নাটক এবং ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করবার সময় চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষা শেখাতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়কে সবসময়েই চেষ্টা করতেও হবে যাতে প্রাচীন ভাষা শেখাটা শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণের বস্তু হয়। নতুন ভাষা শেখবার জন্য তাদের যে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে তাকেই শিক্ষক/শিক্ষিকা ঠিকমতো আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে

চর্চা আর আলোচনার মধ্য দিয়ে সেটাকেই ক্রমশ পরিবর্ধন করবেন যাতে নতুন ভাষাকে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক জীবনছন্দের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে। এই নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হল চিত্র (Picture)। প্রাচীন ভাষা শেখাতে গিয়ে আধুনিক শিক্ষক অথবা আধুনিকা শিক্ষিকা উভয়কেই শিক্ষামনোবিদ্যা (Educational Psychology)-এর মনস্তত্ত্বমূলক মূলনীতিগুলি যথাসম্ভব মেনে নিয়ে পাঠদানকার্যে অগ্রসর হতে হবে। সেগুলি হল—

(১) জানা থেকে অজানা (from known to unknown) ;
(২) সহজ থেকে কঠিন (from easy to tough) ;
(৩) সরল থেকে জটিল (from simple to complex) ;
(৪) মূর্ত থেকে বিমূর্ত (from concrete to abstract) ;
(৫) পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান (Teach Through the senses) ;
(৬) প্রকৃতিকে অনুসরণ (Following the nature) ;

চিত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানকার্যে অগ্রসর হলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নির্দিষ্ট পাঠ্য এককের সাথে প্রাসঙ্গিক চিত্রসমূহ—

(১) প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করেই আঁকা হয়।
(২) একটি মূর্ত চিত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়।
(৩) চিত্র দর্শন ও আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় বা বাগেন্দ্রিয় এদের সকলকেই প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়।
(৪) একটি জানা পার্থিব বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে আঁকা ছবির মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন অজানা দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবগত হয়।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠদানের ক্ষেত্রে যেখানে প্রাকৃতিক নমুনা, অনুকৃতি, ইলেকট্রনিক উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব নয় সেখানে চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। চিত্র বা ছবি শিশুমনকে আকর্ষণ করে বলে ছবির মাধ্যমে শিক্ষাদান সহজে সম্পন্ন করা যায়।

(১) শিক্ষক/শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে সাদা চক অথবা রঙিন চক দিয়ে পাঠ্য এককের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি এঁকে পাঠদানকার্য নিষ্পন্ন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে পাঠ্য এককে মূল বক্তব্যগুলি কৃষ্ণফলকে লেখার ক্ষেত্রে স্থানাভাবের অসুবিধা দেখা দিতে পারে।
(২) যে-কোনো হালকা রঙের চার্টপেপারে পেনসিল দিয়েও নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়বস্তু অবলম্বন করে ছবি আঁকা যায়, তবে এক্ষেত্রে ছবি সবসময় শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন স্থানে বসা শিক্ষার্থীদের সামনে অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।
(৩) ওই একইভাবে যে-কোনো হালকা রঙের চার্ট পেপারে প্যাস্টেল রং, জলরং, Sketch Pen ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের রঙের দ্বারা বর্ণময় অথচ স্পষ্ট এবং বাক্যবিষয়

Scanned with CamScanner

বস্তুর প্রতিটি উপাদানের সাথে সংগতিপূর্ণ চিত্র এঁকে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে দৃশ্যায়িত করা হবে এবং পাঠ্যবিষয়বস্তুর সম্পুর্ণ বক্তব্যকে ধাপে ধাপে উপস্থাপিত করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

(১) "অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ"— এই পাঠ্য একটি পাঠদানকালে শিক্ষালয়, পাঠদানরত শিক্ষক/শিক্ষিকা, শ্রেণিকক্ষে পাঠরত শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত শিক্ষার্থী, শ্রেণিকক্ষে রক্ষিত কৃষ্ণফলক ইত্যাদি বিষয়গুলি চিত্রের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত করতে হবে কারণ ওইসব উপাদানের ভিত্তিতে রচিত বিভিন্ন সংস্কৃত বাক্য ওই গদ্যকাব্যটির অন্তর্ভুক্ত আছে। সুতরাং সেইসব সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাক্যের বিমূর্ত মূলভাবটি উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার্থীরা দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্রগুলি মানসিকভাবে আয়ত্ত করবে এবং তার সাথে পাঠ্যবিষয় বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বাগেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সাথে আলোচনার সাপেক্ষে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

(২) "বন্দে মাতরম্"-এই পদকাব্য পাঠদানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদ-নদীর ভৌগোলিক অবস্থান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ফসলের ভৌগোলিক জন্মস্থান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, ভারতবর্ষে মৌসুমি জলবায়ুর গতিপ্রকৃতির প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক মূর্ত চিত্রকে দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্মস্থ করে, তারপর শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পাঠ্য বিষয়গত বক্তব্য শুনে তারপর বাগেন্দ্রিয়-এর মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সাথে আলাপ-আলোচনা করে "সুজরাং সুফলাং মলয়জলীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্"—এই বিখ্যাত কাব্য চরণটির বিমূর্ত ভাববস্তুকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে।

৫.১.১০ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সহায়ক গ্রন্থ (Sanskrit Reference Books in Teaching Sanskrit Language) :

বিদ্যালয়ের প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে এক বা একাধিক Reference Book বা উপপাঠ্যপুস্তক বা সহায়ক গ্রন্থ থাকে দ্রুত পঠন অভ্যাস করবার জন্য নির্দিষ্ট। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের গ্রন্থের উপযোগীতা আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বর্তমান পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে এই ধরনের গ্রন্থের কোনো স্থান নেই। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে গৃহশিক্ষাব্যবস্থায় রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, পুরাণের গল্প, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি নাটকের গল্প সরল সংস্কৃত ভাষায় রচনা করে উপপাঠ্য রূপে নির্দিষ্ট করতে পারি। এই উপপাঠ্য পুস্তক পড়াবার একটা সুবিধা হল এগুলো পড়ানোর সময় বিস্তৃত ব্যাখ্যা অথবা জটিল প্রশ্ন প্রভৃতি পরিহার করে চলা যায়। ব্যাকরণের কঠিন আলোচনাও এইসব বই থেকে করা হয় না। শুধু মূল গল্পটা পাঠ করলেই বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা যায়। এজন্য শিক্ষার্থীর কাছে উপপাঠ্য–পুস্তকগুলি বোঝা বলে মনে হয় না। শিক্ষকের সামান্য সাহায্য

নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে বাড়িতে সেগুলি পড়তে পারে। মূল পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক বলে বই বা Supplementary Readers বলা চলে।

বর্তমানে, ব্যাকরণের কঠের নিয়মকানুন সমন্বিত সংস্কৃত ভাষার প্রতি ভীতি এখনও ছাত্রদের দূর হয়নি। তারা এ বিষয়ে কাব্যরসের সন্ধান পেতে বর্তমানে অক্ষম। তাই বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সংস্কৃত ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের সাথে সাথে সমানুপাতিক ভাবে যথাসম্ভব শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর অল্প সাহায্য নিয়ে পাঠাভ্যাস করা উচিত। সহায়ক পুস্তকের দ্রুত-পঠন-এর মাধ্যমেই এটা সম্ভব।

এই ধরনের বইগুলো সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হবে এবং আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশিত হবে কিন্তু পাঠ্য বিষয়টি যেন বিস্তারিত না হয়, শিক্ষক/শিক্ষিকা সেদিকে লক্ষ রাখবেন। ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ কোনোওভাবেই গুরুত্ব পাবে না।

উদাহরণস্বরূপ রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বহুবিধ আখ্যান, যেমন কৃষ্ণচরিতম্, শিবিচরিতম্ প্রভৃতি জীবনীমূলক কাহিনি।

হিমালয় বর্ণনম্, বর্ষাবর্ণনম্, অস্মাকং দেশঃ ভারতবর্ষঃ প্রভৃতি বর্ণনামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থটি রচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল,

(১) মাননীয় প্রয়াত V.P Bokil মহাশয় রচিত "**বালকথা**" নামক বইতে শিশুসুলভ আধুনিক Sconting এবং অস্পৃশ্যতাবর্জন সংক্রান্ত ছোটো ছোটো গল্প সরল ভাষায় লিখিত হয়েছে।

(২) M.R.Kale মহাশয় আধুনিক পদ্ধতিতে সরল শব্দ ভাণ্ডারের সাহায্যে নিয়ে "**সুবোধপান্ডবচরিতম্**" নামক বইটি নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচনা করেছেন।

(৩) আলিবাবা ও ৪০ দস্যুর গল্পটি অবলম্বনে শ্রী জি.কে মোদক মহাশয় "**চোরচত্বারিংশী কথা**" নামক একটি অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমানে তিনটি বই-ই মুদ্রণের অভাবে দুর্লভ, অব্যবহৃত ও অপাপ্য হয়ে রয়েছে। প্রথমত, সংস্কৃত ভাষার ভীতি দূর করার জন্য, দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষার প্রতি আগ্রহ জন্মানোর জন্য এবং সর্বশেষ পর্যায়ে সংস্কৃত ভাষার প্রতি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত গ্রন্থগুলির পুর্নমুদ্রণ এবং নতুন গ্রন্থের আরও বেশি সৃষ্টির প্রয়োজন।

❑ ৫.১.১১ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিগণক সহায়ক শিখন (Computer Assisted Learning in Teaching Sanskrit Language) :

কম্পিউটার বা পরিগণক (Device) যা কিছু তথ্য গ্রহণ করে (Receives input), সেই তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে (Analyse), তাদের ওপর বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে (Process) এবং বিশেষ ধরনের ফলাফলে পরিণত করে (Changes it into output)।

Scanned with CamScanner

Computer System বা পরিগণক ব্যবস্থায় প্রধান ৩টি অংশ থাকে।

(১) **Input device বা তথ্য সংস্থাপনের কৌশল।**
(২) **Control processign unit বা কেন্দ্রীয় অংশ।**
(৩) **Output device বা ফলাফল প্রকাশন কৌশল।**

এদের মধ্যে Central Processing Unit (CPU) হল একটি micro processer যা কতকগুলি micro-chip দিয়ে গঠিত। এই অংশই তথ্য গ্রহণ করে, নির্দেশ গ্রহণ করে ও নির্দেশ অনুযায়ী তথ্যকে বিশ্লেষণ করে এবং ফলাফলকে Output যন্ত্রে পাঠায়।

কেন্দ্রীয় সংস্থার Memory unit বা স্মৃতি কেন্দ্রের কাজ হল তথ্য সংরক্ষণ করা। কম্পিউটারের স্মৃতিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—

(১) **Read Only Memory বা ROM :** স্থায়ী স্মৃতিতে এমন কতকগুলি তথ্য যাকে যা সবসময়ে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। স্থায়ী স্মৃতিতে এমন কতকগুলি তথ্য থাকে যা কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য জানতে সাহায্য করে। কম্পিউটার বা পরিগণকের এই স্থায়ী স্মৃতিকে মুছে ফেলা যায় না বা এই কেন্দ্রে স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত তথ্য যোগ করা যায় না বা এই কেন্দ্রে স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত তথ্য যোগ করা যায় না। কম্পিউটার তৈরি করার সময়েই এই স্মৃতি তার মস্তিষ্কে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ক্রেতা যখন কম্পিউটার কেনে তখন এই ROM বা স্থায়ী স্মৃতিসহ কেনে।

(২) **Random Access Memory বা RAM :** "অস্থায়ী স্মৃতি কেন্দ্র"। এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যে-কোনো ধরনের প্রদত্ত তথ্যকে Imput-এর মাধ্যমে এই কেন্দ্রে সরাসরি পাঠিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন ধরে রাখা যায়। কিন্তু কম্পিউটার বা পরিগণকের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলে এই স্মৃতির অন্তগর্ত সব চলে যায়।

তবে কোনো কম্পিউটার বা পরিগণকেরই তথ্য সৃষ্টি করার বা স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা নেই। কম্পিউটার বা পরিগণক অর্থাৎ কতকগুলি নির্দেশের মাধ্যমেই কম্পিউটারকে বা পরিগণককে কার্যকরী করা যায়। এই নির্দেশগুলিকে বলা হয় Progamme সুতরাং কম্পিউটারকে পর্যায়ক্রমে কী করতে হবে সেইসব নির্দেশাবলির একগুচ্ছকে বলা হয় প্রোগ্রাম (A programme is a set of instructions that specifies the ships the computer is to perform)। এগুলি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে;

(ক) **তথ্যগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি** (Input Instruction) : অর্থাৎ তথ্যকে কম্পিউটারের স্মৃতিতে সঞ্চালিত করা।

(খ) **ফলাফল সংক্রান্ত নির্দেশাবলি** (Output Instruction) : অর্থাৎ কম্পিউটার বা পরিগণকের স্মৃতি থেকে ফলাফলকে কেনো Output ব্যবস্থায় সঞ্চালিত করে।

(গ) **গণনাসংক্রান্ত নির্দেশাবলি (Computational Instructions)** : অর্থাৎ গৃহীত তথ্যগুলির ওপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের নির্দেশ।

(ঘ) **বাধা সংক্রান্ত নির্দেশাবলি (Go to Instructions)** : অর্থাৎ কম্পিউটার বা পরিগণক সাধারণত নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা নির্দেশ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কাজ করে যেতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সব নির্দেশগুলি পালিত হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময়, এই প্রোগ্রামের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। কারণ, আমরা একটি বিশেষ দিকের ওপর সাময়িকভাবে নজর দিতে চাই। কম্পিউটার বা পরিগণক-এর মধ্যে এই ধরনের নির্দেশনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা থাকে।

(ঙ) **তুলনামূলক নির্দেশনাবলি (Comparison or if Instruction)** : অনেক সময় প্রদত্ত তথ্যাবলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করার প্রয়োজন হয়, তার জন্য প্রদত্ত নির্দেশ।

কম্পিউটার বা পরিগণক উপরোক্ত এই প্রোগ্রামগুলি পাঠ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এই জাতীয় প্রোগ্রামকে বলা হয় software।

শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার বা পরিগণক প্রয়োগ করার মূল উৎসাহ দেখা দিয়েছে প্রোগ্রাম পদ্ধতির সময় থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রোগ্রাম পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য প্রোগ্রাম পাঠ্যপুস্তক এবং Teaching Machine ব্যবহার করা শুরু হয়। কারণ, প্রোগ্রাম পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী শিখনে সহায়তা করা।

কম্পিউটার বা পরিগণক এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাতে বহু তথ্য এক সাথে সংরক্ষণ করা যায়। এর সহায়তায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য নির্বাচন করতে পারে এবং তার ওপর ভিত্তি করে কাজ করতে পারে।

১৯৬১ সালে আমেরিকার Illinois বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। এই প্রোগ্রামকে বলা হয় Programmed Logic for Automatic Teaching Operatons বা সংক্ষেপে 'PLATO'। Computer Assisted Learning বা কম্পিউটার সহযোগী শিক্ষাদানের এটাই প্রথম ব্যবস্থা।

এরপর ১৯৬৬ সালে আমেরিকার Stanford বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক Patrick Suppes প্রাথমিকস্তরে ভাষা ও গণিত শিক্ষাদানের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম রচনা করেন এবং সফলভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করেন।

এরপর থেকে কম্পিউটার বা পরিগণক যন্ত্রের কারিগরি বিদ্যার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। এবং ঠিক তারই সাথে সমহারে শিক্ষাক্ষেত্রে তার ব্যবহারও বিভিন্ন দিক থেকে হতে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিগণক যন্ত্রের এই বহুমুখী ব্যবহার একই সাথে শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহেরর অবকাশ নেই।

Scanned with CamScanner

কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিগণক যন্ত্রকে ব্যবহার করতে গিয়ে, শিক্ষাবিদরা তার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগের ক্ষেত্রকে এক একটি পৃথক পৃথক নাম দিয়েছেন।

(১) শিক্ষাক্ষেত্রে পরিগণক ব্যবস্থার প্রথম যুগে Computer Assisted Instruction (CAI) বা পরিগণক সহযোগী শিক্ষণ কথাটি ব্যবহার করা হত। এটি মূলত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপন, শিক্ষণ ও চর্চার জন্য ব্যবহার হত।

(২) C.A.I-এর সমার্থক হল Computer Assisted Learning (CAL) অর্থাৎ পরিগণক সহযোগী শিখন। বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যে ব্যাপক তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে, তা শুধুমাত্র পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পক্ষে অভিজ্ঞতা অর্জনে অসুবিধা হচ্ছে। তাই London-এর Imperial college-এর শিক্ষামূলক পরিগণক বিষয়ে বিশেষত Nicholas Rushby বলেছেন, "CAL is characterised by a flow of rapidly changing very detailed information with the computer playing a prominent role as mediafor অর্থাৎ যে শিখনে শিক্ষার্থী পরিগণককে মূল সহযোগকারী হিসেবে ব্যবহার করে দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্যাবলি সংগ্রহ করতে পারে, তাকেই বলা হয় পরিগণক সহযোগী শিখন বা Computer Assisted Learning বা CAL।

(৩) Computer Managed Instruction (CMI) বা পরিগণক পরিচালিত শিক্ষণ। অর্থাৎ পরিগণককে শিক্ষক যখন শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালনা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করবেন তখনই তা হবে CMI। দৈনন্দিন কর্মতালিকা (Routine), অভীক্ষা প্রস্তুতকরণ (Test Preparation) ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হবে।

(৪) Computer Managed Learning (CML) বা পরিগণক পরিচালিত শিখন। Nicholes Rusbly বলেছেন, "In Computer Managed Learning or Instruction, the computer is used to direct the varner from one part of the course to another." অর্থাৎ, শিক্ষার্থীকে যখন পাঠ্যক্রমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার জন্য পরিগণক ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বলা হয় পরিগণক পরিচালিত শিক্ষা।

শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে (Presentation), অনুশীলনীমূলক পাঠে (Drilling), পুনর্শিক্ষণ (Tutorial), অতিরিক্ত শিক্ষণ (Additional instruction), প্রতিকল্পভিত্তিক শিক্ষণ (Simulated Teaching), সমস্যা সমাধানমূলক শিখন (Problem solving) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিগণক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষাদানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের প্রকাশভঙ্গির বিকাশ ঘটান। শিক্ষার্থীরা যাতে লিখিত ও কথ্য ভাষায় উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারে, বা বানান

ভুল না করে, সঠিকভাবে বাক্যগঠন করে, এগুলি লক্ষ রাখা ভাষা শিক্ষকের কাজ। এই ধরনের কাজে পরিগণক ব্যবহার করা যেতে পারে। এক ধরনের Computer Programme আছে যাকে বলা Word Processer এই প্রোগ্রামের দ্বারা কম্পিউটারকে দিয়ে কোনো লিখিত বিষয়বস্তুর বানান ভুল, ব্যাকরণগত ত্রুটি ইত্যাদি নির্ধারণ করানো যায়। এই ব্যবস্থায়, শিক্ষকের কাজ হল, শিক্ষার্থীদের কোনো রচনাত্মক কাজ দেওয়া, প্রাথমিকভাবে খসড়া লেখাটির ভুল সংশোধন করা এবং সর্বশেষ লিখিত কাজটির মূল্যায়ন করা।

প্রথম পর্যায়ে লেখাটি পরিগণকে টাইপ করে মনিটারে পরিবেশন করা। পরবর্তী পর্যায়ে Word Processing প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরিগণক নির্দেশিত ভুলগুলি সংশোধন করে লেখাটি edit বা সম্পাদনা করা এবং সবশেষ পর্যায়ে নির্ভুল লেখাটি পরিবেশন করা।

এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনাত্মক স্পৃহা চরিতার্থ করার সুযোগ পায় এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ফলে তাদের কাজের প্রতি তীব্র প্রেষণা থাকে।

বর্তমানে 'পরিগণক' ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি শব্দের প্রচলন হয়েছে। এটি হল "Computer Literacy" বা "পরিগণক সাক্ষরতা"। পরিগণক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে দুটি জিনিসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, জ্ঞান বা knowledge। সেগুলি হল—

(১) পরিগণকের যান্ত্রিক ক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান (Computer Hardware)।

(২) কম্পিউটারে তথ্য পরিবেশন ও তথ্য নিষ্কাশন সম্পর্কে জ্ঞান (Imput Output Process)।

(৩) পরিগণকে পরিবেশনের উপযোগী তথ্য সংগ্রহ ও রচনা সম্পর্কে জ্ঞান।

দ্বিতীয়ত, পরিগণক ব্যবহারের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় দক্ষতার দরকার। এই দক্ষতার দিকগুলি হল—

ebook.dascoaching.in

(১) পরিগণক ব্যবহারের দক্ষতা।

(২) পরিগণককে কাজ করার উপযোগী প্রোগ্রাম রচনা করার দক্ষতা।

কিন্তু দেখা গেছে শিক্ষক সমাজের মধ্যেই বেশি পরিগণকের ব্যবহার সম্পর্কে বিরোধী এবং অজ্ঞ। যাঁরা পরিগণক পরিচালনার কৌশল আয়ত্ত করেছেন, বা পরিগণক সংক্রান্ত আরও উন্নত কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তাঁরা ক্রমশঃই এই যন্ত্রের সম্ভাবনায় আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। Alfred Bork বলেছেন, "The impact of computer will not produce an incremental change, a minor aderration on the current ways of learning, but will lead to entirely different learning system." প্রত্যেক শিক্ষককে এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমানে পরিগণক একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হয়ে উঠেছে একথা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতের মতো একটি প্রাচীন ভারতীয় বর্তমানে জনসমাজে অবহেলিত— একটি ভাষা এবং পরিগণকএর মতো বর্তমান দৈনন্দিন জনসমাজের আনাচে-

Scanned with CamScanner

কানাচে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রাসঙ্গিক একটি যন্ত্র এই দুইয়ের মেলবন্ধন বর্তমান সমাজের আলোড়নকারী ঘটনা।

(১) সংস্কৃত বর্ণমালা তথা দেবনাগরী অক্ষর শিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিগণক অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে সহায়তা করে যার ফলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে দেবনাগরী অক্ষর প্রকাশনের জন্য বিভিন্ন Software Programme পরিগণক যন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেখান থেকে অক্ষরগুলি বের করে মনিটর-এ টাইপ করা যায়। এ ছাড়া ওই দেবনাগরী অক্ষর ভারতবর্ষের বাইরে পরিচিত করানোর জন্য যশস্বী সংস্কৃতজ্ঞ Maxmuller জার্মান ভাষায় প্রত্যেকটি দেবনাগরী বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট বর্ণসমূহ তৈরি করেন যেগুলিও Software Programme-এর মাধ্যমে monitor-এ প্রকাশ করা যায়। এ ছাড়াও বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর সংস্কৃত বিভাগ কর্তৃক আবিষ্কৃত আন্তর্জাল ভাষা দ্বারা Software Programme ব্যাবহার না করেও সংকৃতভাষাকে সারা বিশ্বের সাথে পরিচিত করানো যায়। নিম্নে তারই একটি নিদর্শন প্রদত্ত হল—

স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে,

বাংলা	দেবনাগরী	ইংরেজি	জার্মান	আন্তর্জাল ভাষা
অ	अ	A/a	A/a	A/a
আ	आ	A/a	Ā / ā	AA/aa
ই	इ	I/i	I/i	I/i
ঈ	ई	I/i	Ī / ī	II/ii
উ	उ	U/u	U/u	U/u
ঊ	ऊ	U/u	Ū / ū	UU/uu
ঋ	ऋ	R/r	Ṛ/ṛ	.R/.r
ৠ	ॠ	RR/rr	Ṝ / ṝ	.RR/.rr
ঌ	ऌ	Lr/Lr	ऌ / Ḷ	.ऌ/.L
এ	ए	E/e	E/e	E/e
ঐ	ऐ	AI/ai	AI/ai	AI/ai
ও	ओ	O/o	O/o	O/o
ঔ	औ	Au/au	Au/au	Au/au

ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে,

বাংলা	দেবনাগরী	ইংরেজি	জার্মান	আন্তর্জাল ভাষা
ক	क	Ka	Ka	Ka

খ	ख	Kha	Kha	Kha ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত মূর্ধন্যবর্ণের ক্ষেত্রে,

বাংলা	দেবনাগরী	ইংরেজি	জার্মান	আন্তর্জাল ভাষা
ট	ट	Ta/Ta	Ṭa / Ṭa	.Ta/.ta

ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত নাসিক্য বর্ণের ক্ষেত্রে,

বাংলা	দেবনাগরী	ইংরেজি	জার্মান	আন্তর্জাল ভাষা
ঙ	ङ	N/n	Ṅ/ṅ	.N/.n

ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত উষ্মবর্ণের ক্ষেত্রে,

বাংলা	দেবনাগরী	ইংরেজি	জার্মান	আন্তর্জাল ভাষা
শ	श	SH/sh	Ś/ś	;S/;s ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে একমাত্র ইংরেজি বর্ণই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনিটর-এ টাইপ করা যাবে। কিন্তু বাংলা, দেবনাগরী ও জার্মান বর্ণগুলিকে টাইপ করার জন্য 'mangol', 'Lipi-character-map', ইত্যাদি Software Programme-এর ব্যবহার শিখে নিতে হবে। Software Programme-এর মাধ্যমে প্রাচীনকালে প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে অব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষাকে আধুনিক যুগে সারা বিশ্বের সাথে পরিচিত করানো যাবে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের ক্ষেত্রে animatio picture বা সজীবকরণ চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ব্যাকরণের ক্ষেত্রে,

(১) মাহেশ্বর সূত্র-এর উৎপত্তি দেখানোর ক্ষেত্রে;

(২) সন্ধির বিভিন্ন নিয়মকানুন-এর ক্ষেত্রে;

(৩) বিভিন্ন গদ্যকাব্যের যেমন পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ-এর বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন জীবনীমূলক গদ্য যেমন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের জীবনী শিক্ষণের ক্ষেত্রে এদের জীবনের নানা ঘটনার ছবি, স্থিরচিত্র (Still pictures) অথবা চলচ্চিত্র (movie pictures)-এর মাধ্যমে পরিগণক যন্ত্রের মাধ্যমে Power Point presentation তথা PPT-এর মাধ্যমে দেখিয়ে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন পদ্যকাব্য যেমন **গঙ্গাস্তোত্রম্, বন্দে মাতরম্** প্রভৃতি শিক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সংগ্রহ করে উপরোক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

৫.২ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) উপাদান, পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় কার্যাবলির উন্নতিসাধন, ব্যবহারের জন্য সংগঠন (Laguage Laboratory (Sanskrit) – Component, Planning, Developing Required Activities and organizing for use) :

❑ ৫.২.১ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) ধারণা [Laguage Laboratory (Sanskrit)–Concept] :

ভাষা পরীক্ষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— "The Language Laboratory is an audio or audio-visual installation used as an aid in Modern Language Teaching."— এই ভাষা পরীক্ষাগার বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যায়। ভাষা পরীক্ষাগারের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের Grenoble University তে। পরবর্তী ৫০ বছরের মধ্যে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে এই ধরনের পরীক্ষাগার যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করে। নয়-এর দশক পর্য্যন্ত ভাষা পরীক্ষাগার মূলত Tape recorder ভিত্তিক হলেও অত্যন্ত দ্রুত ভাষা পরীক্ষাগার-এর উপাদান ও উপকরণ-এর ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বলা হয়েছে, "In the 1950's up untill the 1990's they were tape-based systems using Reel-Reel or (Latterly) Casette.বর্তমানে পরিগণক ও Multi-mediaভিত্তিক ভাষা পরীক্ষাগার ভারতের বহু উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আছে।

শিক্ষাবিদ্‌গণ বিজ্ঞান-এর বিভিন্ন বিষয়, অংকন, সংগীত, হস্তশিল্প ইত্যাদি গবেষণাগার ভিত্তিক বিষয়সমূহের একটি স্বতন্ত্র কক্ষের কথা বিবেচনা করেন। কারণ বিভিন্ন রকম হাতেকলমে গবেষণা এবং বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সংরক্ষণের জন্য এই ধরনের কক্ষ প্রয়োজন। এইসব বিষয়গত বিভাগের দাবি প্রথম থেকেই মেনে নিয়ে রাতারাতি তাদের উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ বিজ্ঞান-এর বিষয়গুলি যেমন সহজেই মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়, তেমনি হস্তশিল্প, সংঙ্গীত, অংকন খুব সহজেই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে।

কিন্তু এই ধরনের ঘটনা সংস্কৃতের ক্ষেত্রে ঘটে না। খুব কম সংখ্যক মানুষের কাছেই এই বিষয়টির তাৎপর্য্য অনুভূত হয়। কিন্তু সংস্কৃত হল প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান তথা বিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা সবকিছুর আকর। সুতরাং অত্যাধুনিক ভারতবর্ষে এই প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের এমন কক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীগণ সকল সুমধুর সংস্কৃত স্বর এর অনুরনন শুনতে পারে, সংস্কৃতের শ্বাস গ্রহণ করতে পারবে, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভারের রসাস্বাদন করতে পারবে এবং সর্বোপরি সংস্কৃত বিষয়ের গভীরতা, পবিত্রতা, ঐতিহ্য নির্বিশেষে প্রাসঙ্গিক তাকে স্পর্শ করতে পারবে। V.P. Bokil মহাশয়-এর ভাষায়, "... but their spirit can be rekindled in separate Sanskrit Rooms, where pupils will be able to see all Sanskrit round about them..."

সুতরাং "সংস্কৃতমন্দিরম্" তৈরির কাজে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে কালবিলম্ব না করে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

❑ ৫.২.২ ভাষা পরীক্ষাগার (সংস্কৃত) ধারণা [Laguage Laboratory (Sanskrit)–Concept] :

মনে রাখতে হবে সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতীক। সুতরাং উপাদানগুলি সেই কথা মাথায় রেখে রাখতে হবে।

(১) শিক্ষার্থীদের বসার জন্য চেয়ার, ডেস্ক।
(২) শিক্ষকদের বসার জন্য ও পড়ানোর জন্য চেয়ার ও টেবিল।
(৩) ব্যাকরণগত আলোচনার জন্য কৃষ্ণফলক, শ্বেতকঠিনী ও রঙিন কঠিনী।
(৪) বিভিন্ন প্রদীপনপত্র রাখার জন্য ও টাঙানোর জন্য প্রদীপনপত্র ধারক (Chart holder)।
(৫) প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক (Text Book), বার্ষিক পত্রিকা (Magazine), সহায়ক গ্রন্থ (Reference Book), কোশ গ্রন্থ (Dictionary), আধুনিক পত্রিকা (Modern Journal), নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ (Newly Published Book), সংবাদপত্র (Newspaper) ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি বড়ো আলমারি।
(৬) বিভিন্ন অনুকৃতি বা প্রতিরূপ রাখার জন্য অপর একটি বড়ো আলমারি।
(৭) পরিগণক টেপরেকর্ডার, Microphone, DVD, Cassett CD, Projecter, Smart Board, রাসায়নিক কলম ও মার্জনি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা।
(৮) Tubelight Ceiling Fan এবং Table Fan-এর ব্যবস্থা।

❑ ৫.২.৩ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগার-এর পরিকল্পনা (Planning of Sanskrit Language) :

সর্বপ্রথমে একটি প্রশস্ত কক্ষের প্রয়োজন যেখানে অন্তত দুটি দরজা এবং আটটি জানালা থাকবে। যাতে শিক্ষার্থীরা চলাফেরা করতে পারে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস কক্ষে প্রবেশ করতে পারে। তবে গ্রীষ্মকালের দাবদাহ, বর্ষায় বৃষ্টির ছাঁট এবং ঝড়ের সময় ধূলোবালি ঢোকার হাত থেকে এবং যে-কোনো সময় ছোটো প্রাণী (সাপ, গিরগিটি, শামুক ইত্যাদি) এবং পোকামাকড় বিশেষত উইপোকার কবল থেকে কক্ষটিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করতে হবে।

কক্ষটির স্থান নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যাতে দৈনন্দিন হৈ-হট্টোগোল থেকে দূরে একটু শান্ত জায়গায় কক্ষটি স্থাপিত হবে। প্রয়োজনে শব্দপ্রতিরোধক (Sound Proof)

Scanned with CamScanner

দরজাও জানলার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ তা না হলে ভাষাশিক্ষার প্রধান দিক শ্রবণদক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একেবারেই তৈরি হবে না।

চেয়ার ও ডেস্ক এমনভাবে সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে সুসজ্জিত থাকবে যাতে প্রত্যেকে জায়গা নিয়ে বসে চেয়ার নিজেদের ব্যাগ ইত্যাদি অন্যান্য জিনিস রেখে ডেস্কে খাতাকলম রেখে কাজ করতে পারে। প্রত্যেকটি সারির মধ্য দিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের চলাফেলার ব্যবস্থা থাকবে।

সংস্কৃত ভাষা দ্বারা রচিত পদগুলি যেহেতু সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাথমিকভাবে অপরিচিত তাই সেগুলি যে বিষয় বা বস্তুর পরিচায়ক তাদের দৃশ্যায়ন (Visualization) প্রয়োজন। তাই সংরক্ষিত প্রদীপনপত্রগুলিকে যথাযোগ্য উপায়ে ব্যবহার ও সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা থাকবে।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ভিত্তিভূমি হল ব্যাকরণ। ব্যাকরণগত আলোচনা, শিক্ষক/শিক্ষার্থী-এর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সংস্কৃত লিপি তথা দেবনাগরী অক্ষরের প্রকৃত স্বরূপ ও অন্যান্য ভাষাগত লিপির সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ধারণা এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত লিখন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণফলক ও কঠিনী-এর ভূমিকা প্রচীনকালেও ছিল, আজও আছে। সুতরাং একটি প্রশস্ত কৃষ্ণফলক অবশ্যই শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর চেয়ারের পেছনে টাঙানো থাকবে যাতে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পক্ষে কৃষ্ণফলকে কাজ করা সুবিধা হয় এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষেও সরাসরি দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সুবিধা হয়।

ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার্থীর শ্রবণদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং সংস্কৃত ধ্বনির সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনির পার্থক্যগত ধারণা তৈরির জন্য প্রাচীনকালে শিক্ষক-এর সুস্পষ্ট এবং সরব কণ্ঠস্বরই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আজকে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর মাধ্যমেও যাতে শ্রবণদক্ষতা এবং ধ্বনিগত ধারণা সুদৃঢ় করা হয়। তাই আলমারির একটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ উপায়ে এর সংরক্ষণ জরুরি।

শুধু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। পরীক্ষাগারের যে-কোনো একটি কোণে, সাধারণত শিক্ষক/শিক্ষিকার বসার ডান অথবা বাঁপাশে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে বিতরিত অন্তর্জাল ব্যবস্থাসহ পরিগণক যন্ত্র ও তার সম্মুখে বাস শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্তত চারজন যাতে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখতে পারেন। প্রয়োজনে আলাদা একটা পাটাতন তৈরি করে একটি পৃথক পরিগণক প্রকোষ্ঠ (Computer chamber) তৈরি করে দেওয়া যাবে। এটি দৃশ্যশ্রাব্য উপকরণ (Audio-visual aids) হিসেবে কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে একাধারে শিক্ষার্থীরা দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়-এর মাধ্যমে সংস্কৃত ধ্বনি তথা দেবনাগরী অক্ষর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে এবং একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের শ্রবণ ও পঠন ও লিখন দক্ষতা-এর বিকাশ ঘটবে।

এ ছাড়া পরিগণক, DVD ও বিভিন্ন সংস্কৃতের গানের Casett-এর মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষার যে আধুনিক প্রয়োগমূলক দিকটি প্রকাশ পায় তা শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা যাবে; Casett-এর মাধ্যমে সংস্কৃত স্তোত্র ও আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গান, DVD-এর মাধ্যমে আধুনিক ও প্রাচীন সংস্কৃত নাটক এবং উল্লেখযোগ্যভাবে আধুনিক সংস্কৃত চলচিত্র এবং পরিগণক যন্ত্রের আন্তর্জাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিদেশে সংঘটিত সংস্কৃত ভাষায় সেমিনার, বক্তৃতা, গবেষণা, ভারততত্ত্ববিষয়ক আবিষ্কৃত নতুন তথ্য এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করালে তাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার সঞ্চার হবে।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যাতে তারা নিজস্ব মতামত তৈরি করতে পারে, সেটা মুখে বলে বা লিখে প্রকাশ করতে পারে, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তাদের মনে ধারণা করতে পারে, অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তার তুলনা করতে পারে, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টির ভূমিকা কী তা জানতে পারে তার জন্য আলমারিতে সংরক্ষিত পাঠ্যপুস্তক তো বটেই, উপরন্তু সহায়ক গ্রন্থ, ম্যাগাজিন ও জার্নাল এবং সর্বোপরি আন্তর্জাল ব্যবস্থার সহায়তায় যাতে সেই কাজগুলি নিষ্পাদন করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন।

এ ছাড়া গতানুগতিক সময়তালিকার বাইরে যদি কক্ষটিকে কোনো সংস্কৃত বিষয়ক নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কর্মশালা (Workshop), প্রদর্শনী (Exhibition) এবং বক্তৃতা (Lecture)-এর আয়োজন করা যায় তারজন্য সেইরূপ প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো পরীক্ষাগার-এ থাকতে হবে।

❑ ৫.২.৪ সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগারের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (Developing Required Activities for Sanskrit Language Laboratory) :

V.P. Bokil বলেছেন, "Its external outlook and the internal arrangement should be an ideal blending of the ancient spirit and modern form and should serve as an effective incentive to the teacher and the taught."

মনে রাখতে হবে সংস্কৃত ভাষা বর্তমানে অবলুপ্ত, অব্যবহার্য একটি ভাষা যাকে বর্তমানের দৈনন্দিন প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সুতরাং তার জন্য পুরোনো পরিকাঠামোর নতুন আধুনিক রূপায়ন দরকার।

(১) সর্বপ্রথমে, সংস্কৃতের ভাষাগত দক্ষতা বিকাশের জন্য এমন একটি নির্জন স্থানে কক্ষ নির্বাচন করতে বলা হয়েছিল যা কলকণ্ঠনিনাদ থেকে দূরে থাকবে এবং পর্যাপ্ত জানালা দরজার ব্যবস্থা থাকবে যাতে আলো ও বাতাস ঢুকতে পারে।

কিন্তু বর্তমানে স্থান সংকুলানের অভাবে, বিশেষত শহরাঞ্চলে এই ধরনের কক্ষ নির্বাচন অসম্ভব হলে তখন কোহাহল মুখর পরিস্থিতিতেই একটি প্রশস্ত হলঘর নির্মাণ করে তার অভ্যন্তরে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা (Air Conditioning System) এবং শব্দপ্রতিরোধক

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থা (Sound proofing system) করতে পারে। এর ফলে যখন হলঘরের ভেতরে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাদের শিক্ষার্থীকুলকে নিয়ে ঢুকবেন, তখন ওই নির্জন কক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর প্রতিটি উচ্চারিত বাক্য স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে; এর ফলে তাদের শ্রবণদক্ষতার বিকাশ ঘটবে।

(২) এরপর, কক্ষে প্রবেশ করবার পর, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই বসার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শিক্ষকের জন্য একটি ঘূর্ণায়মান চেয়ার থাকবে যাতে তিনি সবদিকে ঘুরে সবরকম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে **চক্ষু সংযোগ** (Eye contact) করতে পারেন। তার চেয়ারের সম্মুখে একটি প্রশস্ত টেবিল থাকবে যেখানে তিনি বইপত্র, শিক্ষোপকরণ, কঠিনী, মার্জনি, নির্দেশকদণ্ড ইত্যাদি রাখতে পারবেন এবং প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর জন্য সিমেন্ট তথা কাঠ দ্বারা নির্মিত একটি পাটাতন-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর শিক্ষার্থীদের লম্বা বেঞ্চ ও তদসমন্বিত ডেস্ক তুলে দিয়ে প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারসংলগ্ন ডেস্ক-এর ব্যবস্থা করতে হবে, যে ডেস্কের নীচে বক্স ও শেল্‌ফ-এর ব্যবস্থা থাকবে। এই বক্সে সে ব্যাগ রাখতে পারবে। এবং শেল্‌ফ-এর মধ্যে আনুষঙ্গিক পেনসিল, পেন, বই ইত্যাদি রাখতে পারবে, যাতে সম্মুখস্থ ডেস্ক-এর পাটাতনে সে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট বই এবং খাতা, কলম রেখে পাঠ্যবিষয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

এরপর পারস্পরিক অর্থাৎ শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে উভয়ের বসার ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত ডায়াগ্রামটি দেখানো হল।

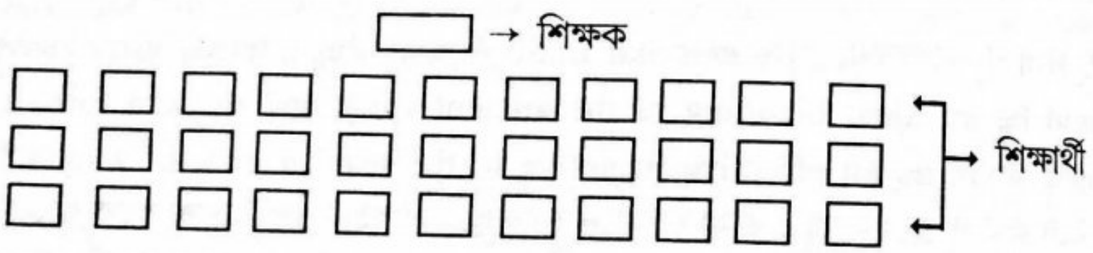

কিন্তু বর্তমান ভাষা পরীক্ষাগারে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা সঞ্চালিত আন্তর্জাল ব্যবস্থা দ্বারা সংযোগ থাকে যাতে শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশাবলি (Instructions) শিক্ষার্থী শুনতে পায় এবং প্রয়োজনমতো শিক্ষক/শিক্ষিকাকে উত্তরপ্রদানে সমর্থ হয়। এখানে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর সংযোগ রক্ষিত হয়। Local Area Network (LAN) অথবা Wireless Area Network (WLAN) দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত ডায়াগ্রামটি দেখানো হল—

ebook.dascoaching.in

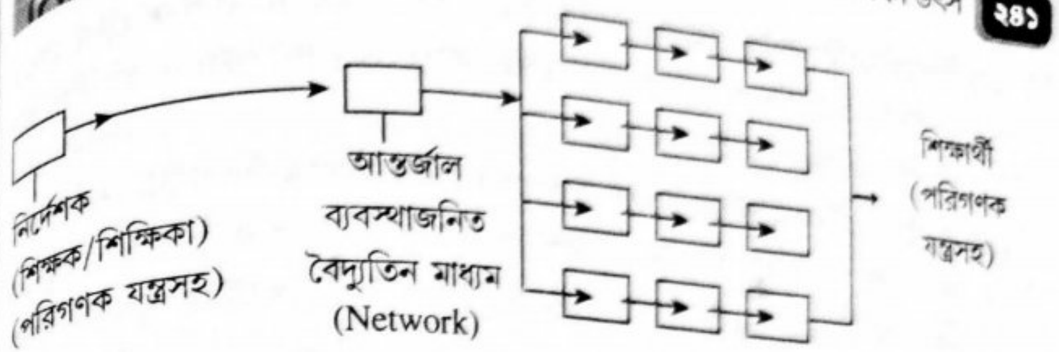

ভাষা পরীক্ষাগারের ক্রমসংবর্দ্ধমানতা এবং পরিবর্তনশীলতা সম্প্রতি লক্ষ্যণীয়। যেমন, প্রথমত : সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা কিছু বলেন, বা কিছু স্থিরচিত্রাবলি দেখান; তা শিক্ষার্থীরা শোনে এবং দেখে কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় না।

দ্বিতীয়ত : আর একটু উন্নত পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা টেপ বাজিয়ে কোনো বক্তৃতা বা নির্দিষ্ট কোনোও ধ্বনি Tape recorder বাজিয়ে শোনান বা কোনো স্থিরচিত্র বা চলমান চিত্র (অবশ্যই নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে অবতারণাকরণ, ব্যাখ্যাকরণ অথবা প্রশ্নকরণ পর্যায়ে) পরিগণক যন্ত্র বা video-এর মাধ্যমে দেখানো, তা শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে শোনে বা দেখে। এতে শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র শ্রবণ ও দর্শনগত উপলব্ধি হয়, এর থেকে বেশি কিছু নয়।

সুতরাং ওপরের দুটি পর্যায়েভাষা পরীক্ষাগারের ব্যবস্থাপনার যে পর্যায়ে কাজ করে, তাকে গতানুগতিক ভাষা পরীক্ষাগার (Conventional Language Laboratory) বলা হয়।

আর একটু উন্নত পর্যায়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে জিহ্বামূলীয় স্বরবিজ্ঞান গবেষণাগার (Lingna Phone Laboratory) এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কানে Head set লাগানো থাকে। এখানে ওই Head set-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধ্বনির প্রকৃত স্বরূপ শোনে ও শেখে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বাচনিক ও শ্রবণদক্ষতার বিকাশ ঘটে।

এই ধরনের গবেষণাগার-এ তিনটি বিভাগ আছে;

(১) **শ্রবণকেন্দ্র** (Hearing Booth) : একটি ভাষা পরীক্ষাগারে ১৬ থেকে ২০টি শ্রবণকেন্দ্র বা Hearing Booth থাকে। এই শ্রবণকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা থাকে। পরামার্শদাতার কেন্দ্রের (Console Booth) সঙ্গে শ্রবণযন্ত্র (Ear Phone) এতে শিক্ষার্থীর সংযোগ থাকে, বৈদ্যুতিন প্রবাহ চালু করলে শিক্ষার্থী নির্দেশক কক্ষের টেপরেকর্ডার-এর প্রয়োজনীয় অংশ শুনতে পায়, নিজের স্বর নথিভুক্ত করতে পারে, পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

পরামর্শদাতার কেন্দ্র (Console or Adviser's Booth) : এখানে মাস্টার টেপের সঙ্গে এক বা একাধিক টেপের ব্যবস্থা থাকে। প্রবোধক যন্ত্র (Monitor) থাকে। পরামর্শদানকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহশাখা (Switch)গুলি কাজ করে, সেগুলি হল—

Scanned with CamScanner

(i) **বিতরণকারী প্রবাহ** (Distribution Switch) : এখানে মাস্টার টেপ থেকে রেকর্ডের কার্যাবলি (Programme) বিভিন্ন কেন্দ্রে (Booth) পাঠানো হয় উপরোক্ত প্রবাহ-এর মাধ্যমে।

(ii) **প্রবোধক প্রবাহ** (Monitoring Switch) : এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শোনা এবং বলা এই প্রবাহ-এর মাধ্যমে পরামর্শদাতা (Adviser) শিক্ষক/শিক্ষিকা শুনতে পান, যা শিক্ষার্থীর ওই নির্দিষ্ট ধ্বনি-এর শোনা/বলা-উভয়েরই মূল্যায়ন এবং সংশোধন সাহায্য করে।

(iii) **পারস্পরিক যোগাযোগ প্রবাহ** (Intercom Switch) : কোনো একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য দ্বিমুখী যোগাযোগ।

(iv) **দলগত আহ্বান প্রবাহ** (Group Call Switch) : যারা একই টেপ শুনছে তাদের সবার কাছে এক ঘোষণা করার জন্য।

(v) **সামগ্রিক আহ্বান প্রবাহ** (All Call Switch) : ভাষাপরীক্ষাগারের সবার কাছে ঘোষণা পৌঁছানোর জন্য।

(vi) **নির্দেশক কক্ষ** (Control Room) : এখানে সমস্ত টেপ, যন্ত্রপাতি, নমি থাকবে।

পদ্ধতি :

শিক্ষক এখানে টেপ (Master tape) চালান

↓

প্রত্যেক কেন্দ্রে (Booth) রাখা টেপে প্রয়োজনীয় শব্দ তুলে নিয়ে রেকর্ড করা।

↓

শিক্ষার্থী নিজস্ব টেপ বাজিয়ে শোনে।

↓

শিক্ষার্থী প্রয়োজনমতো মৌখিক প্রতিক্রিয়া করে।

↓

শিক্ষার্থী নিজের প্রতিক্রিয়াও রেকর্ড করে।

↓

প্রয়োজনমতো নিজের টেপ ও মাস্টার টেপ বাজিয়ে তুলনা করে।

↓

কাম্য সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে।

↓

চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়ের শিখনসামর্থ্য অর্জন করে সফলতা লাভ করে।

এর থেকে উন্নততর পর্যায়ে যখন যাবতীয় পাঠ্যবিষয় (Course material) পরিগণক নামক যন্ত্রের Software-এ থাকে, তখন তাকে বলে পরিগণক সহায়ক ভাষা পরীক্ষাগার (Computer Assisted Language Laboratory – CALL) থাকে। একে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) আচরণগত প্রচোদনা (Behaviouristic Call)।
(২) সংযোগ রক্ষাকারী প্রচোদনা (Communicative Call)।
(৩) সামগ্রিক প্রচোদনা (Integrative Call)।

উপরোক্ত ওই পরিগণক সহায়ক ভাষা পরীক্ষাগার তথা CALL-এ বৈদ্যুতিন প্রবাহচালিত আন্তর্জাল ব্যবস্থার সংযোগ থাকে, তখন একে বলা হয় আন্তর্জাল সহায়ক ভাষা পরীক্ষাগার (Web Assisted Language Laboratory – WALL)। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ৫.১ অধ্যায়ের পরিগণক সহায়ক শিখন-এর বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সম্পন্ন গতিময়তার যুগে উন্নততম পর্যায়ে যে ধরনের গবেষণাকেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়, তা হল উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বহুমাধ্যম সমন্বিত ভাষা পরীক্ষাগার (Multimedia Hightake Language Laboratory)। এই ধরনের ভাষা পরীক্ষাগার-এ ওপরের সুবিধাগুলির সঙ্গে এখানে নানা ধরনের Software ব্যবহার-এর সুবিধা থাকে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের ভাষা পরীক্ষাগার সর্বাপেক্ষা আধুনিক তথা কার্যকরী কিন্তু আরেক দিক থেকে ব্যয়সাধ্যও বটে।

উপরোক্ত CALL, WALL এবং বহুমাধ্যমসমন্বিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভাষা পরীক্ষাগার-এদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূলত কথন, পঠন ও শ্রবণ দক্ষতার যেমন পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তেমনি পরিগণক যন্ত্রের মাধ্যমে না লিখলেও লেখার বদলে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট ধ্বনি বা বর্ণকে দর্শনেন্দ্রিয়-এর মাধ্যমে উপলব্ধি করে type করার ক্ষমতা অর্জন করে ফলে শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতারও কিছুটা বিকাশ ঘটে।

এ ছাড়া, শিক্ষার্থীর লিখন দক্ষতা বিকাশের জন্য আরও একটি বিষয়ের উন্নতিসাধন প্রয়োজন। যেমন গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক/শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে যা লিখতেন, শিক্ষার্থী তা-ই খাতায় তুলে নিত। কিন্তু বর্তমানে;

(i) শিক্ষক/শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে নির্দিষ্ট ছক কেটে, যথাসম্ভব ব্যবধান, রেখা, পঙ্‌ক্তি ইত্যাদি বজায় রেখে লিখবেন।

(ii) আর একটু উন্নত পর্যায়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্বেত কঠিনী ব্যবহারের সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে আলোকপাত করার জন্য বিভিন্ন বর্ণের কঠিনী ব্যবহার করবেন।

Scanned with CamScanner

(iii) আর একটু উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক/শিক্ষিকা চলনশীল দ্বৈত কৃষ্ণফলক ব্যবহার করবেন যাতে কৃষ্ণফলকের প্রথমাংশে লেখা পাঠ্যবিষয়ের সারাংশ মুছে না দিয়ে তাকে রেখে দিয়ে নির্দিষ্ট যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাকে উপরে তুলে দিয়ে নীচের অংশে নতুন করে লিখন দক্ষতার মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা করবেন। এর ফলে মধ্যমান সম্পন্ন শিক্ষার্থী যাদের হস্তাক্ষর খুব দ্রুত নয় তাদের পক্ষে বিষয়টির উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

(iv) পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থার যখন ক্রমশ উন্নতিসাধন হচ্ছে তখন সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থাকেও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিৎ। এই পর্যায়ে ভাষা পরীক্ষাগার-এ শ্বেতফলক তথা White Board-এর ব্যবহার করা উচিৎ। এক্ষেত্রে শ্বেতফলকের উপরে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষমতাসম্পন্ন রঙিন কঠিনী-এর মাধ্যমে যাবতীয় দেবনাগরী অক্ষর, শ্লোক এবং অন্যান্য বর্ণও লিখে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা যায়।

(v) উপরোক্ত শ্বেতফলক-ই আবার উজ্জ্বল ফলক (Smart Board)-এ পরিণত হয়ে আরও এক আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি-এর জন্ম দিয়েছে। এখানে পরিগণক ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতির সহায়তায় বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় নির্দেশ অনুসারে বৈদ্যুতিক কলম দিয়ে ওই উজ্জ্বল ফলক-এ কিছু লিখে, তার ওপর নির্দিষ্ট রং করে তা শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরে তা আবার স্বয়ংক্রিয় মার্জনী দিয়ে মুছে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তবে এ ব্যাপারে এখনও যে Software তৈরি হয়েছে, তাতে কেবলমাত্র ইংরেজি হরফ লেখার ব্যবস্থাই সুলভ হয়েছে। বাংলা এবং সংস্কৃত তথা দেবনাগরী অক্ষরের Software তৈরির ব্যাপারে দিল্লি তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে চেষ্টা চলছে।

(vi) উপরোক্ত সুযোগ-এর অভাবে সর্বাপেক্ষা সহজতম এবং আধুনিকতম উপায় হল শিক্ষার্থীদের হস্তাক্ষর-এর দক্ষতা তৈরির পাশাপাশি দেবনাগরী অক্ষর এবং দেবনাগরী অক্ষরের অনুরূপ Diacritical Marks সমৃদ্ধ যে Key Board গুলি পরিগণক যন্ত্রের মধ্যে বাংলা, হিন্দি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অক্ষরের Key board-এর সঙ্গে অবস্থান করে, তাদেরকে প্রয়োজনমতো সাময়িকভাবে পরিগণক যন্ত্রের বিশেষ জায়গায় সাময়িকভাবে প্রতিস্থাপন করে সেখানে থেকে অক্ষরগুলি যে নির্দিষ্ট ইংরেজি বর্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট ইংরেজি অক্ষর type করলে ওই নির্দিষ্ট সংস্থাত অক্ষরটি ফুটে ওঠে, তা শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে ক্রমবিন্যাস করলে দাঁড়ায়—

কৃষ্ণফলক + শ্বেতকঠিনী — চলমান কৃষ্ণফলক + রঙিন কঠিনী
↓
শ্বেতফলক + রাসায়নিক কলম
↓
উজ্জ্বল ফলক + বৈদ্যুতিন কলম
↓
পরিগণক + পরিগণক মধ্যস্থ কী বোর্ড

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও।" সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগার বানানোর ক্ষেত্রেও আমাদের রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুসরণ করে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষোপকরণ যা যা ভাষা পরীক্ষাগারে থাকবে সেখানে প্রাচীন পুঁথি, খাগের কলম, কালি, দোয়াত, তালপাতার চাটাই, শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ সংরক্ষণ করে রাখলে প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষামূলক পরিস্থিতি তথা প্রাচন বৈদিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থাপনা-এর স্বরূপ শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠবে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন পদসমূহ যেহেতু সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অপরিচিত তাই শুধুমাত্র প্রদীপনপত্র বা স্থিরচিত্রাবলি এর মাধ্যমে পদসমূহের পরিচায়ক ব্যক্তি বা বস্তুর ছবি ততটা শিক্ষার্থীর মনে ছাপ ফেলতে পারবে না। তাই CD, Video ইত্যাদির মাধ্যমে চলমান চিত্র, প্রকৃত আলোকচিত্র, বাস্তব নমুনা যেমন মাটি, ফুল, পাতা ইত্যাদিও সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগারে সংরক্ষণ করা খুব জরুরি।

এইভাবে বিভিন্ন প্রাচীন গতানুগতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উন্নতি ঘটিয়ে সংস্কৃত ভাষাকে সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে অভিযোজনে সমর্থ করার জন্য অগ্রণী হতে পারে।

❑ ৫.২.৫ ব্যবহার-এর জন্য সংগঠন (Organizing For Use) :

V.P. Bokil বলেছেন,— "The principle to be borne in mind by the borne in mind by the teacher and the taught should be that theyare proud of their ancient culture."

সংস্কৃত ভাষাপরীক্ষাগার সংগঠনের জন্য কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠনিগক কার্যাবলি প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner

(১) জনকোলাহল থেকে দূরে একটি নির্জন স্থানে সংস্কৃতকক্ষ স্থাপন করা প্রয়োজন। সেটা প্রয়োজন। সেটা সম্ভব না হলে শব্দপ্রতিরোধক দরজা ও জানালা সমন্বিত এবং শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

(২) সংস্কৃত কক্ষ ৪০ ফুট লম্বা, ২৫ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট উচ্চতা সমন্বিত গ্যালারি সমন্বিত হবে যাতে ১০জন-এর বেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ এবং সংস্কৃতপ্রেমী ব্যক্তিগণও যাতে বসতে পারে।

(৩) এরপর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত সংস্কৃত ভাষাপরীক্ষাগার-এর শিক্ষক/শিক্ষিকার বসার ব্যবস্থা হবে। ঘূর্ণায়মান চেয়ার-এর সাহায্যে যাতে শিক্ষক/শিক্ষিকা যাতে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি নজর দিতে পারেন। এ ছাড়া সামনে প্রশস্ত টেবিল থাকবে যাতে যাবতীয় শিক্ষোপকরণ রেখে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারেন। তার চেয়ারের পিছনেই চলমান দ্বৈত কৃষ্ণফলক এবং তার পাশেই শ্বেতফলক রাখা থাকবে যাতে প্রয়োজনমতো শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তুর রূপরেখা তুলে ধরা যায় এবং লিখন দক্ষতার বিকাশ ঘটানো যায়। শ্বেতফলককে প্রয়োজনমতো উজ্জ্বলফলক (Smart Board) হিসেবে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য ঘরের কোণায় অভিক্ষেপক যন্ত্র (projector), শব্দ ও আলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিন ও আন্তর্জাল ব্যবস্থাপনা, পরিগণক যন্ত্র ইত্যাদি থাকবে ও উজ্জ্বল ফলকের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষিত হবে। একটি কাঠ বা সিমেন্টের পাটাতনের ওপর শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর চেয়ার ও টেবিল থাকবে, যার ফলে তিনি পেছনের দিকের শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর দেবেন।

শ্বেতফলক ও কৃষ্ণফলক-এর পেছনের দেওয়ালের পশ্চাদ্বর্তী একটি ছোটো কক্ষ থাকবে সেটিই হবে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পরামর্শদান কেন্দ্র (Adviser's Booth) এখানেই তিনি প্রবোধক যন্ত্র (Monitosh)-এর সাহায্যে মাস্টার টেপ থেকে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারবেন।

(৪) এরপর শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থার প্রতি নজরর দিতে হবে। পুরোনো ব্যবস্থায় রক্ষিত লম্বা বেঞ্চডেস্ক সরিয়ে দিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য চেয়ার ও দেরাজওয়ালা টেবিল (Desk) স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সে ব্যাগ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দেরাজ-এ রেখে খাতা, বইও পেন টেবিল-এ রেখে পড়াশোনা করতে পারে।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষিকা/শিক্ষককে মাঝখানে অবস্থন করিয়ে তাকে চারিদিক ঘিরে শিক্ষার্থীরা বসবেন, যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষক/শিক্ষিকা এর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সম্পাদনে সুবিধা হয়।

এখানে ১৬ থেকে ২০টি শ্রবণকেন্দ্র (Hearing Booth)-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বসে শ্রবণযন্ত্র (Ear phone)-এর মাধ্যমে পরামর্শদানকেন্দ্র (Console Booth)-এর

সঙ্গে বৈদ্যুতিন প্রবাহ-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরামর্শদান কেন্দ্রস্থিত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়ন্ত্রিত Tape recorder-এর প্রয়োজনীয়ত অংশ শুনতে পায়, নিজের স্বর নথিভুক্ত করতে পারে এবং পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

উপরন্তু, পরামর্শদানকেন্দ্রস্থিত প্রবোধন প্রবাহ (Monitoring Switch)-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শোনা এবং বলা শিক্ষক/শিক্ষিকা শুনতে পান, যা শিক্ষার্থীর ওই নির্দিষ্ট ধ্বনি-এর শোনা/বলা— উভয়েরই মূল্যায়ন এবং সংশোধনে সাহায্য করে।

(৫) শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর পশ্চাদ্বর্তী কৃষ্ণফলক বা শ্বেতফলক-এ লিখতে পারেন তারজন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর চেয়ার ও ফলকদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রশস্ত পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

এ ছাড়া শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর উজ্জ্বল ফলকে পরিগণক যন্ত্রের মাধ্যমে Type করে নির্দিষ্ট বর্ণ তথা পদ তথা বাক্য তথা অনুচ্ছেদ পরিস্ফুট করতে পারেন শিক্ষিকা/শিক্ষক-এর বসার জন্য এবং অন্তত দু'জন শিক্ষার্থীর বসার জন্য চেয়ার থাকা বাঞ্ছনীয়।

তবে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীকে পৃথক একটি করে পরিগণক যন্ত্র বিতরণ করে দিলে তারা তাদের নিজস্ব চেয়ার-এ বসেই Type করতে পারে। তবে এই ব্যবস্থা বিস্তর ব্যয়সাধ্য বলে সবস্থানে এবং সবসময় এটা করা সম্ভব নয়।

(৬) দেওয়ালের এক পাশে একটি আলমারিতে পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ, বিভিন্ন সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্র রক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

আর একটি আলমারিতে শিলালিপি, মূর্তি, মৃন্ময় অনুকৃতি, প্রদীপনপত্র ইত্যাদি রক্ষিত থাকবে।

আর একটি ছোটো উন্নত মানের প্রকোষ্ঠে – CD, Video, DVD ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত থাকবে, যাতে বাইরের আলো, বাতাস, পোকামাকড় ইত্যাদি লেগে নষ্ট না হয়ে যায়।

প্রদীপনপত্র রাখা ও টাঙানোর জন্য একটি কাষ্ঠনির্মিতি ধারক (Stand) থাকবে। সেটি ঘরের এক কোণায় রাখা থাকবে।

সংস্কৃত বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়সম্পর্কিত বাস্তব নমুনা যেমন ফল, ফুল, পাতা, মাটি, আবির, পাখির পালক ইত্যাদি সতেজ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(৭) সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগার-এর মূল কক্ষের পিছনে একটি ছোটো নির্দেশক কক্ষ (Control Room) থাকবে, যেখানে সমস্ত Tape Recorder, যন্ত্রপাতি, নথি ইত্যাদি সুরক্ষিত করার জন্য উন্নত মানের ব্যবস্থা থাকবে যাতে, চুরি হয়ে না যায় বা প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট না হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

(৮) অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ও শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ যখন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে তখন অবশ্যই অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

(৯) সংস্কৃত ভাষা পরীক্ষাগার-এ প্রবেশ করে শিক্ষার্থী যাতে প্রাচীন যুগের সাহিত্যের রসাস্বাদনের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা শেখবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয় তার জন্য বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক চিত্রাবলি, বিভিন্ন লেখকের উক্তি ও তার বর্তমান সামাজিক তাৎপর্য, বিভিন্ন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের ছবি দেওয়ালে আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা থাকবে এবং সর্বোপরি ক্যাসেট বা DVD Player-এর মাধ্যমে সংস্কৃত স্তোত্র বাজিয়ে এক পবিত্র, গুরুগম্ভীর পরিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। তবে স্তোত্র বাজানো হবে মৃদু স্বরে, উচ্চঃস্বরে নয়। তাহলে শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারবে এবং উপযুক্ত সংস্কৃত শিখনের পরিবেশ তৈরি হবে।

পরের পাতায় "সংস্কৃতমন্দিরম্" তথা Sanskrit Language Laboratory-এর একটি চিত্র প্রদর্শিত হল;

This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in
This E-Book Download From>>
www.ebook.dascoaching.in
Follow Our B.Ed Related Website>>
www.dascoaching.in
Our Online Class>>
www.online.dascoaching.in

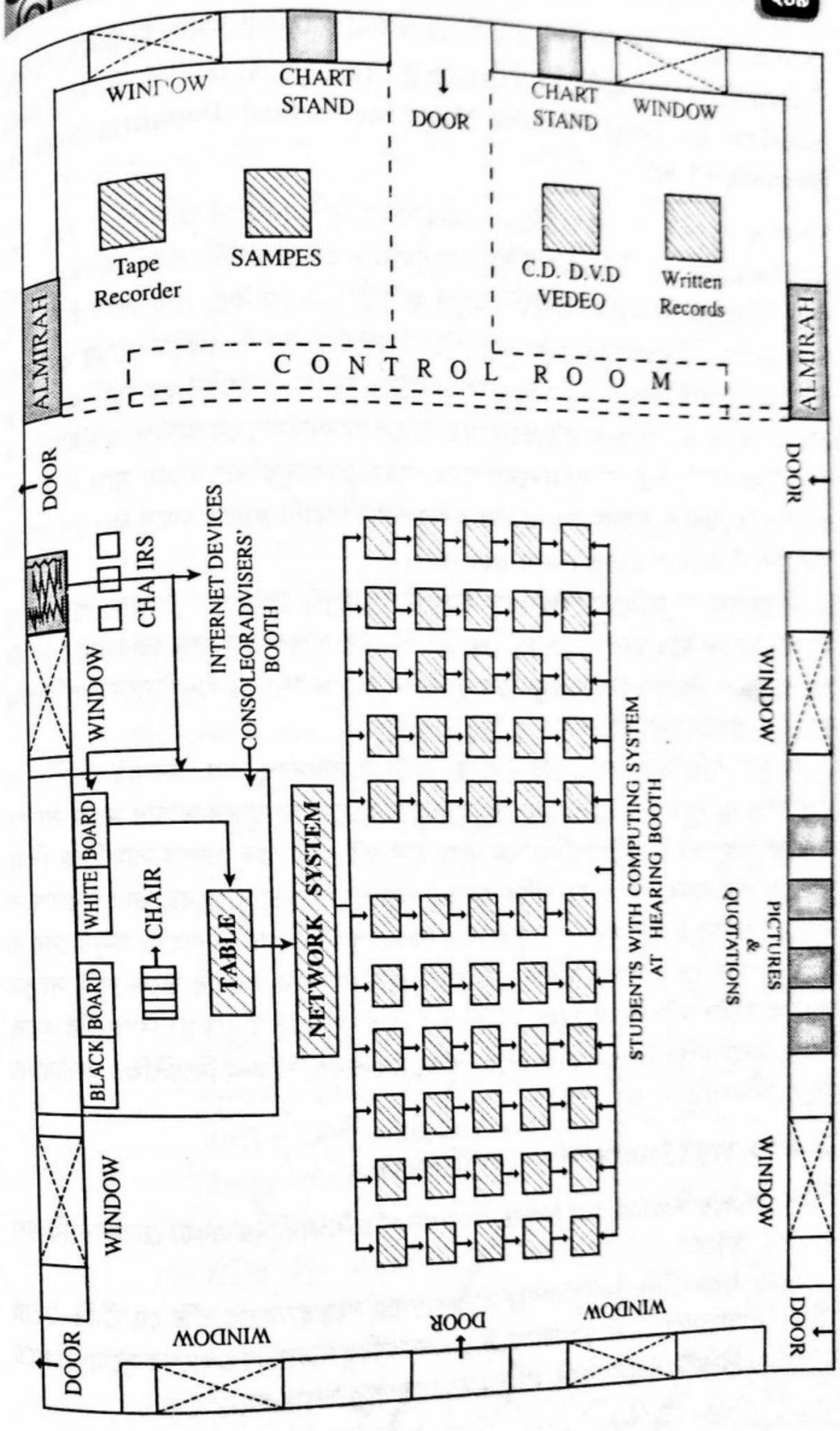

Scanned with CamScanner

৫.৩ সংস্কৃত ভাষা শিখনের জন্য শিখন কার্যাবলির নক্শা নির্ণয়; বিদ্যালয় পত্রিকা, বিদ্যালয় বিতর্ক সভা, নাট্যীকরণ (Designing Learning Activities for teaching Sanskrit Language; School Magazine, School Depating Society, Dramatization.) :

উপরোক্ত সংস্কৃত শিখন কার্যাবলিকে সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনমূলক কার্যাবলিও বলা হয়। নিজেকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা সর্বশ্রেণির মানুষকে দিবারাত্র তাড়না করে বেড়াচ্ছে। এই প্রকাশের ইচ্ছায় প্রতিফলন যেখানে অনুভূত বা দৃষ্টিগোচরভূত হয়, তার মধ্যে সাহিত্যের স্থান সর্বোচ্চ। জীবজগতের, মনুষ্যহৃদয়ের, প্রকৃতিরাজ্যের এবং বিশ্বপরিমণ্ডলের অনুভূতি, বিচিত্র গতিপ্রকৃতি অপরূপ মধুরিমায় মধুর সংগীতের মূর্ছনায় অনুরণিত হয় সাহিত্য আসরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় সামাজিককে করে তোলে আনন্দমুখর, যে আনন্দ অনির্বচনীয় বা বাক্যাতীত। সাহিত্যের রস আস্বাদনের সময় পাঠক সে অনুভূতির রাজ্যে বাস করে, সে রাজ্যে যুক্তি, তর্ক বা ব্যাখ্যা কখনও প্রজা হবার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে না। সে রাজ্যে উপলব্ধি-ই একমাত্র প্রজার ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিদ্যালয়ে এই সাহিত্যের স্থান যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। কিন্তু সাহিত্যপাঠে অনুরাগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণিকক্ষের গতানুগতিক শিক্ষাদান ছাড়াও সাহিত্য অনুশীলনের পরিপূরক কার্যাবলি প্রবর্তন করা উচিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের কার্যাবলি অনুসরণ করা অবশ্যই করণীয় বা অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া উচিত। সংস্কৃত যে মৃতা ভাষা নয়, অপরাপর ভাষার মতো সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে শিক্ষানিকেতন এবং তার বাইরেও সকল প্রকার সামাজিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষাও সার্থকভাবে মনের ভাব প্রকাশে বা মানুষের পরিচয় প্রদানে সমর্থ; সংস্কৃত ভাষা কেবল পূজামণ্ডপের, বিবাহাদি অনুষ্ঠানের বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মন্ত্র প্রকাশের মাধ্যম নয় এই সত্য উপস্থাপন করবার উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক সংস্কৃত কার্যাবলি অনুষ্ঠেয়। শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, মানসিক স্তর, শ্রেণি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিম্নলিখিত কার্যাবলির অনুশীলন করতে পারেন। যেমন—

❑ ৫.৩.১ সংস্কৃত বিদ্যালয় পত্রিকা (Magazine) :

(১) এতে শিক্ষালয় এবং সংস্কৃত বিভাগের প্রতি শিক্ষার্থীদের একটা চেতনার বিকাশ ঘটবে।

(২) গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় আবদ্ধ থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে ভীতি তৈরি হয়, এইখানে সংস্কৃত ভাষায় নিজের স্বাভাবিক মনেরভাব প্রকাশের সুযোগ পেয়ে বিষয়টি শিখনের প্রতি তাদের মনে প্রেষণার সঞ্চার হয়।

(৩) অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন মতামতকে যদি শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে প্রকাশ করে তাহলে সংস্কৃত ভাষা যে বিজ্ঞান ও মানবীয় বিদ্যা বিষয়গুলির বিরোধী নয়, পৃষ্ঠপোষকতা প্রমাণিত হবে।

(৪) এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হবে যে বিদ্যালয় ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন।

(৫) এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশনার মাধ্যমে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক জীবনের গতিময়তার মেলবন্ধন ঘটানোর সম্ভাবনা থাকবে, যা মানবজীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

(৬) এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশের সময় নানা কাজকর্মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual co-operation), নেতৃত্ব (Leadership), দায়িত্ববোধ (Responsibility), স্বতঃস্ফূর্ততা (Initiative), সহনশীলতা (Tolerance), অপরের পরামর্শ গ্রহণ করার মানসিকতা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বৃদ্ধি পায়।

(৭) এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নানাবিধ শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত পত্রিকা পাঠের মধ্য দিয়ে তারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের পরিধিও বাড়াতে পারে। এটি তিন ভাগে বিভক্ত—

(i) সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষালয়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পক্ষ থেকে এবং যে সকল শিক্ষালয়ে নবম ও দশম ঐচ্ছিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অত্যাবশ্যকীয় সংস্কৃতের শিক্ষার্থীরা যদি থাকে, তাহলে তারা সবাই দলগতভাবে বছরে একটি শ্রেণি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে লেখা রচনাই প্রকাশিত হবে। এর জন্য সংগৃহীত লেখাগুলি সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকা মহাশয়ের সাহায্যে নির্বাচিত হলে লেখাগুলি সুন্দর করে ভালো কাগজে লিখে সাজাতে হবে। লেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিজে হাতে আঁকা ছবি ব্যবহার করা যায়। সমগ্র পত্রিকার লেখাগুলি সাজানো হলে পত্রিকাটির একটি প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সুন্দর প্রচ্ছদ তৈরি করে, তার একটি উপযুক্ত নামকরণ করলে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

(ii) বিদ্যালয়ে অন্তত ছয় মাস অন্তর করে সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করে একটি প্রাচীর পত্রিকা করা উচিৎ। এটিও অবশ্যই হাতে লেখা হবে। সাধারণত বিশেষ কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক (Theme) দেওয়ার পত্রিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন, 'বেদনাং সাম্যশিক্ষা', 'শিক্ষক দিবসঃ', 'বেদাঙ্গজ্যোতিষাণাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম' ইত্যাদি। এ

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীরা লেখাগুলি তৈরি করে, সংগ্রহ করে শিক্ষক মহাশয়কে দেখিয়ে লেখাগুলির ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়ে নিয়ে সুন্দর করে ভালো কাগজ লিখে সাজিয়ে নিয়ে দেওয়ার পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারে।

(iii) বিদ্যালয়ে এক বছর অন্তর একটি করে মুদ্রিত পত্রিকা সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংস্কৃত ভাষায় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি প্রভৃতি রচনা করে পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারে, সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকা তা লক্ষ্য রাখবেন। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম ও লেখা প্রকাশের এক বিশেষ অনুভূতি ও সার্থকতা আছে শিক্ষার্থীরা তা অনুভব করে আরও নতুন রচনা সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হবে। উপরন্তু পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় লেখা সংগ্রহ, অলঙ্করণ, পত্রিকা সম্পাদনা, প্রুফ সংশোধনের ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ ঘটে।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত কিছু সংস্কৃত সাময়িক পত্রিকার নাম দেওয়া হল; যেমন— মহীশূর থেকে প্রকাশিত 'সংস্কৃত কলেজ পত্রিকা', নাগপুর থেকে প্রকাশিত 'সংস্কৃত ভবিতব্যম্' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা, মধ্য প্রদেশের গুন্টুর জেলা থেকে প্রকাশিত 'ভাস' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা, মুম্বাই থেকে প্রকাশিত 'সুভারতী', কাশী থেকে প্রকাশিত 'সুপ্রভাতম্', সিমলা থেকে প্রকাশিত 'দিব্যজ্যোতি', অযোধ্যা থেকে প্রকাশিত 'সংস্কৃত', বরোদা থেকে প্রকাশিত 'সরস্বতী সৌরভ', বিহার-এর পাটনা থেকে প্রকাশিত 'সংস্কৃতসঞ্জীবনম্', দ্বারভাঙা থেকে প্রকাশিত 'সুরভারতী', কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা' ইত্যাদি পত্রিকা শিক্ষার্থীদের সাহিত্যগত দক্ষতা বিকাশের ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে।

❑ ৫.৩.২ সংস্কৃত ভাষা শিখনের জন্য বিদ্যালয় বিতর্ক সভা (School Debating Society for Teaching Sanskrit Language) :

বিতর্কসভা এক ধরণের বাচিক দক্ষতা ভিত্তিক কার্যাবলি। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাজগতে এই বিতর্ক সভা ছিল শিক্ষামূলক উপস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। জনশ্রুতি আছে কালিদাসের বিদূষী স্ত্রী পদ্মাবতী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদিনী ধর্মপত্নী মৈত্রেয়ী পুরুষশাসিত সমাজে অবস্থান করেও বিতর্কসভায় পুরুষপণ্ডিতদের সঙ্গে বিতর্কসভায় অংশগ্রহণ করে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে ছিল না। কিন্তু সংবাদাভিজয় অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায় বিতর্ক, আলোচনা সভা বা বিদ্বৎ সম্মেলন এসবের ব্যবস্থা ছিল। এই বিতর্ক

সভার মধ্য দিয়েই পণ্ডিতদের বিদ্যার পরীক্ষা হত। বিতর্ক খুব প্রতিযোগিতামূলক হত। এসব শোনবার জন্য যথেষ্ট লোকসমাগম হত। রাজা জনকের রাজসভায় এই ধরনের বিতর্কের কথা সর্বজনবিদিত। বৈদিক গ্রন্থে এই বিতর্ককে বলা হয় **ব্রহ্মোদয়**। সংস্কৃত সাহিত্যে **বিদ্যাবিবাদ** বা **বিদ্যাবিচার**-এর কথা বলা হয়েছে। বিচারকের সামনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিচার হত। যে প্রশ্ন করত তাকে '**প্রশ্নিন্**' যে প্রতিরোধ করত তাকে '**অভিপ্রশ্নিন্**' বলা হত। অনেকে মনে করেন **বাকোবাক্যম্** বলতে এরূপ বিতর্ককেই বোঝানো হয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভব এই বিতর্কের মধ্যেই হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তপোবন, রাজসভা, যজ্ঞক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে এসব বিতর্ক বা আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হত। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, জনক তাঁর সভায় প্রায়ই **বিদ্যাবিচার**-এর আয়োজন করতেন। প্রতিপক্ষের প্রতি স্বর্ণমুদ্রা নিক্ষেপ করে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করার প্রথা শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে জানা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় বিতর্কসভার অনুসরণেই প্রায় বর্তমানে শিক্ষালয়ে বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। বিতর্কের বিষয় অন্তত একমাস আগে বিজ্ঞপ্তি মারফৎ শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। কারা পক্ষে ও বিপক্ষে বলবেন তার একটি তালিকাও আগেভাগে তৈরি করতে হয়। পক্ষে, ও বিপক্ষের নানা যুক্তি বিষয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাড়াও অন্য বিষয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারাও তাদের সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীদেরও বই, পত্রপত্রিকা পড়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করে নিতে হবে।

এরপর বিতর্ক সভা আরম্ভের সময় একজন মীমাংসক (Judge) থাকেন— যিনি দু-পক্ষের বাদানুবাদ বা বিতর্কের মধ্যে মীমাংসা সূত্র খুঁজে বার করেন। অকাট্য যুক্তির সাহায্যে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষেবক্তব্য উপস্থাপন করা এবং বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করাকে বিতর্ক বলে।

বিতর্কে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব, যুক্তিতর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করার ক্ষমতা, নিজমতের দ্বারা অন্যদের প্রভাবিত করা প্রভৃতির সমভাবে বিকাশ ঘটে।

সহজ ও সরল সংস্কৃত ভাষায় "সংস্কৃত শিক্ষায়াঃ উপযোগিতা বিদ্যতে ন বা", "লৌকিকাক্ষা সংস্কৃতভাষয়া প্রকাশিতা ভবিতুম্ অর্হতি ন বা", "মাতৃভাষাশিক্ষায়াঃ কৃর্তে সংস্কৃতশিক্ষায়াঃ প্রয়োজনম্ অস্তি ন বা", "প্রাচীন ভারতস্য সংস্কৃতভাষয়া বিজ্ঞানচর্চা", "বর্তমানজগতি কর্মক্ষেত্রে সংস্কৃতশিক্ষায়াঃ ভূমিকা"— ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিতর্কানুষ্ঠানের আয়োজন সম্পাদন করানো যায়।

এই বিতর্ক সভা গঠনের তাৎপর্য হল—

(১) শিক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে সঠিক যুক্তি অবতারণার কৌশল রপ্ত হয়।

(২) পারস্পরিক যুক্তিদানের মাধ্যমে বক্তব্যে স্বচ্ছতা আসে।

(৩) যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপারকে মেনে নেবার শক্তি জন্মায়।

Scanned with CamScanner

(৪) অযৌক্তিক কথন নিরোধে সহায়তা করে।
(৫) অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অপসারণ ব্যাপারে সচেতন হবার সামর্থ্য তৈরি হয়।
(৬) শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় পরিবেশনের ক্ষমতা জন্মে।
(৭) সাবধানী ও সতর্ক ভঙ্গিতে পরিবেশন কৌশল আয়ত্ত হয়।
(৮) বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছতা আসে।
(৯) সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়াস উভয় দিক থেকে দেখা যায়।
(১০) জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ সুদৃঢ় হয়।
(১১) কুসংস্কারচ্ছন্নতা দূরীভূত হয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়।

৫.৩.৩ সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে নাট্যায়ন (Dramatisation for Teaching Sanskrit Language) :

নাট্য বা রূপকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল দৃশ্যময়তা বা রূপময়তা এবং উক্তগুণের কারণেই সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট নাটক এত প্রিয়। আলঙ্কারিকদের মতে, লোকবৃত্ত বা ভাবের অনুকরণই নাটক— "ত্রৈলোকস্যাস্য সর্বস্য নাটং ভাবানুকীর্তনম্।" ভরতমুনির মতে, জাতি-ধর্ম-বয়স নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নাট্যরসের অনুভবিতা, অর্থাৎ নাটকের আবেদন সার্বজনীন। নাট্যবস্তু মঞ্চপ্রয়োগ ব্যতীত দৃশ্যমান হতে পারে না, তাই এর নাম অভিনয়। ভরতমুনির মতে, নাট্যে সর্ব শ্রেণির মানুষের মনোবিনোদনের উপকরণ বিদ্যামান, তাই নাটক সার্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ। বিশ্ব নিখিলে এমন কোনো জ্ঞান, শিল্প কলা বা বিদ্যা নেই, নাটকে যার অনুকরণ হয় না;

"ন তজ্ঞানং ন তাচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সাকলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেহস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।"

Maxmiller, Leavy, Hertel— প্রভৃতি সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ বিদেশি পণ্ডিতগণের মতে, ঋগ্বেদের আখ্যান সূক্তগুলিতে যে কথোপকথন আছে; তা থেকেই ভারতীয় নাট্যাশাস্ত্র তথা নাট্য সাহিত্যের ধারণা জন্মেছিল। বিদখ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাহিত্য রসোপলব্ধির সহায়তা করণে নাটকাভিনয়ের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। সুপ্রাচীন ভারতীয় ঋগ্বেদীয় আখ্যানসূক্তের ধারণা অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বিষয় বা বিখ্যাত কাহিনি অবলম্বনে কথোপকথনের ভিত্তিতে শ্রুতিনাটক করা যেতে পারে। আবার সম্পূর্ণ শারীরিক অঙ্গভঙ্গি-এর মাধ্যমে নাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। নাটকের বিচিত্র চরিত্র চিত্রণের জন্য ছাত্রদের চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিতভাব উপলব্ধির চেষ্টা করতে হয় এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটির আবেদন সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই নাটকাভিনয় সাফল্য লাভ করে। এভাবে নাটকে অংশগ্রহণ করে ও নাটক দেখে ছাত্ররা নাটকে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং নাট্যসাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পারে। নাট্যকার কালিদাস নাট্যপ্রশংসায় বলেছেন,—

"দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ শান্তং ক্রতুং চাক্ষুষম্
রুদ্রেণেতদুমাকৃত ব্যতিকরে স্বাঙ্গো বিভক্তং দ্বিধা।
ত্রৈগুন্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানা রসং দৃশ্যতে
নাট্য ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যে কংসমারাধনম্।।

অর্থাৎ, প্রাজ্ঞদের মতে নাটক হল দেবগণের দ্বারা সম্পাদিত প্রত্যক্ষ শান্ত যজ্ঞ, উমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভগবান রুদ্র আপন অঙ্গে নাট্যের দ্বিধাবিভক্ত রূপ প্রকাশ করেছেন; অভিনয়-এ রস (শৃঙ্গার, বীর প্রভৃতি)-এর আশ্রয় এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের প্রভাবজাত লোকচরিত্র প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাই নাটক ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের একত্র মনোরঞ্জনের সার্থক সাহিত্যোপকরণ।

ভরতমুনির মতে,

ধর্মোহ্ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিতীতানাং দমক্রিয়া।।
ক্লীবানাং ধাষ্টকরণমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুধ্যং বিদুষামপি।।

অর্থাৎ এই নাট্যশাস্ত্রে যারা অধর্মে প্রবৃত্ত তাদের ধর্ম, যারা কামাসক্ত তাদেরকে কাম, যারা উদ্ধত তাদের শাসন, যারা বিনীত তাদের মধ্যে আত্মসংযম, নিস্তেজ ব্যক্তিকে সাহস, বীর ও মানী লোককে উৎসাহ, মূর্খদেরকে জ্ঞান এবং পণ্ডিতগণকে প্রজ্ঞা সম্পর্কে উপদেশ দান করা হয়।

ভরতমুণিকে উক্তির ওপর ভিত্তি শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাটক পরিচালনার তাৎপর্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যেতে পারে,

(১) শিক্ষার্থীরা নাটকের অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধিতে সক্ষম হয়।
(২) নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী যে নির্দিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবে তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, সামাজিক তাৎপর্য এগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করে।
(৩) কোন্ সময়ের প্রেক্ষিতে নাটকটি রচিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতটি বুঝতে হয়।
(৪) নাটকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু উচ্চারণ ও বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
(৫) কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য আনয়নের ক্ষমতা জন্মে।
(৬) নাটকটির যে সময়ের পরিচায়ক সেই সময় পোশাক, প্রসাধন, শিল্পকলা— প্রভৃতি নান্দনিক দিক দিয়ে চর্চা করার সুযোগ হয়।

Scanned with CamScanner

(৭) নাটকটি যে স্থানের পটভূমিকায় রচিত সেই স্থানের মানুষজনের জীবনদর্শন, ভাষা, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা জন্মায়।

(৮) নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী অভিনীত নির্দিষ্ট চরিত্রটিকে সঠিক রূপ দেবার জন্য চরিত্রটির ভাবভঙ্গি রপ্ত করতে হয়।

(৯) নাটকের অভিনয়ের সময় অন্য চরিত্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হয়।

(১০) সার্থক নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে শ্রোতা শিক্ষার্থীগণও নাটকের মূল বক্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং জীবনে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেষণা অনুভব করে।

(১১) সঠিক অভিনয় দক্ষতা পরবর্তীকালে একজন সুঅভিনেতা বা সুঅভিনেত্রী হতে সাহায্য করে।

(১২) হাস্যরস পরিবেশগণের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সাফল্য পেলে ভবিষ্যতে বিখ্যাত হাস্যরসিকরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে এবং জনসাধারণের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে সামাজিক বক্তব্য দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপনের কৌশল অর্জন করবে।

শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সাহচর্য্যে "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" নাটকের চতুর্থ ও ষষ্ঠ অঙ্ক, "বুদ্ধচরিতম্" নাটক, 'মধ্যমব্যায়োগঃ', 'ঊরুভঙ্গম্', 'কর্ণভারম্', 'উত্তররামচরিতম্', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্'— প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দৃশ্যকাব্য থেকে অভিনয় মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি নিতে পারে।

এ ছাড়া বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে আধুনিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও দেবনাগরী অক্ষর অবলম্বনে প্রচুর আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাটক রচনা করেছেন। সেগুলি সংগ্রহ করে সেগুলি অভিনয় পরিচালনা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক।

সংস্কৃত শিখনমূলক উপরোক্ত কার্যাবলি প্রমাণ করে যে, সংস্কৃত কেবলমাত্র কতকগুলি নিছক শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ শব্দরূপ ও ধাতুরূপ এর নাগপাশে আবদ্ধ নিছক কতকগুলি ব্যাকরণভিত্তিক বিষয় নয়, অন্য ভাষাসমূহের মতো সংস্কৃতও শ্রেণিকক্ষের বাইরেও ব্যবহৃত হতে পারে এবং তার দ্বারা জনমনে আনন্দের নূপুরধ্বনি ঝঙ্কৃত হতে পারে। এইগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এর প্রতি শ্রদ্ধা, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্যানুভূতি প্রভৃতির বিকাশে বিশেষ সহায়ক। সুতরাং যাবতীয় ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-এর জন্য আন্তরিকভাবে প্রয়াসী সংস্কৃতের শিক্ষক/শিক্ষিকাকে পরম নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে এই সকল কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য কার্যপ্রণালী ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

ebook.dascoaching.in

৫.৪ সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের প্রসঙ্গে ভাষাক্রীড়ার নক্শা (Designing Language Games in Grammatical Context of Sanskrit Language) :

উচ্চশিক্ষাস্তরে বলা হয়েছে, "মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্"— অর্থাৎ ব্যাকরণ সর্বশিক্ষা বা সর্বশাস্ত্রে মুখ তথা প্রধান বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃত ভাষার প্রতি ভীতি এবং অনাগ্রহীতা এই উভয়েরই কারণ হল এর প্রখর ব্যাকরণ নির্ভরতা। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে এই সমস্যা কাজ করে না। কারণ এরা হল বাগ্‌ধারা নির্ভর ভাষা অর্থাৎ "Idiomatic Language". বাংলা এবং ইংরেজি বাক্যের ক্ষেত্রে অর্থের বোধগম্যতার ওপরেই জোড় বেশি দেওয়া হয়, ব্যাকরণের নিয়মাবলি নত্রা মানলেও চলে। যেমন, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে—"আমি কলম দিয়ে লিখছি"— এই ব্যাকরণ নির্ভর ভাষা না বলে "আমি কলমে লিখছি"— এই ধরণের ভাষা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। আবার, ইংরেজির ক্ষেত্রেও "I am writing by the pen" না বলে "I am writing with the pen"—এই ধরণের বাগ্‌ধারা নির্ভর ভাষা যদি আমরা লিখি, তাহলে তা কখনোই ভুল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়মাবলি মনে রেখে 'অহং লেখন্যা লিখামি'— এই বাক্যটি লিখতেই হবে, অন্যথায় ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে। ফলে বর্তমানে মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত শিক্ষার্থীদের ওপর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলি চাপিয়ে দেওয়া—"গণ্ডস্য উপরি পিণ্ডকঃ সংবৃত্তঃ" অর্থাৎ গোদের ওপর বিষফোঁড়ার সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং ব্যাকরণ শিক্ষার গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সূত্র মুখস্থ করে যা কোনো চিন্তাশক্তির জন্ম দেয় না; কিন্তু ভাষা ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হয়।

ব্যাকরণ শিক্ষার গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণের জ্ঞান তারা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না; কিন্তু ভাষা ক্রীড়া দ্বারা শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করে।

গতানুগতিক ব্যাকরণ শিক্ষায় পদ্ধতিতে ব্যাকরণ সম্পর্কে তাদের ভীতি জন্মায় কিন্তু শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সাহচর্য্যে ভাষাক্রীড়ার মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

গতানুগতিক ব্যাকরণ শিক্ষায় পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা এর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় শিক্ষার্থী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে, কিন্তু ভাষাক্রীড়ার মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থী নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

ব্যাকরণ শিক্ষায় ভাষা ক্রীড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়,

Scanned with CamScanner

ভাষা ক্রীড়ার উপযোগিতাগুলি হল—

(১) ভাষার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়মগুলি অধিগত করতে সুবিধা হয়।

(২) নৈমিত্তিক শব্দ ব্যাবহারের মধ্যে ভাষার যে কত কৃৎকৌশল ছড়িয়ে আছে তা জানার সুযোগ ঘটে।

(৩) বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি ব্যাপারে জানার আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত হয়।

(৪) কোশগ্রন্থ ব্যবহারের সু-অভ্যাস রপ্ত হয়।

(৫) ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে দক্ষতা তৈরি হয়।

◆ **নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে ক্রিয়াপদগুলি খুঁজে বার করে লেখ :**

ছাত্রঃ পুস্তকং পঠতি। সিংহৌ গর্জতঃ। বাংলা নৃত্যন্তি। ত্বং চিত্রং পশ্যসি। যুবাং ক্রীড়থঃ। যূয়ং বদথ। অহং বিদ্যালয়ং গচ্ছামি। আবাং গুম্ধং পিবাবঃ। বয়ং আদেশং পালয়ামঃ বিদ্যাবিনয়ং দদাতি মুনয়ঃ সূর্যং নমন্তি। বালা পুষ্পং চিনোতি। শিক্ষকাঃ ছাত্রান্ পাঠয়ন্তি।

◆ **বন্ধনীর মধ্যস্থিত সঠিক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) সঃ অদ্য বিদ্যালয়ং ন _____ । (গচ্ছসি, গমিষ্যতি, গমিষ্যামি)।

(খ) যূয়ং কিং _____ ? (করোমি, করিষ্যামি, করিষ্যথঃ)।

(গ) ত্বং কিং _____ ? (লেখিষ্যতি, লেখিষ্যসি, লেখিষ্যাসি)।

(ঘ) অহং দেবমন্দিরং _____? (গচ্ছামি, গচ্ছাবঃ, গচ্ছামঃ)।

(ঙ) বালকঃ সংস্কৃতং _____। (পঠ, পঠতাম্, পঠতু)।

◆ **নিম্নলিখিত বর্ণগুলি দ্বারা একটি করে ব্যক্তি, ফল, ফুল, স্থান ও প্রাণীর নাম লেখ সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে।**

'অ' এবং 'ক'।

◆ **নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পড়ে তার থেকে একটি স্থান, একটি কাল ও একটি পাত্র (ব্যক্তি)-এর নাম খুঁজে বের করে লেখ :**

জীবসেবা হি ভগবৎ সেবা— ইতি সদ্বাকাং যা মহীয়সী অন্তরে নিধায় জীবসেবায়াত্মনং সমর্পিতবতী মা জননী টেরিজি। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দস্য অষ্টমমাসস্য সপ্তবিংশতি দিবসে যুগোশ্লাভিয়ায়াঃ স্কোপেজনগরে সা সমজায়ত।

◆ **নিম্নে প্রদত্ত সূত্রাবলির মাধ্যমে মূল সংস্কৃতপদ দ্বারা প্রদত্ত শব্দছকটি পূর্ণ কর :**

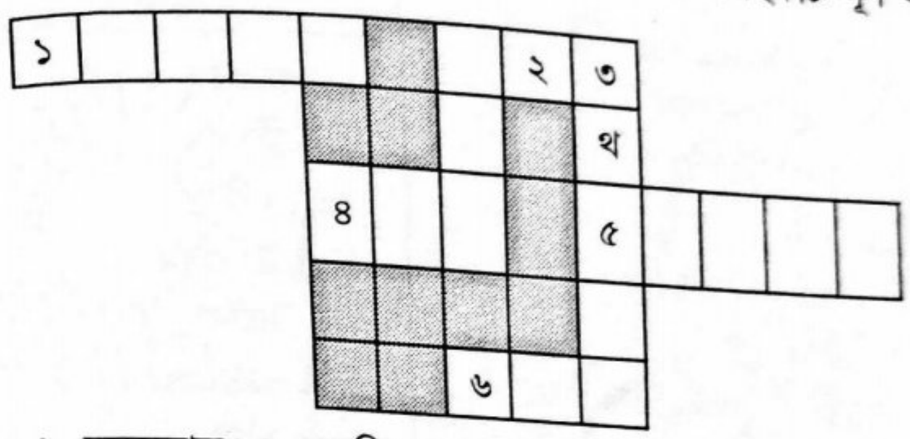

পাশাপাশি : ১. বসন্তকাল। ২. ক্ষুরপি। ৩.৪. লাল করা হয়েছে এমন। ৫. মায়ের মন। ৬. এখনও পর্য্যন্ত।

ওপর-নীচ : ২. আলোড়িত হয়েছে এমন। ৩. শুরু থেকে।

সমাধান—

পি	ক	বা	ন্ধ	ব		ক্ষু	র	প্র
						ভি		থ
লা	লি	ত		মা	তৃ	হৃ	দ	য়
				ব				
		অ	ব	ধি				

◆ **নিম্নলিখিত এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে উপযুক্ত সংস্কৃত পদ নির্মাণ কর :**

শ্য স্য ম শ লং, কঃ ণ প্রা ক্ষ র, পু পা ত ক ঠ্য স্ত ম্, কু ঋ মা ষি রঃ, বং সূ শ র্য ম্।

◆ **নীচে প্রদত্ত পদগুলি থেকে বিশেষ্য ও বিশেষ পদ খুঁজে নিয়ে নীচের ছকে লেখ :**

বিশালৌ, ভ্রমরাঃ, মনোহরম্, বৃক্ষাঃ, কৃষ্ণঃ, নীলাকাশঃ, শাখাঃ, অনেকাঃ, চিত্রম্, বেগবতী, পৃথিবী, চঞ্চনা, নদী, গাঢ়, ছাত্রাঃ, উৎপলম্, খেচরাঃ, নীলম্, আনন্দিতাঃ।

Scanned with CamScanner

বিশেষ্যপদম্	বিশেষণপদম্
ভ্রমরাঃ	বিশালৌ
মনোহরম্	বৃক্ষাঃ
	ইত্যাদি।

◆ **বাম ছকের সঙ্গে ডান ছক মেলাও :**

বাম	ডান
(i) মনোহরম্	(i) প্রান্তরম্
(ii) বিশালঃ	(ii) চিত্রম্
(iii) মিষ্টানি	(iii) নদী
(iv) আনন্দিতাঃ	(iv) উৎপলম্
(v) কৃষ্ণাঃ	(v) উদ্যানম্
(vi) শীতলা	(vi) ভ্রমরাঃ
(vii) বেগবতী	(vii) ছায়া
(viii) নীলম্	(viii) খেচরাঃ
(ix) শ্যামলম্	(ix) ফলানি
(x) সুন্দরম্	(x) বৃক্ষঃ

◆ **নিম্নলিখিত মাহেশ্বর সূত্র থেকে পরিচিত শব্দগুলি খুঁজে বের করে নিয়ে লেখ :**

১. অইউন্ ২. ঋণক্ ৩. এওঙ্ ৪. ঐঔচ্।

◆ এ ছাড়া আর একটি উদাহরণ হল—শিক্ষক/শিক্ষিকা যে-কোনো একটি গদ্য বা পদ্য পড়ালেন। অভিযোজনের স্তরে একটা খালি বড়ো টিনে দপ্তরিখানার কাগজের ছাঁট টুকরো করে তাতে বিভিন্ন শব্দ লিখে রেখে টিনটা ক্লাসে ঘুরিয়ে বলতে পারেন, "প্রত্যেকে টিনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ২টো করে কাগজের টুকরো তোলা এবং তা দিয়ে ২টো করে কাগজের টুকরো তোলো এবং তা দিয়ে ২টো বাক্য বানিয়ে লেখো। যদি কেউ একই শব্দ ২টো পাও তবে একটা পালটে নাও।" যার আগে হবে, সে অনুরূপভাবে আরও বাক্য বানাতে পারে।

◆ শিক্ষার্থীরা যেমন অব্যয় শিখছে, নতুন নতুন বাক্যে তার প্রয়োগও করতে পারবে। এ ছাড়া, আলাদা করে শেখাতে চাইলেও ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে শেখানো যায়। যেমন ধরুন, একটা পিরিয়ডে নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি শেখানো হবে—

অত্র, কুত্র, তত্র, যত্র, সর্বত্র, ন, আধুনা।

ধরুন, বোর্ডে শিক্ষক খুব তাড়াতাড়ি করে নিম্ন ধরনের একটি ছবি আঁকলেন, ছবিতে চক ঘষে রং দিলেন।

বাচ্চাদের সঙ্গে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করে খানিক কথাবার্তা হতে পারে। প্রশ্নের উত্তরটি বোর্ডে লেখা হবে। ছাত্ররা খাতায় লিখে নেবে। প্রশ্নোত্তরে যখন ওই অব্যয়টি আসবে, তখন সেটি উল্লেখ করে বোর্ডে লিখবেন। ছবি আঁকতে বলা হল বলে অসুবিধার কিছু নেই। এ ধরনের ছবি যে কেউ আঁকতে পারেন। মানুষগুলি Matchstick drawing করে আঁকলেই হবে।

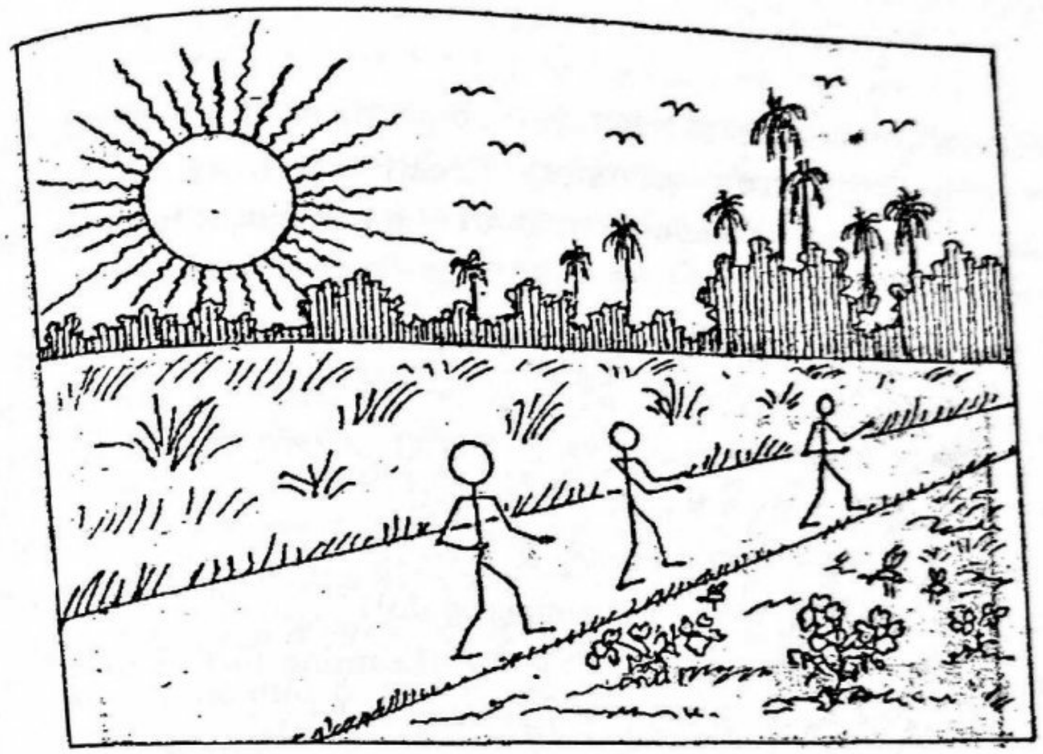

(অব্যয়গুলি তলায় দাগ দেওয়া যেতে পারে, অথবা সেগুলি রঙিন চকে লেখা যেতে পারে।)

প্রশ্নোত্তরের নমুনা

(বোর্ডে লেখা হল — **অধুনা**) অধুনা বয়ম্ কিম্ করিষ্যাম:? —
অধুনা বয়ম্ চিত্রবর্ণনম্ করিষ্যাম:।

(আকাশ দেখিয়ে) অত্র কিম্ পশ্যথ? — অত্র আকাশম্ পশ্যাম:।
অত্র ক: ভবতি? — অত্র সূর্য: ভবতি।

(দূর থেকে দেখিয়ে) তত্র আকাশে কে বিচরন্তি।
তত্র আকাশে বিহগা: বিচরন্তি।

Scanned with CamScanner

(কুত্র — বোর্ডে লেখা হল) সূর্য: কুত্র জ্বলতি? —
সূর্য: আকাশে জ্বলতি।
পথিকা: কুত্র গচ্ছন্তি? — পথিকা: গৃহান্ গচ্ছন্তি?
প্রান্তরে সর্বত্র কানি ভবতি? — প্রান্তরে সর্বত্র তৃণানি ভবন্তি।
আকাশে মেঘ: ভবতি ন বা? — আকাশে মেঘ: ন ভবতি।
তৃণেষু সর্বত্র কানি বিকসিতানি? — তৃণেষু সর্বত্র কুমুমানি বিকসিতানি।
তৃণে তৃণে যত্র যত্র কুসুমানি ভবন্তি তত্র তত্র কে মধুপানায় আগচ্ছন্তি? —
তৃণে তৃণে যত্র যত্র কুসুমানি ভবন্তি তত্র তত্র ভ্রমরা: মধুপানায় আগচ্ছন্তি।

✪ ৫.৫ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের জন্য সৃজনশীল লেখা; রচনা, ছোটোগল্প, কবিতা (প্রদত্তসূত্রের ভিত্তিতে অথবা স্বাধীনভাবে) (Creative writing for teaching Sanskrit Language; Composition, Short story, Poem (On given clues or independently) :

NCF 2005-এর বক্তব্য অনুসারে, আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করে না, জ্ঞান সে গঠন (construct) করে। Jacque Delor তাঁর Learning the Treasure Withing" নামে যে রিপোর্টটি ১৯৯৬ সালে UNESCO-তে পেশ করেছিলেন, সেখানে শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছিল—

(i) জানার জন্য শিক্ষা (Learning to know)।
(ii) কাজ করার জন্য শিক্ষা (Learning to do)।
(iii) সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচার শিক্ষা (Learning to live together)।
(iv) মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা (Learning to be)।

এখানে সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যা সৃজনশীলতার প্রাথমিক পদক্ষেপ। তাই আধুনিক নির্মিতিবাদ (Constructive Approach) কে সফল করতে যে Peacock Model-কে নির্বাচন করা হয়েছে যার শেষ সক্রিয়তাটি হল Creation in the process of construction of knowledge, আর এক্ষেত্রে সূচকটি হল নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aesthetic and creative Expression)। তারই প্রথম নিদর্শন হল Composition বা রচনা।

❑ ৫.৫.১ সংস্কৃত ভাষায় রচনা (Composition in Sanskrit Language) :

ভাবের আদানপ্রদানইই ভাষা শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। শ্রবণ বা পঠনের দ্বারা আমরা যেরূপ অন্যের মনোভাব গ্রহণ করি, ভাষণ বা লিখনের দ্বারা আমরা সেইরূপ নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করি। এই যে ভাষণ বা লিখন, ইহাই রচনা। বচন বা ভাষণ হল ভাবের

সরব প্রকাশ, লিখন হল ভাবের নীরব প্রকাশ। রচনার স্বরূপ বর্ণনার প্রসঙ্গে Dr. Rouse বলেছেন, "Just as in reading our aim is the understanding of an author's expression, so in composing it is the correct and idiomatic use of the language to express our own thought." John William Adamson বলেন, "Composition, is at bottom, the orderly expression of ideas."— অর্থাৎ তাঁর মতে, রচনা বলতে আমরা ভাবের সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশকে বুঝি। তাহলে দেখা যায় যে রচনার দুটো দিক আছে— একটি হল ভাব এবং অপরটি হল তাকে ভাষায় রূপদান। এই ভাব ও ভাষা নিয়েই রচনা।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, লেখকের ভাব রয়েছে কিন্তু রচনানৈপুণ্যের অভাবে প্রবন্ধটির সৌন্দর্য্য সম্যক্ রূপে ফুটে ওঠেনি। আবার এমনও দেখা যায় যে একটি অতি সাধারণ ভাবও প্রকাশের কৌশলে অপূর্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়ে শ্রোতা বা পাঠককে মুগ্ধ করেছে। আবার একই ভাব রচনাবৈশিষ্ট্য ভেদে পাঠকের মনের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন— নীরসো তরুবরো পুরতো ভাতি"— এই বাক্যের মধ্যে যে ভাবটি নিহিত আছে; "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে" এই বাক্যেও ওই একই ভাব নিহিত আছে কিন্তু শ্রুতিমাধুর্য্যের বিচারের পূর্ববর্তী বাক্যটি সাহিত্যসমাজে অনেক বেশি আদরণীয়।

এই রচনাকে আমরা প্রতি মুহূর্তে যখনই নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই, তখনই ভাষার মাধ্যমে করে চলেছি। এটি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের বা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির অপেক্ষা করে না। এটা কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয়ের আয়ত্বাধীনও নয়। কারণ সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি যে যে বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রবন্ধাকারে বর্ণনা প্রদানের প্রয়োজন আছে, তার জন্য রচনাশৈলীর উৎকর্ষসাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এটাই লক্ষ করে, John William Adamson বলেছেন, "Composition is not merely a subject with its set hours in the time table, it is also on art, which may be indeed, should be exercised in connection with most other subject."

প্রবন্ধ লিখন, ব্যাখ্যাকরণ, ভাবসম্প্রসারণ সংক্ষিপ্তসার লিখন— ইত্যাদি নানাভাবে রচনার অভ্যাস করতে পারা যায়। এজন্য ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ করবার প্রয়োজন নেই, এটা শুধু যথোপযুক্ত অভ্যাস ও অনুশীলন সাপেক্ষ। সুষ্ঠুভাবে রচনা শিক্ষা করানোর জন্য সংস্কৃত শব্দাদির যথার্থ উচ্চারণ, নির্ভুল বানান, সুসংগঠিত ভাবধারা, প্রাসঙ্গিক আলোচনা, দ্ব্যর্থব্যঞ্জকতাশূন্য ভাবসমষ্টি, যথার্থ পদ্ধতি মূলক ও যুক্তিভিত্তি প্রকাশভঙ্গি, সুস্থির ভাবমানস, উচ্চাঙ্গস্তরের প্রকাশশৈলী প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শিক্ষা দেবেন।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মৌখিক পদ্ধতির প্রভূত গুরুত্ব সম্পর্কে সকল ভাষাতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদ প্রায় একমত। অধ্যাপক Gouin, অধ্যাপক Gurrey, অধ্যাপক Wilder, অধ্যাপক Penfield, অধ্যাপক Jesperson, অধ্যাপক M.M. Lewis প্রভৃতি শিক্ষাবিদ ভাষা শিক্ষার

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে এই মৌখিক পদ্ধতির ওপর অধিক প্রাধান্য প্রদান করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই পদ্ধতির বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। কেউ কেউ এই পদ্ধতিকে "Mother's Method", বা "মাতার পদ্ধতি", কেউ বা আবার "Natural Method" বা "প্রাকৃতিক পদ্ধতি; কেউ বা আবার "Activity Method বা Actio Method বা 'কর্মমূলক পদ্ধতি'।

মৌখিক কাজ সংস্কৃত পরিচালনা করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষকেরও কতকগুলি বিশেষ গুণাবলি থাকা প্রয়োজন;

"তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" — এই নীতি অনুসরণ করে,

(i) সংস্কৃত ভাষাকে মনের দিক থেকে ও বাইরের দিক থেকে পরম শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

(ii) সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ও সম্যক্ ধারণা থাকতে হবে।

(iii) সংস্কৃত ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন্ কোন্ ধরনের ত্রুটি দেখা যায় এবং সেই ত্রুটিগুলি কেমন করে সুষ্ঠু উপায়ে দূর করা যায়, সে সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রয়োজনীয় ধারণা থাকা আবশ্যক।

(iv) এ ছাড়া রসবোধ (Sense of Humour), ধৈর্য্য (Patience) এবং ব্যবহারের মাধুর্য এগুলি থাকা দরকার।

মৌখিক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম স্তরে সংবাদপদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কৃতে ছোটো ছোটো পদ, বাক্য ও কার্যশৃঙ্খলামূলক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় নির্ভুলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তারপর শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ থেকে নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। একে বা হয় Simple Description in Sanskrit এক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে;

প্রথমত : বিদ্যালয়, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়-এর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক অনুষ্ঠান, প্রার্থণাসঙ্গীত, পরীক্ষা বার্ষিক পত্রিকা ইত্যাদির ছবি দেখিয়ে ছবির বিষয়বস্তু অনুসারে শিক্ষার্থীরা পরপর কয়েকটি সরল সংস্কৃত বাক্য রচনা করে শিক্ষিকা/শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাক্যের ব্যাকরণগত যাথার্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হয় "অস্মাকং বিদ্যালয়ঃ" সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবে। একে বলা হয় Picture Composition.

দ্বিতীয়ত : কোনোও বিশেষ বিষয়ের ওপর কতকগুলি সংকেতমূলক বাক্য (Suggestive Points) শিক্ষক/শিক্ষিকা কৃষ্ণফলকে লিখে দিয়ে সেই সংকেত বাক্যগুলির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীগণকে ওই বাক্যগুলির সম্প্রসারণপূর্বক মৌখিকভাবে সহজ সংস্কৃতে বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে বলবেন। যেমন—

বেতারযন্ত্রং → আবিষ্কারকঃ ইতালিদেশস্থঃ
সর্বত্র সর্বদা → শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিকক্ষেত্রে কৃষ্টিক্ষেত্রে
প্রাসঙ্গিকতা → বর্তমানস্য পরিস্থিতিঃ → মূল্যায়নম্।

একে বলা হয় Free composition.

তৃতীয়ত : এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে মৌখিক রচনায় শিক্ষার্থীগণকে পারদর্শি করে তুলতে পারেন। যথা— (কলিকাতা নগরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে)

প্রভাতঃ — গৌতম! ভারতবর্ষে কা নগরী শ্রেষ্ঠা?
গৌতমঃ — অহং মন্যে যদ্ ভারতবর্ষে কলিকাতা নগরী শ্রেষ্ঠা।
প্রভাতঃ — সত্যম্। কলিকাতা অতীব রমনীয়া নগরী। কুত্র সা অবস্থিতা?
গৌতমঃ — গঙ্গায়াঃ বামে পুলিনে সা অবস্থিতা।
প্রভাতঃ — গঙ্গাবক্ষোপরি কঃ অস্যাঃ নগর্য্যাঃ শোভাং বর্দ্ধয়তি?
গৌতমঃ — রবীন্দ্রসেতুঃ ইতি বিশালঃ লৌহসেতুঃ অস্যাঃ শোভাং বর্দ্ধয়তি।
প্রভাতঃ — সাধারণতয়া অস্যাং নগর্য্যাং কিং প্রায়শঃ বয়ং পশ্যামঃ?
গৌতমঃ — প্রাসাদতুল্যাঃ বহবঃ অট্টালিকাঃ প্রায়শঃ দৃশ্যন্তে। ... ইত্যাদি

এই ধরণের রচনাকে কার্যশৃঙ্খলামূলক প্রশ্নোত্তরভিত্তিক রচনা (Composition based on question Answer on the basis of Action Chains)।

মৌখিক রচনায় শিক্ষার্থীরা পারদর্শী হলে—

প্রথমত : ইহার ফলে শিক্ষার্থীর ভ্রমগুলি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত হওয়ায় তা শিক্ষার্থীর মনে সুদৃঢ় রেখাপাত করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষক/শিক্ষিকা-এর সহায়তায় ছাত্ররা ক্রমে স্বাধীনভাবে কাজ করতে শিক্ষালাভ করে।

তৃতীয়ত : লাজুক প্রকৃতির ছাত্রেরা অন্যের কাজ দেখে বা শুনে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহিত হয়।

চতুর্থত : একটি ভাব কীরূপে শ্রুতিমধুর এবং সহজ ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে তা শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের সহয়েতায় শ্রেণিতেই দেখাবার সুযোগ পান।

পঞ্চমত : উচ্চারণ বিশুদ্ধ হয় ও অনায়াস (Fluent) বাগ্‌ভঙ্গি তৈরি হয়।

রচনার দ্বিতীয় ধাপে লিখিত রচনা (written composition) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লিখিত রচনা শুরু করবার আগে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে খুব সতর্কতামূলক লক্ষ রাখবেন—

(ক) সংস্কৃত ভাষায় মৌখিকভাবে শিক্ষার্থী যাতে নিজেরভাব প্রকাশ করতে বা যে কোনো বিষয়ের বর্ণনা দিতে সমর্থ হয়।

(খ) সহজ সরল সংস্কৃতে আলাপ আলোচনা যাতে শিক্ষার্থী করতে পারে।

(গ) শিক্ষার্থী যাতে দেবনাগরি হরফের সঙ্গে সুপরিচিত হতে পারে এ ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা মাতৃভাষার প্রত্যেকটি বর্ণ বা অক্ষরকে কেন্দ্র করে দেবনাগরী অক্ষর শেখাবেন।

Scanned with CamScanner

(ঘ) শ্রুতি লিখনে যাতে শিক্ষার্থী যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করে।

(ঙ) নির্ভুল বানান লিখতে শিক্ষার্থী যাতে সর্বদা সমর্থ হয়।

(চ) মনস্তত্ত্ববিদ্যা এবং শিক্ষাবিজ্ঞান-এর বেশ কিছু তত্ত্ব (Theory) এবং নীতি (Principle) সম্পর্কে জান থাকা প্রয়োজন।

(ছ) কেবল পরীক্ষার প্রয়োজন সিদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বৃহৎ পরিধির সৃজনসিদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা শিক্ষাকে দেখতে হবে।

(জ) সাহিত্য কর্মের প্রতি আগ্রহ ও আন্তরিক নিষ্ঠা থাকা দরকার।

(ঝ) সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চর্চা করা প্রয়োজন।

(ঞ) স্বরচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রচারের জন্য বিভিন্ন সাহিত্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা ও সাহিত্যসভার আয়োজন করা প্রয়োজন।

(ট) উৎকৃষ্ট স্বাধীন রচনার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঠ) রচনার ভাষা হবে কৃত্রিমতাবিহীন, সহজ, বোধগম্য ও সাবলীল।

(ড) রচনার বিষয়বস্তুতে বর্তমান জীবনের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে।

(ঢ) রচনার উপস্থাপনা হবে আকর্ষণীয়।

(ণ) কাহিনির ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।

(ত) রচনার প্রধান বিষয়কে যেন উপবিষয় অতিক্রম না করে।

(থ) উদ্ধৃতি হওয়া চাই স্থানোপযোগী।

রচনা শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক স্তর, আগ্রহ, চাহিদা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ রাখবেন।

প্রাথমিক স্তর, অর্থাৎ, সপ্তম শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর কাছে কতকগুলো ভালো ভালো ছবি, অনুকৃতি, বস্তু (কলম, ফুল, বই, ঘড়ি, ছাতা) ইত্যাদি উপস্থাপিত করবেন এবং হাস্যরসাত্মক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ওই সকল চিত্র, অনুকৃতি বা বস্তুর নামগুলি সংস্কৃত ভাষায় আদায় করবেন এবং চেষ্টা করবেন যাতে শিক্ষার্থী ওই বিশেষ্য পদগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরে, অষ্টম শ্রেণিতে যখন শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শব্দজ্ঞান কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তখন শিক্ষক/শিক্ষিকা কৌতুকপদ ছবি দেখিয়ে তার সাহায্যে ছোটো ছোটো রচনা লিখতে দেবেন; শিক্ষার্থী যা দেখেছে, সেই বিষয়ের ওপর শিক্ষক/শিক্ষিকা ছোটো ছোটো রচনা লিখতে দেবেন; মাঝে মাঝে শিক্ষক/শিক্ষিকা চিত্তাকর্ষক গল্প শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীকে তার নিজের ভাষায় সেই গল্পের সারাংশ লিখতে শেখাবেন।

তৃতীয় স্তরে, নবম ও দশম শ্রেণিতে (ঐচ্ছিক বিষয়) মহাপুরুষের জীবনী, ঋতুপর্যায়, মেলার বর্ণনা, খেলার বর্ণনা, প্রবাদবাক্য, নীতিবাক্য প্রভৃতির ওপর বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে Picture Composition Principle বা চিত্র সন্দর্শন রচনা নীতি অবলম্বন করে বা বিভিন্ন

সংকেতমূলক বাক্য বা Suggestive Points-এর মাধ্যমে Free composition Principle বা স্বচ্ছন্দরচনা নীতি অবলম্বন করে বিষয়াভিত্তিক রচনা শেখাতে পারেন।

চতুর্থ স্তরে, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় উপরোক্ত চিত্রাবলির মাধ্যমে চিত্র সন্দর্শন রচনানীতি বা সংকেতমূলক বাক্যের মাধ্যমে স্বচ্ছন্দরচনানীতি অবলম্বন করে রচনা নির্মাণ শেখানো যেতে পারে।

এ ছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে কোনো পঠিত পদ্যকে গদ্যে লিখতে বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুটি জানা কিন্তু ভাষাটি নিজস্ব হবে।

এ ছাড়া রয়েছে স্বাধীন রচনা (Independent Writing)। এক্ষেত্রে ভাব ও ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। পত্রলিখন, প্রবন্ধলিখন, ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি হল তারই নিদর্শন।

রচনা শিখনের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্যগুলি হল—

(i) স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহজ ও সরল এবং নির্ভুল সংস্কৃতে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন।

(ii) মাতৃভাষা থেকে সংস্কৃতে ও সংস্কৃত থেকে মাতৃভাষায় এবং ইংরেজি থেকে সংস্কৃত ও সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সামর্থ্য অর্জন।

(iii) সংস্কৃতে চিঠিপত্র লেখা-সম্ভাষণ জানানো, আলোচনা, বক্তৃতা করা প্রভৃতি ব্যাপারে স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।

(iv) প্রয়োজনীয় স্থলে সংস্কৃত বাক্‌রীতি, প্রবাদ, সংস্কৃত কাব্যাদি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন।

কোনো একটি বিষয় পড়ে সমালোচনার দৃষ্টিতে ও তুলনামূলক পাঠের ভিত্তিতে সরল সংস্কৃতে ওই বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশের সামর্থ্য অর্জন।

◆ **নিম্নে প্রদত্ত কিছু সংকেত বাক্য-এর পরিপ্রেক্ষিতে ভাবার্থ (Substance) ও সারসংক্ষেপ (Summary) রচনা :**

দৃষ্টান্ত—(১)

সংকেত : আসীদ্ গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। তত্র নানাদিগ্‌দেশাদ্ আগতঃ রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি স্ম। অথ কদাচিদস্তচলচূড়াবলম্বিনি ভগবতি চ স্থিতঃ। কশ্চিদ্ ব্যাধস্তত্র তণ্ডুলান্ বিকীর্য জালং বিস্তারয়ামাস প্রচ্ছন্নো ভূত্বা স্থিতঃ। তত্র কপোতরাজঃ কপোতান্ আহ— ভোঃ! কুতোহত্র নির্জনে বনে তণ্ডুলকণানাং উপস্থিতিঃ সম্ভবঃ। এতন্নিরূপ্যতাং তাবৎ। ভদ্রমিদং ন পশ্যামি। তচ্ছ্রুত্বা একঃ কপোতঃ সদর্পমাহ— আঃ কিমেবমুচ্যতে। সর্বত্র বিচারেণ ভোজ্যং ন সিধ্যেৎ। এতদার্কণ্য সর্বে কপোতাস্তদা তণ্ডুলোপরি উপবিষ্টাঃ। তদা পক্ষিণঃ সর্বে জালেন বৃদ্ধা বভূবুঃ।

Scanned with CamScanner

Summary : কস্মিংশ্চিৎ শাল্মলীবৃক্ষে বিহগা নানাদেশাদ্ আগত্য রাত্রিযাপনং কুর্বন্তি। একদা রাত্রিশেষে ব্যাধেন ইতস্ততঃ তণ্ডুলান্ নিক্ষিপ্য জালং বিস্তৃতম্। জনহীনে অরণ্যে কথং তণ্ডুলসম্ভবঃ ইতি সন্দিহ্য কপোতরাজঃ প্রকৃতব্যাপারং বিচারয়িতুম্ উপদিদেশ। ততঃ কশ্চিৎ কপোতঃ গর্বেণাহ— যৎ সর্বত্র বিচারকরণেন ভোজনমপি বাধতে। ততঃ সর্বে তদুপরি উপবিষ্টাঃ জালেন বদ্ধাঃ।

Substance : কস্মিংশ্চিৎ শাল্মলীবৃক্ষে বিহগা নক্তং যাপয়ন্তি। একদা রাত্রিশেষে তণ্ডুলকণান্ নিক্ষিপ্য ব্যাধেন জালং বিস্তৃতম্। বনে কথং তণ্ডুলসম্ভবঃ ইত্যস্মিন্ ব্যাপারে কপোতরাজস্য আসীৎ সন্দেহ। তত্র একঃ কপোত আহ যৎ সর্বত্র বিচারকরণেনী৪ভোজনং ন সিধ্যেৎ। ততঃ সর্বে তত্র উপবিষ্টাঃ জালেন বদ্ধাঃ।

দৃষ্টান্ত—(২)

সংকেত ঃ অস্তি শ্বেতাঙ্গঃ নাম বকঃ। স হংসানাং গুণান্ কীর্ত্যমানান্ শ্রুত্বা সঞ্জাতের্ষ্য দুঃশ্চিন্তয়ামাস— অহো সর্বে হংসানেব প্রশংসন্তি। ভবতু, অতঃপরং হংসৈনৈব ময়া সর্বং ভবিতব্যমিতি। এবং বিচিন্ত্য স মৃণালান্যাস্বদয়ন্ অত্যজৎ মৎস্যব্যাপাদনম্। অথ কদাচিৎ কেনাপি বালকেন কৌতুকাৎ গৃহীতোহয়ং হংসঃ গৃহং নীতঃ। বৃদ্ধাস্তমবলোক্য অব্রুবন্— অয়ং ধূর্তো বকঃ, নায়ং হংসঃ। স্বেতাঙ্গস্তু প্রাহ— ধিঙ্ মূঢ়ান্! যে হংসকুলজাতমপি মাং বকঃ ইতি প্রজল্পন্তীতি। তদাকর্ণ্য কোহপি চতুমরতিঃ আস্বাদ্যতামেতদ্ দুগ্ধমিত্যভিধায় সলিলমিশ্রং পয়স্তস্মৈ উপজহার। মন্দাত্মা নিঃশেষং তৎ প্রাশিতবান। ততস্তেন অভিহিতঃ — অয়ং, বকঃ, ন হংসঃ। যতঃ— 'নীরক্ষীর-বিভাগে তু হংসো হসো বকো বকঃ।'

Summary : শ্বেতাঙ্গো নম বকঃ হংসানাং গুণকথাং শ্রুত্বা ঈর্ষ্যয়া রাজহংসতাম্ দর্শয়ামাস। মৎস্যাশনং পরিতজ্য মৃণালানি ভক্ষয়ন্। অথৈকদা স কেনচিদ্ বালকেন নীতঃ। তত্র বৃদ্ধাস্তং বক ইতি অজানন্। একদা শ্বেতাঙ্গঃ তান্ সর্বান্ মূঢ়ান্ অমন্যত। ততঃ কোহপি সুচতুরস্তৎপুরতঃ জলমিশ্রং দুগ্ধমানীয় তৎপানায় সমাদিশৎ। অথ তেন বকেন তৎ সর্বং পীতম্। অতো বকঃ, ন হংস ইতি সপ্রমাণং নির্ধারিতম্। যতঃ হংসঃ ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ ক্ষীরমেব গৃহ্লাতি, ন তথা বকঃ।

Substance : শ্বেতাঙ্গো নাম বকঃ হংসগুণবাদং শ্রুত্বা মৃণালানি ক্ষয়ন্ মৎস্যাশনং চ পরিত্যাজ্য রাজহংসতাং প্রকাশয়ামাস। একদা স কেনচিদ্ বালকেন গৃহীতঃ। তং বকং মন্যমানান্ জনান্ স মূঢ়ান্ অমন্যত। ততঃ কোহপি চতুরবুদ্ধিস্তস্মৈ জলমিশ্রং দুগ্ধম্ অযচ্ছৎ। অথ তেন সর্বং নিঃশেষং কৃতম্। অনেন প্রমাণীকৃতং যদয়ং হংস ইতি। যতঃ হংসঃ ক্ষীরাম্বুমধ্যাৎ নীরমেব গ্রহীতুং শক্নোতি, ন তথা বকঃ।

ebook.dascoaching.in

নিম্নে কিছু ভাবসম্প্রসারণের নমুনা প্রদত্ত হল :

দারিদ্যদোষা গুণরাপিনাশী বা সর্বশূন্যা দরিদ্রতা

দুহু খলু জাগতি ধনম্ অভীষ্টং সাধয়তি। সর্বকার্যেষু তদেব প্রধানম্ উপায়ভূতম্। বিদ্যায়াস্তথা ধর্মস্যাপি অর্জনম্ অর্থেনৈব ভবতি। ধনং বিনা জীবনযাত্রাপি ন সম্ভবতি। ন হি ধনহীনাঃ জনা সফলমনোরথা ভবন্তি। তেষাং মনোরথাঃ সমুত্থায়ৈব হৃদি নিলীয়ন্তে। যে নির্ধনাস্তে পদে পদে অবসীদন্তি। সর্বত্র পরিভূয়মানাঃ অতিদুঃসহং দুঃখং তে ভজন্তে। বান্ধবাস্তন্ জুগুপ্সন্তে। গুণাঃ অপি তান্ বিহায় গচ্ছন্তি। যতঃ দারিদ্র্যোপহত-বিবেকাঃ শীলভ্রষ্টাস্তে অকার্যমপি কর্তুং ন শঙ্কন্তে। সর্বগ্রাসী হি দারিদ্র্যদোষঃ। একঃ স দোষঃ বহুনপি গুণান্ কবলিতান্ করোতি। যতঃ দরিদ্রঃ কিং ন করোতি পাপম্। তদুচ্যতে— "দারিদ্র্যদোষঃ গুণরাশিনাশী।" এবং বন্ধুহীনং গুণহীনঃ ধর্মহীনশ্চ স দরিদ্রঃ পশুজীবনং যাপয়তি। সর্বমেব তস্য নষ্টম্ স সর্বং শূন্যমিব পশ্যতি। তৎ সাধূক্তম্— "সর্বশূন্য দরিদ্রতা" ইতি।

দয়া হি পরমো ধর্মঃ বা
আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়া কুর্বন্তি সাধবঃ

দয়া হি নাম অনুকম্পা-বিশেষঃ। পরদুঃখাবসানায় অস্যাঃ প্রকাশো ভবতি। এষা হৃদয়বৃত্তিঃ গুণগ্রামেষু বিশিষ্যতে। যতঃ অনুকম্পাম্ উপজীব্যৈব জীবন্তি প্রাণিনঃ। কারণ্যমূর্তয়ঃ খলু সাধবঃ। তেষাম্ অনুকম্পা না কেবলং মনুষ্যেষু, সর্বত্বেব ভূতেষু সমানা। আত্মনঃ প্রাণাঃ যথা প্রিয়াস্তথা পরেষামপি প্রাণাস্তেষু তথৈব প্রিয়াঃ। 'অয়ং নিজঃ, অয়ং পরঃ' ইতি স্বপরগণনা লঘুচেতসামেব দৃশ্যতে। সাধবঃ খবু উদারচরিতাঃ। যথা আত্মনি তথা পরেষুতে দয়াং কুর্বন্তি। দয়া হি ধর্মেষু শ্রেষ্ঠঃ। নলযুধিষ্ঠির-বোধিসত্ত্বাদ্যাঃ যিশুখ্রিষ্টাদ্যাশ্চ পুণ্যশ্লোকাস্তমেব দয়াধর্মম্ পৃথিব্যাং প্রথিতং চক্রুঃ।

ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ

ধীরাঃ খলু অবিচলস্বভাবাঃ। তে স্থিতধিয়ঃ। তেষাং ন্যায়নিষ্ঠা অতীব প্রবলা। ন্যায়স্য কৃতে নিন্দাস্তুতী লাভালাভৌ সুখদুঃখে চেতি কিমপি তে ন প্রীণয়ন্তি। যৎ খলু ন্যায়াদনপেতং, কেবলং তস্মিন্নেব তেষাম্ অভিনিবেশঃ। নীতিনিপুণাস্তান্ নিন্দন্তু, স্তুবন্তু বা, তত্র তেষাং নাস্তি বিচারণা। সম্পদপি যদি বিনশ্যেৎ, বিনশ্যতু নাম। তথাপি ন্যায়মার্গতস্তে ন কদাপি বিচ্যুতাঃ ভবন্তি। কিঞ্চ— মরণমপি তে ন গণয়ন্তি। ন্যায়স্য কৃতে মরণমপি তেষাং বয়ম্। বরং রেখামাত্রেণাপি ন্যায্যাৎ পথস্তে ন প্রবিচলন্তি। অবিচলঃ খলু তেষাং ন্যায়ানুরাগঃ।

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ

শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি। তস্য বিনাশঃ সুনিশ্চিত এব। যতঃ 'জাতস্য হি ধ্রুবঃ মৃত্যুঃ'। শরীরেণ চ সহ সর্বং বিনষ্টং ভবতি। রূপং শৌর্যং স্বত্বং চ ইতি যৎ কিমপি মনুষ্যস্য প্রতিষ্ঠাখ্যং

Scanned with CamScanner

বস্তু, তৎ সর্বং বিদ্যুদ্বিলাস ন নিলীয়তে। দেহস্য বিনাশে ন কিমপি তস্য স্থাস্যতি, ন বা কিমপি তম্ অনুযাতি। তথাপি ধর্মস্তত্য এক এব সহায়ঃ যো মরণেহপি তম্ অনুগচ্ছতি। ইহ জগতি শাস্ত্রবিহিত-কর্মণাম্ অনুষ্ঠানাৎ সন্মার্গনিষেবণাচ্চ যৎ পুণ্যমর্জিতং ভবেৎ, তদেব স্থাস্যতি। মরণোত্তরমপি তৎ অতৃষ্টরূপেণ তিষ্ঠতি। এষ ধর্মঃ আত্মসমবেতো গুণঃ। স হি অস্মাকং পরমঃ সুহৃৎ। ইহ পরত্র চ ধর্মাদৃতে যৎ শ্রেয়ঃ- সাধনং কিমপি নাস্তি। দেহস্য বিনাশেহপি ধর্মঃ অবিনশ্বরম্ আত্মানম্ অনুগচ্ছতি। তৎ সাধুক্তম্ 'এক এব সুহৃদ্ধর্মঃ' ইত্যাদি।

◆ **নিম্নে কিছু পত্রলিখনের নমুনা প্রদত্ত হল :**

(১) কন্যায়াঃ সবিধে মাতুঃ (From Mother to her Daughter— Reply to the above letter)।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণৌ বিজয়েতাম্

কলিকাতা

।। স্বস্তি ।।

৩.২.২০১৫

কুমার্যৈ সুমিত্রায়ৈ সন্তু সম আশিষঃ। তব লিপির্মে হস্তং গতা। অদ্য ত্বদ্বিদ্যালয়্যাধ্যক্ষা শ্রীমতী রমা দেবী দৃষ্টা। ত্বৎসন্দেশস্তস্যৈ নিবেদিতঃ। সা অতীব সন্তুষ্টা। বালিকানামুৎসাহঃ পরিবর্ধনীয় ইতি সা তৎক্ষণাদেব যুষ্মাকং নিরীক্ষকায় পত্রমপ্রেষয়ৎ— যস্মিংশ্চ তবানুরোধাদ্ দশ দিনানি যাবদবকাশো বর্ধিতঃ। এষু দিনেষু দক্ষিণাপথে যানি দর্শনীয়ানি— মীনাক্ষীমন্দিরং রামেশ্বরক্ষেত্রং ধনুষ্কোটিঃ কন্যাকুমারী উড়ুপীক্ষেত্রঞ্চ --- তানি সর্বাণি দৃশ্যন্তাম্। ব্যয়ার্থং রূপ্যকাণি দ্বিশতসংখ্যকানি ময়া প্রেষ্যন্তে।

স্বাস্থং সম্যগ্ বিলোকয়। সময়ে আহারাদিকং কুরু। তত্র সর্বং তদৈব পঞ্জিকায়াং (diary) লিখ। অত্রাগত্য সুবিশদং তৎ সর্বং বর্ণনীয়ম্। সাবধানা ভব। আশিষঃ সন্তু।

ত্বন্মাতা

করুণাময়ী

(২) পিতুঃ সমীপে পুত্রস্য (From a Son to his Father with request to send money for the purchase for books)।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

সেন্টপল্‌স্ স্কুল-ছাত্রাবাসঃ

কলিকাতা-৯

পূজ্যচরণপিতঃ

প্রণিপাতপূর্বক নিবেদনমেতৎ— মাসং যাবদ্ ভবদীয়া লিপির্নাসাদিতা। তেন ভৃশম্ উদ্বিগ্নমনা অস্মি। ত্বরিং পত্রোত্তরদানেন চিন্তাং নূনম্ অপাকরিষ্যতি ভবান্ ইত্যহমাশাসে। অস্মাকং বাৎসরিক পরীক্ষাফলং সদ্যঃ প্রকাশিতম্। পরীক্ষায়াং প্রাথম্যমুপগতোহহম্। গণিতে সংস্কৃতে চ ৮০ - অঙ্কান্ অবাপম্। অস্মিন্ বর্ষে ফেব্রুয়ারীমাসতোহস্মাকং বিদ্যাবর্ষপ্রবৃত্তিঃ। পাঠ্যপুস্তকানি শীঘ্রং ক্রেতব্যানি। তদর্থং ষষ্টিঃ মুদ্রাঃ আবশ্যকাঃ সন্তিঃ। মুদ্রাপ্রেষণাদেশদ্বারা (by money

order) রূপ্যকাণি প্রেষয়তু ভবান্ ইতি প্রার্থয়ে। সন্তু মে মাতুশ্চরণয়োঃ প্রণিপাতাঃ। ভবচ্চরণয়োরপি বিপসন্তু মে প্রণতয়ঃ। ইতি।

২৫.১.২০১৬

ভবদীয়স্নেহভাজনম্— শশধরঃ

(৩) মিত্রসবিধে পত্রম্ (to a Friend)।

।। শ্রীশঃ।।

কুচবিহারঃ

মাঘশুক্লসপ্তমী খ্রিস্টাব্দঃ— ১৯৬১

কুশলম্। সন্তু নমাংসি মিত্রমণয়ে। অপি কুশলী ভবান্? ত্বং পত্রমের ন প্রেবিতবানসি। মাসদ্বয়ং ব্যতীতম্, কামপি তব বার্তাং ন শৃণোমি। কিং মদুপরি তে কোপ? অহং কোপস্য কিমপি কারণং ন স্মরামি। যদি কিঞ্চিৎ কারণং ভবেৎ তর্হি ক্ষমস্ব। বসন্তপঞ্চম্যা উৎসবঃ সাধু সঞ্জাতঃ। সরস্বত্যাঃ পূজনং সর্বেহপি ছাত্রা অকুর্বন্। সারস্বতসম্মেলনং সুষ্ঠু অনুষ্ঠিতম্। তত্র সভাপতেরুপদশঃ শ্রুতঃ। ইদানীং পক্ষকালম্ অবকাশো জাতঃ। অহং তত্রাগত্য অবকাশদিনেষু ত্বয়া সহ নিবসিতুমিচ্ছামি। কিং তথা কর্তুং শক্নোমি? ত্বরিতমেব উত্তরং প্রেষয়। শমিতি।

ভবতো মিত্রম্— রাধানাথঃ

(৪) সখীসবিধে (to a female friend) :

।। শ্রীশ্রীদুর্গা।।

মেদিনীপুরম্

১০.৭.২০১৫

স্বস্তি। প্রিয়সখৈ নন্দিতায়ৈ সন্তু মে প্রীতয়ঃ। ত্বং যস্মিন্ দিনে পত্রমলিখঃ, তস্মিন্নেব দিনে অহমপি লেখং ব্যসর্জয়ম্। কিং মদীয়ং লেখং ত্বম অধিগতাসি? অপি তব 'গীটর্'-বাদ্যস্য অভ্যাসঃ প্রচলতি? ত্বমসি ভাগ্যবতী। তব কলিকাতানগর্যাম্ 'গীটর্'-ব্যাদ্যস্য ভ্যাসায় সৌকর্যম্ অস্তি। মমাতী মহপি ইচ্ছা বর্ততে তদভ্যাসে। পরমত্র তদর্থং কোহপি শিক্ষকঃ, কাপি শিক্ষিকা বা নাস্তি। কিন্তু সীবনকর্ম সে সম্যগত্র প্রচলিত। শিক্ষিকা মাং সাধু শিক্ষয়তি। মাতুস্তে বৃত্তান্তং লিখ। তবানুজঃ কিং করোতি? তমহং সর্বদা স্মরামি। তস্য প্রতিকৃতিং প্রেষয়। ন কেবলং বাদনাভ্যাসং কুরু, সম্যক্ চ পঠ। মম কুশলম্ তবাপি কুশলং কাময়ে। কিমধিকম্। শম্ ইতি।

ভবদীয়া সখী— মৈত্রেয়ী।

মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতিপ্রার্থনা।

(An application to the Principal for admission)

বঙ্গবাসিমহাবিদ্যালয়াধ্যক্ষমহোদয়েষু সশ্রদ্ধং নিবেদয়তি—

যদহমস্মিন্ বৎসরে 'মিত্র'দ্যিালয়তঃ উচ্চতরমাধ্যমিক-কলাপরীক্ষায়াং প্রথমশ্রেণ্যামুত্তীর্ণঃ। মম বিষয়াঃ— অর্থশাস্ত্রম্, ইতিহাসঃ, সংস্কৃতঞ্চ প্রাধ্যানেন আসন্। সুপ্রসিদ্ধে ভবদ্বিদ্যালয়ে স্নাতকশ্রেণীং প্রবিশ্য অধ্যেতুমিচ্ছামি। তত্রাপি 'অনাস' বিষয়তয়া সংস্কৃতং পরিগৃহ্য অধ্যয়নে

Scanned with CamScanner

মম মহতীচ্ছা বর্ততে। তত্রভবন্তো মহ্যং কৃপয়ানুমতিং প্রদায় মদধ্যয়নসমুৎসাহং দ্বিগুণীকুর্যুরিতি।

কলিকাতা
২৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট ভবনতঃ
দিনাঙ্কঃ— ১৯.৭.২০১৪

ভবদ্বিধেয়ঃ
শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী

বৃত্ত্যর্থমাবেদনম্ (An application for an appointment)।

শ্রীমৎসু সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়াধ্যক্ষমহোদয়েষু সবিনয়ং নিবেদনমেতৎ— মহানুভাবাঃ!

'ষ্টেটস্‌ম্যান'-পত্রিকায়াং ভবদ্বিদ্যালয়ায় সংস্কৃতাধ্যাপকস্য আবশ্যকতেতি বার্তামপঠম্। অহং তৎপদস্য কৃতে প্রার্থী অস্মি।

অহং স্নাতকপরীক্ষায়াম্ 'অনার্স রূপেণ সংস্কৃতং পরিগৃহ্য প্রথমশ্রেণ্যামত্তীর্ণঃ। এম্-এ-পরীক্ষায়ামপি সংস্কৃতে সমুত্তীর্ণঃ প্রথমশ্রেণ্যাম্। তত্র স্মৃতিসাহিত্যম্ আসীৎ মম মুখ্যো বিষয়ঃ। অনেন আবেদনেন সহ মচ্চারিত্রবিষয়কং যোগ্যতা-বিষয়কঞ্চ প্রমাণপত্রং প্রেষিতবানস্মি। সদয়ং তৎ বিলোক্য ভবদ্ভিঃ স্বকীয়ে মহাবিদ্যালয়ে যদ্যহং নিযুক্তো ভবেয়ম্, তর্হি কৃত্যানি সম্যগ্ নির্বহেয়য়ম্— ইতি মম দৃঢ়ো বিশ্বাসঃ।

নদীয়াজিলান্তর্গত-শান্তিপুরতঃ।

ভবদ্বিধেয়স্য
শ্রীসুশীলকুমারমজুমদারস্য

নিমন্ত্রণলিপিকা
Invitation letter
(পূজায়াঃ নিমন্ত্রণম্)

।। নমঃ শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ ।।

যয়া বিনা জগৎ সর্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্মৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।।

আর্যমিশ্রাঃ!

আগামিন্যাং মাঘশুক্লপঞ্চম্যাং শনিবাসরে ছাত্রৈঃ সম্ভূয় শ্রীশ্রীসরস্বত্যাঃ পূজনং করিষ্যতে। তত্রভবতাং শুভাগমনং হৃদয়েন কাম্যতে। ইতি।

১৩৬৭-বঙ্গাব্দীয়মাঘস্য
প্রথমদিবসীয়া লিপিরিয়ম্

বর্ধমানবাণীপীঠবিদ্যালয়স্য
ছাত্রবৃন্দম্

বাদবিবাদায় নামপ্রেষণার্থম্ আমন্ত্রণম্ (Letter inviting application to join in the debate function),

হেয়ারবিদ্যালয়ঃ
কলিকাতা
২.৫.২০১৫

পরমপ্রীতিনিলয়-স্কটিশচার্চ-বিদ্যালয়সতীর্থ্যেষু আবেদনমেতৎ —

অয়ি মিত্রমণিগণ!

আগামিনি সোমবাসরে অস্মদ্‌বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে ছাত্রাণাং বার্ষিকসভায়া অধিবেশনং অপরাহ্ণে ত্রিবাদনতো ভবিষ্যতি। তত্র পরমপূজ্যাঃ নানাশাস্ত্রাধ্যাপকাঃ এম-এ, পি-আর-এস্ ইত্যাদি বিরুদ ভূষণাঃ শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়মহোদয়া আধ্যক্ষ্যং করিষ্যন্তি। বাদবিবাদায় 'অদ্যাপি ভারতে আঙ্গলভাষায়াঃ কিমাবশ্যকতা' ইতি বিষয়ো নির্ধারিতঃ। স্ববিদ্যালয়াৎ তেষাং নামানি শীঘ্রং প্রেষয়, যে তাবদ্ বাদবিবাদে ভাগং গ্রহীতুং বাঞ্ছন্তি। সন্তু নমাংসি ভূয়াংসি।

ত্বৎসুহৃদঃ
হেয়ারবিদ্যালয়-ছাত্রসভায়াঃ সদস্যাঃ

অভিনন্দনসভায়া অধিবেশনার্থং নিমন্ত্রণম্ (Invitation on the occasion of a meeting to accord reception)

মহামান্য মহাভাগাঃ,

মহামহামান্য-ভারতরাষ্ট্রপতিনা পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীমদনন্তগোপাল-শাস্ত্রিমহোদয়ঃ সবহুমানং সৎকৃত ইতি তস্মৈ অভিনন্দয়িতুং মাঘমাসস্য ত্রয়োদশদিবসে পঞ্চম-হোরায়াং নিখিলরাষ্ট্র-সংস্কৃতপরিষদঃ অধিবেশনং পরিষদ্ভবনে ভবিষ্যতি। তত্র কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়স্য উপাচার্যা ডক্টর-শ্রীসুবোধমিত্র মহোদয়াঃসভাপতি পদম্ অলঙ্করিষ্যন্তি। তত্রভবদ্ভিঃ সমাগত্য ????ভাসৌষ্ঠববিধানেন অনুগ্রাহ্যা বয়মিতি সপ্রশয়ং নিবেদ্যতে।

কলিকাতা— ৬
১২ বিডনষ্ট্রীট্,
২/১০/১৩৬৭

ভবদাশ্রবঃ
নিখিলরাষ্ট্রসংস্কৃতপরিষদঃ সম্পাদকঃ
শ্রীমধুসূদনদেবশর্মা

◆ **সংকেতবাক্য প্রদানের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ রচনা :**

(১) **প্রভাতকালঃ** — (সংকেতপদানি) রমনীয়ঃ → পূর্বস্যাংদিশিসূর্যঃ → শিশিরস্রাতা → → বিবিধানি কুসুমানি → মন্দং সমীরঃ → কমলানি → পক্ষিণঃ কূজনম্ → মুনয়ঃ স্তোত্রাণি গায়ন্তি → ধেনুপালা → কৃষকাঃ ক্ষেত্রাভিমুখং → যুবানো স্বাস্থ্যচর্চা → নার্যশ্চ গৃহকর্মানি → ছাত্রাঃ পঠন্তি।

Scanned with CamScanner

মূল রচনা : এষ খলু রমণীয়ঃ প্রাতঃকালঃ। পূর্বস্যাং দিশি অয়মুদেতি সূর্যঃ। অস্য লোহিতৈঃ কিরেণৈঃ তিরোধত্তে নৈশংতমঃ। অহো! বিচিত্রা চ শোভা শিশিরস্নাতায়াঃ কাননভূমেঃ। ফুল্লন্তি বিবিধানি কুসুমানি বর্ণাঢ্যানি। বাতি চ মন্দং স্নিগ্ধঃ সমীরঃ। কমলানি সরসি বিকসন্তি। পক্ষিণো হৃষ্টাঃ কূজন্তি। তেষাং প্রভাতঘোষণেন নিদ্রানিমীলিতং জগৎ প্রবুধ্যতে। তপোবনে মুনয়ঃ প্রভাতস্তোত্রাণি গায়ন্তি। পূজার্থিনঃ পুষ্পানি চিন্বন্তি। গোযুথৈশ্চ সহ ধেনুপালা গোষ্ঠং ব্রজন্তি। কৃষকাঃ বলীবর্দৈশ্চ সহ ক্ষেত্রাভিমুখং প্রযান্তি। যুবানো ব্যায়ামশালাং গচ্ছন্তি। নার্যশ্চ গৃহকৃত্যানি কুর্বন্তি। ছাত্রাশ্চ হিতমনুচিন্ত্য ঈশ্বরং প্রণমন্তি, পাঠে চ চিত্তং নিবেশয়ন্তি। এবং সর্বে প্রমুদিত মনসঃ প্রভাতবেলায়াং স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে।

৫.৫.২ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষণের জন্য ছোটোগল্প লিখন (প্রদত্ত সূত্রের ভিত্তিতে অথবা স্বাধীনভাবে) [Short story for teaching Sanskrit Language; (On given clues or independently) :

কথা সাহিত্য : বা গল্প সাহিত্য-ধারণা;

মানুষের মনে গল্প-কাহিনির আকর্ষণ চিরন্তন কালের; বাস্তবের চেয়ে গল্পে বর্ণিত কল্পনার জগৎ বেশি রমণীয়। রূপকথা ও গল্পের কল্পলোকে মানুষের অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ শক্তি, অসাধ্য ক্ষমতা এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা সবই মনোজগতে পরিপূর্ণ সার্থক হয়ে ওঠে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যেই লোকচিত্তহারী গল্প পাওয়া যায়। অনুমান করা যায় ভাষা আবিষ্কারের পর ও সাহিত্য রচনার প্রাক্ যুগে মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো আকারে মৌখিক গল্পের প্রচলন ছিল, পরবর্তীকালে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সেগুলিই লোক-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ প্রকৃতি ও গৃহপালিত জীবজন্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ জীবন যাপন করত। তাই ভাষা আবিষ্কারের পর মানুষ নিজের আদর্শে পশুপাখীর মুখে ভাষা দিয়ে নানারূপ কাল্পনিক কাহিনী রচনা করল। কখনো-কখনো ঐসব কাহিনীতে লোক পরম্পরায় নৈতিক উপদেশ যোগ করা হত, কখনও বা নীতি উপদেশ ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পই থাকত। মানুষের কল্পনাপিয়াসী স্বপ্নবিলাসী মন মনুষ্যজগৎকে নিয়ে এবং মনুষ্যজগতের অনুকরণে সৃষ্ট কাল্পনিক জগতের দেব-দেবী, রক্ষঃযক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব-অপ্সরা প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প কথা সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা পেত।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পকে বলা হত 'কথা'। খ্রিস্টপূর্ব যুগেই সংস্কৃত কথা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। বৈদিক সংহিতায় পশুপাখির গল্প নেই। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে দেবতা ও মানুষের সম্পর্কে দু-চারটি গল্প পাওয়া গেল; উপনিষদে অধ্যাত্ম তত্ত্ব অথবা নৈতিক উপদেশ কিংবা মহৎ জীবনদর্শন সম্পর্কে নানান গল্প আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১/১২; ৪/১/৫, ৭) 'ইন্দূররাজ' ও 'কুক্কুরপ্রধান' ইত্যাদি জীবজন্তুর গল্প আছে। মহাভারতে পশুপাখি সম্পর্কিত একাধিক আখ্যান-উপখ্যান আছে। মহাভাষ্যে ব্যবহৃত 'অজাকৃপণীয়' ও 'কাকতালীয়' শব্দ

দুটি নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো গল্পের সঙ্গে যুক্ত। বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলি অতি প্রাচীন; অবশ্য জাতকের কাহিনি ধর্মীয় আদর্শ ও নীতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। গ্রিক সাহিত্যে ঈশপের গল্প (Aesop's fables) নাম দিয়ে তৎকালীন জনপ্রিয় গল্পগুলি সঙ্কলিত হয়েছে (খ্রি. পূ. ৫ম শ.)। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ কথা-সাহিত্যের দুটি স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক সাহিত্যের আখ্যানে যেমন লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রায় কিছুই নেই, তেমনি তার পরবর্তী যুগে রাজা-রাজরা, মুনি-ঋষি, পণ্ডিত-বিদ্বানদের ছোটোবড়ো আখ্যান-উপাখ্যানেও লোকসাহিত্যের পূর্বাভাস কিছু নেই। তবে অনুমান করা যায় রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের নানান চিত্তাকর্ষক কাহিনি সাধারণস্তরে লোকপ্রিয় কথারূপে সুতচারণ-কুশীলবদের মুখে মুখে প্রচারের ফলে জনগণের মধ্যে পরিচিত হত; সুতরাং কালক্রমে সেইসব গল্পের সঙ্গে জনপ্রিয় উপাদান মিশে নতুন আকারের লোকসাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের জন্য গল্পকথার এক অমূল্য ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছে। এখানে পশুপাখি ও মানুষের গল্প একই সঙ্গে অথবা পৃথক পৃথক সঙ্কলিত। গল্পের রাজ্যে বাস্তব ও কল্পনার আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে; অঘটন-গঠন পটীয়সী কল্পনার রঙে রাঙানো সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের অমূল্য উপকরণরূপে চেতন ও জড় জগতের মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সকলকে নিয়েই কথাসাহিত্যের বিচিত্রর রসের কারবার। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের অন্তর্গত সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত কথা-সাহিত্যে অমূল্য বৈভব সঞ্চিত আছে; তবে তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত কথা-সাহিত্যই সামগ্রিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আলোচ্য সাহিত্যের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে তার বহুধা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির আদর্শ, গুরুগম্ভীর ও লঘুচপল বক্তব্য, ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি সর্বজনবোধ্য ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপিত। তাই আমরা এসব গল্প পাঠ করে উপভোগ করি— তরল হাস্যরস, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, হার্দ উপদেশ, সরস আখ্যান এবং বৈচিত্র্যময় অসংখ্য চরিত্র। আধুনিক কালের ছোটোগল্প, উপন্যাস ও লোকসাহিত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত কথা সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট।

(১) গল্প রচনার উদ্দেশ্য :

গদ্যসাহিত্যে গল্পের একটা বিশেষ স্থান আছে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের গল্প রচনার ওপর জোর দেওয়া হয়। গল্প রচনার কয়েকটি উদ্দেশ্যে আছে। সেগুলি আলোচনা করা হল—

(১) **কল্পনাশক্তির বিকাশ :** কল্পনাশক্তির বিকাশে গল্পের ভূমিকা অপরিহার্য। গল্প রচনার প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের কিছুক্ষণ মৌলিক চিন্তাভাবনা করতে হয়। মৌলিক চিন্তা বা কল্পনা ছাড়া গল্প রচনা করা যায় না।

(২) **ঘটনা বিন্যাসের দক্ষতা :** কোন্ ঘটনার পর কী ঘটবে, কীভাবে ঘটনাগুলোকে সাজালে চিত্তাকর্ষক হবে, কোথায় গল্পটি শেষ করতে হবে তার ধারণা থাকা চাই। ঘটনা বিন্যাসের দক্ষতা না থাকলে গল্প ভালো দাঁড়ায় না।

Scanned with CamScanner

(৩) **সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি :** যুক্তি, তর্ক ও চিন্তার সাহায্যে এমনভাবে গল্প লিখতে হবে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে। নিজেকে প্রশ্ন করলে যেন তার উত্তর পাওয়া যায়। নিষ্ঠা সহকারে গল্পটি রচনা করতে হবে। অতএব পর্যবেক্ষণ শক্তি বিকাশে গল্প লেখার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

(৪) **মানবজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা :** সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজে বাস করতে হয়। গল্প হবে জীবনমুখী। মানবজীবন সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা না থাকলে গল্প বাস্তব বা জীবন-নির্ভর হয় না। অতএব গল্প লেখার মাধ্যমে ছাত্রদের মানবজীবন সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতা জন্মে।

(৫) **মানবজীবন সম্পর্কে মমত্ববোধ :** মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ না থাকলে মানুষকে ভালোবাসা যায় না। মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ অবশ্যই প্রয়োজন। একটি জীবনের কোনো ঘটনাকে যথাযথভাবে বিকশিত করতে হলে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মানুষকে জানাতে হবে। তার গভীরে প্রবেশ করলেতার হৃদয়ের ভাষাও বোঝা যাবে ও তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ গড়ে উঠবে। তাই মমত্ববোধ বিকাশে গল্প রচনার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

(৬) **ভাষা ব্যবহার :** ভাষার ব্যবহার না জানলে গল্প লেখা যাবে না। গল্পটি ধীরে ধীরে কীভাবে এগিয়ে যাবে তা প্রকাশ পাবে ভাষার মধ্য দিয়ে। তাই গল্প লেখককে ভাষা ব্যবহারে সচেতন ও দক্ষ হতে হবে।

(৭) **যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষমতা :** কোন্ ক্ষেত্রে কী শব্দটি প্রয়োগ করলে ভাবটি যথাযথভাবে ফুটে উঠবে তার দায়িত্ব গল্প লেখকের। প্রয়োগে কৌশলী হতে না পারলে গল্প ভালো জমবে না।

(৮) **টেকনিকের জ্ঞান :** কোথায় আরম্ভ হবে কীভাবে ঘটবে ও তার পরিণতি কীভাবে হবে সবই নির্দেশ দেওয়া হবে। তাই গল্প লেখকের ক্ষেত্রে লেখার টেকনিকের জ্ঞান থাকা খুব জরুরি।

(২) গল্পের উপাদান :

গল্পের মধ্যে ছ-টি উপাদান থাকে— (১) কাহিনি নির্মাণ, (২) ঘটনা সংস্থাপন, (৩) চরিত্রসৃষ্টি, (৪) পরিবেশ রচনা, (৫) সংলাপ ও (৬) ভাষারীতি বা স্টাইল।

(১) **কাহিনি :** গল্পে একটি কাহিনি থাকে। গল্প লেখককে আগে থেকে ঘটনার বর্ণনা বা প্লট ঠিক করে সাজিয়ে নিতে হয়। ছোটোগল্পের লক্ষণই হল আকস্মিকতার মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা হবে ও কৌতূহল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(২) **ঘটনা সংস্থাপন :** কাহিনির যথাযথ বিন্যাসকেই বলা হয় ঘটনা সংস্থাপন। ঘটনা সংস্থাপনের গুণে কল্পিত কাহিনিও একেবারে বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে পাঠকের সামনে ধরা দেয়। ঘটনার চেয়ে ঘটনার উপযুক্ত সংস্থাপনে গল্পের প্রকৃত সার্থকতা।

(৩) **চরিত্র :** চরিত্র সৃষ্টি গল্পের অন্যতম উপাদান। কাহিনির প্রয়োজনে চরিত্র সৃষ্টি হলেও চরিত্রগুলিই অনেক সময় কাহিনির যথাযথ সহায়তা করে। গল্পে এক বা একাধিক চরিত্র থাকতে পারে। গল্পের বিষয় কাল্পনিক হলেও চরিত্রগুণে তা বাস্তবযোগ্য হয়ে ওঠে।

(৪) **পরিবেশ :** পরিবেশ সৃষ্টিতে গল্প লেখককে অধিক মনোযোগী হতে হয়। গল্পের পরিবেশ গল্পরসকে তাৎপর্যে অভিষিক্ত করে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে গল্পের প্লটও ব্যর্থ হয়ে যায়।

(৫) **সংলাপ :** গল্পে সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র যেমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনি পরিবেশ রচনাও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। জীবন্ত সংলাপ গল্পরসকে জমিয়ে তোলে।

(৬) **ভাষারীতি বা স্টাইল :** স্টাইল বা ভাষারীতির সাহায্যে গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। ভাষা হবে সহজ ও অনাড়ম্বর, তেমনি হবে ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ও ইঙ্গিতবাহী। স্টাইল হল গল্প রচনার অন্যতম আকর্ষণ।

(৩) আদর্শ ছোটোগল্প রচনার পদ্ধতি (শিক্ষার্থী পর্যায়ে)

(১) প্রদত্ত কাহিনিসূত্র অনুযায়ী গল্পের প্রধান উপকরণ যে প্লট তা মনে মনে তৈরি করে নিতে হবে।

(২) যাতে কাহিনিসূত্রের সমস্ত অংশটিই গল্পে গ্রথিত হয় তা দেখতে হবে।

(৩) গল্পের সূচনায় আকস্মিকতা সৃষ্টি করতে পারলে ভালো হয়।

(৪) চরিত্রগুলি যাতে বাস্তব হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

(৫) গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) উপযুক্ত সংলাপ সৃষ্টির দ্বারা গল্পকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

(৭) গল্পের উদ্দেশ্যের কথা সোজাসুজি না প্রকাশ করে সংকেতের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

(৮) বিষয়ের প্রতি সংগতি রেখে গল্পের নামকরণ হবে।

(৯) গল্পের শেষে একটি নীতিবাক্য দিতে পারলে ভালো হয়।

(১০) গল্পের সমাপ্তি হবে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক।

(১১) ভাষা হবে স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল।

(১২) সাধু বা চলিত যে-কোনো একটি ভাষাতেই গল্প লিখতে হয়। তবে ভাষার প্রাঞ্জলতাই হবে প্রধান গুণ।

Scanned with CamScanner

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যেমন গল্প শোনাবেন, তেমনি শিক্ষার্থীকে গল্প বলা শেখাবেন এবং গল্প লিখতেও শেখাবেন। মৌলিক গল্প লেখার জন্য শিক্ষার্থীযাতে উৎসাহী ও আগ্রহী হয়, তার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাকে উদ্যোগী হতে হবে; বিশেষত সংস্কৃত ভাষা যেখানে পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। এই সকল গল্পের বিষয়বস্তু প্রাচীনকাব্য, মহাকাব্য পঞ্চতন্ত্র— আধুনিক দৈনন্দিন জীবন, চন্দ্রাভিযান সংক্রান্ত অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রভৃতি হতে গৃহীত হবে। এক্ষেত্রেও Principle of Picture Composition বা চিত্রসন্দর্শন রচনা নীতি এবং Principle of Free Composition বা স্বচ্ছন্দ রচনানীতি অবলম্বন করে বিষয়ভিত্তিক রচনা শেখাতে পারেন।

চিত্রসন্দর্শন রচনা ও স্বচ্ছন্দ-রচনা (Picture Composition) :

সংস্কৃত শ্রেণিতে শ্রেণির পাঠদান আকর্ষণীয় করবার জন্যে শিক্ষকমশায় মাঝে মাঝে শ্রেণিতে Picture Composition বা চিত্র সাহায্যে রচনা লেখার কাজ শুরু করতে পারেন। কোন একটা সংস্কৃত গল্পকে শিক্ষকমশায় ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করলেন আর প্রতিটি অংশের জন্য ছবি অঙ্কিত করলেন। ছবির নীচে সব সময়ে দু-একটি সংকেতমূলক বাক্য বা শব্দ দেওয়া থাকবে। এরপর শিক্ষকমশায় প্রতিটি ছবিকে অনুসরণ করে ছাত্রদের দু-চারটি সহজ সরল সংস্কৃত বাক্য রচনা করতে বলবেন। সবার শেষে তিনি বাক্যগুলিকে এক জায়গায় লিখে দেবেন। এতে দেখা যাবে ছাত্রদের সাহায্যে চমৎকার একটি রচনা লেখা শ্রেণিতে সম্পন্ন হয়েছে।

উদাহরণরূপে মূর্খ ভৃত্য গল্পটির কথা ধরা যাক। এতে পরপর কয়েকটি ছবি থাকবে।

(১) প্রথম ছবিতে দেখা গেল রাজা নিদ্রা যাচ্ছেন। ছবির নীচে লেখা থাকল— রাজা নিদ্রাতি।

(২) দ্বিতীয় ছবিতে দেখা গেল নিদ্রিত রাজাকে একটি বানর পাখা দিয়ে বাতাস করছে। নীচে লেখা থাকল— বানরঃ ব্যজনেন বায়ুং বিদধাতি।

(৩) তৃতীয় ছবিতে দেখা গেল মাছি এসে রাজার বুকে এসে বসেছে। নীচে লেখা থাকল— মক্ষিকা নৃপস্য বক্ষসি উপবিষ্টা।

(৪) চতুর্থ ছবিতে দেখা গেল বানরটি অস্ত্র দিয়ে মাছির ওপর আঘাত করছে। নীচে লেখা থাকল— বানরঃ অস্ত্রেণ মক্ষিকাম্ আহতি।

(৫) পঞ্চম ছবিতে দেখা গেল রাজার তেহ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। নীচে লেখা থাকল— নৃপস্য বক্ষঃ দ্বিখণ্ডীকৃতম্।

এখন এই পাঁচটি ছবি পরপর শ্রেণিতে সাজিয়ে দিলে দেখা যাবে শিক্ষকমশায়ের সামান্যতম সাহায্যে গল্পটি ছাত্ররা বেশ লিখতে পারছে। সংস্কৃত ভাষার কিছুটা জ্ঞান লাভের পরই শ্রেণিতে এই Picture Composition এ বেশ ফল পাওয়া যায়। কারণ সুন্দর সুন্দর ছবি শিক্ষার্থীদের মনকে আকর্ষণ করে আর লিখতে উৎসাহিত করে।

আবার, সংকেতবাক্য (Suggestive points) প্রদানের ভিত্তিতে Principle of Free Composition বা স্বচ্ছন্দরচনানীতি অনুসারে গল্প রচনা করা যেতে পারে, যেমন;

একলব্যস্য গুরুদক্ষিণা :

সংকেতপদানি → নিষাদরাজস্য → একলব্যো → ধনুর্বেদশিক্ষার্থং দ্রোণাচার্যস্য সমীপম্ → দ্রোণাচার্যে বিরতো → দ্রোণাচার্যস্য মৃন্ময়ী প্রতিকৃতিং → ধনুর্বিদ্যায়ামভ্যাসম্ → নিপুণঃ → পাণ্ডবাঃ → কুক্কুরঃ → চীৎকারম্ → কুক্কুরস্য মুখং বধ্নাতি → রুধিরং নাপততি → অর্জুনঃ → একলবং দৃষ্ট্বা → দ্রোণাচার্যঃ → দক্ষিণহস্তস্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্টম্।

মূলপাঠ :

নিষাদরাজ্য হিরণ্যধনুরিতি একলব্যো নাম পুত্রহজায়ৎ। সঃ একদা ধনুর্বেদশিক্ষার্থং দ্রোণাচার্যস্য সমীপমগচ্ছৎ। একলব্যঃ আচার্যং নিজাভিপ্রায়ং সবিনয়ং বদতি স্ম। তং নিষাদমবগম্য দ্রোণাচার্যস্তস্মৈ ধনুর্বেদ-শিক্ষাদানে বিরতো ভবতি স্ম।

প্রত্যাখ্যাতঃ একলব্যো অরণ্যম্ আগম্য দ্রোণাচার্যস্য মৃন্ময়ীং প্রতিকৃতিং বিরচর্য্য তং পূজয়তি স্ম। ততস্তৎ সম্মুখে ধনুর্বিদ্যায়াঃ- অভ্যাসমকরোৎ এবং কালক্রমেণ একলব্যো ধনুর্বিদ্যায়ামতীব নিপুণোহভবৎ।

একদা পান্ডবাঃ মৃগয়ার্থৈ তদরণ্যমগচ্ছন্। পথভ্রষ্টঃ একঃ কুক্কুরঃ একলব্যং দৃষ্ট্বা চীৎকারমকরোৎ। তেন চীৎকারেণ বিরক্তঃ একলব্যো শরপ্রয়োগনৈপুণ্যেন তস্য শরাণ ক্ষিপতি স্ম কুক্কুরস্য মুখং বধ্নাতি স্ম, কিন্তু কিঞ্চিদপি রুধিরং নাপতৎ। ততঃ প্রত্যাবৃত্তং কুক্কুরং তদবস্থান্ দৃষ্ট্বা অর্জুনাদয়ো বিস্মিতোহভবন্। ততস্তে দ্রোণাচার্যস্য প্রতিকৃতেঃ সম্মুখে বাণাভ্যাসরতমেকলব্যং পশ্যন্তি স্ম। তে মতবদন্ — ভদ্র! তব পরিচয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছামঃ। সোহবদৎ — দ্রোণাচার্যস্য শিষ্যোহহম্ ইতি। তচ্ছ্রুত্বা পান্ডবাঃ দ্রোণাচার্যং নিকষা গত্বা তস্মৈ সকল কথিতবন্তুঃ। তেষু মধ্যে অর্জুনঃ আচার্যং কথয়তি স্ম— দেব! ত্বয়া মাং নিকষা প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং যৎ শিষ্যেষু ত্বমেব শ্রেষ্ঠঃ। ইদানীমেকলব্যং দৃষ্ট্বা তব বাক্যম্ তব বাক্যম্ অন্যথা পশ্যামি।

তদাকর্ণ্য বিস্মিতঃ আচার্যঃ শিষ্যৈঃ সহ একলব্যং নিকষাগম্য অবদৎ — বৎস! যদি ত্বম্ মাং গুরুং মন্যসে তদ্‌দক্ষিণার্থং তব দক্ষিণহস্তস্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠং দেহি। তদাকর্ণ্য একলব্যঃ তথাকরোৎ।

☐ ৫.৫.৩ সংস্কৃত শিক্ষণের জন্য কবিতা তথা শ্লোক রচনা (Poetry (Sloka) Writing for teaching Sanskrit) :

সংস্কৃত ভাষা তথা সংস্কৃত সাহিত্য জগতে কবিতা তথা কাব্য কোনো ঐকদেশিক বা ঔপশ্লেষিক আধারে বাস করে না। সে সমগ্র সাহিত্য জগতে। অভিব্যাপক অবস্থাতেই থাকে। আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন— "বাক্যংরসাত্মকং কাব্যম্"— অর্থাৎ যে বাক্য রসসমন্বিত তাই

Scanned with CamScanner

কাব্যত্বগুণের পরিচায়ক। তাই গদ্য এবং পদ্য সংস্কৃতসাহিত্য রসিকদের কাছে শ্রব্যকাব্য এবং নাটক তাঁদের কাছে দৃশ্যকাব্য হিসেবে পরিচিত।

কাব্য প্রকাশকার মম্মট কাব্যসৃষ্টির বা কাব্যোৎপত্তির কারণ হিসেবে বলেছেন—

"শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবো।" — অর্থাৎ

কাব্যের উৎপত্তিতে কারণ হল স্বাভাবিক অর্থাৎ জন্মগত প্রতিভা, জগৎ শাস্ত্র নিরীক্ষণ তথা দৈনন্দিন জীবনে অভিযোজনের ফলে প্রাপ্ত তাত্ত্বিক নৈপুণ্য, যা পরবর্তী জীবনে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আত্মিক নৈপুণ্য, যা পরবর্তী জীবনে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে সহায়ক এবং কাব্যবিদ্‌দের পরামর্শ অনুসারে কাব্যচর্চা এবং তাদের সমালোচনার দ্বারা বারংবার আত্মানুশীলন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যখন সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল থাকে ভারতীয় সাহিত্যহর্ম্যের Oldest Monument বলে অভিহিত করা হয় তা ছিল পদ্যকাব্যেরই প্রাচীন। তা ছিল ছন্দোবন্ধ। সুতরাং শিক্ষাবিদ্‌গণ ঐতিহাসিকগণ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ-এর অনুমান সংস্কৃত পদ্যের সূচনা ওই বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমেই। পরবর্তীকালে যখন ভাষাগত বিবর্তনের মাধ্যমে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের সূচনা হয় সেক্ষেত্রে সংস্কৃত শ্লোকই হল সংস্কৃত পদ্য বা কবিতার রূপে প্রকাশিত।

এই মন্ত্র বা শ্লোক রচনার প্রথম ও প্রধান শর্ত হল ছন্দ; তাই বলা হয়েছে "ছন্দোবন্ধ পদং পদ্যম্"— অর্থাৎ ছন্দ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অক্ষর বা মাত্রা দ্বারা বন্ধ পদ সমষ্টিকে পদ্য বলে।

"চন্দয়তি আহ্লাদয়তীতি ছন্দঃ", অর্থাৎ আনন্দ উৎপাদন করে তাকেই ছন্দ বলে।

ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ।।" — অর্থাৎ

চারটি পাদ বা চরণ মিলে পদ্য হয়। পদ্য দুই প্রকার— বৃত ও জাতি। অক্ষরের (Syllable) নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুসারে রচিত পদ্যের নাম বৃত্ত। আর মাত্রার (mora) সংখ্যা অনুসারে রচিত পদ্যের নাম জাতি।

আমরা বর্তমানে বৃত্তচ্ছন্দ নিয়েই আলোচনা করব, কারণ শ্লোকরচনার ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক। ছন্দোমঞ্জরীতে উক্ত হয়েছে,

সমমর্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তত্রিধা।
সমং সমচতুচতুষ্পাদং ভবত্যর্ধসমং পুনঃ।।
আদিস্তৃতীয়বদ্ যস্য পাদস্তুর্যো দ্বিতীয়বৎ।
ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্তিতম্।।

ebook.dascoaching.in

অর্থাৎ, বৃত্ত তিন প্রকার;

(১) যে বৃত্তে চারিটি পাদ বা চরণে গুরুলঘুক্রমে সমানসংখ্যক অক্ষর থাকে, তাকে সমবৃত্ত বলে। লৌকিক সংস্কৃত শ্লোকের অধিকাংশই সমবৃত্ত ছন্দের দ্বারা রচিত।

(২) যে বৃত্তে তৃতীয়চরণ প্রথম চরণের অনুরূপ এবং চতুর্থ চরণ দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ সমানসংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট তাকে অর্ধসমবৃত্ত বলে।

(৩) যে বৃত্তে চারিটি পাদের প্রত্যেকটি পাদ বা চরণ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বিশিষ্ট তাকে বিষমবৃত্ত বলে।

ছন্দের নিয়ামক হল গুরু ও লঘু স্মরবর্ণ। সমস্ত ছন্দ ছন্দ দশটি অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়। যথা— ম, য, র, স, ত, জ, ড, ন, গ এবং ল। তাই উক্ত হয়েছে—

"ম্যরস্তভ্নগৈর্লান্তৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।
সমস্তং বাঙ্ময়ং ব্যাপ্তম্।।"

তিনটি অক্ষর মিলে এক একটি গণ হয়। এইরূপ তিন অক্ষরযুক্ত ৮টি গণ। যথা— ম-গণ, য-গণ, র-গণ, স-গণ, ত-গণ, জ-গণ, ভ-গণ, ন-গণ— প্রত্যেকটি তিন অক্ষরে গঠিত কিন্তু 'গ' এবং 'ল' গণ দ্বারা এক-একটি অক্ষর (Syllable) বোঝায়।

— চিহ্ন দ্বারা গুরু এবং U চিহ্ন দ্বারা লঘু সূচিত হয়।

ছন্দোমঞ্জরীতে গুরুলঘু নির্ণয় করার উপায় হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; মস্ত্রিগুরু স্থিলঘুশ্চ নকারো / ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ / জো গুরু মধ্যগতো বলমধ্যঃ / সোহন্তগুরুঃ কথিতোহন্তলঘুস্তঃ / গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ ক্রমেন টেষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা।।

অর্থাৎ (i) – – – মগণ (তিনটি অক্ষর গুরু)।
(ii) U U U ন ,, (,, ,, লঘু)।
(iii) – U U ভ ,, (প্রথম ,, গুরু)।
(iv) U – – য ,, (,, ,, লঘু)।
(v) U – U জ ,, (মধ্য ,, গুরু)।
(vi) – U – ল ,, (,, ,, লঘু)।
(vii) U U – স ,, (শেষ ,, গুরু)।
(viii) – – U ত ,, (,, ,, লঘু)।
(ix) – গ ,, (একটি মাত্র গুরু)।
(x) U ল ,, (একটি মাত্র লঘু)।

গুরু বর্ণের নির্ণয় করবার সময় যে শর্তগুলি ছন্দোমঞ্জরীতে উল্লিখিত হয়েছে; তাহল—

"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোহ পি বা।।" অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

অনুস্বারযুক্ত অক্ষর, দীর্ঘস্বর, বিসর্গযুক্ত অক্ষর এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্বঅক্ষর গুরু হবে, শ্লোকের পাদের অন্তস্থিত অক্ষর বিকল্পে গুরুস্ববিশিষ্ট হবে।

এ ছাড়া বাকি সমস্ত অক্ষর লঘুস্বরবিশিষ্ট অক্ষরের বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা সর্বপ্রথমে জানা প্রয়োজন।

পরবর্তী পর্যায়ে ওই গুরুলঘু স্বরবিশিষ্ট অক্ষরের ধারণা ভিত্তিতে ছোটো ছোটো সংস্কৃতে ছোটো ছোটো বাক্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করা প্রয়োজন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে অনুষ্টুভ্ ছন্দ সম্পর্কে প্রথমে ধারণা করে নিতে হবে। এই অনুষ্টুভ্ ছন্দ মূলত বৌদ্ধিক ভাষার অন্তর্গত হলেও সংস্কৃত ভাষায় একে 'বিদ্যুৎন্মালা' বৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়। এর সংজ্ঞা হল "মো মো গো গো বিদ্যুৎমালা"— অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিটি চরণে দুইটি 'ম' (মস্ত্রিগুরু অর্থাৎ তিনটিই গুরুস্বরযুক্ত অক্ষরবিশিষ্ট) গণ এবং দুইটি 'গ' (দুইটি স্বতন্ত্র গুরুস্বরযুক্ত অক্ষরবিশিষ্ট) গণ হলে অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের চারটি চরণের প্রত্যেকটি চরণেরই আটটি অক্ষরই গুরুস্বরযুক্ত অক্ষর হলে 'বিদ্যুৎমালা' ছন্দ হয়। এই ছন্দে রচিত একটি শ্লোকের উদাহরণ হল— 'বাসোবল্লী বিদ্যুৎমালা বই শ্রেণিশত্রুশ্চাপঃ..." ইত্যাদি।

এখানে গণ নির্ণয় করলে এইভাবে পাওযা যায়,

বা সো ব। ল্লী বি দ্যু। ন্মা লা ব। ই শ্রে ণী। শ ত্রু। শ্চা পঃ

এখানে আটটি অক্ষরই গুরুস্বর বিশিষ্ট সুতরাং এটি বিদ্যুৎন্মালা তথা প্রাচীন বৌদিক অনুষ্টুড্ ছন্দের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। শ্লোক রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে এই অনুষ্টুড্ ছন্দে শ্লোক রচনা অভ্যাস করতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট চারটি চরণযুক্ত শ্লোক রচনা করার অভ্যাস করতে হবে কিন্তু সেখানে অনুষ্টুড্ তথা বিদ্যুন্মালা ছন্দের শর্তানুযায়ী আটটি অক্ষর লঘু হলে চলবে না। এক্ষেত্রে শ্লোকটি 'পদ্য চতুষ্পদী...'— এই নিয়মানুযায়ী চারটি চরণবিশিষ্ট হবে ঠিকই কিন্তু প্রত্যেকটি চরণের পঞ্চম অক্ষর লঘু হবে এবং ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী প্রণিধানযোগ্য; রাজা বিক্রমাদিত্য একবার কবিকূল চূড়ামণি কালিদাস সহ অন্যান্য পন্ডিতদের প্রভাতের স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশের শ্লোক রচনার আদেশ দিলেন। অন্যান্য সকল পন্ডিতই এ ব্যাপারে লিখলেও তাদের কারোরই লঘুস্বরবিশিষ্ট পঞ্চমাক্ষর এবং গুরুস্বরবিশিষ্ট ষষ্ঠাক্ষর এই হিসেব অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

তখন কালিদাস অনেক ভেবেচিন্তে যে শ্লোকটি লিখেছিলেন, তা হল—

"প্রাতরুত্থায় ভুপালঃ
মুখং প্রক্ষালয়স্য টঃ।
নগরের ভাষঁতে কুক্কুঃ
চবৈতুহি চঁর্বৈতুহি।।" — এখানে

শ্লোকটির অনেকগুলি বিষয় লক্ষ্যণীয়; যথা—

প্রথমত শ্লোকটি চারটি পাদ বা চরণ বিসিষ্ট সমবৃত্ত ছন্দযুক্ত।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেকটি চরণ ৮টি অক্ষর বিশিষ্ট।

তৃতীয়ত প্রত্যেকটির চরণের পঞ্চমাক্ষরগুলি ('য়', 'ল', 'ষ', 'চ') গুরুস্বরযুক্ত এবং ষষ্ঠাক্ষরগুলি ('ভূ', 'য়' [সংযুক্ত 'স্য' বর্ণের পূর্ববর্ণ], 'তে', 'বৈ') লঘুস্বরযুক্ত।

চতুর্থত অষ্টাক্ষর-এর সমতা বজায় রাখার জন্য কবি তৃতীয় চরণের 'কুক্কুটঃ' পদের 'ট' বর্ণকে দ্বিতীয় চরণে তুলে দিয়েছেন এবং শেষ চরণে পাদপূরণের 'চবৈতুহি' এই অব্যয় পদের দ্বিত্ব রূপ ব্যবহার করেছেন।

এইভাবে কৌশলে শ্লোক রচনা করা অভ্যাস করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে একাদশক্ষরবিশিষ্ট ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে শ্লোক রচনা করতে হবে। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের লক্ষণ হল— 'স্যাদিন্দ্র বজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।" অর্থাৎ যে সমবৃত্ত ছন্দের প্রতিটি চরণে 'ত', 'ত', 'জ', 'গ', 'গ' গণগুলি থাকে তাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে। এর প্রখ্যাত উদাহরণ হিসেবে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলে ধরা যেতে পারে;

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকাসং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।।"

— একে যথার্থ উপায়ে বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হল,

অ	র্থো	হি	ক	ন্যা	প	র	কী	য়	এ	ব
তা	ম	দ্য	সং	প্রে	ষ্য	প	রি	গ্র	হী	তুঃ
জা	তে	ম	মা	য়ং	বি	শ	দঃ	প্র	কা	মং
প্র	ত্য	র্পি	ত	ন্যা	স	ই	বা	ন্ত	রা	ত্মা

এইভাবে একাদশক্ষরা ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের মাধ্যমে শ্লোকরচনা করার অভ্যাস করতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে একাদশাক্ষর বিশিষ্ট 'উপেন্দ্রবজ্রা' এবং 'উপজাতি' ছন্দের মাধ্যমেও শ্লোক রচনা করার অভ্যাস করতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট 'বংশস্থবিল' এবং 'ইন্দ্রবংশ' বৃত্ত বা ছন্দের মাধ্যম্যে শ্লোক রচনা করার অভ্যাস করতে হবে।

শ্লোক রচনার ক্ষেত্রে বৃত্তছন্দ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু বৃত্তছন্দ-এর ক্ষেত্রে 'যতি' একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আবিষ্কার করে বসে আছে সেহেতু যতি ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে হবে। ছন্দোমঞ্জরীতে উক্ত হয়েছে যে, "যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থানং

Scanned with CamScanner

কবিভিরুচ্যতে"— এই উক্তি অনুযায়ী কবির জিহ্বা যেখানে থামতে ইচ্ছা করবে সেখানে যতি হবে, এই কথাই বলা হয়েছে। তবে উপরোক্ত ছন্দে রচিত শ্লোকের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্লোকের প্রত্যেকটি চরণের শেষে যতি পড়ে বলে এইসব ছন্দগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্লোক রচনা করা সহজ হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যাতে শ্লোক রচনায় উৎসাহ আসে সে ব্যাপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাদের আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা ও প্রেষণা সঞ্চারে উদ্যোগী হবেন।

শ্লোক রচনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসেবে মহাকবি **মাঘের** কাব্যকে তুলে ধরা যেতে পারে, একটিমাত্র বর্ণকে নিয়ে তিনি শ্লোক রচনা করেছেন

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নানাননা ননু।
নুন্নোহ্নুন্নো নণুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্নৎ।

কখনও বা অপূর্ব কৌশলে শ্লোকের প্রতিপাদের প্রথমার্ধের বর্ণসংস্থানই বিপরীতভাবে দ্বিতীয়ার্ধে সন্নিবেশিত করেছেন,

দেবাকানিনিকাবাদে বাহিকাস্বস্বকাহিব।
কাকারেভভরেকাকা নিস্বভব্যভস্বনি॥

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

অধ্যায় ৩

শিক্ষণ প্রায়োগিক নিযুক্তি
(Engagement with the Field / Practicum)

নতুন বিএড পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্যতম বিষয় 'ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (সংস্কৃত)' (Pedagogy of Laguage Teaching) এখানে একটি অর্ধ রয়েছে এবং সিলেবাসের শেষে একটি অংশ রয়েছে, যেটি হল—'Practicum' অর্থাৎ এই কোর্সের প্রায়োগিক অংশ। এটির জন্য বরাদ্দ রয়েছে এক ক্রেডিট (One Credit) বা 50 নম্বর। এই Practicum-এর বরাদ্দ সময় 32টি ক্লাস (Class hour)।

- Speech and Speech Mechanism
- Word Formation
- Syntax
- Phonetic Transcription
- Identifying General and Specific Objectives with Learning Outcome
- Task analysis and Content Analysis
- Developing Instructional (Teaching Learning) Material
- Planning Instructions

Scanned with CamScanner

1. Speech and Speech Mechanism

- এক্ষেত্রে প্রথমত বিভিন্ন ধ্বনি তথা স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি, সন্ধ্যক্ষর, অন্তঃস্থধ্বনি, উষ্মধ্বনি, অযোগবাহ ধ্বনি ইত্যাদি প্রকাশের ব্যাপারে বাগ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতার সম্পর্কে সপ্তম শ্রেণির ব্যাকরণগ্রন্থ ও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক যে-কোনো গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
- শিক্ষার্থীদের পদ গঠন তার বাচনিক প্রকাশে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা যেমন নির্দিষ্ট কোনো শব্দের উচ্চারণ করতে পারছে কিনা, তোত্‌লামি আছে কিনা, নাক, জিভ, গলা, দাঁত ঠোঁট প্রভৃতির কোনো অসুবিধা উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে কি না এগুলি বিচার্য বিষয়
- বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে কোন্ নির্দিষ্ট ধ্বনির উপর কোন্ স্বর (Accent) প্রযুক্ত হচ্ছে এবং তার ফলে তার অর্থের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তা বিচার করা বাঞ্ছনীয়।
- কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করে সঠিকভাবে গুছিয়ে সাবলীলভাবে বলতে পারছে কিনা তার বিচার করা অবশ্য কর্তব্য।

2. Word Formation in Sanskrit Language

○ সংস্কৃত ভাষায় পদ গঠন (Word Formation in Sanskrit Language) :

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি শব্দ সম্পর্কে বলেছেন,— **প্রতীত পদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দঃ ইত্যুচ্যতে।** — অর্থাৎ অর্থবহ ধ্বনিকে শব্দ বলে; যা শোনামাত্র কোনো না কোনো পদার্থের বোধ হয়। যেমন 'গো' শব্দ উচ্চারণ করলে গলকম্বল বিশিষ্ট প্রাণীর বোধ হয়।

সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়েছে, **"নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত।"** অর্থাৎ শাস্ত্রে তথা সংস্কৃত ভাষায় যা পদ নয়, তা প্রয়োগ করবে না। কারণ, বাংলায় 'নর', 'মুনি', 'ফল' বললে সেই সেই শব্দের এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ অভিহিত হয়, সংস্কৃতে সেই সেই শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ বোঝাতে নির্দিষ্ট বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বিভক্তি যুক্ত না হলে সেই শব্দের কোনো অর্থ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।

বিভক্তিহীন শব্দকে প্রতিপদিক বা নামপ্রকৃতি বলে, ইংরেজিতে Stem বলে। প্রতিপাদিকের সংজ্ঞা সম্পর্কে মহামুনি পানিনি তার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে বলেছেন, **অর্থবদ ধাতুর প্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্**—অর্থাৎ যা ধাতু নয়, প্রত্যয়ন্ত নয়, অথচ যার অর্থ আছে, এমন শব্দকে প্রতিপদিক বলে। কৃৎ, তদ্ধিত বা সমাসবদ্ধ শব্দকেও প্রতিপদিক বলে **কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ।**

এই প্রতিপাদিক-এর সঙ্গে সুপ্ বিভক্তি যোগ করলে যে পদ হয় তাকে সুবন্ত পদ বলে। আর, ক্রিয়াঘটিত ব্যাপারের মূল প্রকৃতি যে ধাতু তার সঙ্গে তিঙ্ বিভক্তি যোগ করলে যে পদ নির্মিত হয়, তাকে তিঙন্ত পদ বলে। তাই উক্ত হয়েছে **"সুপ্ তিঙন্তং পদম্।"**

সংস্যাকারক বা আরও নানাপ্রকার সম্বন্ধ বোঝাতে শব্দের পর সুপ্ বিভক্তি যুক্ত হয়। তাই বলা হয়েছে **সংস্যাকারকাদিবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ।** কারক সম্পর্কে বলা হয়েছে, **ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্।** অর্থাৎ বাক্যমধ্যস্থ প্রতিটি পদের সঙ্গে ওই বাক্যমধ্যস্থ ক্রিয়ার যে সম্পর্ক বা অন্বয়, তার ভিত্তিতেই এক একটি কারক বিহিত। ওই নির্দিষ্ট কারকের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্দিষ্ট সুপ্ বিভক্তি প্রতিপাদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক-একটি নির্দিষ্ট অর্থবহ পদ তৈরি করে।

যেমন—নরঃ → এখানে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি (সু) প্রযুক্ত হলে 'নরঃ' অর্থাৎ 'মানুষ' 'লোক' এই নির্দিষ্ট অর্থ বিহিত হয়েছে।

আবার, নরম্ → কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়ে (ঔ) 'নরম্' অর্থাৎ 'মানুষকে', লোককে', 'জনকে' এই নির্দিষ্ট অর্থ বিহিত হয়েছে।

পদ বলতে বিশেষ্য ও বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় সবাইকেই বোঝায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—**"গুণাদিভিস্তু যদ্ভোদ্যং তদ্বিশেষ্যমুদাহৃতম্।"** অর্থাৎ যে পদের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ, অবস্থা বা ক্রিয়া প্রভৃতির নাম প্রকাশ করা হয়, সেই পদকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন রামঃ।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে কথিত হয়েছে—"**ভেদকো বিশেষণম্**। অর্থাৎ একজাতীয় পদার্থসমূহ থেকে যে পদ কোনো একটি বা একের অধিক বিশেষ্য পদকে গুণ, অবস্থা বা সংস্থাগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন বীরঃ রামঃ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে "**সর্বাদীনি সর্বনামানি।**" অর্থাৎ সর্ব্ব, যদ্, তদ্ প্রভৃতি কতকগুলি পদ আছে যেগুলি বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, এদেরকে সর্বনাম পদ বলে।

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে বলা হয়েছে,

"সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।

বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।।" অর্থাৎ যেসব শব্দের তিন লিঙ্গে, সাতটি বিভক্তিতে এবং তিন বচনে কোনো পরিবর্তনই হয় না, তাদেরকে অব্যয় পদ বলে। বিভক্তির চিহ্ন না থাকলেও অব্যয়গুলিকে পদ বলে গণ্য করা হয়।

সংস্কৃত ভাষার পদ গঠনের আগে সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা থাকা খুব জরুরি।

সংস্কৃত ভাষার পদের নির্মাণ করতে গেলে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের সরণি বেয়ে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে চলে যেতে হবে।

আদি কবি বাল্মীকি যখন 'রামায়ণম্' মহাকাব্য রচনা করছেন তখন একস্থানে বর্ষাঋতুর মেঘমাশ্লিষ্ট আকাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তৈরি করেছেন 'বিদ্যুৎপতাকা', 'সবলাকমালা', 'শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিঘনসন্নিকাশা' ইত্যাদি অভিনব পদসমূহ।

মহাকবি কালিদাস তাঁর কালজয়ী দৃশ্যকাব্য 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এ পদসমূহ নিয়ে লেখনীর মাধ্যমে অত্যন্ত সাবলীলতায় ক্রীড়া করেছেন; তার নিদর্শন হিসেবে বলা যায়, 'প্রয়োগ বিজ্ঞানম্', 'শ্রুতিবিষয়গুণা,' 'সর্ববীজপ্রকৃতিঃ', 'দত্তদৃষ্টিঃ' (মতান্তরে বন্ধদৃষ্টিঃ), 'তুলরাশাবিবাগ্নিঃ' (মতান্তরে 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ'), 'কীর্ণবর্ত্মা' ইত্যাদি।

ভতৃহরি তথাভট্টি ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন বলে তিনি কষ্ট করে শব্দ চয়ন করে তাঁর দুর্বোধ্য শাস্ত্রকাব্য **'রাবণধর্ম'** রচনা করেছেন। তাই নিজেই তিনি তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলেছেন, "ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যম্।" তাই তাঁর এই কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে "প্রভাতবাতাহ্তিকম্পিতাকৃতিঃ", সমাস ও কারকবিভক্তির বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে অর্থ উদ্ধার করতে হয়।

সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থভূয়িষ্ঠ শব্দচয়ন ভাববি রচিত **'কিরাতার্জুনীয়ম্'** কাব্যকে অর্থগৌরব দ্বারা অলঙ্কৃত করেছে; তার প্রমাণ 'সৌষ্ঠবৌদার্যবিশেষশালিনীম্', 'কনকময়াতপত্রলক্ষ্মীম্', 'বিবিক্তবর্ণাভরণা', 'প্রসন্নগম্ভীরপর্দা' ইত্যাদি পদগুলি।

'কালিদাসস্য উপমা', 'ভারবেঃ অর্থগৌরবম্', 'নৈষধীয় পদলালিত্যম্' এই তিনটি গুণ যার মধ্যে রয়েছে সেই মহাকবি মাঘ তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের ইস্থায় তৈরি করলেন নতুন

পদ— 'কমলাসখ্', 'দনুসুতারি', 'বসুদেবসম্মনি', 'বিলম্বিতঘণ্টাদ্বয়পরিবারিতবারণেন্দ্রলশীলাম্' ইত্যাদি পদগুলি যাকে ব্যাকরণের দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হত।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের পদলালিত্য সম্পর্কে বলা হয় "গীতবদ্হৃদয়াহ্লাদম্..."। এখানে অনুপ্রাস অলঙ্কারের শব্দসাম্য তৈরি করেছে, শ্রুতিমাধুর্য্য, উদাহরণ → হিসেবে উক্ত হয় 'ক্ষণমাশ্চর্যরসালসগতম্', 'হংসাবলিমাংসলশ্রিয়ো' ইত্যাদি পদগুলি। আবার, মাঝে মাঝে কোমল পদসন্নিবেশ তৈরি করেছে সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার; উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, 'পুরঃ', 'পরে' 'তৃণে', 'তৃণেঢ়ি', 'জ্বলনঃ', 'জ্বলন্', 'সতী', 'নাবতি', 'সর্বথা' ইত্যাদি পদগুলি।

আবার, ওজঃগুণ সমন্বিত দীর্ঘসমাসবহুল ও সন্ধিবন্ধ পদ রচনায় বানভট্টের নেই কোনো ক্লান্তি, নেই কোনো শ্রান্তি। তাই উক্ত হয়েছে—"বাণোস্থিষ্টং জগৎসর্বম্।" তাই 'কাদম্বরী' কথাকাব্যে দৃষ্ট হয় এই পদগুলি।

"গর্ভেশ্বরত্বমভিনযৌবনত্বসপ্রতিমরূপত্বমমানুষশক্তিত্বঞ্চ,"

"সুভটখড়্গমণ্ডলোৎপলবনবিভ্রমভ্রমরী",

"সহবাসষরিচয়বশাদ্বিরহবিনোদচিহ্নানি",

"উদ্দামদর্পভটসহস্রোল্লাসিতাসিলতা",

"কমলিনীসঞ্চরণব্যতিকরলগ্ননলিননালককণ্টকক্ষতেব" প্রভৃতি।

সুতরাং উপরোক্ত কবিদের ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে দুর্বোধ্য শব্দ নির্মাণ ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে আজকের অত্যাধুনিক গতিময়তার যুগে আমাদের পদ নির্মাণের কাছে এগোতে হবে।

পদগঠনের কয়েকটি মূল রীতি আছে,

১। কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা ধাতু যোগে পদগঠন :

(ক) $\sqrt{\text{ক্রী}}$ + ক্ত্বাচ্ → কৃত্বা (করিয়া)।

(খ) $\sqrt{\text{নমস্}}$ – $\sqrt{\text{কৃ}}$ + ল্যাপ্ → নমস্কৃত্য (নমস্কার করে)।

(গ) $\sqrt{\text{কৃ}}$ + তুমুন্ → কর্ত্তুম্ (করতে করতে)।

(ঘ) $\sqrt{\text{গম্}}$ + ক্তবতু → গতবান্ (পুং), গতবতী (স্ত্রী), গতবৎ (ক্লীব)।

(ঙ) $\sqrt{\text{ইষ্}}$ + শতৃ → ইস্থৎ (ইচ্ছা করছে এমন অবস্থায়)।

(চ) $\sqrt{\text{দা}}$ + শানচ্ → দাদান (দান করছে এমন অবস্থায়)।

(ছ) $\sqrt{\text{শ্রু}}$ + নমুল্ → শ্রাবং শ্রাবং (শুনতে শুনতে এমন অবস্থায়)।

Scanned with CamScanner

(জ) $\sqrt{পা}$ + ক্ত → পীতঃ (পুং), পীতা (স্ত্রী), পীতম্ (ক্লীব) (পীত হয়েছিল)।

(ঝ) $\sqrt{পচ্}$ + ঘঞ্ → পাকঃ (ভাববাচ্যে) (রান্না করা হয়েছে)।

(ঞ) $\sqrt{বচ্}$ + ক্তিন্ → উক্তিঃ (ভাববাচ্যে) (বলা হয়েছে)।

(ছ) $\sqrt{থন্}$ + ল্যুট → খননম্ (খননকার্য বোঝাতে)।

২। কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা ধাতু যোগে পদগঠন :

(ক) অধি – $\sqrt{ই}$ + তব্য → অধীতব্য (অধ্যয়নের যোগ্য বিষয়)।

(খ) অধি – $\sqrt{ই}$ + অনীয় → অধ্যয়নীয় (ওই)।

(গ) গৈ + যৎ → গেয় (গান করার যোগ্য)।

(ঘ) $\sqrt{ভুজ}$ + ন্যৎ → ভোজ্যম্ (খাওয়া যায় এমন বস্তু)।

(ঙ) $\sqrt{কৃ}$ + ক্যপ্ → কৃত্য (করণীয়)।

৩। তিঙ্ বিভক্তি যোগে শব্দ গঠন :

(ক) $\sqrt{ভূ}$ + লট্ + তি > ভবতি [একজন হয়]।

(খ) $\sqrt{ভূ}$ + লট্ + তসঃ > ভবতঃ [দুইজন হয়] ইত্যাদি।

(গ) $\sqrt{ভূ}$ + লট্ + অন্তি > ভবন্তি [তিনজন হয়]।

৪। উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থভেদ :

(ক) অধি – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → অধিকরোতি (জয় করা)।

(খ) অনু – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → অনুকরোতি (অনুকরণ করা)।

(গ) অপ – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → অপকরোতি (ক্ষতি করা)।

(ঘ) আবিস্ – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → আবিষ্করোতি (খুঁজে বের করা)।

(ঙ) তিরস্ – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → তিরস্করোতি (বকা দেওয়া)।

(চ) প্রতি – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → প্রতিকরোতি (প্রতীকার করা)।

(ছ) সম্ – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → সংস্করোতি (সংশোধন করা)।

(জ) পরি – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → পরিষ্করোতি (পরিচ্ছন্ন করা)।

(ঝ) আ – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → আকরোতি (ডাকা)।

(ঞ) বি – প্র – $\sqrt{কৃ}$ + লট্ + তি → বিপ্রকরোতি (আঘাত করা)।

৫। স্ত্রী প্রত্যয় যোগে পদ গঠন :

(ক) শূদ্র + টাপ্ → শূদ্রা।
(খ) রাজন্ + ঙীপ্ → রাজ্ঞী
(গ) নর্তক + ভীষ্ → নর্তকী
(ঘ) ব্রাহ্মণ + ঙীন্ → ব্রাহ্মণী
(ঙ) শ্বশুর + ঊঙ্ → শ্বশ্রূঃ

৬। তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে পদ গঠন :

(ক) অরণ্য + বুঞ্ → আরণ্যক
(খ) গঙ্গা + ঢক্ → গাঙ্গেয়
(গ) সর্বজন + খঞ্ → সার্বজনীন
(ঘ) পর্বত + ছ → পর্বতীয়
(ঙ) দশরথ + ইঞ্ → দাশরথিঃ
(চ) মনু + অন্ → মানব
(ছ) গো + যৎ → গব্যম্
(জ) চণক + যঞ্ → চাণক্যঃ (অপত্য অর্থে)

৭। দ্বিরুক্ত প্রকরণ :

(ক) বীপ্সা অর্থে → বৃক্ষং বৃক্ষম্। (বহুক্ষেত্রে)।
(খ) সামীপ্য ,, → উপর্যুপরি। (নিকটে)।
(গ) আবাধ ,, → গতগতঃ (ব্যথা)। ইত্যাদি।

৮। নামধাতু প্রয়োগে পদ গঠন :

(ক) গো + ক্যচ্ → গব্যতি (গোরুকে ইচ্ছা করছে)।
(খ) ধন + কাম্যচ্ → ধনকাম্যতি (ধনকে ইচ্ছা করছে)।
(গ) রাজা + ক্যঙ্ → রাজায়তে (রাজার মতো আচরণ করছে।)
(ঘ) পিতৃ + ক্বিপ্ → পিতরতি (পিতার মতো আচরণ করছে।)
(ঙ) মিশ্র + নিচ্ → মিশ্রয়তি (মেশাচ্ছে)

Scanned with CamScanner

(চ) √পূজ + নিচ্ → পূজয়তি (পূজা করাচ্ছে)।

(ছ) √ভিষজ্ + যক্ → ভিষজ্যতে (চিকিৎসা করছে)।

৯। কতিপয় অন্যান্য প্রত্যয় সহযোগে পদ গঠন

(ক) √ভুজ + সন্ + লট্ + তি → বুভুক্ষতি (খাওয়ার ইচ্ছা)।

(খ) √দীপ্ + যঙ্ + লট্ + তে → দেদীপ্যতে (বারবার দীপ্যমান হচ্ছে)।

১০। বর্ণের সঙ্গে বর্ণযোগে সন্ধিবদ্ধ হয়ে পদ গঠন

(ক) দেব + আলয়ঃ → দ্ + এ + ব্ + [অ + আ] + ল্ + অ + য় + অ + ঃ = আ > দেবালয়ঃ।

(খ) মহৎ + চক্রম্ → ম্ + অ + হ্ + অ + [ত্ + চ্] + অ + ক্ + র্ + অ + ম্
= ত্ + চ্ > চ্চ > মহচ্চক্রম।

(গ) পুনঃ + অপি প্ + উ + ন্ + [অ + ঃ] + অ + প্ + ই = অ + ঃ > র > পুনরপি

১১। ব্যাসবাক্য নির্ণয়পূর্বক সমাসবদ্ধ পদ গঠন :

(ক) হস্তং চ পদং চ → (হস্ত + পদ) → হস্তপদম্।
(খ) বীণা পাণৌযস্যাঃ সা → (বীণা + পাণি) → বীণাপাণিঃ।
(গ) কুন্তলায় হিরণ্যম্ → (কুন্তল + হিরণ্য) → কুন্তলহিরণ্যম্।

This E-Book Download From>>

www.ebook.dascoaching.in

Follow Our B.Ed Related Website>>

www.dascoaching.in

3. Syntax in Sanskrit Language

সংস্কৃত বাঠ্যগঠনের প্রণালী :

১। "বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ — সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দকে পদ বলে। বিভক্তিহীন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয় না।

বাক্য— যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে।

যোগ্যতা বলতে বোঝায় এই যে বাক্যান্তর্গত পদসমূহের অর্থ বিচার করবার সময় পরস্পর সম্বন্ধে যেন কোনো বাধা না জন্মায়। অগ্নিনা সিঞ্চতি, বন্ধ্যায়াঃ পুত্রঃ। তাদের এখানে অর্থের সঙ্গতি হয়নি, এজন্য এরা বাক্য নয়। কিন্তু জলেন সিঞ্চতি, সত্যাঃ পুত্রঃ এখানে অর্থের সঙ্গতি আছে। অতএব এরা সার্থক বাক্য।

"আকাঙ্ক্ষা" বলতে বোঝা যায় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদসমূহের একটা সামগ্রিক অর্থবোধ থাকা চাই। গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী— এরা পদসমষ্টি হলেও পরস্পরের সম্বন্ধযুক্ত না হওয়াতে একটি সামগ্রিক অর্থবোধ জন্মায়নি। এইজন্য এই পদসমষ্টি বাক্য নয়। 'আকাঙ্ক্ষা'কে সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলেছেন, প্রতিতিপর্যাবসানবিরহঃ এবং তাহা শ্রোতার জিজ্ঞাসাবিশেষ (আকাঙ্ক্ষা প্রতীতিপর্যাবসানবিরহঃ। স চ শ্রোতুর্জিজ্ঞাসাবিশেষঃ। সাহিত্যদর্পণ। দ্বিতীয় অধ্যায়।

বোধের অভাব থাকবে না। থাকবে না শ্রোতার কোনো জিজ্ঞাসা— বাক্যও হতে হবে এমনই। 'স গৃহং গত্বা' বলে কেউ যদি থেমে যায়, তবে শ্রোতার জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক সে বাড়ি গিয়ে কী করবে? সুতরাং 'স গৃহং গত্বা' বাক্য নয়। প্রতীতির অভাবে শ্রোতার যেখানে কোনো জিজ্ঞাসা না থাকে, বাক্য প্রয়োগে কর্তাকে সেই বিষয়ে অবগত থাকতে হবে।

'আসত্তি' বলতে বোঝা বাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহের নিকটবর্তিতা। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদগুলি পাশাপাশি থাকবে এটাই সাধারণ নিয়ম— যাতে ভাবপ্রকাশের ব্যাঘাত না ঘটে। বাক্যের পদসমূহ একই সময়ে উচ্চারিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলেই সার্থক বাক্য বলে পরিগণিত হবে। একদিন বললাম 'দেবত্তঃ' পরের দিন বললাম 'গচ্ছতি' এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত পদ প্রয়োগেও বাক্য হয় না।

বাক্যের অন্যরূপ লক্ষণও আছে। যেমন,— 'পদসমূহো বাক্যমর্থসমাপ্তৌ, 'একতিঙ্ বাক্যম্' ইত্যাদি।

২। উদ্দেশ্য ও বিধেয়

যদুদ্দিশ্য ক্রিয়া প্রবর্ততে **তদুদ্দেশ্যম্** বিধীয়তে যৎ তদ্ **বিধেয়ম্**।

Scanned with CamScanner

বাক্যের দুই অংশ— **উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**। একটি সামগ্রিক বাক্যে যাহার উদ্দেশ্যে কোনো বিবরণ দেওয়া হয় তা **'উদ্দেশ্য'** (Subject) এবং ওই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে বিবরণ দিলে বাক্যার্থের পরিসমাপ্তি ঘটে তাহা **'বিধেয়'** (Predicate)। সাধারণত উদ্দেশ্য হল 'কর্তা' বা 'কর্ম' এবং বিধেয় হয় 'ক্রিয়া'। অজহল্লিঙ্গ শব্দের বেলায় উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের লিঙ্গ বচনের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যথা,— বেদাঃ প্রমাণম্। স্মৃতয়ঃ **প্রমাণম্**। গুণাঃ **পূজাস্থানম্** গুণিষু। দরিদ্রা হি **কৃপাপাত্রম্**। অহিংসা পরমো ধর্মঃ। অবিবেকঃ পরমাপদং পদম্। পরাপবাদঃ পাপম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব **কুটুম্বকম্**। বিধেয় হয় ক্রিয়া অথবা যেখানে ক্রিয়া উহ্য থাকে সেখানে বিশেষণ। যথা,—

ক্রিয়া— বালকাঃ হসন্তি। চন্দ্রঃ দৃশ্যতে। (খ) বিশেষণ— পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংহতিঃ কার্যসাধিকা। 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' এই দুইটি অংশ একটি বাক্য গঠনের পক্ষে ন্যূনতম উপাদান। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারিত করা চলে। যথা,— **ক্রীড়াজয়িনো** বালকাঃ **উচ্চৈঃ** হসন্তি। **নির্মলে শারদীয়ে** নভসি পূর্ণশ্চন্দ্রঃ দৃশ্যতে।

বিশেষস্য হি যল্লিঙ্গৎ বিভক্তিবচনে চ যে।
তানি সর্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেষ্বপি।।

৩। বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গতি :

(ক) বিশেষ্য ও বিশেষণের লিঙ্গবচনে সামঞ্জস্য রক্ষা করা শাস্ত্রের বিধান। যথা,— বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণাঃ। নৃত্যন্তী বালা। বুদ্ধিমৎ কলত্রম্। মধুরাং গীতিং শৃণোমি। লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ। ন খলু ধীমতাং **কশ্চিদবিষয়ো** নাম।

(খ) দুই বা ততোহধিক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ যদি একই বিশেষণের সহিত সংযুক্ত হয় তবে **বিশেষণের বচন** বিশেষ্য বা সর্বনামের বচনের **সমষ্টিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত** হইবে। যথা,— নিদ্রা ভয়ঞ্চ সর্বেষাং **সাধারণে**। কিন্তু জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি **গরীয়সী** এরূপও দেখা যায়।

(গ) একই বাক্যে ভিন্নলিঙ্গের একাধিক বিশেষ্য এবং তাদের একটি সাধারণ বিশেষণ থাকলে (ক) **পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ** বিশেষ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ বিশেষণটি **পুংলিঙ্গ** হবে। যথা,— গুরুর্গুরুপত্নী চ শিষ্যাণাং **পূজনীয়ৌ**। ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণী চ নগরং **গতবন্তৌ**। **সুন্দরৌ** বালকঃ বালিকা চ **আনন্দিতৌ** মধুরং হসতঃ।

ক্লীবলিঙ্গের সহিত (i) পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ অথবা (ii) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের সাধারণ বিশেষণটি **ক্লীবলিঙ্গ** হইবে এবং বিকল্পে একবচনও হতে পারে। নপুংসকমনপুংসকেন একবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্।। (১/২/৬৯)। বৃক্ষা লতা পুষ্পাণি চ **সুন্দরাণি** দৃশ্যন্তে। প্রমাদঃ আলস্যং চ **ধ্বংসকারিণী**। বৃথাবাক্যং পরনিন্দা চ **পরিত্যজ্যম** (**পরিত্যজ্যে** বা) মম মিত্রং তস্য পত্নী চ গৃহম্ **আগতম্** (**আগতে** বা)। বিপদি ধৈর্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা, সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ। যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ **প্রকৃতিসিদ্ধমিদং** হি মহাত্মনাম্।।

(ঘ) কোনো কোনো সময় বিভিন্ন লিঙ্গের বিশেষ্যগুলির মধ্যে বিশেষণটি যে বিশেষ্যের নিকববর্তী তারই লিঙ্গ ও বচন গ্রহণ করে। যথা,— যস্য বীর্যেণ **কৃতিনো** বয়ং চ ভুবনানি চ (ভবভূতিঃ)। নিয়মানুসারে ভুবনানি পদের সঙ্গত বিশেষণ "কৃতীনি" এইরূপ ধরে নেওয়ার যে রীতি, ব্যাকরণে তার নাম **লিঙ্গবিপরিণাম**।

৪। কর্তা ও ক্রিয়ার সমন্বয়

(ক) বচন ও পুরুষ— এই দুই বিষয়ে কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা প্রয়োজন। যথা— ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্। তয়ো জর্গৃহতুঃ পাদান্ রাজা রাজ্ঞী চ মাগধী সায়ং বয়ং গৃহং গচ্ছামঃ।

(খ) যে বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে একটি বিশেষণ অথবা নিয়তলিঙ্গ (অজহল্লিঙ্গ) কোন বিশেষ্যপদ বিধেয় হিসেবে উপস্থিত থাকে— ক্রিযার বচন ও পুরুষ এই নিয়তলিঙ্গ বিশেষ্য পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে **কর্তৃপদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে**। যথা,— অহং পিতুর্বিশ্বাসপাত্রম্ অভুবম্ (পাত্রম্ পদের নৈকট্যবশতঃ "অভূৎ" এই ক্রিয়া পদের প্রয়োগ অশুদ্ধ। সংসারসুখানি কেবলং দুঃখস্থানং সন্তি ("অস্তি" নহে)।

(গ) ক্রিয়া পদ যেখানে উহ্য থাকে সেখানেও বিধেয়রূপে ব্যবহৃত ওই নিয়তলিঙ্গ বিশেষ্যপদের লিঙ্গবচনের কোন পরিবর্তন ঘটে না। যথা,— **সা খলু কূলপতেরু হুসিতমিব** (শকু)। হা প্রিয়ে, ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ম্ (উত্তরচরিত)।

(ঘ) দুইটি বা ততোহধিক কর্তৃপদ যদি 'চ' এই অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হয় তবে তাহাদের ক্রিয়ার বচন কর্তৃপদগুলির সমষ্টির বচনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। যথা— তীর্থোদকং চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধমর্হতঃ (উত্তরচরিত)। পিতা মাতা পুত্রশ্চ গৃহং গচ্ছন্তি।

(ঙ) কর্তৃপদগুলি "**চ**" এই অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হলেও যেখনে মনে মনে পৃথকভাবে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার অন্বয় করা হয়— সেখানে ক্রিযা নিকটবর্তী কর্তার বচন গ্রহণ করতে পারে। যথা,— অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে **ধর্মশ্চ জানাতি** নরস্য বৃত্তম্।
হুতং চ দত্তং চ তথৈব **তিষ্ঠতি** (ভাস)

(চ) ভিন্নপুরুষ ও ভিন্ন বচনের একাধিক কর্তৃপদ **'চ'** এই অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হইলে ক্রিয়ার বচন কর্তৃপদগুলির সম্মিলিত বচন অনুসারে হইবে। যথা,— ত্বং চ অহং চ **অদ্বৈব প্রতিষ্ঠাবহে**। রামঃ যুবাম্ চ **বহির্গচ্ছত**।

(ছ) **'যুগপদ্‌বচনে পরঃ পুরুষাণাম্ (প্রথমমধ্যমোত্তমানাম্)**— একই ক্রিয়ার সহিত যুগপদ বিভিন্ন পুরুষের অন্বয় হলে— বিভিন্ন পুরুষের কর্তৃপদগুলির মধ্যে একটিও উত্তর পুরুষ হলে ক্রিয়াপদ উত্তমপুরুষ এবং কর্তৃপদ প্রথম ও মধ্যম পুরুষ হলে— ক্রিয়াপদ মধ্যমপুরুষ হবে। ক্রিয়ার বচন অবশ্য কর্তৃপদগুলির সমষ্টিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। যথা,— ত্বং চ অহং পঠাবঃ। মম ছাত্রাঃ অহং চ প্রাতঃ **গমিষ্যামঃ**। রামশ্চ ত্বং চ নদীতীরং **গচ্ছতম্**।

Scanned with CamScanner

(জ) দুই বা ততোহধিক একবচনান্ত কর্তৃপদ যদি 'বা' এই অব্যয়ের সাথে প্রযুক্ত হয় তা হলে ক্রিয়ার একবচনই হবে। রামঃ শ্যামঃ কৃষ্ণো বা গচ্ছতু।

(ঝ) **'বা'** এই অব্যয়ের সঙ্গে কর্তৃপদগুলি ভিন্ন বচনে প্রযুক্ত হলে ক্রিয়ার বচন নিকটবর্তী কর্তৃপদের বচন অনুযায়ী হবে। যথা,— প্রভুর্বা **কিঙ্করা** বা গার্হস্থ্যবিধিং সমমেব **পালয়েষুঃ।**

ঞ. ভিন্ন বচনে ও ভিন্ন লিঙ্গের দুই বা ততোহধিক বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যদি একটি সর্বনাম পদ প্রযুক্ত হয় তবে ওই সর্বনাম পদটি ক্লীবলিঙ্গে এবং একবচনেও প্রযুক্ত হয়। যথা,

— তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ **এতদ্** ব্রাহ্মণ-কারণম্।

অথবা— তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।

(ট) **প্রধানেতরয়োযত্র দ্রব্যস্য ক্রিয়য়োঃ পৃথক্।**
শক্তির্গুণাশ্রয়া তত্র প্রধানমনুরুধ্যতে।।
প্রধানবিষয়াশক্তিঃ প্রত্যয়েনাভিধীয়তে (বাক্যপদীয়)

যদি একই দ্রব্যে দুই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতঃ দুই কারকের প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তবে কারকটি প্রধান বা সমাপিকা-ক্রিয়া অর্থাৎ তৎস্থানীয় কৃদন্তের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যথা,— **স্বামিগুণাঃ বিস্মর্তুং ন শক্যন্তে।** প্রিয়ায়াঃ **করঃ গৃহীত্বা** সানন্দম্ উরসি **স্থাপিতঃ। শক্যং** স্বমাংসাদিভিরপি **ক্ষুপ্রতিহন্তুম্।** অথ সিংহেন দধিকর্ণনামা **বিড়ালঃ** গ্রামাদানীয় স্বকন্দরে **স্থাপিতঃ। যুক্তমস্যা অভিলাষোহভিনন্দিতুম্** (শাকুন্তলে)। **সুখমর্থা** ভবেদ্দাতুম্ (স্বপ্নবাসবদত্তে)।

4. Phonetic Transcription in Sanskrit Letters

সংস্কৃত বর্ণমালার লিপ্যন্তর (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে) :

Doniel Jones তাঁর "A Outline of English Phonetics" বইতে Trancription সম্পর্কে বলেছেন, A transcription which provides special signs for allophones (special members of phonemes) is called an 'allophonic' or 'linguistically narrow' transcription. এর বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় যে-কোনো বিশেষ প্রতীকের দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ধ্বনিকে চিহ্নিত করার পদ্ধতিকে বলে Transcription বা নকলীকরণ।

সংস্কৃত বর্ণ তথা দেবনাগরী অক্ষরে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন ভাষার বর্ণ অনুসারে লিপ্যন্তর করার সর্ব্বপ্রধান উপযোগিতা এই যে, পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ দেবনাগরী অক্ষর না শিখেও এই লিপ্যন্তর-এর মাধ্যমে সংস্কৃত গ্রন্থরাজি পাঠ ও তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে বহুবিধ গবেষণায় সক্ষম হবে সংস্কৃতকে জ্ঞানের আকর ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে অকপটে স্বীকার করেছেন। এর ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশে সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ দর্শন শাস্ত্রের বহুল প্রচার সম্ভব হয়েছে। এই লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে Transcription বা Transliteration পদ্ধতি বলা হয়। বর্তমানে এর সঙ্গে আর একটি সুবিধা যোগ হয়েছে, তাহল আন্তর্জালিক ভাষা (Internet Language); যার মাধ্যমে বিদেশি পন্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত শ্লোকাদির স্বরূপ সহজেই ধরা পড়ে। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ;

স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে,

দেবনাগরী	বাংলা	ইংরেজি	জার্মান/রোমান	আন্তর্জাল ভাষা
অ	অ	A/a	A/a	A/a
আ	আ	A/a	Ā/ā	AA/aa
ই	ই	I/i	I/i	I/i
ঈ	ঈ	I/i	Ī/ī	II/ii
উ	উ	U/u	U/u	U/u
ঊ	ঊ	U/u	Ū/ū	UU/uu
ঋ	ঋ	R/r	Ṛ/ṛ	.R/.r
ৠ	ৠ	RR/rr	Ṝ/ṝ	.RR/.rr
ঌ	ঌ	Lr/Lr	Ḷ/ḷ	.L/.l
ৡ	ৡ			.LL/.ll

Scanned with CamScanner

স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে,

দেবনাগরী	বাংলা	ইংরেজি	জার্মান/রোমান	আন্তর্জালিক
क्	ক্	K/k	K/k	K/k
ख्	খ্	KH/kh	KH/kh	KH/kh
ग्	গ্	G/g	g	G/g
घ्	ঘ্	GH/gh	gh	GH/gh
ङ्	ঙ্	M/m	Ṅ/ṅ	,N/,n
च्	চ্	C/c	C/c	C/c
छ्	ছ্	CH/ch	CH/ch	CH/ch
ज्	জ্	J/j	J/j	J/j
झ्	ঝ্	JH/jh	Jɦ/jɦ	JH/jh
ञ्	ঞ্	M/m	Ñ/ñ	;N/;n
ट्	ট্	T/t	Ṭ/ṭ	.T/.t
ठ्	ঠ্	TH/th	Ṭ̣H/ṭh	.TH/.th
ड्	ড্	D/d	Ḍ/ḍ/ɖ	.D/.d
ढ्	ঢ্	DH/dh	Ḍ̣H/.dh/ɖɦ	.DH/.dh
ण्	ণ্	N/n	Ṇ/ṇ	.N/.n
त्	ত্	T/t	T/t	T/t
थ्	থ্	TH/th	TH/th	TH/th
द्	দ্	D/d	D/d	D/d
ध्	ধ্	DH/dh	DH/dh	DH/dh
न	ন্	N/n	N/n	N/n
प्	প্	P/p	P/p	P/p
फ्	ফ্	PH/ph	PH/ph	PH/ph
ब्	ব্	B/b	B/b	B/b
भ्	ভ্	BH/bh	BH/bh	BH/bh
म्	ম্	M/m	M/m	M/m

সন্ধ্যাক্ষর (Diphthnogs)-এর ক্ষেত্রে :

দেবনাগরী	বাংলা	ইংরেজি	জার্মান/রোমান	আন্তর্জালিক
ए (आ + इ)	এ (অ + ই)	E(A/a + I/i)	E	E
ऐ (आ + ए)	ঐ (অ + এ)	AI/ai	AI/ai	AI/ai
ओ (आ + उ)	ও (অ + উ)	O/o	O/o	O/o
औ (आ + ओ)	ঔ (অ + ও)	AU/au	AU/au	AU/au

অন্তঃস্থ বর্ণের (Semi-Vowels)-এর ক্ষেত্রে :

দেবনাগরী	বাংলা	ইংরেজি	জার্মান/রোমান	আন্তর্জালিক
य् (इ – ज)	য্ (ই – জ)	Y/y(I – J)	Y/y	Y/y
र् (ऋ – ट)	র্ (ঋ – ট)	R/r(R – T)	R/r(.R – Ṭ) (.r – .t)	R/r(.R – .T) (.r – .t)
ल् (ळ – त)	ল্ (ঌ – ত)	L(LR – T) l(lr – t)	L(Ḷ – T) l(ḷ – t)	L(.L – T) l(.l – t)
ब् (उ – ब)	য্ (ই – ব)	V/v(U – B) (u – b)	V/v	V/v

উষ্মবর্ণের (Sinilants)-এর ক্ষেত্রে :

দেবনাগরী	বাংলা	ইংরেজি	জার্মান/রোমান	আন্তর্জালিক
श्	শ্	SH/sh	Ś/ś	;S/;s
ष्	ষ্	SH/sh	Ṣ/ṣ	.S/.s
स्	স্	S/s	S/s	S/s
ह्	হ্	H/h	ɦ	H/h

অযোগবাহ (Fricatives)-এর ক্ষেত্রে :

দেবনাগরী	বাংলা	ইংরেজি	জার্মান/রোমান	আন্তর্জালিক
:	ঃ	H/h	ɦ/Ḥ/ḥ	.H/.h
ं	ং	M/m	Ṃ/ṃ	.M/.m

Scanned with CamScanner

5. Identifying General and Specific Objectives with Learning Outcome

শিক্ষণের ফলপ্রয়াস-এর জন্য সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিতকরণ :

প্রথম নমুনা (First Format) :

শংসাপত্র (Certificate)

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা হচ্ছে যে, শ্রীমতী পিয়ালী ব্যানার্জী বিদ্যাতীর্থ মহাবিদ্যালয়-এর ছাত্রী সন্তোষজনকভাবে তার প্রকল্পটি সম্পাদন করেছেন।

তিনি যে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করেছেন তা একান্তই নিজের। এটি তার নিজস্ব শৈলীরই প্রকাশ। তার আক্ষরিক উপস্থাপনা, বিষয়বস্তু প্রভৃতি লিখনশৈলী সন্তোষজনক।

আমি ভবিষ্যতে তার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

.....

উপদেষ্টা অধ্যাপিকা/অধ্যাপকের স্বাক্ষর

শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন তখন শিক্ষার্থীদের কাছে আচরণের জন্য শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—

- সাধারণানি উদ্দেশ্যানি
- বিশেষানি উদ্দেশ্যানি

সাধারণোদ্দেশ্যস্য ধারণা (Concept of the General objective) : এই উদ্দেশ্য সাধারণ বাক্যে লিখিত হয়, সাধারণভাবে সমস্ত পাঠের লক্ষ্যমুখী হয়। সাধারণ উদ্দেশ্য দ্বারা শিক্ষার্থী পাঠান্তের আচরণ সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা হয়।

বিশেষোদ্দেশ্যস্য ধারণা (Concept of the specific objective) : শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ যোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য আচরণ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ক্রিয়ার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য লিখিত হয়, তাকে বিশেষানি উদ্দেশ্যম্ বলে।

পাঠৈককস্য নাম (Name of the sub-unit) : ব্রাহ্মণচৌরাপেশাচ কথা
রচয়িতা : বিষ্ণুশর্মা

● **সাধারণানি উদ্দেশ্যানি** (General objectives) : শিক্ষার্থীরা শত্রুদের পরস্পর বিবাদে অন্যের হিত, পিশাচ ও চোরকে ধরার উপায়, গরীব ব্রাহ্মণের জীবনে বেঁচে থাকার কষ্ট,

ব্রাহ্মণের পশুদের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং পিশাচের হাত থেকে ব্রাহ্মণের প্রাণ ফিরে পাওয়ার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের সুচিন্তিত মতামত সম্পর্কে অবগত হবে।

● **বিশেষানি উদ্দেশ্যানি** (Specific objectives) :

জ্ঞানমূলকম্ উদ্দেশ্যম্ (Knowledge Based Objective) :

(১) শিক্ষার্থীরা 'ব্রাহ্মণচৌরপিশাচ কথা' গদ্যাংশটির উৎসগ্রন্থ ও লেখকের নাম স্মরণ করে বলতে বা লিখতে পারবে।

(২) কাহিনির প্রারম্ভে উল্লিখিত শ্লোকটিকে স্মরণ করে লিখতে পারা।

(৩) ব্রাহ্মণের নাম কী ছিল তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

(৪) প্রতিগ্রহণধনঃ সম্বর্ধ্য, উপচিতস্নায়ুসন্ততির্ণগাত্রঃ, প্রসুপ্তে প্রভৃতি নবপঠিত পদগুলির অর্থ জেনে বলতে পারবে।

(৫) ব্রহ্মরাক্ষসের ও ব্রাহ্মণের আকার-আকৃতি তথা স্বরূপ কেমন তা শিক্ষার্থীরা জেনে বলতে পারবে।

(৬) ব্রাহ্মণ, রাক্ষস ও চোর-এর হাত থেকে কী কী উপায়ে রক্ষা পেয়েছি তা জেনে বলতে পারবে।

(৭) চোর ও রাক্ষসের মধ্যে কী কথোপকথন হয়েছিল, তা শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে লিখতে পারবে।

◆ **বোধমূলকম্ উদ্দেশ্যম্** (Understanding Based Objectives) :

(১) গদ্যাংশের রচনাশৈলী উপলব্ধি করে নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখতে পারা।

(২) গদ্যাংশটির নামকরণের সার্থকতা শিক্ষার্থীরা জেনে বলতে পারবে।

(৩) চোর ও রাক্ষসের কথোপকথনটির সারাংশ নিজস্ব মাতৃভাষায় গুছিয়ে লিখতে পারবে।

(৪) "শত্রবোহপি হিতায়ৈব ব্বিদন্তঃ পরস্পরম্"— উদ্ধৃত শ্লোকটির তাৎপর্য বুঝিয়ে শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

(৫) সমগ্র গদ্যকাব্যটি নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে লিখতে পারবে।

(৬) 'তীব্রভয়ত্রস্ত', পরিশোভিত শরীরঃ, ব্রহ্মরাক্ষকসঃ, উন্নত নাসাবংশ ক্রুরকর্ম প্রভৃতি নবপঠিত পদগুলির অর্থ উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীর লিখতে পারবে।

(৭) ব্রহ্মরাক্ষস, চোর ও ব্রাহ্মণের স্বভাব কী রকম ছিল তা শিক্ষার্থীর উপলব্ধি করে নিজের ভাষায় লিখতে পারবে।

◆ **প্রয়োগমূলকম্ উদ্দেশ্যম্** (Application Based Objectives) :

(১) সংস্কৃত ভাষায় রচিত সমধর্মী অন্যএকটি গল্পের সাথে তুলনা করে নিজের ভাষায় লিখতে পারবে।

Scanned with CamScanner

(২) অন্যভাষায় রচিত গল্পের সাথে তুলনা করে বলতে পারবে।

(৩) শিক্ষার্থীরা চৌর, দত্তম্, ব্রাহ্মণস্য, নিশায়াং, দৃষ্ট্বা প্রভৃতি পদগুলির সমার্থক পদ বলতে পারবে।

(৪) শিক্ষার্থীরা 'গোযুগম্', বালভাবাদারভ্য, শুষ্ককপোলঃ, প্রতিগ্রহধনঃ, ব্রহ্মরাক্ষসঃ, ভদ্র, ন্যায় প্রভৃতি নবপঠিত পদ দিয়ে বাক্যরচনা করতে পারবে।

(৫) শিক্ষার্থীরা 'দারিদ্রব্রাহ্মণস্য', দ্রোণনামা, শিশুগোযুগম্, যজমানে নানুকম্পয়া, প্রসুপ্তে, চৌরাদ্ প্রভৃতি পদগুলির কারক-বিভক্তি করতে পারবে।

(৬) জীবিতং, নিশায়াং, সুন্দরম্, দরিদ্রঃ, সততং প্রভৃতি পদগুলির বিপরীতার্থক পদগুলি জেনে বলতে পারবে।

(৭) কস্মিংশ্চিদঘিষ্টানে, ষষ্টাহকালিকোস্হম্, অতস্তমেব, তদানর্থকোऽস্য ভঞ্জণায়োপস্তিতস্যালরে প্রভৃতি পদগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারবে।

(৮) বিশিষ্টবস্ত্রানুলেপন্গন্ধমাল্যালঙ্কারতাম্বুলাদিথৌগপরিবর্জিত:, প্রকঢ় কেশশথ্নরোমোপচিত:, প্রকঢরকান্তনয়ন:, ইত্যাদি পদগুলিকে ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করতে পারবে।

(৯) বিবদতা:, সম্বর্ধ্য, অপহরিষ্যামি, অব্রবীত্, নিশ্চিত্য, নিবেদ?-হন্তুম্ ভক্ষয়িষ্যামি- ইত্যাদি ক্রিয়াপদগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় নিরূপণ করতে পারবে।

◆ **দক্ষতামূলকম্ উদ্দেশ্যম্** (Skill Based Objectives) :

(১) শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট হস্তাক্ষরের মাধ্যমে দেবনাগরী অক্ষর অবলম্বন, করে ব্রাহ্মণের ও ব্রহ্মরাক্ষসের বর্ণনা পাঠ্যবিষয় অনুসরণে লিখতে পারবে।

(২) চোর ও ব্রহ্মরাক্ষসের কথোপকথনে সারাংশ নিজস্ব সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করে গুছিয়ে লিখতে পারবে।

(৩) পাঠ্যাংশ অনুসরণে ব্রহ্মরাক্ষস ও 'গোযুগম্'-এর একটি সুস্পষ্ট ও সুন্দর চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

(৪) কাহিনির প্রারম্ভে উল্লিখিত শ্লোকটি সুস্পষ্ট উচ্চারণ, বৈচিত্র্যময়, স্বরপ্রক্ষেপণ ও সুললিত কণ্ঠমাধুর্য্য অবলম্বন করে পড়তে পারবে।

(৫) সমগ্র গদ্যাংশটি দলগত অভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করতে পারবে।

(৬) পাঠ্যাংশে উল্লিখিত লগুড়-এর একটি প্রতিরূপ তৈরি করতে পারবে।

◆ **কানি ময়া শিক্ষিতানি?** (What did I Learn?) : উপরোক্ত প্রকল্পটি করতে গিয়ে যে কটি বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি তা হল,

(১) প্রাচীন ভারতবর্ষে সাহিত্য সম্ভারের একটি বিশেষ অংশের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি।

(২) প্রাচীন ভারতীয় বাগ্‌ভঙ্গী, লিখনশৈলী প্রকৃতির সাথে সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছি।

(৩) প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের কষ্টসহিষ্ণুতা, দয়াপরবশতা ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় পেয়েছি।

(৪) প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণের সাথে বর্তমানে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণজাতির মানসিকতার সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য সম্পর্কে সামান্য ধারণা অর্জন করতে পেরেছি।

(৫) গদ্যকাব্যটির বিভিন্ন পদের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করে পদগুলির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবে।

(৬) গদ্যকাব্যস্থিত পদের সাথে বর্তমান ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পদের বিবর্তনগত সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছি।

(৭) সংস্কৃত ভাষা ও দেবনাগরী অক্ষরের স্বরূপের সাথে বিস্তারিতভাবে পরিচিত হতে পেরেছি।

◆ **ভবিষ্যতঃ পরিকল্পনা** (Future Planning) : এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ শুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত। এই প্রকল্পটি করতে গিয়ে আমি অনেক ভুলের সম্মুখীন হয়েছি। ভুলগুলি হল যেমন—

- ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণের ত্রুটি
- কয়েকটি ক্ষেত্রে দেবনাগরী হরফে লেখার ভুল।
- উচ্চারণগত সমস্যার ভুল।

আমি আমার অধ্যাপিকার সহায়তায় সেই ভুলগুলি সংশোধনের চেষ্টা করেছি। পরবর্তী কোনো প্রকল্প করার সময় এই ভুলগুলির কথা স্মরণে রাখব। এই অঙ্গীগার-এর মাধ্যমে আমি আমার প্রকল্পটি সমাপ্ত করলাম।

ebook.dascoaching.in

Scanned with CamScanner

আমাদের প্রকাশনায় B.Ed. (2 Year)-এর অন্যান্য বই

SEMESTER-I

- **শিশু ও বিকাশ** ড. বিজন সরকার
- **সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  তারিণী হালদার ⋄ বিনায়ক চন্দ
- **পাঠক্রমে ভাষার বিস্তৃতি**
  ড. বীরবল সাহা ⋄ শম্ভুনাথ মাজি
- **বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ও বিষয়ের বোধ**
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ⋄ ড. চন্দন অধিকারী
- **পাঠক্রমে ভাষার ভূমিকা** সোমনাথ হাজরা
- **Childhood and Growing up**
  Dr. Sujit Pal ⋄ Rakheebrita Biswas ⋄ Dr. P.K. Chand
- **পঠন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন**
  ড. বীরবল সাহা ⋄ শম্ভুনাথ মাজি
- **পাঠ্যপুস্তক : পঠন ও প্রতিফলন**
  মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী) ⋄ সন্দীপ শর্মা

SEMESTER-II

- **শিখন ও শিক্ষণ** ড. বিজন সরকার
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (প্রথম ভাগ) তারিণী হালদার
- **নাটক ও শিক্ষায় চারুকলা** ড. সুজাতা রায় মান্না
- **Assessment for Learning**
  Dr. Mitali Panda ⋄ Rakheebrita Biswas
- **Learning & Teaching**
  Dr. Mitali Panda ⋄ Dr. Md Jamal Uddin
- **শিখনের মূল্যায়ন**
  অধ্যাপক (ড.) কমলকৃষ্ণ দে ⋄ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট
  ড. খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

SEMESTER-II & III (Semester II ও III-এর জন্য মেথড পেপারগুলি পৃথক খণ্ডে)

Pedagogy of Language Teaching

- **ভাষা শিক্ষণ তত্ত্ব (বাংলা)**
  ড. সুজাতা রাহা ⋄ বৈশালী বসু
- **Pedagogy of Language Teaching With a Perspective of English**
  Sudhakar Sardar
- **ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (সংস্কৃত)**
  গীতা দাস ⋄ নিবেদিতা চৌধুরী

Pedagogy of Science Teaching

- **বিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (জীবনবিজ্ঞান)**
  ড. দেবী প্রসাদ নাগ চৌধুরী ⋄ ড. সুজিত পাল ⋄ অম্লান গাঙ্গুলি ⋄ ড. মিতা হাওলাদার
- **বিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (ভৌতবিজ্ঞান)**
  ড. প্রতাপ কুমার জানা ⋄ ড. সুভাষচন্দ্র ভাট ⋄ সম্পাদনা : ড. কমলকৃষ্ণ দে

Pedagogy of Mathematics Teaching

- **গণিত শিক্ষণের আধুনিক কৌশল** ড. সুরপতি প্রামানিক

Pedagogy of Social Science Teaching

- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ইতিহাস)**
  তারিণী হালদার ⋄ গৌতম কুমার বিশ্বাস
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (ভূগোল)**
  ড. জয়ারতি দাশগুপ্ত ⋄ সম্পাদনা : ড. জয়ন্ত মেটে
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (দর্শন ও তর্কবিদ্যা)**
  কাকলি মুখোপাধ্যায়
- **সমাজবিজ্ঞান শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল (শিক্ষাবিজ্ঞান)**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ⋄ ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ

ebook.dascoaching.in

SEMESTER-IV

- **লিঙ্গবৈশষ্ট্য বিদ্যালয় ও সমাজ**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায় ⋄ উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **বিদ্যালয়, জেন্ডার ও সমাজ**
  ড. বীরবল সাহা ⋄ শম্ভুনাথ মাজি
- **প্রজ্ঞা ও পাঠক্রম** (দ্বিতীয় ভাগ)
  তারিণী হালদার ⋄ ড. বিমান মিত্র
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় সংগঠন** ড. ঊর্মি চক্রবর্তী
- **বৃত্তিমূলক কর্মশিক্ষা**
  ড. জয়ন্ত চৌধুরী ⋄ অরুণাভ সামন্ত
- **স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা**
  ড. দীপন চক্রবর্তী ⋄ অরুণাভ সামন্ত
- **স্ব ধারণা** ড. বিজন সরকার
- **শান্তির জন্য শিক্ষা**
  তারিণী হালদার
- **নির্দেশনা ও পরামর্শদান**
  অধ্যাপক (ড.) দুলাল মুখোপাধ্যায়
  ড. উদয়শঙ্কর কবিরাজ
- **নির্দেশনা ও পরামর্শদান**
  মহুয়া বন্ধু (চ্যাটার্জী)
- **পরিবেশ শিক্ষা ও জনশিক্ষা**
  ড. দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী ⋄ ড. সুজিত পাল
- **যোগ শিক্ষা** ড. মলয়কুমার মুখোপাধ্যায় ⋄ ড. সুজিত পাল
- **বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ধারণা**
  ড. অমিতাভ রায় ⋄ অরুণাভ সামন্ত

ISBN 81-89169-87-4
9788189169497

Scanned with CamScanner